বাবা সাহেব

ড: আম্বেদকর

রচনা-সম্ভার

বাবা সাহেব

ড. আম্বেদকর রচনা-সম্ভার

বাংলা সংস্করণ

ষড়বিংশতি খণ্ড

বাবা সাহেব ড. আম্বেদকর

জন্ম : ১৪ এপ্রিল, ১৮৯১　　　　মহা-পরিনির্বাণ : ৬ ডিসেম্বর, ১৯৫৬

‘এটা অবশ্যই প্রত্যাশিত ছিল যে খসড়া প্রস্তুত করার সময় খসড়া রচনা সমিতি গণ-পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত বিভিন্ন সমিতিগুলি কর্তৃক অথবা গণ-পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি মেনে চলবে। যতদূর সম্ভব এটা মেনে চলার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল খসড়া রচনা সমিতি। তৎসত্ত্বেও এমন কয়েকটি বিষয় ছিল, যেগুলি সম্বন্ধে খসড়া রচনা সমিতির কিছু কিছু পরিবর্তনের প্রস্তাব করা প্রয়োজন মনে করেছিল। ওই ধরনের সকল পরিবর্তনগুলির প্রাসঙ্গিক অংশগুলি নিম্ন-রেখিত অথবা পার্শ্ব-রেখিত করে নির্দেশিত হয়েছে খসড়াতে। উক্ত রূপ পরিবর্তনের কারণগুলি ব্যাখ্যা করে পাদটিকা সন্নিবেশিত করার ব্যবস্থাও করেছে খসড়া রচনা সমিতি। আমি অবশ্য মনে করি যে, বিষয়টির গুরুত্বের কথা মনে রেখে আমার উচিত এই সব পরিবর্তনগুলির জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে আপনার এবং গণ-পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।’

ড. ভীমরাও আম্বেদকর

‘ভারতের খসড়া সংবিধান’ থেকে

AMBEDKAR RACHANA - SAMBHAR
(Collected works of Dr. Ambedkar in Bengali)
Volume - 26
Total No. of Pages : 276

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০০০
First Published : December, 2000

প্রচ্ছদ : বিশ্বনাথ মিত্র

প্রকাশক :
ড: আম্বেদকর ফাউন্ডেশন,
সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক,
ভারত সরকার,
নতুন দিল্লি

Published by
Dr. Ambedkar Foundation.
Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India.
New Delhi.

লেজার টাইপ সেটিং এবং প্রিন্টিং
ইমেজ গ্রাফিক্স,
৬২/১, বিধান সরণি,
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

দাম :
সাধারণ সংস্করণ : ৪০ টাকা (Rs. 40/-)
শোভন সংস্করণ : ১০০ টাকা (Rs. 100/-)

বিক্রয় কেন্দ্র :
ড: আম্বেদকর ফাউন্ডেশন,
২৫, অশোক রোড,
নতুন দিল্লি - ১১০ ০০১

পরিবেশক :
পিপলস্ এডুকেশন সোসাইটি,
সি-এফ, ৩৪২, সেক্টর-১,
সল্ট লেক সিটি,
কলকাতা - ৭০০ ০৬৪

পরামর্শ পরিষদ

অধ্যাপক আশিস সান্যাল
সম্পাদক

আম্বেদকর রচনা-সম্ভার ঃ ষড়বিংশতি খণ্ড

সংকলন : ইংরেজি ভাষায়

বসন্ত মুন

অনুবাদ : বাংলা ভাষায়

দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়

অতীন্দ্রমোহন ঘোষ

অনুমোদন : বাংলা ভাষায়

আশিস সান্যাল

মুখবন্ধ

ভারতের অসম সমাজ-ব্যবস্থা, পরাধীন ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার অসঙ্গতি, রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত, সব কিছুই বাবা সাহেব ড. আম্বেদকরের সন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। তিনি যে-সব সমস্যাকে দেশের অগ্রগতির পরিপন্থী মনে করেছেন, সেই সব সমস্যার মূল কারণ পর্যালোচনা করে তার কঠোর সমালোচনা করেছেন। দেশের মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির যেমন তিনি প্রয়াস করেছেন, তেমনি তার মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন একটি আন্তর্জাতিক রূপ। স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার প্রধান রূপকার হিসাবে তিনি যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন, তা-ও স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

আশা করি, এর বাংলা ভাষান্তর বাঙালি পাঠক কর্তৃক সমাদৃত হবে।

মেনকা গান্ধী

শ্রীমতী মানেকা গান্ধী
সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী
ভারত সরকার

নতুন দিল্লি
ডিসেম্বর, ২০০০
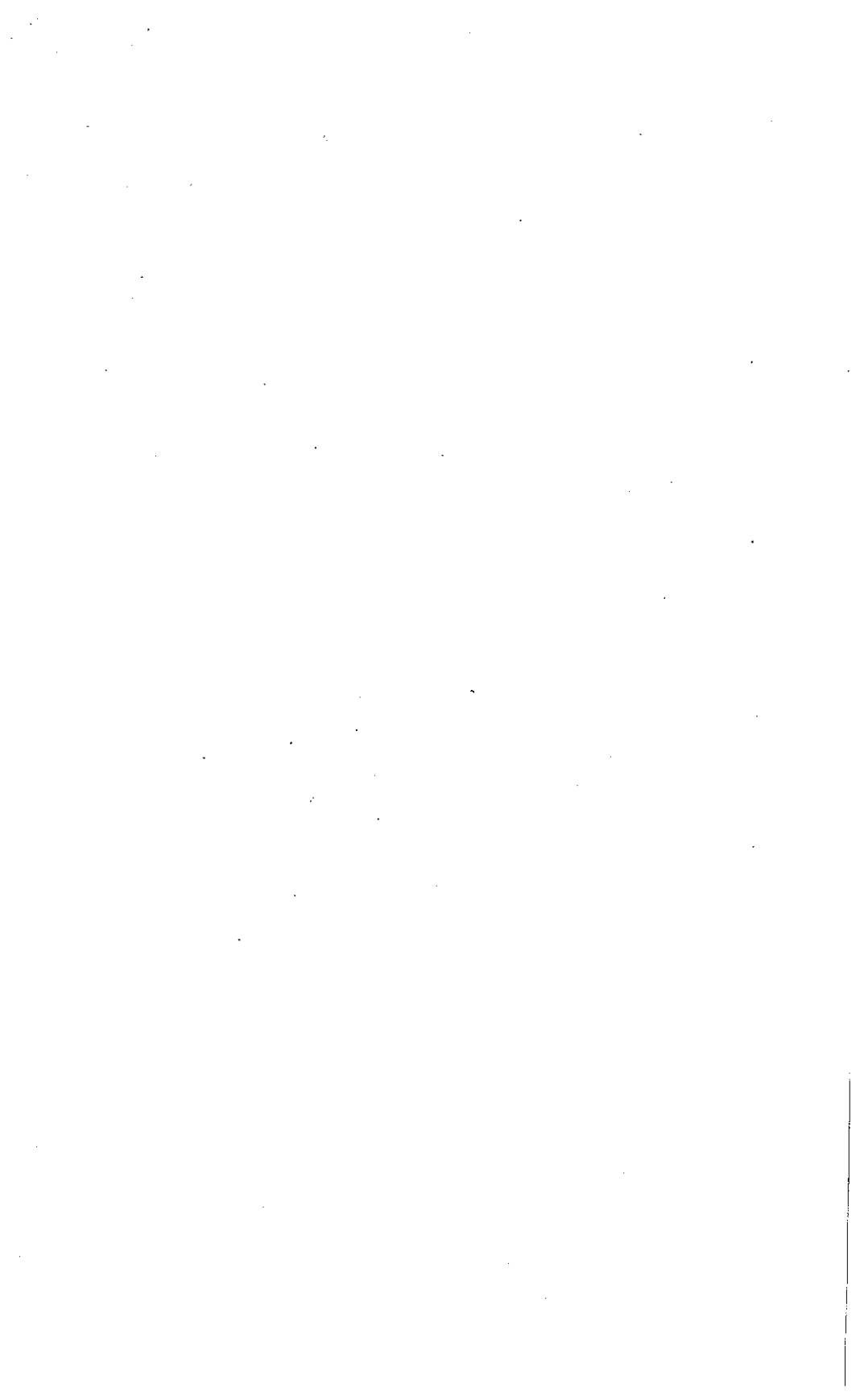
সদস্য সচিবের কথা

বাবা সাহেব ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের অবদান ভারতের নব-জাগৃতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। যুগ যুগ ধরে শোষিত ও দলিত মানুষদের সামাজিক-আর্থনীতিক উন্নতির জন্য তিনি আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন। শোষিত ও দলিত মানুষদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারেও তাঁর প্রয়াস ছিল নিরলস। দলিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রয়াস ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বাবা সাহেবের স্বপ্নকে মূর্তরূপ দেবার জন্য ভারত সরকার 'আম্বেদকর ফাউন্ডেশন' স্থাপন করেছেন নিচে উল্লিখিত কার্যক্রম ও প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত করতে।

(১) ড. আম্বেদকর রাষ্ট্রীয় পুস্তকালয়, (২) ড. আম্বেদকর রাষ্ট্রীয় পুরস্কার, (৩) ড. আম্বেদকর বিদেশ-ছাত্রবৃত্তি, (৪) ড. আম্বেদকরের নামে অধ্যাপকপদ সৃষ্টি, (৫) ভারতীয় ভাষায় বাবা সাহেব ড. আম্বেদকরের রচনা ও বক্তৃতার অনুবাদ প্রকাশ, (৬) ড. আম্বেদকর আন্তর্জাতিক পুরস্কার এবং (৭) ড. আম্বেদকর রাষ্ট্রীয় স্মারক (২৬, আলিপুর রোড, দিল্লি)।

এই কার্যক্রম ও প্রকল্পগুলি রূপায়িত করে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় মাননীয় কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী শ্রীমতী মানেকা গান্ধী এবং ভারত সরকারের উক্ত মন্ত্রকের সচিব আশা দাস বিভিন্ন সময়ে অমূল্য পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁদের কাছে প্রকাশ করছি আমার কৃতজ্ঞতা।

বাবা সাহেবের রচনা-সম্ভার হিন্দি সহ অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করবার এই জাতীয় মহত্ত্বপূর্ণ উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করবার জন্য বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদক, অনুমোদক, সম্পাদক ও মুদ্রক নির্বাচনের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার জন্য ভারতীয় ভাষায় বিভিন্ন খণ্ড প্রকাশে কিছুটা দেরি হয়েছে। এজন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি।

বাংলায় ষড়বিংশতি খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি খুব-ই আনন্দিত এবং এর জন্য সম্পাদক শ্রী আশিস সান্যালকে অভিনন্দন জানাই। এ-ছাড়াও অনুবাদক, অনুমোদক এবং আরো যাঁরা এই কাজে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে আমার অভিনন্দন।

ফাউন্ডেশন এর মধ্যেই ড. আম্বেদকরের যে সব রচনা-সম্ভার প্রকাশ করেছে, সেগুলি প্রশংসিত হওয়ায় আমি আনন্দিত। সব শেষে জানাই, রচনা-সম্ভার সম্বন্ধে পাঠকের মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

ডি. কে. বিশ্বাস
সদস্য সচিব
ড: আম্বেদকর ফাউন্ডেশন

ডিসেম্বর, ২০০০
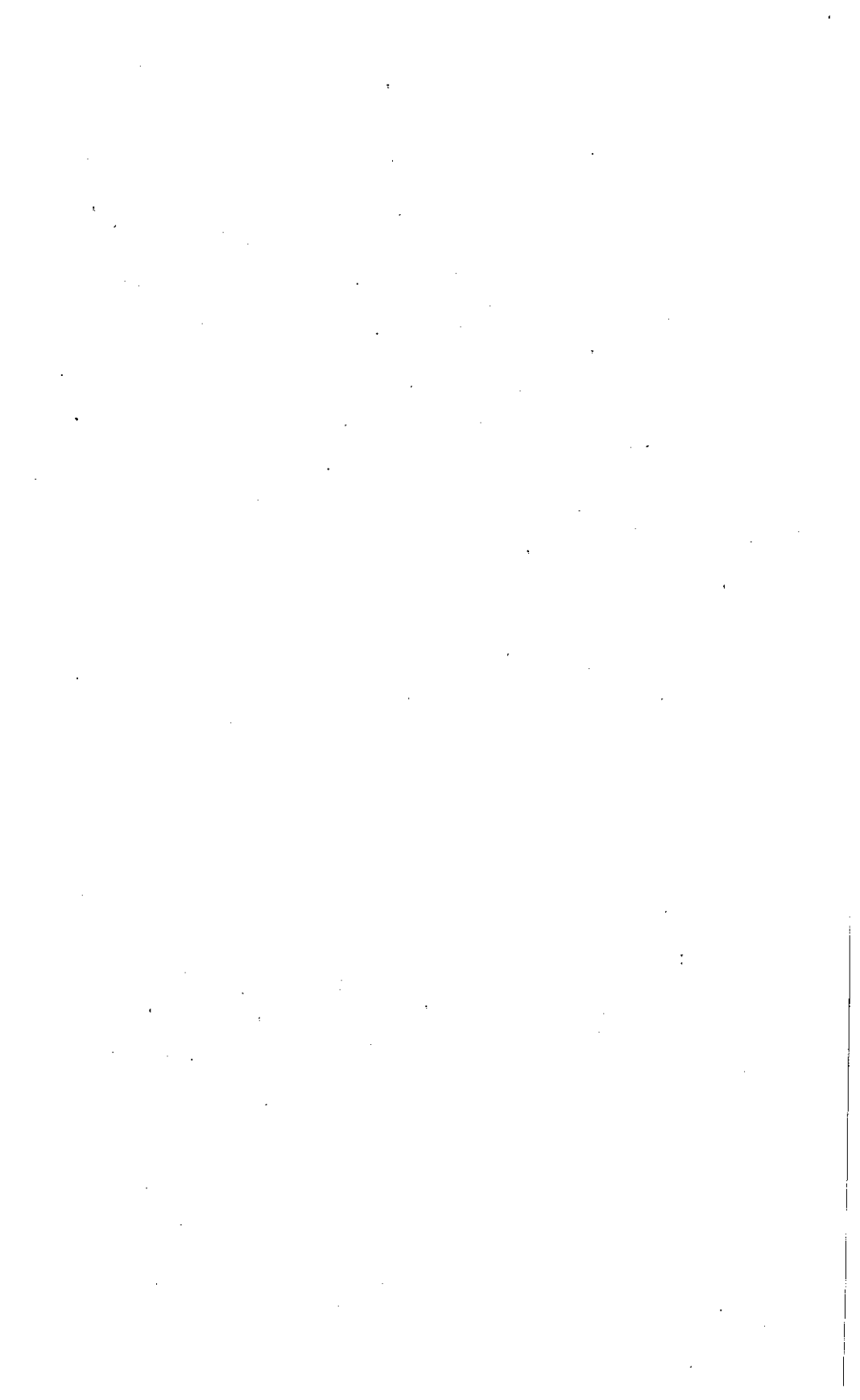
সম্পাদকের নিবেদন

স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন বাবা সাহেব ড. বি. আর. আম্বেদকর। তাঁকে বলা যায়, স্বাধীন ভারতের সংবিধানের প্রধান রূপকার। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট গণ-পরিষদ ড. আম্বেদকরকে সভাপতি করে একটা 'খসড়া সংবিধান রচনা কমিটি' গঠন করে। অবশ্য ড. আম্বেদকর এর আগেই নেহরু মন্ত্রিসভায় আইনমন্ত্রী হিসাবে যোগ দেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, সংবিধানে সমাজের সব শ্রেণীর স্বার্থই রক্ষিত হওয়া উচিত। কিন্তু সংবিধানে তার প্রতিফলন খুব একটা সহজ ছিল না। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ভাষায় ড. আম্বেদকর ছিলেন 'a symbol of the revolt against all the oppressive features of Hindu society,' ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু-সমাজ বহু ক্ষেত্রেই আম্বেদকরের বিরোধিতা করেছিলেন। তাদের মতে 'হিন্দু কোড বিল' ছিল সুপ্রাচীন নীতিশাস্ত্র 'মনুসংহিতা'র সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু ড. আম্বেদকর যুক্তিনিষ্ঠ পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে, তাঁর ইঙ্গিত 'হিন্দু কোড বিল' রচিত হয়েছে 'কৌটিল্য' ও 'পরাশর স্মৃতি' অনুযায়ী। নারীদের সম্পত্তির অধিকারের কথা আছে' বৃহস্পতি স্মৃতি'তে। ১৯৫১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি 'হিন্দু কোড বিল' পেশ করা হয়েছিল সংসদে। সে এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার দিন। নানা বিরোধিতায় তা নিয়ে আলোচনা মুলতুবি রাখতে হয়। ১৯৫১ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর সংসদের বাইরে পুলিশের ব্যাপক প্রহরার মধ্যে সংসদে এই বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ড. আম্বেদকর পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

ড. আম্বেদকর ছিলেন যথার্থ গণতন্ত্রের সমর্থক। তিনি মনে করতেন, 'social and economic democracy are the tissues and fibre of political democracy'। গণ-পরিষদে তিনি আরও উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন : 'To leave equality between class and class, between sex and sex which is the soul of Hindu society untouched and go on passing legislation relating to economic problems is to make a farce of our constitution and to build a palace on a dung heap.' সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় তাঁর এইসব বক্তব্য কি পুরোপুরি অস্বীকার করা যায়?

ড. আম্বেদকর যে স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার প্রধান রূপকার, এ-কথাও ইদানিং অনেকে অস্বীকার করতে চাইছেন। কিন্তু যে সংবিধান স্বাধীন ভারতের জন্য রচিত হল, তা একদিনের বা একটি বিশেষ কমিটির অবদান নয়। তার শুরু লণ্ডনে অনুষ্ঠিত 'গোলটেবিল বৈঠক' থেকে। ড. আম্বেদকর সেখানে যে ভূমিকা পালন করেছেন, তা সর্বজনবিদিত। ভারতের সংবিধান সম্পর্কিত সবকটি কমিশনেই ড. আম্বেদকর বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সংবিধান রচনায় ড. আম্বেদকর যে প্রধান ভূমিকায় ছিলেন, তা 'খসড়া সংবিধান রচনা কমিটির অন্যতম সদস্য শ্রী টি.টি. কৃষ্ণমাচারির একটি বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট। তিনি গণ-পরিষদে বলেছিলেন : 'The House is parhaps aware that of the seven members nominated by you, one had resigned from the House and was replaced. One had died and was not replaced. One was away in America and his place was not filled up, and another person was engaged in State affairs, and there was void to that extent. One or two people were for away from Delhi and perhaps reasons of health did not permit then to attend. So it happened ultimately that the burden of drafting this constitution fell upon Dr. Ambedker and I have no doubt that we are grateful to him for having achieved this task in a manner which is undoubtly commendable' ড. আম্বেদকরের অবদান যাঁরা অনুধাবন করতে চান না, তাঁরা বোধহয় এই সব ঐতিহাসিক তথ্যকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন না।

এই খণ্ডে সেই খসড়া সংবিধানটি সংকলিত হল। অন্যান্য খণ্ডের মতো এই খণ্ডটি প্রকাশের ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় সামাজিক ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী শ্রীমতী মানেকা গান্ধীর সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। ড. আম্বেদকর ফাউণ্ডেশন-এর যাঁরা সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। অনুবাদক ও অনুমোদকদের কাছেও প্রকাশ করছি কৃতজ্ঞতা। অন্যান্য খণ্ডের মতো এই খণ্ডেও যতদূর সম্ভব বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। খণ্ডটি যদি পাঠকের ভাল লাগে, তবে নিজের শ্রম সার্থক মনে করবো।

কলকাতা
ডিসেম্বর, ২০০০

অধ্যাপক আশিস সান্যাল
সম্পাদক

সূচিপত্র
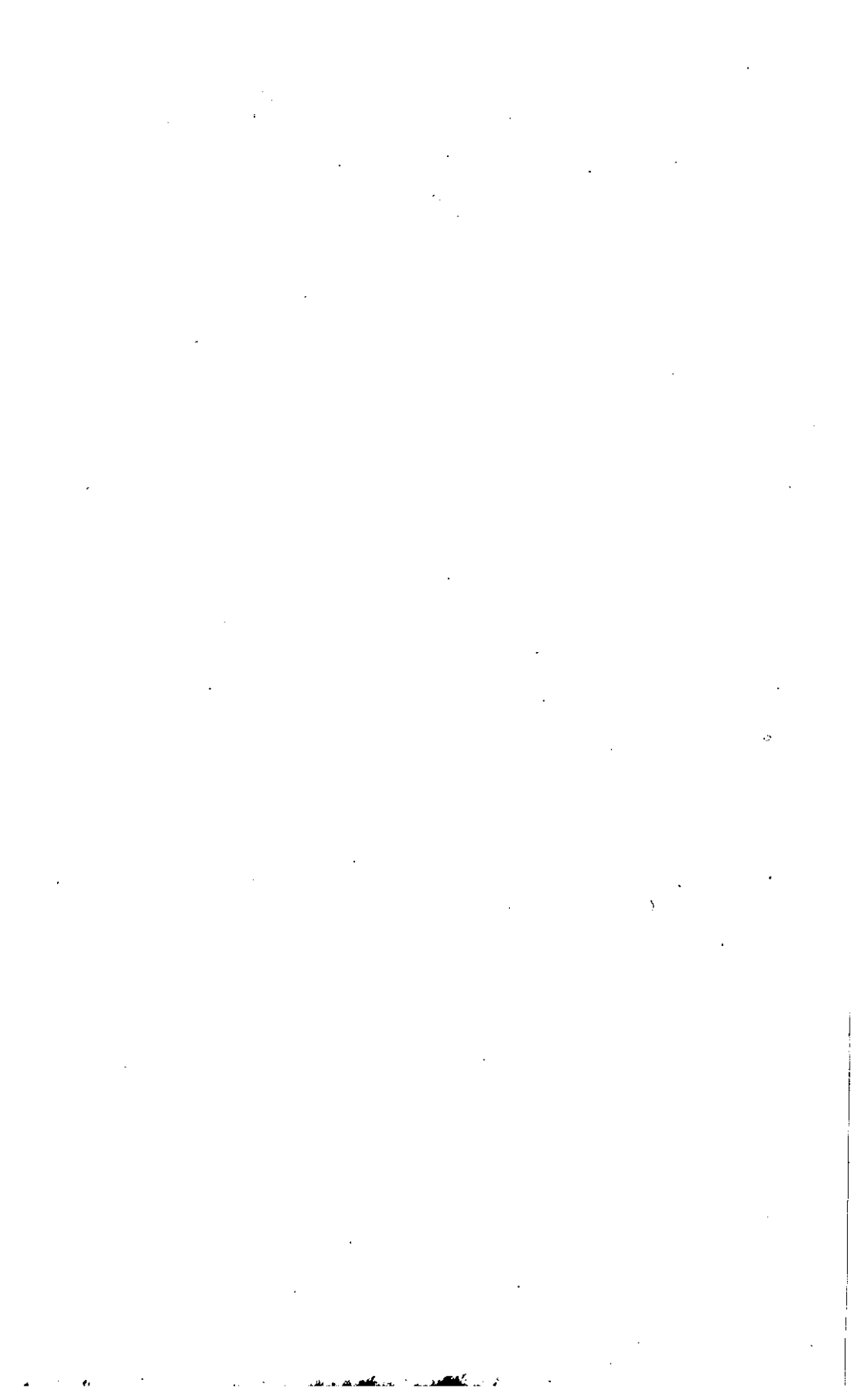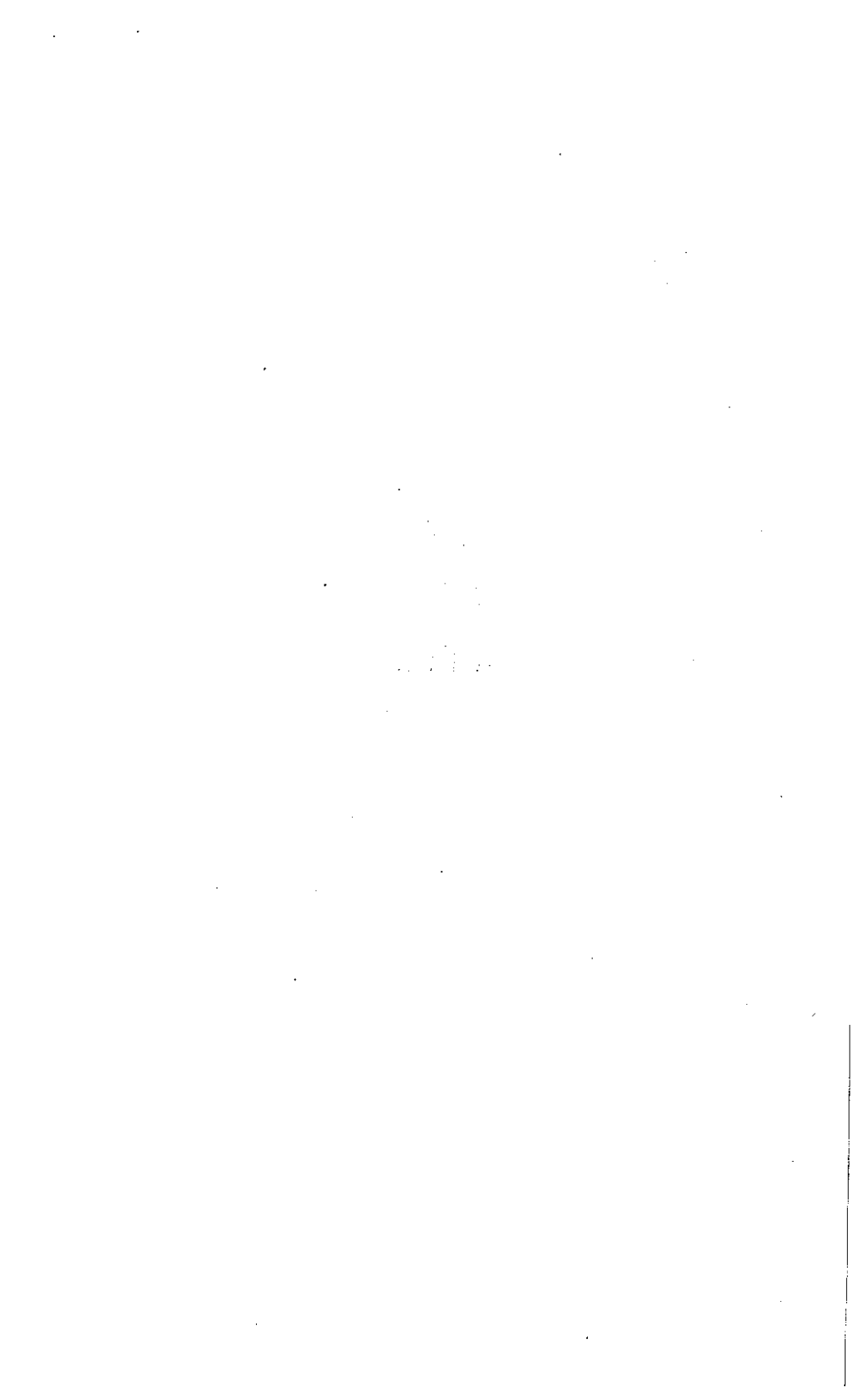
ভারতের
খসড়া
সংবিধান

ভারতের ঘোষপত্র

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বিশেষ সংখ্যা

নতুন দিল্লি, বৃহস্পতিবার, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮

ভারতীয় গণ-পরিষদ

নতুন দিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮

নং সি. এ./৯৯/নং/৪৭—গণ-পরিষদের খসড়া রচনাকারী সমিতি কর্তৃক স্থিরীকৃত ভারতের খসড়া সংবিধান, তৎসহ গণ-পরিষদের অধ্যক্ষকে লিখিত সমিতির সভাপতির পত্রটি সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে এতদ্বারা প্রকাশিত করা হল। গণপরিষদের পরবর্তী অধিবেশনে খসড়াটি বিচার-বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে ঃ—

নতুন দিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮

সমীপে

ভারতের গণপরিষদের মাননীয় অধ্যক্ষ, নতুন দিল্লি

প্রিয় মহাশয়,

প্রারম্ভিক : ১৯৪৭ সালের ২৯ অগাস্ট তারিখে গণ-পরিষদের গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে নিযুক্ত খসড়া রচনাকারী সমিতির পক্ষ থেকে আমি এতদ্বারা সমিতি কর্তৃক যথারীতি স্থিরীকৃত ভারতের নতুন সংবিধানের খসড়াটি পেশ করছি।

সমিতির সদস্যদের পক্ষ থেকে আমাকে খসড়াতে স্বাক্ষর করার ক্ষমতা অর্পণ করা সত্ত্বেও আমি এটা সুস্পষ্ট করে দিতে চাই যে, সকল সদস্য সমিতির সকল বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু প্রতিটি বৈঠকে, যাতে যে কোনও সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হয়েছিল, তাতে প্রয়োজনীয় অনেক সংখ্যা (Quorum) ছিল এবং সিদ্ধান্তগুলি হয় সর্বসম্মত অথবা যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের সংখ্যা গরিষ্ঠের সমর্থন পেয়েছিল।

এটা অবশ্যই প্রত্যাশিত ছিল যে খসড়া প্রস্তুত করার সময় খসড়া রচনা সমিতি গণ-পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত বিভিন্ন সমিতিগুলি কর্তৃক অথবা গণ-পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি মেনে চলবে। যতদূর সম্ভব এটা মেনে চলার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল খসড়া রচনা সমিতি। তৎসত্ত্বেও এমন কয়েকটি বিষয় ছিল সম্বন্ধে খসড়া

রচনা সমিতির কিছু কিছু পরিবর্তনের প্রস্তাব করা প্রয়োজন মনে করেছিল, ওই ধরনের সকল পরিবর্তনগুলির প্রাসঙ্গিক অংশগুলি নিম্ন-রেখিত অথবা পার্শ্ব-রেখিত করে নির্দেশিত হয়েছে খসড়াতে। উক্ত রূপ পরিবর্তনের কারণগুলি ব্যাখ্যা করে পাদটিকা সন্নিবেশিত করার ব্যবস্থাও করেছে খসড়া রচনা সমিতি। আমি অবশ্য মনে করি যে, বিষয়টির গুরুত্বের কথা মনে রেখে আমার উচিত এই সব পরিবর্তনগুলির জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে আপনার এবং গণপরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

২। **প্রস্তাবনা ঃ** ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত উদ্দেশ্য সম্পর্কিত প্রস্তাব ঘোষণা করছে যে, ভারত হবে এক সার্বভৌম স্বাধীন প্রজাতন্ত্র। খসড়া রচনা সমিতি সার্বভৌম **গণতান্ত্রিক** প্রজাতন্ত্র শব্দগুচ্ছটি গ্রহণ করেছে, কারণ "সার্বভৌম" শব্দটির মধ্যেই সাধারণত স্বাধীনতার অর্থ অন্তর্নিহিত থাকে, "স্বাধীন" শব্দটি সংযোজিত করে আদৌ কোনও ফল লাভ হবে। এই গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং বৃটিশ রাষ্ট্রমন্ডলের মধ্যস্থিত সম্পর্কের প্রশ্নটি পরবর্তীকালে বিবেচিত হবে।

প্রস্তাবনায় ভ্রাতৃভাব সম্পর্কিত একটি প্রকরণ সংযোজিত করেছে সমিতি, যদিও তার উল্লেখ নেই উদ্দেশ্য সম্পর্কিত প্রস্তাবে। সমিতি উপলব্ধি করেছিল যে, ভারতে ভ্রাতৃভাবের সমন্বয় এবং সদিচ্ছার প্রয়োজন বর্তমানের চেয়ে কখনও কম ছিল না এবং নতুন সংবিধানের এই বিশিষ্ট লক্ষ্যটির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে প্রস্তাবনায় তা বিশেষভাবে উল্লেখ করে।

অন্য বিষয়গুলির ব্যাপারে সমিতি প্রস্তাবনায় রূপায়িত করার চেষ্টা করেছে উদ্দেশ্য সম্পর্কিত প্রস্তাবের তাৎপর্যটি এবং যতদূর সম্ভব তার ভাষাও।

অনুচ্ছেদ ১ : ৩। ভারতের বর্ণনা ঃ খসড়ার এক নং অনুচ্ছেদে, ভারতকে রাজ্যসমূহের সংঘ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সমরূপতার কারণে সমিতি নতুন সংবিধানে সংঘের এককগুলিকে রাজ্য হিসাবে বর্ণনা করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেছে, তা যেগুলি বর্তমানে লাটসাহেবের প্রদেশ, অথবা মুখ্য মহাধ্যক্ষর প্রদেশ অথবা দেশীয় রাজ্য যে হিসাবেই বর্ণিত হয়ে থাকুক না কেন।

নতুন সংবিধানেও এককগুলির মধ্যে কিছু পার্থক্য নিঃসন্দেহে থেকে যাবে ; এবং এই পার্থক্যগুলি চিহ্নিত করার জন্য সমিতি রাজ্যগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে ঃ যেগুলি প্রথম তফসিলের প্রথম খণ্ডে একাধিক্রমে উল্লিখিত, যেগুলি দ্বিতীয় খণ্ডে এবং যেগুলি তৃতীয় খণ্ডে একাধিক্রমে উল্লিখিত হয়েছে।

এগুলি যথাক্রমে বর্তমান লাটসাহেবের প্রদেশ, মুখ্য মহাধ্যক্ষর প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যের অনুরূপ।

লক্ষ্য করা যাবে যে সমিতি যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তে সংঘ শব্দটি ব্যবহৃত করেছে। নামের ওপর তেমন কিছু নির্ভর করে না, কিন্তু সমিতি ব্রিটিশ উত্তর-আমেরিকা আইন, ১৮৬৭-র প্রস্তাবনার ভাষাটি অনুসরণ করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং বিবেচনা করেছে যে, গঠন বিন্যাসে ভারতের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় হলেও ভারতকে সংঘ হিসাবে বর্ণনা করায় অনেক সুবিধা আছে।

অনুচ্ছেদ ৫-৬ : ৪। নাগরিকত্ব ঃ সংঘের নাগরিকত্বের প্রশ্নটি সম্পর্কে সমিতি দীর্ঘকাল ধরে যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে বিচার-বিবেচনা করেছে। সংঘের সূত্রপাত হবার সময় এর নাগরিক হবার জন্য জন্মসূত্রে, অথবা বংশানুক্রমে; অথবা স্থায়ীভাবে নিবাসিত হওয়ার মাধ্যমে সঙ্ঘের সঙ্গে যে কোনও প্রকারের রাজ্য ক্ষেত্রীয় সম্পর্ক ব্যক্তিটির সঙ্গে থাকতেই হবে, এটা প্রয়োজন মনে করেছিল সমিতি। ভারতের রাজ্য ক্ষেত্রের সঙ্গে ওইরূপ কোনও সম্পর্ক বিরহিত ব্যক্তিরা যদি সংঘের কাছে আনুগত্যের শপথ নিতে প্রস্তুত থাকে তবে তাদের নাগরিক হিসাবে স্বীকার করে নেওয়াটা বিচক্ষণতার কাজ হবে কিনা এ বিষয় সমিতির সন্দেহ আছে ; কারণ যদি অপর রাজ্যগুলি এই ধরনের ব্যবস্থা অনুকরণ করে, তবে আমরা সঙ্ঘের মধ্যে এমন বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে পেতে পারি যারা যেখানে জন্মেছে এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করা সত্ত্বেও অন্য বিদেশি রাষ্ট্রের কাছে আনুগত্য স্বীকার করতে পারে। সমিতি অবশ্য বহুসংখ্যক উদ্বাস্তুদের প্রয়োজনের কথা স্মরণে রেখেছে, যারা সম্প্রতি কয়েক মাসের মধ্যে প্রব্রজন (migrate) করে ভারতে চলে এসেছে, এবং তাদের জন্য সমিতি নিবেশাধিকার অর্জন করার একটি বিশেষ সহজ প্রণালীর ব্যবস্থা করেছে, এবং তার দ্বারা নাগরিকত্ব অর্জনেরও। তাদের যা করতে হবে এটা ধরে নিয়ে যে, তারা বা তাদের পিতা-মাতার মধ্যে কেউ একজন অথবা তাদের পিতামহ-পিতামহী; মাতামহ মাতামহীদের যে কোনও একজন ভারতে অথবা পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেছেন তা এই—

(ক) ভারতে যে কোনও জেলা শাসকের সমক্ষে ঘোষণা করতে হবে যে, তারা ভারতে নিবেশাধিকার অর্জন করতে ইচ্ছুক, এবং

(খ) উক্তরূপ ঘোষণা করার আগে কমপক্ষে এক মাসের জন্য ভারতে বসবাস করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৭-২৭ : ৫। মৌলিক অধিকারসমূহ ঃ এই অধিকারগুলিকে এবং যেগুলি

অপরিহার্যগত যে সীমাবদ্ধতার মধ্যে থাকতে বাধ্য সেগুলিকে যতটা সম্ভব সুনির্দিষ্ট করার চেষ্টা করেছে সমিতি, যেহেতু সেগুলি সম্বন্ধে আদালতকে রায় দিতে হতে পারে।

অনুচ্ছেদ ৫৯ : ৬। সংঘের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাবলী ঃ শাসকের পূর্বাধিকার ক্ষুণ্ণ না করে, অন্যান্য এককগুলির মতো, কোনও ভারতীয় রাজ্যে বিচারে প্রদত্ত মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা বিলম্বিত রাখার, পরিহার করার এবং লঘুকৃত করার ক্ষমতা যে রাষ্ট্রপতির থাকা উচিত তার ব্যবস্থা রাখার বিষয়টি বাঞ্ছনীয় মনে করেছিল সমিতি।

এ কথা মনে রাখতে হবে যে, নতুন সংবিধান কোনও কোনও পরিস্থিতিতে রাজ্যপালকে ক্ষমতা প্রদান করেছে এবং সংবিধানের কোনও কোনও বিধানকে উদ্‌ঘোষণা করতে উক্ত ঘোষণা (Proclamation) জারি করার, তিনি তা করতে পারেন মাত্র দু-সপ্তাহের জন্য এবং তিনি বিষয়টি রাষ্ট্রপতিকে জানাতে বাধ্য থাকবেন। সমিতি এই ব্যবস্থাও করেছে যে উক্ত প্রতিবেদনটি পাবার পর রাষ্ট্রপতি উক্ত ঘোষণাটিকে বাতিল করতে পারেন, অথবা স্বয়ং নতুন করে উক্ত ঘোষণা জারি করতে পারেন, যার ফলে রাজ্য নির্বাহিকের স্থলে কেন্দ্রীয় নির্বাহিককে এবং রাজ্য বিধানমণ্ডলের স্থলে কেন্দ্রীয় বিধানমণ্ডলকে নিরত করা হবে। কার্যত, সংশ্লিষ্ট রাজ্যটি উক্ত ঘোষণার অবস্থিতিকাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় প্রশাসনাধীন এলাকা হয়ে থাকবে। ১৯৩৫ সালের আইনের অধীনে "ধারা ৯৩ শাসন ব্যবস্থার" পরিবর্তে এটি উপস্থাপিত হল।

অনুচ্ছেদ ২৭৮ : ৭। সমবর্তীসূচির বিষয়গুলি সম্পর্কে নির্বাহক ক্ষমতা ঃ বর্তমান সংবিধানের অধীনে, সমবর্তীসূচির বিষয়গুলি সম্পর্কে কার্য নির্বাহক ক্ষমতা কোনও কোনও বিষয়ে প্রদেশ সম্পর্কিত বিষয় সম্বন্ধে বর্তাবে কেন্দ্রের অধিকারে এবং কিভাবে কার্যনির্বাহিক ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে তার নির্দেশ দেবার জন্য দ্রষ্টব্য। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের সপ্তম তফসিলের সমবর্তীসূচির ১ম ও ২য় খণ্ড। খসড়া সংবিধানে এই পরিকল্পনা থেকে সমিতি কিছুটা সরে এসেছে এবং এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যে, এই সংবিধানে অথবা সংসদ কর্তৃক কৃত যে কোনও বিধিতে সুস্পষ্টভাবে ব্যবস্থিত না হয়ে থাকলে কার্যনির্বাহিক ক্ষমতা বর্তাবে প্রদেশের ওপর (বর্তমানে যাকে রাজ্য বলা হচ্ছে)। এই ব্যতিক্রম প্রকরণটির প্রভাব এই যে নতুন সংবিধানের অধীনে সংঘের সংসদের পক্ষে সংঘের কর্তপক্ষদের উপর কার্যনির্বাহি ক্ষমতা অর্পণ করার পথ খোলা থাকবে, অথবা প্রয়োজন বোধে, সংঘের কর্তৃপক্ষদের ক্ষমতা দেওয়া হবে রাজ্য কর্তৃপক্ষ. কিভাবে কার্যনির্বাহি ক্ষমতা প্রয়োগ করবে তার নির্দেশ দেওয়ার। এই ব্যবস্থা করতে গিয়ে সমিতি সেই নীতিটি স্মরণে রেখেছে যে কার্যনির্বাহি কর্তৃপক্ষকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিধানিক ক্ষমতার সমবিস্তৃত হওয়া উচিত।

অনুচ্ছেদ ৬৭ : ৮। রাজ্যসভার গঠন ঃ গণপরিষদের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে অনধিক ২৫ সদস্য রাজ্যসভার থাকবে (মোট সর্বাধিক ২৫০ সদস্যের মধ্যে) যারা কার্মিক (functional) ভিত্তিতে নামসূচি অথবা নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত হবেন। যে দেশ থেকে এই নামসূচি অনুকরণ করা হয়েছিল (আয়ার্ল্যান্ড) সেখানে এ পর্যন্ত তা সন্তোষজনক প্রমাণিত না হওয়ায় সমিতি সদ্বিবেচকের মতো স্থির করেছে যে রাষ্ট্রপতি ১৫ জন সদস্যকে তাঁদের সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান ইত্যাদির সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অথবা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার জন্য মনোনীত করবেন। সমিতি মনে করে যে, এই মনোনয়নের মধ্যে শ্রম অথবা বাণিজ্য এবং শিল্পের বিশেষ প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজন নেই এই কারণে যে, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার থাকার ফলে কেন্দ্রীয় সম্বন্ধে নির্বাচিত ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব পর্যাপ্ত পরিমাণে অবশ্যই থাকবে।

অনুচ্ছেদ ৬৩ এবং ১৫১ : ৯। রাজ্য বিধানসভা এবং কেন্দ্রীয় সংসদের স্থিতিকাল ঃ সমিতি মনে করে যে, সংসদীয় পদ্ধতিতে, বিশেষ করে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি নতুন সংবিধান শুরু করার সময় চার বৎসরের অধিককালের মেয়াদ বাঞ্ছনীয়। প্রশাসনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য নতুন মন্ত্রীদের কিছু সময়ের প্রয়োজন এবং তাদের কার্যকালের শেষ বৎসরটি সাধারণত ব্যয়িত হয় পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতিতে। চার বৎসরের কার্যকাল থাকলে যে কোনও প্রকারের পরিকল্পিত প্রশাসনের জন্য পর্যাপ্ত সময় এরা পাবেন না।

অনুচ্ছেদ ১০৭ এবং ২০০ : ১০। সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় এবং উচ্চ ন্যায়ালয় ঃ ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত প্রথা অনুসারে সমিতি প্রস্তাব করেছে যে, কোনও কোনও পরিস্থিতিতে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে এবং উচ্চ ন্যায়ালয়ে পরিষেবা দান করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হতে পারে।

অনুচ্ছেদ ১৩১ : ১১। রাজ্যপাল নির্বাচনের প্রণালী ঃ সমিতির কিছু সদস্য মনে মনে অনুভব করেন যে, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত রাজ্যপাল এবং বিধানমণ্ডলের কাছে উত্তরদায়ী মুখ্যমন্ত্রীর সহাবস্থান বিরোধ সৃষ্টি করতে পারে। তাই রাজ্যপাল নিযুক্ত করার এক বিকল্প প্রণালীর প্রস্তাব দিয়েছে সমিতি। বিধানমণ্ডল চার জনের (যাদের রাজ্যের অধিবাসী হওয়ার প্রয়োজন নেই) একটি নামসূচি নির্বাচিত করবে এবং সংঘের রাষ্ট্রপতি চারজনের মধ্যে একজনকে রাজ্যপাল হিসাবে নিয়োগ করবেন।

অনুচ্ছেদ ১৩৮ : ১২। উপ-রাজ্যপাল ঃ উপ-রাজ্যপালের জন্য কোনও ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন মনে করেনি সমিতি। কারণ যতক্ষণ রাজ্যপাল থাকবেন, ততক্ষণ

উপ-রাজ্যপালের করার মতো কোনও কাজ থাকবে না। কেন্দ্রের অবস্থাটা ভিন্নতর, উপ-রাষ্ট্রপতি পদাধিকার বলে রাজ্যসভার সভাপতি, এবং বেশিরভাগ রাজ্যে উচ্চ কক্ষ থাকবে না এবং উপ-রাজ্যপালকে উপ-রাষ্ট্রপতির অনুরূপ কোনও কাজকর্ম করতে দেওয়া সম্ভব না। খসড়া ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যাতে রাজ্যের বিধানমণ্ডল (অথবা রাষ্ট্রপতি) যে কোনও অদৃষ্টপূর্ব আকস্মিক ঘটনায় রাজ্যপালের কাজকর্ম নিষ্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করতে পারবে।

অনুচ্ছেদ ২১২ এবং ২১৪ : ১৩। কেন্দ্রশাসিত এলাকা ঃ গণপরিষদের গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে আপনি রাষ্ট্রপতি হিসাবে, দিল্লি, আজমীর-মেরওয়ারা, কুর্গ, পন্থ পিপলোদা এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি কেন্দ্রশাসিত এলাকাগুলিতে সাংবিধানিক পরিবর্তন সুপারিশ করার উদ্দেশ্যে সাত সদস্যের এক সমিতি নিযুক্ত করেছেন। সমিতি তার প্রতিবেদন পেশ করে ১৯৪৮ সালের ২১ অক্টোবর তারিখে। সমিতির সুপারিশগুলি সংক্ষেপে এইরূপ ঃ

(১) দিল্লি, আজমীর-মেরওয়ার এবং কুর্গ-এর প্রত্যেকটিতে ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত একজন করে প্রতিনিধি রাজ্যপাল (Lieutenant Governor) থাকবে।

(২) এই প্রদেশগুলির প্রত্যেকটি সাধারণত বিধানমণ্ডলীর কাছে দায়বদ্ধ, মন্ত্রী পরিষদ কর্তৃক শাসিত হবে।

(৩) এই প্রদেশগুলির প্রত্যেকটির থাকতে হবে এক নির্বাচিত বিধানমণ্ডল।

পন্থ পিপলোদা সম্পর্কে সমিতি সুপারিশ করেছে যে, এটিকে আজমীর—মেরওয়ারার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সম্বন্ধে সমিতি সুপারিশ করেছে যে, যে ধরনের সমন্বয়সাধন প্রয়োজন বিবেচিত হবে তৎসহ বর্তমানে যেভাবে ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হচ্ছে সেইভাবেই চলা উচিত ; অন্যভাবে বলা যায় যে, এই দ্বীপপুঞ্জগুলি মুখ্য মহাধ্যক্ষর (Chief Commisioner) প্রদেশ হিসাবেই থেকে যাবে। এই সমিতিতে প্রতিনিধিত্বকারী আজমীর-মেরওয়ারা এবং কুর্গের সদস্যরা সমিতির প্রতিবেদনে একটি মন্তব্য সম্বলিত স্মারকলিপি সংযোজিত করেছেন, যাতে তারা বলেছেন যে, এই এলাকাগুলি ক্ষুদ্রত্ব, ভৌগোলিক অবস্থান এবং সম্পদের অপ্রতুলতা থেকে উদ্ভূত বিশেষ সমস্যাবলী নিকট ভবিষ্যতে এই এলাকাগুলির প্রত্যেকটিকে বাধ্য করতে পারে সংলগ্ন এলাকায় যুক্ত হতে। অতএব তাঁরা সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট জনগণের ইচ্ছা জানার পর এটা সম্ভব করার জন্য সংবিধানে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা রাখা উচিত।

দিল্লির ব্যাপারে সমিতি মনে করে যে, ভারতের রাজধানী হিসাবে দিল্লিকে আদৌ কোনও স্থানীয় প্রশাসনের অধীনে রাখা ঠিক হবে না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের আসন সম্পর্কে কংগ্রেস স্বতন্ত্র বিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে ; অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রেও তাই। অতএব খসড়া রচনা সমিতি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, তদর্থক (ad-hoc) সমিতি কৃত সুপারিশ বাদে একটি আরও বেশি ব্যাপক পরিকল্পনা বাঞ্ছনীয়। তদনুসারে খসড়া রচনা কমিটি প্রস্তুত করেছে যে, এইসব কেন্দ্রীয় এলাকাগুলি প্রশাসিত হতে পারে ভারত সরকার কর্তৃক হয় মুখ্য মহাধ্যক্ষ অথবা উপ-রাজ্যপালের অথবা রাজ্যপালের অথবা প্রতিবেশী রাজ্যের শাসকের মধ্যে যে কোনও বিশেষ এলাকার ক্ষেত্রে কি করা হবে সে সম্বন্ধে নিয়ম নির্দিষ্ট করা বা আদেশ দেওয়ার ভার ন্যস্ত থাকবে রাষ্ট্রপতির ওপর, অন্যান্য বিষয়ের মতো এবিষয়েও অবশ্য তিনি দায়িত্বশীল মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে কাজ করবেন। তিনি, যদি সেইরূপ পরামর্শ দেওয়া হয় তবে দিল্লিতে একজন উপ-রাজ্যপাল দিতে পারেন ; আবার তিনি, সেই-রূপ পরামর্শ দিলে, কুর্গের জনগণের ইচ্ছা জানার পর মহিশূরের শাসকের মাধ্যমে অথবা মাদ্রাজের রাজ্যপালের মাধ্যমে কুর্গের শাসন ব্যবস্থা চালাতে পারেন। তিনি একটি আদেশের বলেও প্রতিটি ক্ষেত্রে আদেশে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া সংবিধান, ক্ষমতা ও ক্রিয়া কর্মের জন্য একটি স্থানীয় বিধানমণ্ডল অথবা উপদেষ্টা পরিষদ গড়তে পারেন। খসড়া রচনা সমিতির কাছে এটা একটা নমনীয় পরিকল্পনা যা সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলির নানাবিধ প্রয়োজনগুলির সঙ্গে খাপখাইয়ে নেওয়া যেতে পারে।

সমিতি এ ব্যবস্থাও করেছে যে, ভারতীয় রাজ্যগুলি (যেমন উড়িশা গোষ্ঠীর রাজ্যগুলি) যারা তাদের সম্পূর্ণ এবং স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব, ক্ষেত্রাধিকার এবং ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্পন করেছে যেগুলি ঠিক সেইভাবে প্রশাসিত হতে পারে, যেন যেগুলি কেন্দ্রীয় শাসনাধীন এলাকা অর্থাৎ প্রতিটি ক্ষেত্রের প্রয়োজনানুসারে মুখ্য মহাধ্যক্ষর অথবা উপ-রাজ্যপালের মাধ্যমে অথবা প্রতিবেশী রাজ্যের রাজ্যপাল বা শাসকের মাধ্যমে।

অনুচ্ছেদ ২১৬ এবং ২৩২ : ১৪। বিধানিক ক্ষমতার আবন্টন ঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংঘ ক্ষমতাবলী সমিতি কর্তৃক সুপারিশ করা এবং গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত বিধানিক তালিকাগুলিতে কোনও পরিবর্তন ঘটায়নি খসড়া রচনা সমিতি, কিন্তু আমি তিনটি বিষয় সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যেগুলিতে খসড়া রচনা সমিতি পরিবর্তন করেছে ঃ

(ক) সমিতি কার্যত এই ব্যবস্থা করেছে যে, যখন কোনও একটি বিষয়, যা স্বাভাবিকভাবে রাজ্য তালিকা অন্তর্ভুক্ত, যদি জাতীয় গুরুত্ব অর্জন করে, তবে কেন্দ্রীয়

সংসদ সে সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করতে পারে। রাজ্য ক্ষমতার ওপর অনুচিত হস্তলেখা করা যাতে না যেতে পারে তাই খসড়াতে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, এটা করা যেতে পারে একমাত্র তখন-ই যদি গণপরিষদ, যাকে রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্বকারী একক বলা যেতে পারে, এই মর্মে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের যারা প্রস্তাব পাশ করায়।

(খ) কৃষি ভূমি ছাড়া কেবলমাত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারের পরিবর্তে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত পুরা বিষয়টি সমবর্তীসূচিতে রাখা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে সমিতি। অনুরূপভাবে সমিতি সমবর্তীসূচিতে সেই সব বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে যেগুলি সম্পর্কে পক্ষগণ বর্তমানে তাদের ব্যক্তিগত বিধির দ্বারা পরিচালিত হয়। এটি এইসব ব্যাপারে ভারতে অভিন্ন বিধি বিধিবদ্ধ বয়সের সহায়ক হবে।

(গ) সংঘের নিমিত্ত সংঘ সূচিতে এবং রাজ্যের নিমিত্ত রাজ্যসূচিতে ভূমি গ্রহণে (land acquisition) অন্তর্ভুক্ত করতে গিয়ে সমিতি এই ব্যবস্থা করেছে যে, গ্রহণের জন্য ক্ষতিপূরণ দেবার যে নীতিগুলি নির্ধারিত হবে তা সর্বক্ষেত্রে সমবর্তীসূচিতে রাখা হবে যাতে এই ব্যাপারে কিছুটা অভিন্নতা রাখা যায়।

উপরোক্ত, বর্তমান অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য, যে কারণে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের সরবরাহের উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন, সমিতি এই ব্যবস্থা নিয়েছে যে সংবিধান প্রযোজ্য হবার সময় থেকে পাঁচ বৎসরের সময় কালের জন্য কিছু কিছু অত্যাবশ্যকীয় পণ্য দ্রব্যের ব্যাপার ও বাণিজ্য এবং উৎপাদন, সরবরাহ ও আবন্টন এবং সেই সঙ্গে উদ্বাস্তুদের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসনকে সমবর্তীসূচির বিষয়গুলির সঙ্গে সমাবস্থায় রাখা হবে। এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে গিয়ে সমিতি ভারত (কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিধানমণ্ডল) আইন, ১৯৪৬-এর বিধানগুলি অনুসরণ করেছে।

অনুচ্ছেদ ২৪৭ এবং ২৬৯ : ১৫। বিত্তীয় ব্যবস্থায় ঃ সাধারণভাবে বলা যায় যে, কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্ব বন্টন করা সম্পর্কিত সুপারিশগুলি বাদে বিশেষজ্ঞ বিত্ত সমিতির সুপারিশগুলি খসড়াতে অন্তর্ভুক্ত করেছে খসড়া রচনা সমিতি। এ ক্ষেত্রে বর্তমানে যে অস্থির অবস্থা চলছে তার পরিপ্রেক্ষিতে রাজস্ব বন্টনের বিষয়টি সম্পর্কে পাঁচ বৎসরের জন্য স্থিতাবস্থা বজায় রাখাই সর্বোত্তম বলে মনে করেছে খসড়া রচনা সমিতি এবং ওই সময়কালের পর বিত্ত কমিশন পরিস্থিতির সমীক্ষা করতে পারে।

অনুচ্ছেদ ২৮১ এবং ২৮৩ : ১৬। কৃত্যকগুলি ঃ কৃত্যকগুলি সম্পর্কে কোনও প্রকারের বিস্তারিত ব্যবস্থা সংবিধানে সন্নিবেশিত করতে বিরত থেকেছে সমিতি ;

সমিতি মনে করে যে, সাংবিধানিক বিধানের পরিবর্তে যেগুলি নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত উপযুক্ত বিধানমন্ডলের অনুমোদিত আইনগুলির দ্বারা, যেহেতু সমিতি উপলব্ধি করে যে অন্যান্য দেশের মতো এই দেশের ভাবি বিধানমন্ডলগুলির উপর আস্থা রাখা যেতে পারে কৃত্যকগুলির ব্যাপারে ন্যায্য আচরণ করবে।

অনুচ্ছেদ ২৮৯ এবং ২৯১ : ১৭। নির্বাচন, ভোটাধিকার ইত্যাদি ঃ নির্বাচন ক্ষেত্রগুলির পরিসীমন (delimitation) সহ নির্বাচন সম্বন্ধীয় সবিশেষ বন্টন সংবিধানে সংযোজন করা প্রয়োজন মনে করেনি সমিতি। এগুলি সম্পর্কে ব্যবস্থা নেবার ভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সহায়ক বিধি প্রণয়নের উপর।

অনুচ্ছেদ ৩০৪ : ১৮। সংবিধান সংশোধন ঃ কতকগুলি ব্যাখ্যাকৃত বিষয় সম্পর্কে রাজ্য বিধানমণ্ডলগুলিকে সীমিত সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রদানের বিধান সন্নিবেশিত করেছে সমিতি।

অনুচ্ছেদ ২৯২, ২৯৪ এবং ৩০৫ : ১৯। সংখ্যালঘুদের জন্য সুরক্ষা ব্যবস্থা (Safe guards) ঃ সরকারী কৃত্যকগুলিতে কিছু পদ এবং বিধানমণ্ডলে আসন সংরক্ষণের ব্যাপারে উপদেষ্টা সমিতি এবং গণপরিষদের সিদ্ধান্ত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে খসড়ায়। এই বিধানগুলি দেশীয় রাজ্যগুলিতে সম্প্রসারিত না হওয়া সত্ত্বেও ভারতের বৃহত্তর স্বার্থে দেশীয় রাজ্যগুলি তত্রস্থ সংখ্যালঘুদের জন্য অনুরূপ বিধান গ্রহণ করা উচিত। এই ব্যাপারের গুরুত্বের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য খসড়া রচনা সমিতি আমাকে বিশেষভাবে বলেছে।

প্রথম তফসিল : ২০। ভাষাভিত্তিক প্রদেশগুলি ঃ প্রথম তফসিলের প্রথম ভাগ এবং তার পাদ- টিকাগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই সংবিধান চূড়ান্তভাবে গৃহীত হবার আগে এই তফসিলে যদি অন্ধ্র অথবা অন্য কোনও ভাষাভিত্তিক অঞ্চলের উল্লেখ করতে হয় তবে খসড়া সংবিধান চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হবার আগে ১৯৩৫ সালের 'ভারত শাসন আইনে'র ২৯৪ নং ধারার অধীনে সেগুলিকে পৃথক রাজ্যপালের প্রদেশ করার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নতুন রাজ্য সৃষ্টি করার জন্য নতুন সংবিধানে বিধান দেওয়া অবশ্যই আছে, কিন্তু এটা করা হবে নতুন সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর।

পঞ্চম এবং ষষ্ঠ তফসিল : ২১। তফসিলি জনজাতি, তফসিলভুক্ত এলাকা এবং উপজাতীয় অঞ্চলগুলি ঃ এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে উপ-সমিতির সুপারিশগুলি সংবিধানের তফসিলগুলিতে অন্তর্ভুক্ত করেছে সমিতি।

২২। কয়েকটি প্রসঙ্গে (নীতির কোনও প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত নয়) শ্রী আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার কর্তৃক নথিভুক্ত একটি পৃথক মন্তব্য তার অনুরোধ খসড়াতে সংযোজিত হয়েছে।

২৩। এই দুরূহ দায়িত্বপূর্ণ কর্মে স্যার বি. এন. রাও (B. N. Rau), সংবিধান বিষয়ক উপদেষ্টা শ্রী এস. এন. মুখার্জি, যুগ্ম সচিব এবং খসড়া রচনাকারী এবং গণপরিষদের সচিবালয়ের কর্মীবৃন্দের কাছ থেকে যে সহায়তা পাওয়া গেছে তাঁদের প্রতি সমিতির কৃতজ্ঞতা লিপিবদ্ধ না করে এই খসড়া সংবিধান আপনার কাছে প্রেরণ করতে পারি না।

আপনার বিশ্বস্ত

বি. আর. আম্বেদকর

□ □ □

ভারতের খসড়া সংবিধান

আমরা ভারতের জনগণ ভারতকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র* রূপে গড়িয়া তুলিতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়া এবং উহার সকল নাগরিকগণ যাহাতে ঃ

সামাজিক, আর্থনীতিক এবং রাজনৈতিক ;

ন্যায়বিচার ঃ

চিন্তার, অভিব্যক্তির, বিশ্বাসের, ধর্ম্মমতের এবং উপাসনার স্বাধীনতা ;

প্রতিষ্ঠা এবং সুযোগের সমতা সুনিশ্চিত করা এবং তাহাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তিমর্যাদা ও জাতীয় ঐক্যের আশ্বাসক ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধিত করার জন্য ;

অদ্য—এর—(মে মাসের—তারিখে, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ) আমাদের গণপরিষদে এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধকরণ এবং আমাদিগকে অর্পণ করেতেছি।

□ □ □

---

* গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের অনুযায়ী এটা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং বৃটিশ রাষ্ট্র মণ্ডলের মধ্যে সম্পর্কের প্রশ্নটি পরে বিবেচিত হবে।

অংশ I

সংঘ এবং তার রাজ্যক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রাধিকার

*১। (১) ভারত রাজ্যসমূহের সংঘ হবে।

সংঘের নাম ও রাজ্যক্ষেত্র

(২) রাজ্যসমূহ বলতে সেই সব রাজ্যগুলিকে বুঝাবে যেগুলি সাময়িক ভাবে বিশেষ রূপে উল্লেখিত আছে প্রথম তফসিলের ১ম, ২য় এবং ৩য় খণ্ডে।

(৩) ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে—

(ক) রাজ্যগুলির রাজ্যক্ষেত্রসমূহ ;

(খ) প্রথম তফসিলের চতুর্থ খণ্ডে সাময়িকভাবে উল্লেখিত রাজ্যক্ষেত্রগুলি ; এবং

(গ) অন্য সেইসব রাজ্যক্ষেত্র যা অর্জিত হতে পারে।

নতুন রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্ত ও স্থাপনা

২। সংসদ যেরূপ উপযুক্ত মনে করবে, সেইরূপ প্রতিবন্ধ ও শর্তে, বিধির দ্বারা নতুন রাজ্যগুলিকে সংঘে অন্তর্ভুক্ত বা স্থাপন করতে পারবে।

নতুন রাজ্যগুলির গঠন ও বিদ্যমান রাজ্যগুলির আয়তন সীমানা

৩। সংসদ বিধির দ্বারা—

(ক) যে কোনও রাজ্য থেকে কোনও রাজ্যক্ষেত্র পৃথক করে অথবা দুই বা ততোধিক রাজ্য বা রাজ্যের অংশ সংযুক্ত করে, অথবা যে কোনও রাজ্যের কোনও অংশে যে কোনও রাজ্যক্ষেত্র সংযুক্ত করে নতুন রাজ্য গঠন করতে পারে ;

(খ) যে কোনও রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করতে পারে ;

(গ) যে কোনও রাজ্যের আয়তন হ্রাস করতে পারে ;

(ঘ) যে কোনও রাজ্যের সীমারেখা পরিবর্তন করতে পারে ;

(ঙ) যে কোনও রাজ্যের নাম পরিবর্তন করতে পারে ;

এই শর্তে যে, এই উদ্দেশ্যে কোনও বিধেয়ক সংসদের উভয় কক্ষে ভারত

---

* সমিতি মনে করে যে, বৃটিশ উত্তর আমেরিকা আইন, ১৯৬৭-এর প্রস্তাবনার ভাষা অনুসরণ করে ভারতকে সংঘ হিসাবে বর্ণনা করা অনুপযুক্ত হবে না, যদিও গঠন বিন্যাসে সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় হতে পারে।

সরকার ছাড়া আর কেউ পুরঃস্থাপিত করতে (introduce) পারবে না এবং যদি না—

(ক) এই দুটির একটি

(i) যে রাজ্য থেকে রাজ্যক্ষেত্র পৃথক অথবা বাদ দেওয়া হবে তার বিধানমণ্ডলে রাজ্য ক্ষেত্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধি কর্তৃক রাষ্ট্রপতির কাছে এ বিষয়ে নিবেদন করা হয়েছে ; অথবা

(ii) বিধেয়কে অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাব দ্বারা যে রাজ্যের চতুর্সীমা অথবা নাম প্রভাবিত হতে পারে সে-রূপ রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক এই মর্মে অনুমোদিত প্রস্তাব ; এবং

(খ) প্রথম তফসিলের অংশ ৩-এ সাময়িক ভাবে নির্দিষ্ট করা রাজ্য বাদে যে ক্ষেত্রে বিধেয়কে অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাব কোনও রাজ্যের চতুর্সীমা অথবা নামকে প্রভাবিত করে, সে ক্ষেত্রে বিধেয়কটিকে পুরঃস্থাপিত করার প্রস্তাব সম্পর্কে এবং সেই সঙ্গে তার শর্তাবলী সম্পর্কে রাজ্যটির বিধানমণ্ডলের অভিমত* রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিরূপিত হয়েছে; এবং যে ক্ষেত্রে প্রথম তফসিলের অংশ ৩-এ সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট করা কোনও রাজ্যের বহির্সীমা অথবা নাম ওইরূপ প্রস্তাবের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে প্রস্তাবটি সম্পর্কে রাজ্যের অনুমতি আগেই নেওয়া হয়েছে।

২ এবং ৩নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রণীত বিধিতে প্রথম তফসিলের সংশোধন এবং আনুষঙ্গিক ও সংবিধানিক বিষয়গুলি সম্পর্কে বিধান থাকবে

৪। (i) ২নং অথবা ৩নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত যে কোনও বিধিতে ওই বিধি সম্পর্কিত বিধানগুলি কার্যকর করার জন্য প্রথম তফসিলের সংশোধনের জন্য যেমন প্রয়োজন তেমন বিধানগুলি থাকবে এবং সংসদ তার বিবেচনানুসারে আনুষঙ্গিক ও পারিপার্শ্বিক বিধানগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।

(২) পূর্বোক্ত কোনও বিধি ৩নং অনুচ্ছেদের প্রয়োজনে এই সংবিধানের সংশোধন বলে গণ্য হবে না।

* সমিতি এই অভিমত পোষণ করে যে, প্রথম তফসিলের অংশ ৩-এ বিনির্দিষ্ট রাজ্য বাদে অন্য যে কোনও রাজ্যের ক্ষেত্রে রাজ্যটির পূর্বানুমতি গ্রহণ করা জরুরি নয় এবং রাষ্ট্রপতি যদি রাজ্যটির বিধানমন্ডলের অভিমত গ্রহণ করে থাকেন তবে সেটাই পর্যাপ্ত বলে গণ্য হবে।

অংশ II

নাগরিকত্ব

সংবিধান কার্যকর হবার তারিখে নাগরিকত্ব

৫। এই সংবিধান কার্যকর হবার তারিখে—

(ক) প্রতিটি ব্যক্তি যে অথবা যার পিতা-মাতার মধ্যে যে কোনও একজন অথবা যার পিতামহ-পিতামহী ও মাতামহ-মাতামহীর মধ্যে যে কোনও একজন এই সংবিধানে বর্ণিত ভারতের রাজ্য ক্ষেত্রের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে থাকে এবং ১৯৪৭ সালের ১ এপ্রিলের পর কোনও বিদেশি রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করেনি ; এবং

(খ) প্রতিটি ব্যক্তি যে অথবা যার পিতা-মাতার মধ্যে যে কোনও একজন অথবা এর পিতামহ-পিতামহী ও মাতামহ-মাতামহীর মধ্যে যে কোনও একজন 'ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫' (যা মূলত বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল)-এ বর্ণিত ভারতে অথবা ব্রহ্মদেশ, সিংহল অথবা মালয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে এবং এই সংবিধানে বর্ণিত ভারতের রাজ্য ক্ষেত্রে নিবেশিত (domiciled) হয়ে থাকে,

তবে সে ভারতের নাগরিক হবে, এই শর্তে যে, এই সংবিধান কার্যকর হবার তারিখের আগে সে অন্য কোনও বিদেশি রাজ্যের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে না থাকে।

ব্যাখ্যা—এই অনুচ্ছেদের (খ) প্রকরণের উদ্দেশ্য সাধনার্থে ব্যক্তিটিকে ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে নিবেশিত বলে গণ্য করা হবে—

(১) যদি সে ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫-এর অংশ ২ অনুযায়ী ওইরূপ রাজ্যক্ষেত্রে নিবেশিত হয়ে থাকে, অবশ্য যদি ওই অংশের বিধানগুলি তার সম্বন্ধে প্রযোজ্য হয়, অথবা

*(২) যদি সে, এই সংবিধান কার্যকর হবার তারিখের আগে, ওইরূপ নিবেশাধিকার অর্জন করার ইচ্ছা প্রকাশ করে লিখিতভাবে জেলা শাসকের দফতরে ঘোষণাপত্র জমা করে থাকে এবং ওইরূপ ঘোষণা তারিখ থেকে অন্ততপক্ষে এক মাস ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে বসবাস করে থাকে।

* সমিতির অভিমত এই যে, খণ্ড (২) নং প্রকরণের উদ্দেশ্য সাধনার্থে ঘোষণাপত্রের প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য, ওইরূপ ঘোষণাপত্রে এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের জন্য নিবন্ধ থাকার জন্য এই সংবিধান কার্যকর হবার আগে আইন প্রণয়ন করে অথবা অন্য কোনওভাবে সহায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬। নাগরিকত্বের অর্জন এবং অবসান এবং এই পদ্ধতি অন্য সকল বিষয় সম্বন্ধে সংসদ বিধির দ্বারা অতিরিক্ত বিধানের ব্যবস্থা করতে পারে।

সংসদ নাগরিকত্বের অধিকার বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করবে

অংশ III

মৌলিক অধিকারাবলী

সাধারণ

৭। প্রসঙ্গত, অন্যথা প্রয়োজন না হলে, এই খণ্ডে "রাজ্য" অন্তর্ভুক্ত করতে ভারতের সরকার এবং সংসদ, এবং প্রতিটি রাজ্যের সরকার এবং বিধানমণ্ডল এবং ভারতের রাজ্য ক্ষেত্রের অভ্যন্তরস্থ সকল স্থানীয় অথবা অন্যান্য কর্তৃপক্ষ।

সংজ্ঞার্থ

৮। (১) এই সংবিধান কার্যকর হবার অব্যবহিত পূর্বে ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে বলবৎ থাকা বিধিসমূহ এই অংশের বিধানগুলির সঙ্গে যতদূর পর্যন্ত অসমতা ততদূর পর্যন্ত বাতিল হবে।

ব্যবৃত্তিসমূহ (Savings)

(২) এই অংশ দ্বারা অর্পিত অধিকার হরণ করে অথবা সঙ্কুচিত করে এমন কোনও বিধি রাজ্য প্রণয়ন করবে না এবং এই প্রকরণ লঙ্ঘন করে কোনও বিধি প্রণীত হলে, যতদূর পর্যন্ত লঙ্ঘন করা হয়েছে ততদূর পর্যন্ত তা বাতিল হবে।

*এই শর্তে যে, কোনও বর্তমান বিধি থেকে উদ্ভূত কোনও অসমতা বৈসাদৃশ্যতা, অসুবিধা বা বৈষম্যের অপসারণের জন্য রাজ্যকে বিধি প্রণয়ন করতে বাধা দেওয়া হবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদে "বিধি" শব্দটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে যে কোনও অধ্যাদেশ, আদেশ, উপবিধি নিয়ম, প্রনিয়ম, প্রভাষণ, রীতি বা প্রথা যা ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে অথবা তা যে কোনও অংশে বিধির মতো ক্ষমতা বিশিষ্ট।

---

* বর্তমান বৈষম্য দূর করার জন্য রাজ্য যাতে বিধি প্রণয়ন করতে পারে তার জন্য এই অনুবিধি যুক্ত করা হয়েছে। ওইরূপ বিধি এক অর্থে অপরিহার্যভাবে বৈষম্যমূলক হবে, কারণ সেগুলি একমাত্র তাদের-ই বিরুদ্ধে সক্রিয় হবে যারা এযাবৎকাল পর্যন্ত অসূচিত সুবিধা ভোগ করে এসেছে। এটা সুস্পষ্ট যে, এই জাতীয় বিধিগুলি নিষিদ্ধ করা উচিত নয়।

সমতার অধিকারসমূহ

৯। (১) কেবলমাত্র ধর্ম, প্রজাতি, জাত, লিঙ্গ অথবা এর মধ্যে কোনও একটিরও ভিত্তিতে রাজ্য কোনও নাগরিকের বিরুদ্ধে বৈষম্য করবে না। বিশেষ করে কোনও নাগরিক কেবল মাত্র ধর্ম, প্রজাতি, জাতি, লিঙ্গ অথবা এর মধ্যে কোনও একটির ভিত্তিতে নিম্নলিখিত বিষয়ের কোনও অযোগ্যতা, দায়িত্ব, সংকোচন বা শর্তের অধীন হবে না—

ধর্ম, প্রজাতি, জাতি অথবা লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্যের প্রতিষেধ

(ক) দোকানে, সাধারণ ভোজনালয়ে, পান্থ-নিবাসে (Hotel) এবং সাধারণ প্রমোদালয়ে প্রবেশাধিকার, অথবা

(খ) রাজ্যের রাজস্ব থেকে সম্পূর্ণভাবে অথবা অংশত পোষিত বা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উৎসর্গীকৃত কূপ, পুষ্করিণী, সড়ক এবং সার্বজনিক সমাগম স্থলের ব্যবহার।

(২) নারী ও শিশুদের জন্য কোনও বিশেষ বিধান প্রণয়নে রাজ্যের কোনও চেষ্টায় এই অনুচ্ছেদ অন্তরায় হয়ে উঠবে না।

সরকারী চাকুরির ব্যাপারে সুযোগের সমতা

১০। (১) রাজ্যের অধীনে চাকুরির ব্যাপারে সকল নাগরিকের সুযোগের সমান অধিকার থাকবে।

(২) কেবলমাত্র ধর্ম, প্রজাতি, জাতি, লিঙ্গ বংশধররূপে উদ্ভব, জন্মস্থান অথবা এর মধ্যে কোনও একটির ভিত্তিতে রাজ্যের অধীনে কোনও পদের জন্য অযোগ্য হবে না।

(৩) রাজ্যের অভিমতে এর অধীনস্থ কৃত্যকসমূহে যে **অনগ্রসর*** শ্রেণীর নাগরিকদের জন্য পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব নেই, এদের অনুকূলে চাকুরি বা পদ সংরক্ষণের জন্য রাজ্য কর্তৃক বিধান প্রণয়নে এই অনুচ্ছেদের কোনও কিছুই অন্তরায় হবে না।

(৪) কোনও ধর্মীয় অথবা ধর্ম সম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠানের কাজ-কর্ম সম্পর্কিত পদে আসীন ব্যক্তিকে অথবা তার পরিচালকবর্গের কোনও সদস্যকে কোনও বিশেষ ধর্মাবলম্ব হতে হবে বা কোনও বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত হতে হবে বলে যে বিধির ভিত্তিতে বিধান রচনা করা হয় সেই বিধির কার্যপ্রণালীতে এই অনুচ্ছেদের কোনও কিছু প্রভাবিত করতে পারবে না।

---

*সমিতির অভিমত এই যে, "নাগরিকদের শ্রেণী" শব্দগুলির আগে "অনগ্রসর" শব্দটি প্রতিস্থাপিত করা উচিত।

অস্পৃশ্যতার বিলোপসাধন

১১। "অস্পৃশ্যতা" বিলোপ করা হল এবং যে কোনও প্রকারে তার ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হল। "অস্পশ্যতা" থেকে উদ্ভূত কোনও প্রকারের অযোগ্যতার প্রয়োগ বিধি অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ।

উপাধির বিলোপ-সাধন

১২। (১) রাজ্য কোনও উপাধি প্রদান করতে পারবে না।

(২) ভারতের কোনও নাগরিক কোনও বিদেশি রাষ্ট্র থেকে উপাধি গ্রহণ করতে পারবে না।

(৩) রাজ্যের অধীনে কোনও লাভজনক বা আস্থাপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত কোনও ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির সম্মতি ব্যতিরেকে কোনও বিদেশি রাষ্ট্রের কাছ থেকে বা তার অধীনে কোনও উপহার, ভাতাদি সহ বেতন, উপাধি অথবা কোনও পদ গ্রহণ করবে না।

বাক্-স্বাধীনতা ইত্যাদি সম্পর্কিত কিছু অধিকারের সংরক্ষণ

১৩। (১) এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য শর্ত সাপেক্ষে, সকল নাগরিকের অধিকার থাকবে—

(ক) অভিব্যক্তি ও বাক্-স্বাধীনতার ;

(খ) শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হবার ;

(গ) সমিতি বা সংঘ গঠন করার ;

(ঘ) ভারতের রাজ্যক্ষেত্রগুলিতে সর্বত্র স্বাধীনভাবে যাতায়াত করার ;

(ঙ) ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের যে কোনও অংশে বসবাস ও স্থায়ীভাবে বাস করার ;

(চ) সম্মতি অর্জন, অধিকারে রাখা ও বিক্রয় করার এবং

(ছ) যে কোনও পেশা গ্রহণ করার অথবা যে কোনও উপজীবিকা, ব্যবস্থা এবং কারবার চালাবার।

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) খণ্ড (ক) উপ-খণ্ডের কোনও কিছুই কোনও বিদ্যমান বিধির কাজকর্মকে স্বাভাবিক করবে না অথবা রাজ্যকে কুৎসা রটনা (libel), অপবাদ (slander), মানহানি, রাজদ্রোহ অথবা অন্য কোনও বিষয় যা রাজ্যের সুরুচি অথবা

নৈতিকতাকে ক্ষুণ্ণ করে অথবা রাজ্যের কর্তৃত্ব অথবা ভিত্তি-ভূমিকে দুর্বল করে যে সম্পর্কিত বিধি প্রণয়নে বাধা দেবে না।

(৩) উক্ত খণ্ডের (খ) উপ-খণ্ডের কোনও কিছুই কোনও বিদ্যমান বিধির কাজকর্মকে প্রভাবিত করবে না অথবা উক্ত উপ-খণ্ডের দ্বারা প্রদত্ত অধিকার প্রয়োগের উপর জন-শৃঙ্খলার স্বার্থে বিধি-নিষেধ আরোপ করে কোনও বিধি প্রণয়নে রাজ্যকে বাধা দেবে না।

(৪) উক্ত খণ্ডের (গ) উপ-খণ্ডের কোনও কিছুই কোনও বিদ্যমান বিধির প্রয়োগকে প্রভাবিত করবে না অথবা উক্ত উপ-খণ্ডের দ্বারা প্রদত্ত অধিকার প্রয়োগের ওপর জন-সাধারণের স্বার্থে বিধি-নিয়েধ আরোপ করা কোনও বিধি প্রণয়নে রাজ্যকে বাধা দেবে না।

(৫) উক্ত খণ্ডের (ঘ), (ঙ) এবং উপ-খণ্ডের কোনও কিছুই কোনও বিদ্যমান বিধির ক্রিয়াকে প্রভাবিত করবে না, অথবা হয় জন-সাধারণের স্বার্থে অথবা *আদিবাসী জনজাতির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য উক্ত উপ-প্রকরণ কর্তৃক অর্পিত অধিকারগুলির কোনওটির প্রয়োগের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করার জন্য কোনও বিধি প্রণয়নে রাজ্যকে বাধা দেবে না।

(৬) উক্ত খণ্ডের (ছ) উপ-খণ্ডের কোনও কিছুই কোনও বিদ্যমান বিধির ক্রিয়াকে প্রভাবিত করবে না, অথবা উক্ত উপ-খণ্ডের কর্তৃক অর্পিত অধিকার প্রয়োগে, এবং বিশেষ করে কোনও বৃত্তি অবলম্বন করা অথবা কোনও উপজীবিকা ব্যবসায় অথবা কারবারের জন্য প্রয়োজনীয় বৃত্তিমূলক অথবা প্রায়োগিক যোগ্যতা নির্দিষ্ট করার জন্য কোনও কর্তৃপক্ষকে নিয়ম নির্দিষ্ট করার বা ক্ষমতা প্রদান করার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারবে না রাজ্যের উপর জন-শৃঙ্খলা, নৈতিকতা বা স্বাস্থ্য সম্পর্কে কোনও বিধি রচনা করার ব্যাপার।

অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়া সম্পর্কে সংরক্ষণ

১৪। (১) যে কার্য করার জন্য অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয় সেই কার্য করার সময় বলবৎ কোনও বিধির উল্লঙ্ঘন ব্যতিরেকে কোনও ব্যক্তি কোনও অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে না, এবং অপরাধ করার সময় বলবৎ বিধি অনুসারে যে দন্ড দেওয়া যেত তার চেয়ে গুরুতর দণ্ড ওই ব্যক্তিকে দেওয়া যাবে না।

* সমিতির এই অভিমত যে এই অনুচ্ছেদে অন্য কোনও সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই।

(২) এক-ই অপরাধের জন্য কোনও ব্যক্তিকে একাধিকবার অভিযুক্ত বা দন্ডিত করা যাবে না।

(৩) কোনও অপরাধে অভিযুক্ত কোনও কোনও ব্যক্তিকে তার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী হতে বাধ্য করা যাবে না।

*১৫। বিধি-সম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রক্রিয়া অনুসারে ব্যতীত কোনও ব্যক্তি তার প্রাণ এবং দৈহিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হবে না, অথবা ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের মধ্যে বিধিগুলির সমতা রক্ষণ বা বিধি সমক্ষে সমতা থেকে কোনও ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না।

প্রাণ এবং দৈহিক স্বাধীনতার রক্ষণ সংবিধি সমক্ষে সমতা

**১৬। এই সংবিধানের ২৪৪ নং অনুচ্ছেদের বিধানগুলি সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনও বিধি সাপেক্ষে ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের সর্বত্র ব্যবসায়, কারবার এবং পারস্পরিক আদান-প্রদান অবাধ হবে।

ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের সর্বত্র ব্যবসায়, কারবার এবং পারস্পরিক আদান-প্রাদন স্বাধীনতা

১৭। (১) মনুষ্য ক্রয়-বিক্রয় এবং বেগার খাটানো এবং অনুরূপ অসৎ কোনও প্রকার বলপূর্বক শ্রম করানো নিষিদ্ধ করা হল এবং এই বিধানের যে কোনও লঙ্ঘন বিধি অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে।

মানুষ্য ক্রয়-বিক্রয় ও বলপূর্বক শ্রম করানোর প্রতিরোধ

(২) সর্বসাধারণের জন্য বাধ্যতামূলক পরিষেবা আরোপনে এই অনুচ্ছেদের কোনও কিছুই বাধার সৃষ্টি করবে না। ওইরূপ পরিষেবা আরোপন করতে গিয়ে রাজ্য প্রজাতি, ধর্ম, জাতি অথবা শ্রেণীর ভিত্তিতে কোনও প্রকারের বৈষম্য করবে না।

---

* সমিতির অভিমত এই যে, "স্বাধীনতা" শব্দটিকে বিশেষিত করা উচিত তার আগে "দৈহিক" শব্দটি প্রতিস্থাপিত করে, কারণ তা না করলে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে এর অর্থ করা যেতে পারে যাতে ইতিপূর্বে ১৩ নং অনুচ্ছেদে আলোচিত স্বাধীনতাগুলিও যেন অন্তর্ভুক্ত হয়ে না যায়।

সমিতি "বিধি-সম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রক্রিয়া অনুসারে ব্যতীত" শব্দ সমষ্টির পরিবর্তে "বিধির যথারীতি প্রক্রিয়া ব্যতীত" শব্দগুলিও প্রতিস্থাপিত করেছে (তুলনীয় জাপানের সংবিধান, ১৯৪৬ এবং একত্রিশ অনুচ্ছেদ)। আয়ার্ল্যান্ডের সংবিধানে অনুরূপ বিধানটি এই রূপ "বিধি-সম্মতভাবে ছাড়া অন্য কোনও ভাবে কোনও নাগরিককে তার দৈহিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না"।

সমিতি এই অভিমতও পোষণ করে যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের (১৮৬৫) চর্তুদশ অনুচ্ছেদের ১নং ধারার মতো "বিধি সমক্ষে সমতা" শব্দগুলির পরে "অথবা বিধির সমতা রক্ষণ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত করা উচিত।

** গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত বিধানে "ব্যবসায়, কারবার এবং পারস্পরিক আদান-প্রদান" শব্দগুলির পরে উল্লেখিত "নাগরিকদের দ্বারা এবং তাহাদের মধ্যে" শব্দগুলি বাদ দিয়েছে সমিতি।

১৮। চোদ্দ বছরের কম বয়সের কোনও শিশুকে কোনও কারখানায় বা খনিতে কাজে নিযুক্ত করা যাবে না অথবা অন্য কোনও বিপদসঙ্কুল কাজে নিয়োগ করা যাবে না।

কারখানা ইত্যাদিতে শিশু নিয়োগের নিষিদ্ধকরণ

ধর্মসংক্রান্ত অধিকারসমূহ

১৯। (১) জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও স্বাস্থ্য এবং এই খণ্ডের অন্যান্য বিধানগুলির সাপেক্ষে সকল ব্যক্তির সমান অধিকার থাকবে বিবেকের স্বাধীনতার এবং স্বাধীনভাবে ধর্ম সম্বন্ধে স্বীকার আচরণ এবং প্রচার করার।

বিবেকের স্বাধীনতা, স্বাধীনভাবে ধর্ম সম্বন্ধে স্বীকার আচরণ ও প্রচার

ব্যাখ্যা—কৃপান ধারণ ও বহন করা শিখদের ধর্ম স্বীকারের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হবে।

(২) এই অনুচ্ছেদের কোনও কিছুই এরূপ কোনও বিদ্যমান বিধির ক্রিয়াকে প্রভাবিত করবে না, অথবা যে কোনও বিধান প্রণয়ন রাজ্যকে নিবৃত্ত করতে পারবে না—যা।

(ক) ধর্মাচরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনও অর্থনৈতিক, বিত্ত সম্বন্ধীয়, রাজনৈতিক বা অন্য প্রকারের ধর্ম নিরপেক্ষ কর্মপ্রচেষ্টা, নিয়ন্ত্রিত বা নিরুদ্ধ করে ;

(খ) সমাজের কল্যাণ সাধন ও সংস্কারের অথবা সার্বজনিক চরিত্রের হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সকল শ্রেণীর ও সকল বিভাগের হিন্দুদের জন্য উন্মুক্ত করার ব্যবস্থা করে।

ধর্মবিষয়ক কার্যাবলী পরিচালনার স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় অথবা দাতব্য বিষয়ক উদ্দেশ্য সম্পত্তির মালিক হওয়া, অর্জন করা এবং পরিচালনা করা

২০। প্রতিটি ধর্মসম্প্রদায় অথবা তার কোনও বিভাগের অধিকার থাকবে—

(ক) ধর্মীয় ও দাতব্য বিষয়ক উদ্দেশ্যে গঠিত প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপন করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করার ;

(খ) ধর্মের ব্যাপারে নিজ কার্যাবলী পরিচালনা করার ;

(গ) স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হবার এবং তা অর্জন করার ; এবং

(ঘ) ওইরূপ সম্পতি বিধি অনুসারে পরিচালনা করার।

২১। কোনও ব্যক্তিকে কোনও কর দিতে বাধ্য করা যাবে না, যা থেকে প্রাপ্ত অর্থ কোনও বিশেষ ধর্ম অথবা ধর্ম সম্প্রদায়ের উন্নতি বিধানে অথবা রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় নির্বাহের জন্য বিশেষভাবে উপযোগিত করা যাবে।

কোনও বিশেষ ধর্ম অথবা ধর্ম সম্প্রদায়ের উন্নতি বিধান ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর প্রদানের স্বাধীনতা

*২২। (১) রাজ্য তহবিল থেকে সম্পূর্ণভাবে পোষিত কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনও ধর্মীয় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা যাবে না ; এই প্রকরণের কোনও কিছুই এরূপ কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রযোজ্য হবে না যা রাজ্য কর্তৃক পরিচালিত কিন্তু এমন কোনও উৎসজন (endowment) অথবা ন্যাস (trust) অনুযায়ী স্থাপিত যা ওই প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা আবশ্যক করে।

কোনও কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষাদান বা ধর্মীয় উপসনায় যোগদানের স্বাধীনতা

(২) রাজ্য কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্ত অথবা রাজ্য তহবিল থেকে সাহায্য প্রাপ্ত কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত থাকে এরূপ কোনও ব্যক্তিকে ওই প্রতিষ্ঠানে যে ধর্মীয় শিক্ষাদান করা হয় ; তাতে অংশগ্রহণ করতে, অথবা ওই প্রতিষ্ঠানে বা ওই প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কোনও গৃহে যে ধর্মীয় উপাসনা অনুষ্ঠিত হয় তাতে যোগ দিতে বাধ্য করা যাবে না, যদি না ওই ব্যক্তি স্বয়ং, বা সে নাবালক হলে তার অভিভাবক তাতে সম্মতি দেয়।

(৩) এই অনুচ্ছেদের কোনও কিছুই কোনও সম্প্রদায় অথবা ধর্মীয় সম্প্রদায়কে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তার কাজের সময়ের বাইরে উক্ত সম্প্রদায় অথবা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ছাত্রদের ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে বাধা দেবে না।

কৃষ্টি এবং শিক্ষা সংক্রান্ত অধিকারসমূহ

২৩। (১) ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে বা তার কোনও অংশে বসবাসকারী নাগরিকদের কোনও বিভাগের নিজস্ব বিশিষ্ট ভাষা, লিপি বা কৃষ্টি থাকে তবে তা পরিরক্ষণ করার অধিকার তাদের থাকবে।

সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষণ

(২) কেবলমাত্র ধর্ম-সম্প্রদায় অথবা ভাষার কারণে কোনও সংখ্যালঘুকে রাজ্য কর্তৃক পোষিত কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওইরূপ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত কোনও ব্যক্তিকে প্রবেশাধিকার দেবার ব্যাপারে বৈষম্য করতে পারবে না।

* এই অনুচ্ছেদটি তদর্থক (ad hoc) সমিতির সুপারিশ মেনে চলে।

৩। (ক) ধর্ম, সম্প্রদায় অথবা ভাষার কারণে সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার থাকবে নিজেদের পছন্দ মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করার।

(খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সাহায্য দানের ব্যাপারে রাজ্য কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এই কারণে বৈষম্য করবে না যে তা কোনও সংখ্যালঘু বর্গের পরিচালনাধীনে আছে, তা ওই সংখ্যালঘুবর্গ ধর্মভিত্তিকই হোক বা ভাষাভিত্তিকই হোক না কেন।

সম্পত্তির অধিকার

সম্পত্তির আবশ্যক অর্জন

২৪। (১) বিধি-সংগত ক্ষমতা ভিন্ন কোনও ব্যক্তিকে তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

(২) কোনও বাণিজ্যিক অথবা শিল্প প্রতিষ্ঠানে, অথবা স্বকীয় কোনও কোম্পানিতে কোনও স্বত্বসহ স্থাবর অথবা অস্থাবর কোনও সম্পত্তি সরকারি কাজের জন্য দখল নেওয়া অথবা গ্রহণ করা চলবে না ওইরূপ দখল নেওয়া বা গ্রহণ করার জন্য ক্ষমতাপ্রদানকারী কোনও বিধির দ্বারা যদি না দখল নেওয়ার অথবা গ্রহণ করা সম্পত্তির জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা বিধি করে না থাকে এবং হয় ক্ষতি পূরণের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেয় অথবা কিভাবে এবং কি পদ্ধতিতে ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত করা হবে তা বিনির্দিষ্ট করে দেয়।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (২) প্রকরণের কোনও কিছুই প্রভাবিত করবে না—

(ক) কোনও বিদ্যমান বিধির বিধানগুলিকে, অথবা

(খ) কোনও কর আরোপ করা এবং ধার্য করার জন্য অথবা জন স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানের জন্য অথবা জীবন ও সম্পত্তির হানি নিরোধ করার জন্য অতঃপর রাজ্য যদি কোনও বিধি প্রণয়ন করে তার বিধানগুলিকে।

সাংবিধানিক প্রতিকারসমূহে অধিকার

এই খন্ডের দ্বারা বণ্টিত অধিকার সমূহ বলবৎ করার জন্য প্রতিকারগুলি

২৫। (১) এই খন্ড দ্বারা অর্পিত অধিকারসমূহ বলবৎ করার জন্য যথোপযুক্ত কার্যবাহ দ্বারা সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে আবেদন করার অধিকার প্রত্যাভূত করা হল।

(২) এই অংশ দ্বারা অর্পিত যে কোনও অধিকার বলবৎ করার জন্য নির্দেশ বা আদেশ অথবা বন্দীপ্রত্যক্ষীকরণ (Habeas Corpus), পরমাদেশ (Mandamus), প্রতিষেধ (Prohibition), অধিকার ইচ্ছা (Quo warranto), এবং উৎপ্রেষণ

(Certiorari) ধরনের আজ্ঞালেখ, এর মধ্যে যেটি যথাযোগ্য হবে, তা জারি করার ক্ষমতা সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের থাকবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (২) খণ্ড অনুযায়ী সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য সকল অথবা যে কোনও ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার অন্য যে কোনও আদালতকে তার ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মতে প্রয়োগ করার অধিকার সংসদ দিতে পারে বিধির মাধ্যমে।

(৪) এই সংবিধান দ্বারা অন্যথা যেমন বিহিত হয়েছে, তা বাদে এই অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রত্যাভূত অধিকার বিলম্বিত করা যাবে না।

বাহিনীগুলি সম্পর্কে এই অংশে প্রত্যাভূত অধিকারগুলি প্রয়োগের ব্যাপারে সংপরিবর্তন করার জন্য সংঘকে প্রদত্ত ক্ষমতা

২৬। সশস্ত্র বাহিনীগুলির অথবা জন-শৃঙ্খলা রক্ষার ভারপ্রাপ্ত বাহিনীগুলির সদস্যদের প্রতি এই খন্ডে প্রত্যাভূত অধিকারগুলির প্রয়োগের পরিমাণ সঙ্কুচিত অথবা নিরাবৃত করা যায় তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এবং তাদের কর্তব্যের যথাযথ পালনের জন্য তা বিধির দ্বারা নির্ধারিত করতে পারবে সংসদ।

এই খন্ডের বিধান-গুলিকে কার্যকর করার জন্য বিধি প্রণয়ন

২৭। এই সংবিধানের অন্যত্র কোনও কিছু বলা হয়ে থাকা সত্ত্বেও প্রথম তফসিলের প্রথম অংশ অথবা দ্বিতীয় অংশে সাময়িকভাবে কী বিনির্দিষ্ট রাজ্যের বিধানমণ্ডলের থাকবে না, কিন্তু সংসদের ক্ষমতা থাকবে—

(ক) সংসদ কর্তৃক বিধি প্রণয়নের দ্বারা ব্যবস্থাকৃত হবে এই অংশের অধীনস্থ যে কোনও বিষয়, এবং

(খ) এই অংশ অনুসারে অপরাধ বলে ঘোষিত সেই সব কর্মের জন্য শাস্তিবিধানের নির্দেশ দেবার ব্যাপারে বিধি প্রণয়ন করার ; এবং এই সংবিধান আরম্ভ হবার পর যথা সম্ভব শীঘ্র সংসদ ওইরূপ বিষয়ের জন্য এবং ওইরূপ কর্মের জন্য শাস্তিদানের নির্দেশ দেবার ব্যাপারে সংসদ বিধি প্রণয়ন করবে ;

এই অনুচ্ছেদের (ক) খণ্ডের উল্লিখিত যে কোনও বিষয়ে অথবা এই অংশ অনুযায়ী অপরাধ বলে ঘোষিত কোনও কর্মের জন্য শাস্তিদানের বিধান সম্পর্কে ভারতে অথবা তার কোনও অংশে বলবৎ কোনও বিধি সেখানে বলবৎ থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত সংসদ অথবা অন্য কোনও উপযুক্ত প্রাধিকারী কর্তৃক তা পরিবর্তিত, অথবা নিরুপিত অথবা সংশোধিত হয়।

অংশ IV

কর্মপদ্ধতির

রাজ্যের নির্দেশক নীতিসমূহ

সংজ্ঞা

২৮। প্রসঙ্গত অন্যরূপ প্রয়োজন না হলে এই খন্ডে "রাজ্য" শব্দের সেই অর্থই করা হবে যা এই সংবিধানের তৃতীয় খন্ডে আছে।

এই অংশে ব্যাখ্যাত নীতিগুলির প্রয়োগ

২৯। এই অংশে অন্তর্ভুক্ত বিধানগুলি কোনও আদালত কর্তৃক বলবৎকরণ যোগ্য হবে না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাতে নির্দেশিত নীতিগুলি দেশ শাসন বিষয়ে মৌলিক, এবং বিধি প্রণয়নে ওই নীতিগুলি প্রয়োগ করা রাজ্যের কর্তব্য হবে।

জনগণের কল্যাণ এবং উন্নতবিধানের জন্য রাজ্যকর্তৃক সমাজ ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা

৩০। জাতীয় জীবনের সকল প্রতিষ্ঠানকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচারের অনুপ্রেরণা দান করে এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা যথাসাধ্য কার্যকর ভাবে প্রবর্তন ও রক্ষণ করে রাজ্য জনগণের কল্যানসাধনে কঠোরভাবে প্রচেষ্টা চালাবে।

কর্মসূচি সংক্রান্ত কয়েকটি নীতি যা রাজ্য অনুসরণ করবে

৩১। রাজ্য, বিশেষভাবে, নিজ কর্মপদ্ধতি এমন ভাবে পরিচালিত করবে যাতে—

(এক) সকল নাগরিকগণ, পুরুষ ও নারী সমভাবে জীবিকা অর্জনের পর্যাপ্ত অধিকার পায় ;

(দুই) লোক সমাজের পার্থিব সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ এমন ভাবে বন্টন করা হয় যাতে সর্ব সাধারণের হিতসাধন সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উপায়ে করা যায় ;

(তিন) অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্রিয়ার পরিণতি যাতে এমন না হয় যে সাধারণের ক্ষতিসাধন করে ধনসম্পদ ও উৎপাদনের উপায়সমূহ কেন্দ্রীভূত হয় ;

(চার) সমান কাজের জন্য পুরুষ ও নারী উভয়েরই বেতন যেন সমান হয় ;

(পাঁচ) পুরুষ ও নারী শ্রমিকদের দৈহিক শক্তি ও স্বাস্থ্য এবং শিশুদের অল্প বয়সের অপব্যবহার যেন করা না হয় এবং নাগরিকরা আর্থিক প্রয়োজনে তাদের বয়স অথবা শক্তির অনুপযোগী কোনও পেশায় যোগ দিতে যেন বাধ্য না হয় ;

(ছয়) নৈতিক ও বৈষয়িক বঞ্চনা থেকে এবং শোষণের হাত থেকে শিশু ও যুবক-যুবতীদের রক্ষা করা যায়।

৩২। কর্ম ও শিক্ষা পাওয়ার অধিকার এবং বেকারত্ব, বার্ধক্য, অসুস্থতা, কর্মক্ষমতাহীনতা, এবং অনুচিত অভাবের অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য পাওয়ার অধিকার যাতে সুনিশ্চিত হয় তার জন্য রাজ্য নিজের অর্থনৈতিক সামর্থ ও উন্নয়নের সীমার মধ্যে কার্যকর বিধান প্রণয়ন করবে।

কর্ম ও শিক্ষা প্রাপ্তির এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য-প্রাপ্তির অধিকার

৩৩। কর্মের শর্তাবলী যাতে ন্যায়সঙ্গত ও মানবোচিত হয় তা সুনিশ্চিত করার জন্য রাজ্য বিধান প্রণয়ন করবে।

কর্মের ন্যায়সঙ্গত ও মানবোচিত শর্তাবলীর ও প্রভৃতি সহায়তার বিধানসমূহ

৩৪। রাজ্য যথোপযুক্ত বিধি প্রণয়ন বা অর্থনৈতিক সংগঠন দ্বারা বা অন্য কোনও উপায়ে সকল শ্রমিকদের জন্য কর্ম, জীবন-ধারণোপযোগী মজুরি এবং যে সব শর্তের অধীনে কাজ করলে ভদ্রভাবে জীবনযাত্রার মান ও পূর্ণমাত্রায় অবসর এবং সামাজিক ও সংস্কৃতির সুযোগ সমূহের উপভোগ অব্যাহত থাকে তা সুনিশ্চিত করার জন্য সচেষ্ট হবে।

শ্রমিকদের জন্য জীবন-ধারণোপযোগী মজুরি ইত্যাদি

৩৫। ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে সর্বত্র নাগরিকদের জন্য অভিন্ন দেওয়ানী সংহিতা সুনিশ্চিত করতে রাজ্য সচেষ্ট হবে।

নাগরিকদের জন্য অভিন্ন দেওয়ানি সংহিতা

৩৬। প্রতিটি নাগরিক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা পাওয়ার অধিকারী এবং রাজ্য এই সংবিধানের শুরু থেকে দশ বৎসরের সময়সীমার মধ্যে সকল শিশুর জন্য, এদের চোদ্দ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট থাকবে।

অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বিধানসমূহ

৩৭। রাজ্য, বিশেষ যত্ন সহকারে, জনগণের দুর্বলতর সম্প্রদায়ের এবং বিশেষ করে তফসিলি জাত ও তফসিলি জনজাতের শিক্ষা বিষয়ক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের উন্নতিবিধান করবে এবং তাদের সামাজিক অবিচার ও সকল প্রকারের শোষণ থেকে রক্ষা করবে।

তফসিলিজাত, তফসিলি জনজাত, ও অন্যান্য দুর্বলতর সম্প্রদায়ের শিক্ষা বিষয়ক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের উন্নতি বিধান

৩৮। রাজ্য খাদ্যপুষ্টির স্তরের এবং তার জনগণের জীবন-ধারণের মানের উন্নয়ন ও জন স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করাকে নিজের প্রধান কর্তব্যগুলির অন্যতম বলে গণ্য করবে।

খাদ্যপুষ্টির স্তরের এবং জীবন-ধারণের মানের উন্নয়ন এবং জন স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা রাজ্যের কর্তব্য

৩৯। সংসদ কর্তৃক বিধি সম্মতভাবে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বলে ঘোষিত কলাত্মক বা ঐতিহাসিক কারণে আকর্ষণীয়, প্রত্যেকটি স্মারকস্তম্ভ বা স্থান বা বস্তু লুণ্ঠন বা ক্ষেত্রবিশেষে বিকৃত, ধ্বংস, অপসারণ, হস্তান্তরণ বা রপ্তানি থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব থাকবে রাজ্যের উপর।

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্মারক স্তম্ভ এবং স্থান বস্তুগুলির রক্ষণ, সংরক্ষণ এবং দেখা-শোনা করা

৪০। সরকারগুলির মধ্যে প্রকৃত আচরণ বিধি হিসাবে আন্তর্জাতিক বিধির আপস-নিষ্পত্তির ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার দ্বারা এবং সংগঠিত জনসমূহের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহারে সন্ধি-বন্ধনের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ এবং ন্যায়সঙ্গত অক্ষুণ্ণ রাখার দ্বারা রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বাধাহীন, ন্যায্য এবং সম্মানজনক সম্পর্ক নিয়ম নির্দিষ্ট করে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার উন্নতিবিধান করবে রাজ্য।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা উন্নতিবিধান

অংশ V

সংঘ

অধ্যায় ১—নির্বাহিক বর্গ

রাষ্ট্রপতি এবং উপ-রাষ্ট্রপতি

ভারতের রাষ্ট্রপতি

৪১। ভারতের একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন।

সংঘের নির্বাহিক ক্ষমতা

৪২। (১) সংঘের নির্বাহিক ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে রাষ্ট্রপতির ওপর এবং সংবিধান ও বিধি অনুসারে তিনি তা প্রয়োগ করতে পারবেন।

(২) পূর্ববর্তী বিধানের সাধারণ ব্যাপকতা অক্ষুন্ন রেখে সংঘের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সমাদেশ (Command) রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকবে এবং বিধির দ্বারা তার প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত হবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদের কোনও কিছুই—

(ক) কোনও বিদ্যমান বিধির দ্বারা কোনও রাজ্যের সরকার অথবা অন্য কর্তৃপক্ষকে অর্পিত কোনও সরকারি কৃত্য রাষ্ট্রপতির কাছে হস্তান্তরিত করা হল বলে গণ্য হবে না। অথবা

(খ) রাষ্ট্রপতি ছাড়া অন্য কর্তৃপক্ষকে সংসদের দ্বারা বিধি বলে সরকারি কৃত্যসমূহ অর্পনে বাধা দেবে না।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

৪৩। (ক) সংসদের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণকে এবং

(খ) রাজ্যগুলির বিধানসভায় নির্বাচিত সদস্যগণকে নিয়ে গঠিত একটি নির্বাচক গোষ্ঠীর সদস্যরা নির্বাচিত করবেন রাষ্ট্রপতিকে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রণালী

৪৪। (১) কার্যত যতদূর সম্ভব, রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিত্বের মাত্রায় অভিন্নতা থাকবে।

*(২) ওইরূপ অভিন্নতা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ওইরূপ নির্বাচনে প্রতিটি রাজ্যের বিধানসভার ও সংসদের প্রতিটি নির্বাচিত সদস্য যে ভোট দেবার অধিকারি তার সংখ্যা নির্ধারিত হবে নিম্নলিখিত প্রণালীতে ঃ

(ক) কোনও রাজ্যের জনসংখ্যাকে ওই রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে যে ভাগফল পাওয়া যায় তাতে এক হাজারের যতগুলি গুণিতক আছে, ওই রাজ্যের বিধানসভার প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের ততগুলি ভোট থাকবে ;

(খ) যদি উক্ত এক হাজারের গুণিতকগুলি নেবার পর কমপক্ষে পাঁচ শত অবশিষ্ট থাকে, তবে এই প্রকরণের (ক) উপ-প্রকরণের উল্লিখিত প্রতিটি সদস্যের ভোট আরও একটি করে বেড়ে যাবে ;

(গ) এই খণ্ডের (ক) ও (খ) উপ-খণ্ডের অনুযায়ী রাজ্যগুলির বিধানসভাগুলির সদস্যদের দেওয়া ভোটগুলির মোট সংখ্যাকে সংসদের দেওয়া ভোটগুলির মোট

---

* অনুচ্ছেদ ৪৪-এর ২ নং খণ্ডের উল্লিখিত গণনার পদ্ধতিটি এই ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ঃ

২নং খণ্ডের (ক) এবং (খ) উপ-খণ্ডের উদাহরণ ঃ

(এক) বোম্বাই-এর জনসংখ্যা ২,০৮,৪৯, ৮৪০। ধরা যাক বোম্বাই বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের মোট সংখ্যা ২০৮ হবে (অর্থাৎ একজন সদস্য এক লক্ষ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছেন) রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ওইরূপ নির্বাচিত সদস্যদের প্রত্যেকে কটা করে ভোট দেবার অধিকার তার সংখ্যা পেতে হলে, আমাদের প্রথমে ২,০৮,৪৯,৮৪০ (যা জনসংখ্যা)-কে ভাগ করতে হবে ২০৮ দিয়ে (যা নির্বাচিত মোট সদস্যদের সংখ্যা), তারপর ভাগফলকে ভাগ করতে হবে ১,০০০ দিয়ে। এক্ষেত্রে ভাগফল ১,০০,২৩৯। প্রতিটি ওইরূপ সদস্য কত সংখ্যক ভোট দেবার অধিকারি তা পাওয়া যাবে ১,০০,২৩৯-কে ১,০০০ দিয়ে ভাগ করলে, অর্থাৎ ১০০ (ভাগশেষ ২৩৯-কে উপেক্ষা করতে হবে কারণ তা পাঁচ শতের কম)।

(দুই) আবার দেখা যাক, বিকানেরের জনসংখ্যা ১২,৯২,৯৩৮। ধরা যাক বিকানেরের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা ১৩০ (অর্থাৎ একজন সদস্য মোটামুটিভাবে দশ হাজার জনগণের প্রতিনিধিত্ব করছেন)। এবার উপরোক্ত প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে যদি আমরা ১২,৯২,৯৩৮-কে (অর্থাৎ জনসংখ্যাকে) ভাগ করি ১৩০ (অর্থাৎ নির্বাচিত সদস্যদের মোট সংখ্যা) দিয়ে, তবে ভাগফল হবে ৯,৯৪৫। অতএব বিকানেরের বিধানসভার প্রতিটি সদস্য কত ভোট দেবার অধিকারী হবেন তার সংখ্যা হল ৯,৯৪৫ ÷১,০০০ অর্থাৎ ১০ (ভাগশেষ ৯৪৫-কে পাঁচ শতের অধিক ধরে নিয়ে ১,০০০-এর সমপরিমাণ বলে গণ্য করা হয়েছে)।

২নং খণ্ডের উপ-খণ্ড গ-এর উদাহরণ ঃ

উপরোক্ত গণনা অনুসারে যদি রাজ্যে বিধানসভার সদস্যদের বরাদ্দ করা মোট ভোটের সংখ্যা যদি হয় ৭৪,৯৪০ এবং সংসদের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যদের মোট সংখ্যা যদি হয় ৭৫০ তবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সংসদের উভয় কক্ষের প্রতিটি সদস্য কত সংখ্যক ভোট দিতে পাবেন তা পেতে হলে ৭৪,৯৪০-কে ৭৫০ দিয়ে ভাগ করতে হবে। এই ভাবে এক্ষেত্রে ওইরূপ প্রতিটি সদস্য কত সংখ্যক ভোট দেবার অধিকারী হবে তার পাওয়া যাবে ৭৪,৯৪০-কে ৭৫০ দিয়ে ভাগ করে অর্থাৎ ৯$^{২৩}/_{২৫}$ অর্থাৎ ১০০ ($^{২৩}/_{২৫}$ ভগ্নাংশটি অর্ধেকের বেশি হয় এক বলে গণনা করা হবে।

সংখ্যাকে সংসদের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যদের মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যে-সংখ্যা পাওয়া যাবে; প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের তত সংখ্যক ভোট থাকবে, অর্ধেকের অধিক ভগ্নাংশকে এক বলে গণ্য করা হবে এবং অন্যান্য ভগ্নাংশ উপেক্ষিত হবে।

(৩) আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি অনুসারে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা রাষ্ট্রপতির নির্বাচন করা হবে এবং ওইরূপ নির্বাচন গোপন ভোটপত্র দিয়ে ভোট দেওয়া হবে।

ব্যাখ্যা—এই অনুচ্ছেদে "রাজ্যের বিধানসভা" শব্দগুচ্ছের অর্থ হল, যেখানে বিধানসভা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট, বিধানসভার নিম্নকক্ষ, এবং "জনসংখ্যা" কথাটি বলতে বুঝাবে সর্বশেষ জনগণনায় নির্ণীত জনসংখ্যা।

রাষ্ট্রপতিদের কার্যকাল

৪৫। রাষ্ট্রপতি তাঁর পদের কার্যভার যে তারিখে গ্রহণ করবেন তখন থেকে পাঁচ বৎসরকাল পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন ;

এই শর্তে যে—

(ক) মন্ত্রী পরিষদের সভাপতি এবং লোকসভার অধ্যক্ষকে উদ্দেশ্য করে স্বহস্তে সাক্ষরিত পদত্যাগ পত্র পেশ করে নিজ পদ ত্যাগ করতে পারেন ;

(খ) সংবিধান উল্লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতি এই সংবিধানে ৫০ নং অনুচ্ছেদে বিহিত প্রণালীতে মহাভিযোগ ক্রমে পদ থেকে অপসারিত হতে পারেন ;

(গ) রাষ্ট্রপতি তাঁর কার্যকাল মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পরেও তাঁর উত্তরবর্তী নিজ পদের কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

পুনর্নির্বাচনের নির্বাচিত হবার যোগ্যতা

৪৬। যে ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত আছেন অথবা ছিলেন তিনি ওই পদে একবারের জন্য, কেবল মাত্র একবারের জন্য পুনর্নির্বাচনের যোগ্য হবেন।

রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত হবার গুণগত যোগ্যতা

৪৭। (১) কোনও ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হবার যোগ্য হবেন না যদি না তিনি—

(ক) ভারতের নাগরিক হন ;

(খ) পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স পূর্ণ করে না থাকেন ; এবং

(গ) লোকসভার সদস্যরূপে নির্বাচিত হবার যোগ্যতা সম্পন্ন না হন।

(২) কোনও ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হবার যোগ্য হবেন না যদি তিনি ভারত সরকারের অথবা কোনও রাজ্যের সরকারের অধীনে অথবা উক্ত সরকারগুলির কোনওটির নিয়ন্ত্রণাধীন কোনও স্থানীয় অথবা অন্য কর্তৃপক্ষের অধীনে কোনও পদে অথবা লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

ব্যাখ্যা—এই খণ্ডের উদ্দেশ্যসাধনে কোনও ব্যক্তিকে কোনও পদ অথবা লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত আছেন বলে গণ্য করা হবে না যদি তিনি কেবলমাত্র—

(ক) প্রথম তফসিলের প্রথম অংশে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের বা ভারতের মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত থাকেন ; অথবা

(খ) প্রথম তফসিলের তৃতীয় অংশে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত থাকেন; যদি তিনি রাজ্যের বিধান সভার কাছে, অথবা যেখানে রাজ্যের বিধানসভার দুটি কক্ষ আছে সেখানে বিধানসভার নিম্ন কক্ষের কাছে দায়ী থাকনে, এবং অবস্থা অনুযায়ী বিধানসভা অথবা সদনের সদস্যদের তিন-চতুর্থাংশ দ্বারা নির্বাচিত হন।

রাষ্ট্রপতিদের শর্তাবলী

৪৮। (১) রাষ্ট্রপতি সংসদের উভয় কক্ষের অথবা কোনও রাজ্যের বিধানসভার সদস্য হবেন না। এবং যদি সংসদের বা রাজ্যের কোনও বিধানসভার সদস্য রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন, তবে তিনি রাষ্ট্রপতি রূপে তার কার্যভার গ্রহণ করার তারিখ থেকে সংসদে অথবা ওইরূপ বিধানসভায় তাঁর আসন বাতিল করে দিয়েছেন বলে গণ্য করা হবে।

(২) রাষ্ট্রপতি অন্য কোনও পদে অথবা লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।

(৩) রাষ্ট্রপতি একটি সরকারি বাসভবন পাবেন এবং সংসদ কর্তৃক বিধির দ্বারা যেরূপ পরিভৃতি (Emoluments) এবং ভাতা ইত্যাদি নির্ধারিত হয় তা এবং যে ব্যাপারে ওইরূপ বিধান প্রণীত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় তফসিলে যেরূপ পরিভৃতি ও ভাতা ইত্যাদি বিনির্দিষ্ট আছে তা তাকে দেওয়া হবে।

(৪) রাষ্ট্রপতির পরিভৃতি ও ভাতা ইত্যাদি তাঁর পদের কার্যকালের মধ্যে হ্রাস করা যাবে না।

৪৯। প্রত্যেক রাষ্ট্রপতি এবং রাষ্ট্রপতিরূপে সাময়িকভাবে কার্য-সম্পাদনরত অথবা রাষ্ট্রপতির কৃত্যসমূহ নির্বাহকারী প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ পদের কার্যভার গ্রহণ করার আগে, ভারতের প্রধান বিচারপতির সমক্ষে নিম্নলিখিত নিদর্শে (Form) একটি সত্যাপন অথবা শপথ গ্রহণ করে তাতে স্বাক্ষর করবেন, যথা—"আমি ক, খ সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা (শপথ) করছি যে আমি ভারতের রাষ্ট্রপতি পদের কার্য বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করব (অথবা রাষ্ট্রপতির কৃত্যসমূহ নির্বাহ করব) এবং আমার পূর্ণসামর্থ অনুসারে সংবিধান ও বিধির পরিরক্ষণ, রক্ষণ ও প্রতিরক্ষণ করব এবং ভারতের জনগণের সেবায় ও কল্যানসাধনে ব্রতী হব।"

রাষ্ট্রপতি অথবা পদে যোগ দেবার আগে সাময়িক ভাবে কার্য-সম্পাদনরত অথবা রাষ্ট্রপতির কৃত্যসমূহ নির্বাহকারী ব্যক্তি কর্তৃক সত্যাপন (affirmative) অথবা শপথ গ্রহণ

৫০। (১) সংবিধান উল্লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে মহাভিযোগ করতে হলে, সংসদের উভয় কক্ষের মধ্যে যে কোনও একটি কর্তৃক অভিযোগ আনতে হবে।

রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে মহাভিযোগের প্রক্রিয়া

(২) ওইরূপ কোনও অভিযোগ আনা যাবে না, যদি না—

(ক) ওইরূপ অভিযোগ আনার প্রস্তাব এমন এক গৃহীত সিদ্ধান্তে অন্তর্ভুক্ত থাকে যা কক্ষের কমপক্ষে ত্রিশ সদস্য কর্তৃক ওই গৃহীত সিদ্ধান্ত উত্থাপনের জন্য তাদের অভিপ্রায় জানিয়ে স্বাক্ষর করে একটি লিখিত বিজ্ঞপ্তি জারি করার পর উত্থাপিত হয়ে থাকে ; এবং

(খ) কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার ন্যূনতম দুই-তৃতীয়াংশ কর্তৃক ওইরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়ে থাকে।

(৩) সংসদের উভয় কক্ষের কোনও একটি কর্তৃক ঐরূপ অভিযোগ আনীত হলে, অপর কক্ষ অভিযোগের তদন্ত করবেন বা অভিযোগের তদন্ত করাবেন এবং ওইরূপ তদন্তে রাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকার বা প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত থাকার অধিকার থাকবে।

(৪) যদি এই তদন্তের ফলে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রতিপন্ন হয়েছে এটা ঘোষণা করে, যে কক্ষ ওই অভিযোগের তদন্ত করেছেন বা তদন্ত করিয়েছেন। সেই কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার মধ্যে অন্ততপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাধিক্যে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তবে ওইরূপ সিদ্ধান্তের কার্যকারিতা এটাই হবে যে ওই সিদ্ধান্ত ওইভাবে গৃহীত হবার তারিখ থেকে রাষ্ট্রপতি তাঁর পদ থেকে অপসারিত হয়ে যাবেন।

রাষ্ট্রপতিপদের শূন্যতা পূরণের জন্য নির্বাচন করার সময়কাল এবং আকস্মিক শূন্যতা পূরণের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তির পদের কার্যকাল

৪৯। (১) রাষ্ট্রপতি পদের কার্যকালের অবসানজনিত শূন্যতা পূরণের জন্য নির্বাচন ওই কার্যকাল অবসানের আগেই সম্পূর্ণ করতে হবে।

(২) রাষ্ট্রপতির পদ তার মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণের ফলে, অথবা অন্য কোনও কারণে, শূন্য হলে, তার পূরণার্থে নির্বাচন, ওই শূন্যতা ঘটার তারিখের পর যথাসম্ভব শীঘ্র, এবং কোনও ক্ষেত্রেই ওই তারিখ থেকে ছয় মাসের অধিক বিলম্ব না করে, অনুষ্ঠিত হবে ; এবং ওই শূন্যতা পূরণের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তি, এই সংবিধানের ৪৫ নং অনুচ্ছেদে বিধিকৃতভাবে, তাঁর পদের কার্যভার গ্রহণের তারিখ থেকে পূর্ণ পাঁচ বৎসর কার্যকালের জন্য ওই পদে অধিষ্ঠিত থাকার অধিকারী হবে না।

ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি

৫২। ভারতের একজন উপ-রাষ্ট্রপতি থাকবেন।

উপ-রাষ্ট্রপতি পদাধিকার বলে রাজ্যসভার সভাপতি হবেন

৫৩। উপ-রাষ্ট্রপতি পদাধিকার বলে রাজ্যসভার সভাপতি হবেন এবং অন্য কোনও পদে বা লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন না। তবে যে সময়ে এই সংবিধানের ৫৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উপ-রাষ্ট্রপতি, রাষ্ট্রপতি রূপে কার্য করবেন বা রাষ্ট্রপতির কৃত্যসমূহ নির্বাহ করবেন, সেই সময়ে তিনি রাজ্যসভার সভাপতি পদের কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করবেন না।

রাষ্ট্রপতিদের আকস্মিক শূন্যতার সময়ে অথবা তার অনুপস্থিতি কালে উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি রূপে কাজ করবেন অথবা রাষ্ট্রপতির কৃত্য সমূহ নির্বাহ করবেন।

৫৪। (১) রাষ্ট্রপতির পদে, তাঁর মৃত্যু, পদত্যাগ অথবা অপসারণের ফলে, অথবা অন্য কোনও ভাবে শূন্যতা ঘটলে, ওইরূপ শূন্যতা পূর্ণ করার জন্য এই অধ্যায়ের বিধানগুলি অনুসারে নির্বাচিত নতুন রাষ্ট্রপতি যে তারিখ পর্যন্ত না তাঁর পদের কার্যভার গ্রহণ করেন, সেই তারিখ পর্যন্ত উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি হিসাবে কাজ করবেন।

(২) অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনও কারণে রাষ্ট্রপতি নিজ কৃত্যসমূহ নির্বাহ করতে অসমর্থ হলে উপ-রাষ্ট্রপতি, যে তারিখ পর্যন্ত না রাষ্ট্রপতি নিজ কর্তব্যভার পুনরায় গ্রহণ করেন সেই তারিখ পর্যন্ত তাঁর কৃত্যসমূহ নির্বাহ করবেন।

(৩) উপ-রাষ্ট্রপতি ওইভাবে অস্থায়ীভাবে কার্যনির্বাহ করার ব্যাপারে বা সময়কালে অথবা রাষ্ট্রপতির কর্তব্যসমূহ পালন করার সময় রাষ্ট্রপতির সকল ক্ষমতা এবং অনাক্রমতাগুলির অধিকারী হবেন।

৫৫। (১) উপ-রাষ্ট্রপতি সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যগণকে নিয়ে গঠিত একটি নির্বাচক গোষ্ঠীর সদস্যগণ কর্তৃক অনুপাতী প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতিতে একক সংক্রমনীয় ভোট দ্বারা নির্বাচিত হলে এবং ওইরূপ নির্বাচন গোপন ভোট পত্রের দ্বারা ভোট দেওয়া হবে।

উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচন

(৩) কোনও ব্যক্তি উপ-রাষ্ট্রপতিররূপে নির্বাচনের যোগ্য হবেন না, যদি না তিনি—

(ক) ভারতের নাগরিক হন ;

(খ) পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ণ করে থাকেন এবং

(গ) রাজ্যসভার সদস্যরূপে নির্বাচিত হবার যোগ্যতাসম্পন্ন হন।

(৪) কোনও ব্যক্তি উপ-রাষ্ট্রপতিরূপে নির্বাচিত হবার যোগ্য হবেন না, যদি তিনি ভারত সরকারের বা কোনও রাজ্য সরকারের অধীনে অথবা উক্ত সরকারসমূহের যে কোনও একটির নিয়ন্ত্রণাধীন কোনও স্থানীয় বা অন্য কর্তৃপক্ষের অধীনে কোনও পদ অথবা লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

ব্যাখ্যা—এই খণ্ডের প্রয়োজনে কোনও ব্যক্তি কেবল এই কারণে কোনও পদে বা লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত আছেন বলে গণ্য হবেন না, যদি তিনি—

(ক) প্রথম তফসিলের প্রথম অংশে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্য অথবা ভারতের মন্ত্রী থাকেন সাময়িক ভাবে ; অথবা

(খ) প্রথম তফসিলের তৃতীয় অংশে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত থাকেন সাময়িকভাবে, যদি তিনি রাজ্যের বিধানসভার কাছে, কিংবা সেখানে রাজ্যের বিধানসভার দুটি কক্ষ আছে সেখানে বিধানসভার নিম্ন কক্ষের কাছে উত্তরদায়ী থাকেন, এবং অবস্থা অনুযায়ী বিধানসভা অথবা সদনের সদস্যদের তিন-চতুর্থাংশের দ্বারা নির্বাচিত হন।

(৫) উপ-রাষ্ট্রপতি পদের কার্যকালের অবসানজনিত শূন্যতা পূরণের জন্য নির্বাচন ওই কার্যকালের অবসানের আগে সম্পূর্ণ করতে হবে।

(৬) উপ-রাষ্ট্রপতির পদ তাঁর মৃত্যু, পদত্যাগ অথবা অপসারণের জন্য অথবা অন্য কোনওভাবে, শূন্য হলে তা পূরণ করার জন্য নির্বাচন, ওই শূন্যতা ঘটার তারিখের পর যথা সম্ভব শীঘ্র অনুষ্ঠিত হবে, এবং ওই শূন্যতা পূরণের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তি এই সংবিধানের ৫৬ নং অনুচ্ছেদের বিধানানুসারে, তাঁর পদের

কার্যভার গ্রহণের তারিখ থেকে পূর্ণ পাঁচ বৎসর কার্যকালের জন্য ওই পদে অধিষ্ঠিত থাকার অধিকারী হবেন।

উপ-রাষ্ট্রপতির পদের কার্যবলের সময় সীমা

৫৬। উপ-রাষ্ট্রপতি তাঁর পদের কার্যভার গ্রহণ করার তারিখ থেকে পাঁচ বৎসরকাল পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন ; তবে—

(ক) উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বহস্তে লিখিত ও স্বাক্ষরিত পদত্যাগ পত্র দ্বারা নিজ পদ ত্যাগ করতে পারেন ;

(খ) রাজ্যসভার সকল সদস্যের মধ্যে সংখ্যা গরিষ্ঠতা কর্তৃক অনুমোদিত রাজ্যসভার গৃহীত সিদ্ধান্তের দ্বারা এবং লোকসভা কর্তৃক তাতে সম্মতি দেবার পর উপ-রাষ্ট্রপতি অসামর্থতার অথবা আস্থার অভাবের জন্য তার পদ থেকে অপসারিত হতে পারেন, কিন্তু এই প্রকরণের প্রয়োজনে কোনও গৃহীত সিদ্ধান্ত উত্থাপিত করা যাবে না, যদি না ওই গৃহীত সিদ্ধান্ত উত্থাপিত করার অভিপ্রায় জানিয়ে অন্ততপক্ষে চোদ্দ দিনের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়ে থাকে,

(গ) উপ-রাষ্ট্রপতি তাঁর কার্যকালের অবসান হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর উত্তরবর্তী নিজপদের কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত পদে অধিষ্ঠিত থেকে যাবেন।

অন্য যে কোনও আকস্মিক অবস্থার রাষ্ট্রপতির কৃত্য-সমূহ নির্বাহ করার জন্য বিধিব্যবস্থা করার ক্ষমতা সংসদের

৫৭। এই অধ্যায়ে বিধি-ব্যবস্থা না করা যে কোনও আকস্মিক অবস্থায় রাষ্ট্রপতির কৃত্যসমূহ নির্বাহ করার জন্য সংসদ নিজ বিবেচনা অনুসারে অনুরূপ বিধান প্রণয়ন করতে পারে।

রাষ্ট্রপতি অথবা উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সম্বন্ধীয় অথবা তৎসম্পর্কিত বিষয়াবলী

৫৮। (১) রাষ্ট্রপতি অথবা উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচন থেকে উদ্ভূত বা তৎসম্পর্কিত সকল সন্দেহ ও বিবাদ সম্বন্ধে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় অনুসন্ধান ও মীমাংসা করবেন এবং ন্যায়লয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে।

(২) এই সংবিধানের বিধানগুলির অধীনে সংসদ, বিধির দ্বারা, রাষ্ট্রপতি অথবা উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সম্বন্ধীয় বা তৎসম্পর্কিত যে কোনও বিষয় প্র-নিয়ন্ত্রিত করতে পারে।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে ক্ষমা ইত্যাদি করার এবং দন্ডাদেশ নিলম্বিত করার, পরিহার করার বা লঘু করার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা

৫৯। (১) যে সব ক্ষেত্রে—

(ক) শাস্তি অথবা দন্ডাদেশ প্রদত্ত হয় সামরিক আদালত কর্তৃক ;

(খ) শাস্তি বা দন্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে কোনও বিষয় সম্পর্কে কোনও বিধি অনুসারে অপরাধের জন্য, যার ব্যাপারে সংসদের ক্ষমতা আছে বিধি প্রণয়নের কিন্তু যে রাজ্যে ওই অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তার বিধানসভার ক্ষমতা নেই ;

*(গ) দন্ডাদেশ যদি প্রাণদন্ডের হয় ; সেই সব ক্ষেত্রে অপরাধ দোষী সাব্যস্ত হয়েছে এরূপ কোনও ব্যক্তির সম্বন্ধে ক্ষমা, প্রবিলম্বন, বিরাম বা পরিহার করার অথবা এর দন্ডাদেশ নিলম্বিত রাখার, পরিহার করার অথবা লঘু করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকবে।

(২) সামরিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোনও দন্ডাদেশ নিলম্বিত রাখার, পরিহার করার বা লঘু করার যে ক্ষমতা ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর কোনও আধিকারিক বিধির দ্বারা অর্পণ করা হয়েছে তা এই অনুচ্ছেদের ১নং প্রকরণের (গ) নং উপ-প্রকরণেকে কোনও কিছুই প্রভাবিত করতে পারবে না।

(৩) প্রাণদন্ডাদেশ নিলম্বিত রাখার, পরিহার করার বা লঘু করার যে ক্ষমতা সাময়িকভাবে বলবৎ কোনও বিধির দ্বারা কোনও রাজ্যের রাজ্যপাল অথবা শাসক কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য, সেই ক্ষমতা এই অনুচ্ছেদের ১নং প্রকরণের (গ) নং উপ-প্রকরণের কোনও কিছুর দ্বারা প্রভাবিত হবে না।

সংঘের নির্বাহিক ক্ষমতার ব্যাপ্তি

৬০। (১) এই সংবিধানের বিধানগুলির অধীনে সংঘের নির্বাহিক ক্ষমতা প্রসারিত হবে—

(ক) সেই সব বিষয়ে, যে সব বিষয় সম্পর্কে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা আছে সংসদের ; এবং

(খ) সেই সব অধিকার, প্রাধিকার, ও ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগে, যা কোনও সন্ধি বা চুক্তির বলে ভারত সরকার কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য ; **তবে, এই প্রকরণের (ক) উপ-প্রকরণে উল্লিখিত নির্বাহিক ক্ষমতা, এই সংবিধানে অথবা সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনও বিধিতে সুস্পষ্টভাবে যে প্রকার বিধান করা হয়েছে, সেই প্রকার ছাড়া অন্য কোনও প্রকার কোনও রাজ্যে সেই সকল বিষয় প্রসারিত হবে না, যে সব বিষয় সম্পর্কে ওই সব রাজ্যের বিধানমন্ডলেরও বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা আছে।

(২) সংসদ কর্তৃক অন্যথা বিহিত না হওয়া পর্যন্ত কোনও রাজ্য এবং কোনও রাজ্যের কোনও আধিকারিক বা কর্তৃপক্ষ, যে সকল বিষয়সম্পর্কে ওই রাজ্যের জন্য বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের আছে সেই সকল বিষয়ে, এই সংবিধানের অব্যবহিত পূর্বে, ওই রাজ্য বা তার আধিকারিক বা কর্তৃপক্ষ যে-রূপ নির্বাহিক ক্ষমতা প্রয়োগ

---

* সমিতির অভিমত এই যে, রাজ্যপাল অথবা শাসকের ক্ষমতাবলীতে হস্তক্ষেপ না করে কোনও রাজ্যে প্রদত্ত মৃত্যুদন্ডের আদেশ নিলম্বিত রাখার, পরিহার করার বা লঘু করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকা উচিত।

** সমিতি এই অনুবিধিটিকে এই কারণে সন্নিবেশিত করেছেন যে সমবর্তীসূচির বিষয়গুলি সম্পর্কে নির্বাহিক ক্ষমতা প্রথমত, সংশ্লিষ্ট রাজ্যের উপর ন্যস্ত হওয়া উচিত, কেবল সংবিধান অথবা সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনও বিধিতে অন্য কোনও বিধান যদি দেওয়া না থাকে।

বা কৃত্যসমূহ সম্পাদন করে যেতে পারতেন, তা এই অনুচ্ছেদে সব কিছু বলা আছে, তৎসত্ত্বেও করে যেতে পারবেন।

মন্ত্রিপরিষদ

রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য ও মন্ত্রণা দেওয়ার জন্য মন্ত্রী পরিষদ

৬১। (১) রাষ্ট্রপতিকে তার কৃত্যসমূহ নির্বাহে সাহায্য ও মন্ত্রনা দেবার জন্য একটি মন্ত্রী পরিষদ থাকবে, যার শীর্ষে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী।

(২) মন্ত্রীগণ রাষ্ট্রপতিকে কোনও মন্ত্রনা দিয়েছেন কিনা, এবং দিয়ে থাকলে কি মন্ত্রনা দিয়েছেন, এই প্রশ্ন কোনও আদালতের বিচার্য হতে পারে না।

মন্ত্রীদের সম্বন্ধে অপর বিধানগুলি

৬২। (১) প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং অন্য মন্ত্রীগণ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।

(২) মন্ত্রীরা রাষ্ট্রপতির অভিরুচির স্থিতিকাল পর্যন্ত স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

(৩) (মন্ত্রী) পরিষদ যৌথভাবে লোকসভার কাছে দায়ী থাকবে।

(৪) কোনও মন্ত্রী আপন পদের কার্যভার গ্রহণ করার আগে রাষ্ট্রপতি তাকে এই উদ্দেশ্যে তৃতীয় তফসিলে প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে পদের ও মন্ত্রগুপ্তির শপথ নেবেন।

(৫) কোনও মন্ত্রী, যিনি ক্রমান্বয়ে যে কোনও ছয় মাস কাল সংসদের কোনও কক্ষের সদস্য না থাকেন, তবে তিনি ওই কালের অবসানে আর মন্ত্রী থাকতে পারবেন না।

(৬) মন্ত্রীদের বেতন ও ভাতাসমূহ সংসদ বিধির দ্বারা সময় সময় যেমন নির্ধারিত করবে তেমন হবে, এবং সংসদ তা ওইরূপে নির্ধারিত না করা পর্যন্ত, দ্বিতীয় তফসিলে যেভাবে বিনির্দিষ্ট করা আছে সেই ভাবে হবে।

ভারতের মহান্যায়বাদী (Attorney General)

ভারতের মহান্যায়বাদী (Attorney General)

*৬৩। (১) রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতি নিযুক্ত হবার যোগ্যতাসম্পন্ন কোনও ব্যক্তিকে ভারতের মহান্যায়বাদীরূপে নিযুক্ত করতে পারবেন।

---

* প্রাদেশিক মহাঅধিবক্তা (Advocate General) সঙ্গে আংশিকভাবে পার্থক্য দেখাবার জন্য এবং আংশিকভাবে ইংলন্ড ও আমেরিকার মতো অন্যান্য দেশে প্রচলিত পরিভাষা অনুকরণ করার জন্য সমিতি "ভারতের মহাঅধিবক্তা"-র স্থলে 'ভারতের মহান্যায়বাদী' শব্দটি প্রতিস্থাপিত করেছে।

(২) মহান্যায়বাদীর কর্তব্য হবে সেরূপ বিধি-সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে ভারত সরকারকে পরামর্শদান করা এবং বিধি-সম্বন্ধীয় চরিত্রের তেমন অন্য কর্তব্যগুলি সম্পাদন করা যা রাষ্ট্রপতি সময় সময় তার কাছে বিবেচনার জন্য প্রেরণ করেন বা নির্দিষ্ট করেন এবং এই সংবিধান দ্বারা বা সংবিধান অনুযায়ী অথবা সাময়িক-ভাবে বলবৎ অন্য কোনও বিধি দ্বারা বা বিধি অনুযায়ী, যে সব কৃত্য তাকে অর্পণ করা হবে তা নির্বাহ করা।

(৩) নিজ কর্তব্য সম্পাদনে ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের সকল আদালতে বক্তব্য পেশ করার অধিকার থাকবে মহান্যায়বাদীর।

(৪) মহান্যায়বাদী যত দিন রাষ্ট্রপতির অভিরুচি থাকবে ততদিন স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকবেন এবং রাষ্ট্রপতি যেরূপ নির্ধারিত করবেন সেরূপ পারিশ্রমিক পাবেন।

সরকারি কার্য পরিচালনা

ভারত সরকারের কার্য পরিচালনা

৬৪। (১) ভারত সরকারের সকল নির্বাহিক কার্য রাষ্ট্রপতির নামে কৃত বলে অভিব্যক্ত হবে।

(২) রাষ্ট্রপতির নামে কৃত এবং নিষ্পাদিত আদেশ ও অন্যান্য সংলেখসমূহ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক যে নিয়মাবলী প্রণীত হবে তাতে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হবে সেরূপ প্রণালীতে প্রমাণীকৃত হবে এবং ওইরূপ প্রমাণীকৃত কোনও আদেশ বা সংঘের সিদ্ধতা সম্বন্ধে এই কারণে কোনও আপত্তি করা যাবে না যে, তা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কৃত বা নিষ্পাদিত আদেশ বা সংলেখ নয়।

রাষ্ট্রপতিকে তথ্য সরবরাহ ইত্যাদি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী কর্তব্যসমূহ

৬৫। প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য হবে—

(ক) সংঘের কার্যাবলী পরিচালনা সম্পর্কে মন্ত্রীপরিষদের সকল সিদ্ধান্ত এবং বিধি প্রণয়নের প্রস্তাবগুলি রাষ্ট্রপতিকে জানান ;

(খ) সংঘের কার্যাবলী পরিচালনা ও বিধি প্রণয়নের প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতি যে তথ্য চাইবেন তা সরবরাহ করা ; এবং

(গ) রাষ্ট্রপতি যদি এরূপ প্রয়োজন মনে করেন, যে বিষয়ে কোনও মন্ত্রী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, অথচ যা মন্ত্রীপরিষদ কর্তৃক বিবেচিত হয়নি, তা ওই পরিষদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়—সংসদ

সাধারণ

সংসদের গঠন

৬৬। সংঘের একটি সংসদ থাকবে। যা গঠিত হবে রাষ্ট্রপতি ও দুটি কক্ষ নিয়ে, যেগুলি যথাক্রমে রাজ্যসভা ও লোকসভা নামে পরিচিত হবে।

সংসদ কক্ষগুলির গঠন-বিন্যাস

৬৭। (১) রাজ্যসভার সদস্য সংখ্যা হবে দুই শত পঞ্চাশ, যাদের জন্যে—

(ক) এই অনুচ্ছেদের ২নং প্রকরণ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হবেন পনেরো জন সদস্য ; এবং

(খ) অবশিষ্টরা হবেন রাজ্যগুলির প্রতিনিধি ;

তবে, প্রথম তফসিলের তৃতীয় খন্ডে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদের মোট সংখ্যা এই অবশিষ্টাংশের চল্লিশ শতাংশের অধিক হবে না।

*(২) এই অনুচ্ছেদের ১নং প্রকরণের (ক) উপ-প্রকরণ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক যে সদস্যগণ মনোনীত হবেন, তাঁরা এমন ব্যক্তি হবেন যাদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যেমন, তেমন বিষয় সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অথবা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থাকবে, যথা—

(ক) সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান এবং শিক্ষা ;

(খ) কৃষি, মৎস চাষ (fisheries) এবং সম্বন্ধযুক্ত বিষয়গুলি ;

(গ) যন্ত্রবিদ্যা (engineerig) এবং স্থাপত্যবিদ্যা ;

(ঘ) লোক-প্রশাসন এবং সমাজ সেবা ।

(৩) প্রথম তফসিলের প্রথম অংশ বা তৃতীয় অংশ সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যসভায় প্রতিটি রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব—

* সমিতি এই অভিমত পোষণ করে যে, রাজ্যসভায় বিশেষ স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের জন্য রাষ্ট্রপতি অনধিক পনেরো সদস্যকে মনোনীত করবেন এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রম অথবা বাণিজ্য এবং শিল্পের জন্য বিশেষ প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজন নেই। সমিতি মনে করে যে, আয়ার্ল্যান্ডের সংবিধানের অধীনে এযাবৎকাল পর্যন্ত বলবৎ নির্বাচনের নামসূচি পদ্ধতি কার্য ক্ষেত্রে অত্যন্ত অসন্তোষজনক প্রমাণিত হয়েছে। এ ব্যাপারে অন্য কোনও পথনির্দেশ না থাকায়, সমিতি নির্বাচনের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনয়নের ব্যবস্থা করেছে, আনুষ্ঠানিক প্রতিনিধিত্বের কিছু পদ্ধতি বজায় রেখেছে। যেহেতু নির্বাচনের পরিবর্তে মনোনয়নকে পরিবর্তরূপে গ্রহণ করেছে, এবং যেহেতু সমিতি শ্রম, অথবা বাণিজ্য ও শিল্পের জন্য বিশেষ প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না, তাই সমিতির মতো এই যে, পনেরো জন মনোনীত সদস্যের ব্যবস্থা করাই যথেষ্ট হবে।

(ক) যেখানে রাজ্যের বিধানমন্ডলে দুটি কক্ষ আছে, সেখানে নিম্ন কক্ষের নির্ধারিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন ;

(খ) যেখানে রাজ্যের বিধানমন্ডলে একটি মাত্র কক্ষ আছে, সেখানে ওই কক্ষের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন ; এবং

(গ) যেখানে রাজ্যের বিধানমন্ডলে কোনও কক্ষ নেই, সেখানে সংসদ কর্তৃক বিধিসম্মতভাবে নির্দেশিত পদ্ধতিতে বৃত (Chosem) হবেন।

(৪) রাজ্যসভায় প্রথম তফসিলের দ্বিতীয় খন্ডে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যের প্রতিনিধিরা সংসদ কর্তৃক বিধিসম্মতভাবে নির্দেশিত পদ্ধতিতে বৃত হবেন।

(৫) (ক) এই সংবিধানের ২৯২ এবং ২৯৩ নং অনুচ্ছেদের শর্তসাপেক্ষে, ভোটদাতাগণ কর্তৃক রাজ্যগুলির রাজ্যক্ষেত্র থেকে প্রত্যক্ষভাবে বৃত অনধিক পাঁচ শত সদস্য থাকবেন লোকসভায়।

(খ) (ক) উপ-প্রকরণের উদ্দেশ্য পূরণার্থে, ভারতের রাজ্যগুলিকে বিভক্ত, মন্ডলীভুক্ত (grouped) বা গঠিত করা হবে আঞ্চলিক নির্বাচন ক্ষেত্রে এবং ওইরূপ প্রতিটি নির্বাচন ক্ষেত্রকে যত সংখ্যক প্রতিনিধি আবন্টন করা হবে, তা এমন ভাবে নির্ধারিত করা হবে যাতে ওটা নিশ্চিত হয় যে, জনগণের প্রতি ৭,৫০,০০০ জনের জন্য ন্যূনতম একজন প্রতিনিধি থাকেন এবং জনগণের প্রতি ৫,০০,০০০ জনের জন্য একের অধিক প্রতিনিধি না থাকেন ; তবে প্রথম তফসিলের তৃতীয় খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদের সংখ্যার অনুগত রাজ্যগুলির মোট জনসংখ্যার তুলনায় ওই তফসিলের প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদের অনুগত ওইরূপ রাজ্যগুলির মোট জনসংখ্যার চেয়ে অধিক না হয়।

(গ) প্রতিটি আঞ্চলিক নির্বাচন ক্ষেত্রের জন্য যে কোনও সময় নির্বাচিত হবেন এমন সদস্যদের সংখ্যা এবং পূর্ববর্তী বিগত আদমসুমারিতে নির্ধারিত আছে এমন নির্বাচন ক্ষেত্রের জনসংখ্যার মধ্যে অনুপাতটি, কার্যত যতটা সম্ভব, ভারতের সর্বত্র যেন একই হয়।

(৬) লোকসভার নির্বাচন হবে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ; অর্থাৎ প্রতিটি নাগরিক, যে একুশ বৎসরের কম বয়সের নয় এবং এই সংবিধান অনুযায়ী, অথবা অনাবাসী হওয়ার জন্য, অপ্রকৃতিস্থমনা হওয়ার জন্য, অপরাধ বা দুর্নীতি বা অবৈধ কর্মের জন্য সংসদের কোনও আইন অনুযায়ী অন্য কোনও ভাবে অযোগ্য নয়, তেমন ব্যক্তি ওইরূপ নির্বাচনে ভোটদাতা হিসাবে পুঞ্জীভুক্ত হবার অধিকারী হবে।

(৭) সংসদ বিধির দ্বারা রাজ্য ভিন্ন অন্য রাজ্যক্ষেত্রগুলির লোকসভায় প্রতিনিধিত্ব করার ব্যবস্থা করেছে।

(৮) রাজ্যসভায় কয়েকটি রাজ্যের এবং লোকসভায় আঞ্চলিক কতিপয় নির্বাচন ক্ষেত্রের প্রতিনিধিত্ব প্রতিটি আদমসুমারি সম্পূর্ণ হবার পর, এই সংবিধানের ২৮৯ নং অনুচ্ছেদের বিধানগুলি সাপেক্ষে, সংসদ বিধি দ্বারা যেমন নির্ধারিত ক[রে] তেমন প্রণালীতে এবং সেরূপ তারিখ থেকে সেরূপ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পুনর্সমন্বয় [করা] হবে।

(৯) রাজ্যসভায় প্রতিনিধি নির্বাচিত করে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যে প্রথম তফসিলে[র] তৃতীয় খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট করা রাজ্যগুলি মন্ডলীভুক্ত করা হবে, তখন [এ]ই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পুরণার্থে সমগ্র মন্ডলীটিকে একটি একক রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য করা হ[বে]।

৬৮। (১) রাজ্যসভা ভেঙ্গে দেওয়া যাবে না ; কিন্তু তার সদস্যগণের য[থা]সম্ভব নিকটতম এক-তৃতীয়াংশ, প্রতি দ্বিতীয় বর্ষের অবসা[ন] হলে, যথাসম্ভব শীঘ্র, সংসদ কর্তৃক বিধিদ্বারা এই ব্যাপা[রে] প্রণীত বিধান অনুসারে অবসর গ্রহণ করবেন।

সংসদের উভয় কক্ষের স্থিতিকাল

(২) লোকসভা, আরও আগে ভেঙ্গে দেওয়া না হলে, তার প্রথম অধিবেশনের জন্য নির্দিষ্ট তারিখ থেকে ***পাঁচ বৎসর** পর্যত চলবে, এবং তার পর আর চলতে এবং উক্ত পাঁচ বৎসর সময়সীমার অবসানের ক্রিয়া এই হবে যে ওই লোকসভা ভেঙ্গে যাবে ;

তবে জরুরি অবস্থার উদ্‌ঘোষণা যখন সক্রিয় থাকে তখন উক্ত সময়সীমা এক একবারে এক বৎসরের অনধিক সময়সীমার জন্য, কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই ওই উদ্‌ঘোষণার ক্রিয়া শেষ হবার পর ছয় মাস সময়সীমা অতিক্রম না করে, সংসদ কর্তৃত বিধি দ্বারা প্রসারিত হতে পারে।

৬৯। (১) প্রত্যেক বৎসরে অন্তত দুইবার লোকসভাকে মিলিত হবার জন্য আহ্বান করা হবে, এবং এক অধিবেশনের শেষ বৈঠক এবং পরবর্তী অধিবেশনের তাদের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ছয় মাসের বেশি ব্যবধান থাকবে না।

সংসদের অধিবেশনে, অধিবেশনের অবদান ও ভঙ্গকরণ

---

* সমিতি "চার বৎসর"-এর পরিবর্তে "পাঁচ বৎসর" প্রতিস্থাপিত করেছে লোকসভার আয়ুষ্কাল হিসাবে ; যেহেতু তা মনে করে যে, সত্যকারের সংসদীয় পদ্ধতিতে মন্ত্রীর পদের কার্যকালের প্রথম বৎসরটি ব্যয়িত হবে প্রশাসনিক কাজকর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে এবং শেষ বৎসরটি ব্যয়িত হবে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতিতে, এবং তার ফলে ফলদায়ী কাজ করার জন্য অবশিষ্ট থেকে যাবে মাত্র [দুটি] বৎসর, যা সুপরিকল্পিত প্রশাসনের জন্য অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময় হবে।

(২) এই অনুচ্ছেদের বিধানগুলির শর্তসাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি সময় সময় ;

(ক) রাষ্ট্রপতি যেমন উপযুক্ত বিবেচনা করবেন সেরূপ সময়ে এবং স্থানে উভয় কক্ষের অথবা লোকসভার বৈঠক ডাকতে পারেন ;

(খ) উভয় সভা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখতে পারেন ;

(গ) লোকসভা ভেঙ্গে দিতে পারেন।

সংসদের উভয়কক্ষকে সম্ভাষণ এবং সরকারি বার্তা পাঠানোর রাষ্ট্রপতির অধিকার

৭০। (১) রাষ্ট্রপতি সংসদের যে কোনও একটি কক্ষকে অথবা একত্রে সমবেত উভয় কক্ষতে অভিভাষণ দিতে পারেন এবং ওই উদ্দেশ্যে সদস্যদের উপস্থিতি আবশ্যিক করতে পারেন।

(২) রাষ্ট্রপতি সংসদের যে কোনও কক্ষে, সেই সময়ে সংসদে বিবেচনাধীন কোনও বিধেয়ক সম্পর্কেই হোক বা অন্যথা সরকারি বার্তা পাঠাতে পারেন, এবং যে কক্ষের কাছে কোনও সরকারি বার্তা ওইভাবে প্রেরিত হয় সেই কক্ষ, যথোপযুক্ত তৎপরতার সঙ্গে, ওই সরকারি বার্তা অনুযায়ী যে বিষয়ে বিবেচনা করা প্রয়োজন তার বিবেচনা করবেন।

সংসদের প্রতিটি অধিবেশনের প্রারম্ভে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিশেষ অভিভাষণ এবং অভিভাষণে উল্লেখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সংসদে আলোচনা

৭১। (১) প্রতিটি অধিবেশনের প্রারম্ভে রাষ্ট্রপতি একত্রে সমবেত সংসদের উভয় কক্ষতে অভিভাষণ দিতে পারেন এবং তাঁর আহ্বানের কারণ সংসদকে জানাবেন।

(২) ওইরূপ অভিভাষণে উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনার জন্য সময় বরাদ্দ করার জন্য এবং কক্ষের অপরাপর কার্যের অপেক্ষা ওইরূপ আলোচনার অগ্রাধিকারের জন্য প্রত্যেক কক্ষের প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মাবলীর ব্যবস্থা করা হবে।

কক্ষগুলি সম্বন্ধে মন্ত্রীদের এবং মহান্যায়বাদীর অধিকার

৭২। প্রত্যেক মন্ত্রীর এবং ভারতের মহান্যায়বাদীর সংসদের যে কোনও কক্ষে, কক্ষ দুটির যে কোনও সংযুক্ত বৈঠকে এবং সদস্য হিসাবে যাতে তাঁর নাম থাকতে পারে সংসদের এমন কোনও সমিতিতে, বক্তব্য পেশ করার এবং তার কার্যবাহে অন্যথা অংশগ্রহণ করার অধিকার থাকবে। কিন্তু এই অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে ভোট দেবার অধিকার থাকবে না।

সংসদের আধিকারিকসমূহ

রাজ্যসভার সভাপতি এবং উপ-সভাপতি

৭৩। (১) ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি পদাধিকার বলে রাজ্যসভার সভাপতি হবেন।

(২) রাজ্যসভা যথাসম্ভব শীঘ্র, ওই সভার একজন সদস্যকে তার উপ-সভাপতি হিসাবে বেছে নেবেন এবং যতবার উপ-সভাপতির পদ শূন্য হবে, ততবার ওই সভা অন্য একজন সদস্যকে তার উপ-সভাপতি রূপে বেছে নেবেন।

উপ-সভাপতি পদ শূন্য করে দেওয়া, পদত্যাগ এবং পদ থেকে অপসারণ

৭৪। রাজ্যসভার উপ-সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত কোনও সদস্য—

(ক) নিজপদ শূন্য করে দেবেন যদি তিনি আর ওই সভার সদস্য না থাকেন;

(খ) যে কোনও সময়ে সভাপতিকে সম্ভাষণ স্বহস্তে লিখে নিজ পদ ত্যাগ করতে পারেন ; এবং

(গ) ওই সভার তৎকালীন সদস্যগণের অধিকাংশ কর্তৃক গৃহীত ওই সভার একটি প্রস্তাব দ্বারা তাঁর পদ থেকে অপসারিত হতে পারেন ;

তবে, এই অনুচ্ছেদের (গ) খণ্ডের উদ্দেশ্য সাধনার্থে কোনও প্রস্তাব উত্থাপিত করা যাবে না, যদি না ওই প্রস্তাব উত্থাপন করার অভিপ্রায় জানিয়ে অন্তত চোদ্দ দিনের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়ে থাকে।

উপ-সভাপতির বা অন্য কোনও ব্যক্তির সভাপতির পদের কর্তব্য সমূহ বা সভাপতি হিসাবে কার্য করার ক্ষমতা

৭৫। (১) যখন সভাপতির পদ শূন্য থাকে, তখন অথবা যে সময়ে উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি হিসাবে কাজ করছেন অথবা রাষ্ট্রপতির কৃত্যসমূহ নির্বাহ করছেন, এই সংবিধানের ৫৪ নং অনুচ্ছেদের অধীনে, এখন ওই পদের কর্তব্যসমূহ উপ-সভাপতি কর্তৃক বা উপ-সভাপতির পদ শূন্য থাকলে রাষ্ট্রপতি এই উদ্দেশ্যে রাজ্যসভার যে সদস্যকে নিযুক্ত করতে পারেন, তাঁর দ্বারা সম্পাদিত হবে।

(২) লোকসভার কোনও বৈঠকে অধ্যক্ষের অনুপস্থিতির কালে, উপাধ্যক্ষ, অথবা তিনিও যদি অনুপস্থিত থাকেন, তবে লোকসভার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নিয়মাবলী দ্বারা নির্ধারিত হতে পারেন তিনি, অথবা তেমন কোনও ব্যক্তি উপস্থিত না থাকলে, এমন অন্য কোনও ব্যক্তি যিনি লোকসভা কর্তৃক নির্ধারিত হতে পারেন, তিনি অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করবেন।

৭৯। সংসদ বিধির দ্বারা যেরূপ বেতন ও ভাতা স্থিরীকৃত করবেন, রাজ্যসভার সভাপতি ও উপ-সভাপতিকে এবং লোকসভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষকে যথাক্রমে তেমন বেতন ও ভাতা এবং এ বিষয়ে ওই ভাবে বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় তফসিলের যেভাবে বিনির্দিষ্ট করা আছে তেমন বেতন ও ভাতা দিতে হবে।

সভাপতি ও উপ-সভাপতি এবং অধ্যক্ষ ও উপাধক্ষ্যের বেতন ও ভাতা

কার্য পরিচালনা

৮০। (১) এই সংবিধানে অন্যভাবে যা বিহিত হয়েছে সেগুলি বাদে, সংসদের কোনও কক্ষের যে কোনও বৈঠকে বা উভয় কক্ষের সংযুক্ত বৈঠকে সকল প্রশ্ন অধ্যক্ষ ছাড়া অথবা যে ব্যক্তি সভাপতি বা অধ্যক্ষ হিসাবে কার্য করছেন তিনি ভিন্ন যে সদস্যরা উপস্থিত থাকবেন ও ভোট দেবেন তাঁদের ভোটাধিক্যে নির্ধারিত হবে।

উভয় কক্ষে ভোটদান, আসন শূন্য থাকা সত্ত্বেও উভয় কক্ষের কার্য করার ক্ষমতা এবং গণপূর্তি (Quorum)

সভাপতি অথবা অধ্যক্ষ তথা যে ব্যক্তি ওইরূপে কার্য করছেন তিনি প্রথমত, ভোট দেবেন না কিন্তু কোনও ক্ষেত্রে ভোট সমান সমান হলে তার একটি নির্ণায়ক ভোট থাকবে এবং তিনি তা প্রয়োগ করতে পারবেন।

(২) সংসদের যে কোনও কক্ষের কোনও সদস্যপদ শূন্য থাকা সত্ত্বেও ওই কক্ষের কার্যকরার ক্ষমতা থাকবে এবং পরে যদি আবিষ্কৃত হয় যে এমন কোনও ব্যক্তি আসনে উপবিষ্ট ছিল বা ভোট দিয়েছিল বা অন্যথা কার্যবাহে অংশ গ্রহণ করেছিল যার ওইরূপ করার অধিকার ছিল না, তৎসত্ত্বেও সংসদের কার্যবাহ বৈধ হবে।

(৩) কক্ষের বৈঠক চলাকালীন যদি কখনও কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার এক ষষ্ঠাংশের কম হয়, তবে সভাপতি অথবা অধ্যক্ষ অথবা ওইরূপে কার্যরত ব্যক্তির কর্তব্য হবে সদস্যদের কমপক্ষে এক ষষ্ঠাংশ বৈঠকে উপস্থিত না হওয়ায় পর্যন্ত হয় বৈঠক মুলতুবি রাখা বা নিলম্বিত রাখা।

সদস্যদের নির্যোগ্যতা

৮১। সংসদের যে কোনও কক্ষের প্রতিটি সদস্য আপন আসন গ্রহণ করার আগে এতদ্দেশ্যে তৃতীয় তফসিলে প্রদর্শিত নিদর্শ (form) অনুসারে রাষ্ট্রপতির অথবা তাঁর দ্বারা তাঁর পক্ষে নিযুক্ত কোনও ব্যক্তির সমক্ষে একটি শপথ বা প্রতিজ্ঞা করে তাতে স্বাক্ষর করবেন।

সদস্যদের ঘোষণা

আসন শূন্য করণ

৮২। (১) কোনও ব্যক্তি সংসদের উভয় কক্ষের সদস্য হতে পারবেন না, এবং উভয় কক্ষের সদস্য হিসাবে বৃত হয়েছেন এরূপ কোনও ব্যক্তি কর্তৃক কোনও একটি কক্ষের আসন শূন্য করণের জন্য সংসদ বিধির দ্বারা বিধান করবে।

(২) যদি সংসদের কোনও একটি কক্ষের কোনও সদস্য—

(ক) ক্রম অনুসারের পরবর্তী অনুচ্ছেদের ১নং খণ্ডে উল্লিখিত নির্যোগ্যতাগুলির কোনও একটির অধীন হয়ে যান ; অথবা

(খ) সভাপতিকে বা ক্ষেত্রবিশেষে অধ্যক্ষকে সম্বোধন স্বহস্তে লিখে নিজ পদ থেকে ইস্তফা দেন, তবে তাঁর ফলে তার আসনটি শূন্য হয়ে যাবে।

(৩) যদি ষাট দিন সময়কালের জন্য সংসদের কোনও একটি কক্ষের কোনও সদস্য ওই কক্ষের অনুমতি ব্যাতিরেকে তার সকল বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন, তবে ওই কক্ষ তাঁর আসন শূন্য বলে ঘোষণা করতে পারে।

তবে উক্ত ষাট দিনের সময়কালের গণনায়, যে সময়কালের জন্য কক্ষের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত থাকে, অথবা কক্ষ ক্রমান্বয়ে চার দিনের অধিককাল মুলতুবি থাকে, তবে তা ধরা হবে না।

সদস্যদের নির্যোগ্যতা সমূহ

৮৩। (১) কোনও ব্যক্তি সংসদের কোনও কক্ষের সদস্য হিসাবে বৃত হবার এবং সদস্য হওয়ার যোগ্য হবেন না—

(ক) যদি তিনি ভারত সরকারের বা কোনও রাজ্যের সরকারের অধীনে, যে পদ পদাধিকারীকে অযোগ্য করে না বলে সংসদ কর্তৃক বিধির দ্বারা ঘোষিত ; সেই পদ ভিন্ন অন্য কোনও লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন ;

(খ) যদি তিনি বিকৃতমস্তিষ্ক হন এবং ওইরূপ হয়েছেন বলে কোনও উপযুক্ত আদালত কর্তৃক ঘোষিত হয়ে থাকেন ;

(গ) যদি তিনি দায়ভারগ্রস্ত দেউলিয়া হন ;

*(ঘ) যদি তিনি কোনও বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য বা অনুষক্তি স্বীকার করে থাকেন, অথবা কোনও বিদেশি শক্তির প্রজা হন অথবা নাগরিক অথবা প্রজাদের প্রাপ্য অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হন,

---

* অস্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্রপুঞ্জের সংবিধান আইনের ৪৪ (এক) নং ধারার বিধানগুলি অনুসারে সমিতি এই উপ-খণ্ডটি প্রতিস্থাপিত করেছে।

(১) যদি তিনি সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনও বিধির দ্বারা বা বিধি অনুযায়ী তাকে ওইরূপে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়ে থাকে।

(২) এই অনুচ্ছেদের প্রয়োজনার্থে কোনও ব্যক্তি ভারত সরকারের অথবা কোনও রাজ্য সরকারের অধীনে লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত আছেন বলে গণ্য করা হবেন না কেবল মাত্র এই কারণে যে—

(ক) প্রথম তফসিলের প্রথম খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট ভারতের বা অন্য কোনও রাজ্যের মন্ত্রী হন ; অথবা

(খ) যদি তিনি প্রথম তফসিলের তৃতীয় খণ্ডে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের মন্ত্রী হন, রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কাছে যদি তিনি উত্তরদায়ী থাকেন, অথবা যেখানে বিধানমন্ডলের দুটি কক্ষ আছে সেখানে ওইরূপ বিধানমন্ডলের নিম্নকক্ষের কাছে, এবং প্রয়োজনানুসারে ওইরূপ বিধানমন্ডলের কমপক্ষে তিন-চতুর্থাংশ সদস্য যদি নির্বাচিত হন।

৮১ নং অনুচ্ছেদের অধীনে শপথ বা প্রতিজ্ঞা করার আগে অথবা যোগ্যতা সম্পন্ন না হলে বা অযোগ্য হলে আসন গ্রহণ করার জন্য দন্ড

৮৪। যদি কোনও ব্যক্তি এই সংবিধানের ৮১ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে যা আবশ্যক তা পালন করার আগে অথবা সংসদের কোনও কক্ষের সদস্য পদের জন্য তিনি যোগ্য অসম্পন্ন হন, বা অযোগ্য হয়েছেন অথবা সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনও বিধানমণ্ডলীর দ্বারা তিনি আসন গ্রহণ করতে অথবা ভোট দিতে প্রতিসিদ্ধ (Prohibited) হয়েছেন জেনেও সংসদের কোনও কক্ষের সদস্যরূপে আসন গ্রহণ করেন বা ভোট দেন, তবে যতদিন তিনি ওইভাবে আসন গ্রহণ করেন বা ভোট দেন তার প্রতিটি দিনের জন্য পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ডে দন্ডনীয় হবেন, যা ভারত সরকারের প্রযোজ্য ঋণ হিসাবে আদায় করা হবে।

সংসদের বিশেষাধিকার এবং অনাক্রম্যতাবলী

সদস্যদের বিশেষাধিকার ইত্যাদি

৮৫। (১) সংসদের নিয়মাবলী ও স্থায়ী আদেশসমূহ দ্বারা প্রনিয়ন্ত্রিত সংসদের প্রক্রিয়াগুলির শর্তসাপেক্ষে সংসদে বাক্‌স্বাধীনতা থাকবে।

(২) সংসদের কোনও সদস্য সংসদে বা তার কোনও সমিতিতে যা কিছু বলেছেন বা যে ভোট দিয়েছেন সে সম্পর্কে কোনও আদালতে কোনও কার্যবাহের দায়ীতাধীন হবেন না, এবং কোনও ব্যক্তি সংসদের কোনও কক্ষ দ্বারা বা কক্ষের প্রাধিকার বলে কোনও প্রতিবেদন, দলিল (Proper), ভোট অথবা কার্যাবলী প্রকাশ সম্পর্কে এরূপ কোনও কার্যবাহের অধীনে দায়ী হবেন না।

(৩) অন্য বিষয়গুলির ব্যাপারে উভয় কক্ষের সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও অনাক্রম্যতাগুলি সংসদ সময় সময় বিধির দ্বারা যেভাবে নিরূপিত করবে, সেই মতো হবে এবং ঐভাবে নিরূপিত না হওয়া পূর্যন্ত, তেমন হবে যা এই সংবিধান আরম্ভ হবার সময় ইংল্যান্ডের সংসদের লোকসভার সদস্যদের যেমন ছিল।

(৪) এই অনুচ্ছেদের (১), (২) এবং (৩) নং খণ্ডের বিধানগুলি সংসদের সদস্যদের সম্বন্ধে যেরূপে প্রযুক্ত হয়, যে সব ব্যক্তির এই সংবিধানের বলে সংসদের কার্যবাহে অংশগ্রহণ করার এবং বক্তব্য পেশ করার অধিকার আছে। তাঁদের সম্বন্ধে সেই ভাবে প্রযুক্ত হবে।

সদস্যদের বেতন ও ভাতা

৮৬। সংসদ বিধির দ্বারা সময় সময় যেমন নির্ধারিত করবে, সংসদের প্রতি কক্ষের সদস্যরা সেরূপ বেতন ও ভাতা এবং এ ব্যাপারে ওই রূপে বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে ভারত অধিরাজ্যের (dominion) বিধানমন্ডলের সদস্যদের ব্যাপারে যেরূপ প্রযোজ্য ছিল সেই রূপ হাতে ও সেই রূপ শর্তাধীনে ভাতা পাবার অধিকারি হবেন।

বিধানিক প্রক্রিয়া

বিধেয়ক পুনস্থাপন এবং গ্রহণ সম্পর্কে বিধানসমূহ

৮৭। (১) অর্থ বিধেয়কগুলি এবং অন্যান্য বিত্ত বিধেয়কগুলি সম্পর্কে এই সংবিধানের ৮৯ এবং ৯৭ নং অনুচ্ছেদের বিধানগুলির অধীনে, কোনও বিধেয়ক সংসদের যে কোনও কক্ষে আরম্ভ হতে পারে।

(২) এই সংবিধানের ৮৮ এবং ৮৯ নং অনুচ্ছেদের বিধানগুলির অধীনে, কোনও বিধেয়ক সংসদের উত্তর কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে না, যদি না তা বিনা সংশোধনে অথবা উভয় কক্ষ যা স্বীকার করে নিয়েছে কেবলমাত্র সেরূপ সংশোধনসহ, উভয় কক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত হন।

(৩) সংসদে বিবেচনাধীন কোনও বিধেয়ক উভয় কক্ষের সত্রাবসানের কারণে অতিপন্ন হবে না।

(৪) লোকসভা কর্তৃক গৃহীত হয়নি এমন কোনও বিধেয়ক রাজ্যসভার বিবেচনাধীন থাকলে তা লোকসভা ভঙ্গ হওয়ার ফলে অতিপন্ন হবে না।

(৫) যে বিধেয়ক লোকসভায় বিবেচনাধীন, অথবা লোকসভা কর্তৃক গৃহীত হবার পর রাজ্যসভার বিবেচনাধীন আছে, তা লোকসভা ভঙ্গ হলে এই সংবিধানের ৮৮ নং অনুচ্ছেদের বিধানগুলির অধীনে অতিপন্ন হবে।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে উভয়কক্ষের সম্মিলিত বৈঠক

৮৮। (১) কোনও বিধেয়ক এক কক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত এবং অপর কক্ষে প্রেরিত হবার পর, যদি—

(ক) যদি অপর কক্ষ কর্তৃক ওই বিধেয়কটি অগ্রাহ্য হয় ; অথবা

(খ) ওই বিধেয়কে যে সংশোধন করতে হবে, যে বিষয়ে উভয় কক্ষের মধ্যে চূড়ান্তভাবে মতানৈক্য ঘটে ; অথবা

(গ) অপর কক্ষে বিধেয়কটি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ছয় মাসের বেশি সময় তার দ্বারা ওই বিধেয়ক গৃহীত হয়ে না হয়ে অতিবাহিত হয়,

তবে, লোকসভা ভেঙ্গে যাওয়ার জন্য ওই বিধেয়ক অতিপন্ন (lapse) না হয়ে থাকলে, রাষ্ট্রপতি সংসদের উভয় কক্ষকে, তাদের বৈঠক চলতে না থাকলে, সরকারি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, ওই বিধেয়ক সম্পর্কে পর্যালোচনা ও ভোট দানের উদ্দেশ্যে এক সম্মিলিত বৈঠকে মিলিত হবার জন্য আহ্বান করার অভিপ্রায় প্রজ্ঞাপিত করতে পারেন ; তবে এই প্রকরণের কোনও কিছুই অর্থ বিধেয়ক সম্পর্কে প্রযোজ্য হবে না।

(২) যে ছয় মাসের সময়সীমা এই অনুচ্ছেদের ১নং প্রকরণে উল্লিখিত আছে তার গণনায় উল্লিখিত উভয় কক্ষের যে সময়সীমার জন্য তার সত্রাবসান চলতে থাকে অথবা ক্রমান্বয়ে চার দিনের অধিক তা স্থগিত থাকে তবে তা ধরা হবে না।

(৩) সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি এই অনুচ্ছেদের ১নং প্রকরণ অনুযায়ী উভয় কক্ষকে সম্মিলিত বৈঠকে মিলিত হবার জন্য আহ্বান করার অভিপ্রায় প্রজ্ঞাপিত করেছেন। সে ক্ষেত্রে কোনও কক্ষই ওই বিধেয়ক সম্পর্কে আর অগ্রসর হতে পারবে না। কিন্তু রাষ্ট্রপতি তার প্রজ্ঞাপনের তারিখের পর যে কোনও সময় উভয় কক্ষকে প্রজ্ঞাপনে বিনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে একটি সম্মিলিত বৈঠকে মিলিত হবার জন্য আহ্বান করতে পারেন এবং তিনি তা করলে উভয় কক্ষকে সেই অনুযায়ী সম্মিলিত হবে।

(৪) যদি কক্ষদ্বয়ের সম্মিলিত বৈঠকে, বিধেয়কটি, সম্মিলিত বৈঠকে কোনও সংশোধন স্বীকৃত হলে সেরূপ সংশোধন সহ, উভয় কক্ষের যে, সব সদস্য উপস্থিত থাকেন ও ভোট দেন তাদের মোট সংখ্যার অধিকাংশ কর্তৃক গৃহীত হয়। তবে এই সংবিধানের উদ্দেশ্য পূরণার্থে তা উভয় কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে ;

তবে, কোনও সম্মিলিত বৈঠকে—

(ক) যদি বিধেয়কটি এক কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হবার পর অপর কক্ষ কর্তৃক সংশোধন সহ গৃহীত এবং যে কক্ষে তা আরম্ভ হয়েছিল সেই কক্ষে প্রত্যার্পিত না হয়ে থাকে, তবে, বিধেয়কটি গ্রহণে বিলম্ব হওয়ার জন্য কোনও সংশোধন প্রয়োজন

হলে সেরূপ সংশোধন (যদি কোনও থাকে) ছাড়া বিধেয়কের অন্য কোনও সংশোধন প্রস্তাবিত হবে না ;

(খ) যদি বিধেয়কটি ওইভাবে গৃহীত ও প্রত্যার্পিত হয়ে থাকে, তাহলে, কেবল পূর্বোক্তরূপ সংশোধন গুলি এবং উভয় কক্ষে যে সব বিষয়ে স্বীকৃত হয়নি, তার সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক হয় এরূপ অন্য সংশোধনগুলি ওই বিধেয়ক সম্পর্কে প্রস্তাবিত হবে ; এবং এই প্রকরণ অনুযায়ী কোনও সংশোধনগুলি গ্রাহ্য হবে সে সম্পর্কে যে ব্যক্তি সভাপতিত্ব করবেন তাঁর মীমাংসাই চূড়ান্ত হবে।

(৫) রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষকে সম্মিলিত বৈঠকে মিলিত হবার জন্য আহ্বান করে অভিপ্রায় প্রজ্ঞাপিত করার পর যদি লোকসভা ভঙ্গ হয়ে যায় তৎসত্ত্বেও এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সম্মিলিত বৈঠক হতে পারে এবং তাতে কোনও বিধেয়ক গৃহীত হতে পারে।

অর্থ-বিধেয়ক সম্পর্কে বিশেষ প্রক্রিয়া

৮৯। (১) কোনও অর্থ বিধেয়ক রাজ্যসভার পুনস্থাপিত হবে না।

(২) কোনও অর্থ বিধেয়ক লোকসভায় গৃহীত হবার পর, তা রাজ্যসভায় তার সুপারিশের জন্য পাঠানো হবে এবং রাজ্যপাল ওই বিধেয়ক প্রাপ্তির তারিখে থেকে ত্রিশ দিন সময়সীমার মধ্যে তার সুপারিশ সমেত ওই বিধেয়কটি লোকসভায় প্রত্যার্পন করতে, এবং তারপর লোকসভা রাজ্যসভার সকল অথবা যে কোনও সুপারিশ হয় মেনে নিতে বা অগ্রাহ্য করতে পারে।

(৩) যদি লোকসভা রাজ্যসভার সুপারিশগুলির মধ্যে কোনওটি মেনে নেয়, তাহলে, যে সংশোধনগুলি রাজ্যসভা সুপারিশ করেছে এবং লোকসভা মেনে নিয়েছে তৎসহ অর্থ বিধেয়কটি উভয়কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।

(৪) যদি লোকসভা রাজ্যসভার সুপারিশগুলির মধ্যে কোনওটি মেনে না নেয়, তাহলে, যে সংশোধনগুলি রাজ্যসভা সুপারিশ করেছে সেগুলি বাদে অর্থ বিধেয়কটি যে আকারে লোকসভা কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল সেই আকারে উভয় কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।

(৫) যদি লোকসভা কর্তৃক গৃহীত এবং রাজ্যসভায় তার সুপারিশের জন্য প্রেরিত কোনও অর্থ বিধেয়ক উক্ত ত্রিশ দিন সময়সীমার মধ্যে লোকসভায় প্রত্যার্পিত না হয়, তাহলে, উক্ত সময়সীমার অবসানে, তা লোকসভা কর্তৃক যে আকারে গৃহীত হয়েছিল সেই আকারে উভয় কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

৯০। (১) এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণার্থে কোনও বিধেয়ক অর্থ বিধেয়ক বলে গণ্য হবে, যদি তাতে কেবলমাত্র এরূপ বিধানগুলি থাকে যা নিম্নলিখিত বিধানসমূহের সকল বা যে কোনও বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে, যথা—

"অর্থ বিধেয়কগুলি"র সংজ্ঞা

(ক) যে কোনও করের (tax) আরোপন, বিলোপন, পরিহার, পরিবর্তন বা প্রনিয়ন্ত্রণ ;

(খ) ভারত সরকার কর্তৃক ঋণ গ্রহণের বা কোনও প্রত্যাভূতি প্রদানের প্রনিয়ন্ত্রণ বা ভারত সরকার যে বিত্তীয়, দায়িত্ব গ্রহণ করেছে বা করবে সে সম্পর্কে বিধির সংশোধন ;

(গ) সরবরাহ ;

(ঘ) ভারতের রাজস্বের উপযোজন ;

(ঙ) যে কোনও ব্যয়কে ভারতের রাজস্বের উপর প্রভাবিত ব্যয় বলে ঘোষণা, অথবা ওইরূপ কোনও ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি ;

(চ) ভারতের রাজস্বে অথবা ভারতের সরকারি হিসাব খাতে অর্থপ্রাপ্তি বা ওইরূপে অর্থের। অভিরক্ষা বা নির্মাণের হিসাবরক্ষা ; অথবা

(ছ) এই প্রকরণের (ক) থেকে (চ) দফায় বিনির্দিষ্ট যে কোনও বিষয়ের আনুষঙ্গিক কোনও বিষয়।

(২) কোনও বিধেয়ক, যদি জরিমানা বা অন্য আর্থিক দন্ড আরোপনের অথবা অনুভাষণ বা প্রদত্ত পরিষেবার জন্য দেয়ক (see) দাবি বা প্রদান করার বিধান করে কেবলমাত্র এই কারণে অথবা কোনও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক স্থানীয় প্রয়োজনে কোনও করের আরোপন, বিলোপন, পরিহার, পরিবর্ত বা প্রনিয়ন্ত্রণের বিধান করে এই কারণে তা অর্থ বিধেয়ক বলে গণ্য হবে না।

(৩) কোনও বিধেয়ক অর্থ বিধেয়ক কিনা এই নিয়ে যদি প্রশ্ন ওঠে তবে এ সম্পর্কে লোকসভার অধ্যক্ষের মীমাংসাই চূড়ান্ত হবে।

(৪) প্রতিটি অর্থ বিধেয়ক অব্যবহিত পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যখন রাজ্যসভায় প্রেরিত হয় এবং অব্যবহিত পরবর্তী অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তা রাষ্ট্রপতির কাছে যখন সম্মতির জন্য উপস্থাপিত করা হয়, তখন তার পৃষ্ঠে লোকসভার অধ্যক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত তার এই সংসাপত্র থাকবে যে এটি একটি অর্থ বিধেয়ক।

৯১। যখন সংসদের উভয়কক্ষ কর্তৃক কোনও বিধেয়ক গৃহীত হয়, তখন তা রাষ্ট্রপতির কাছে উপস্থাপিত করতে হবে এবং রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করবেন যে তিনি ওই বিধেয়কে সম্মতি দান করছেন বা তিনি তাতে সম্মতি দান থেকে বিরত থাকছেন। তবে রাষ্ট্রপতির কাছে সম্মতির জন্য কোনও বিধেয়ক উপস্থাপিত করা হলে তিনি, বিধেয়কটি অর্থ বিধেয়ক না হলে, যথাসম্ভব শীঘ্র তা উভয় কক্ষে প্রত্যার্পণ করে তার সঙ্গে একটি বার্তায় এরূপ অনুরোধ করতে পারেন যে তারা বিধেয়কটি বা তার কোনও বিনির্দিষ্ট বিধায়কটি পুনর্বিবেচনা করবে এবং বিশেষত, তিনি যেরূপ সংশোধন তার বার্তায় সুপারিশ করবেন তা পুনঃস্থাপিত করার বাঞ্ছনীয়তা বিবেচনা করবেন, এবং কোনও বিধেয়ক ওইভাবে প্রত্যার্পিত হলে উভয় কক্ষ সেই অনুসারে বিধেয়কটি পুনর্বিবেচনা করবে।

বিধেয়কের সম্মতি

বিত্ত বিষয়ে প্রক্রিয়া

বর্ষিক বিত্ত-বিবরণ

৯২। (১) রাষ্ট্রপতি সংসদের উভয় কক্ষের সমক্ষে বিত্ত-বৎসর সম্পর্কে সেই বৎসরের জন্য ভারত সরকারে প্রাক্কলিত প্রাপ্তি ও ব্যয়ের একটি বিবরণ, যা এই সংবিধানের এই খন্ডে "বার্ষিক বিত্ত বিবরণ" বলে উল্লিখিত, স্থাপন করবেন।

(২) বার্ষিক বিত্ত-বিবরণে অন্তর্ভুক্ত ব্যয়ের প্রাক্কলনে পৃথক পৃথক ভাবে দেখাবে।

(ক) যে সব ব্যয় ভারতের রাজস্বের উপর প্রভাবিত (charged) বলে এই সংবিধানে বর্ণিত, সেই সব ব্যয় নির্বাহের জন্য আবশ্যক পরিমাণ অর্থসমূহ, এবং

(খ) ভারতের রাজস্ব থেকে অন্য যে-সব ব্যয় করা হবে বলে প্রস্তাবিত তা নির্বাহের জন্য আবশ্যক পরিমাণ অর্থসমূহ এবং রাজস্ব-খাতে ব্যয় থেকে অন্য ব্যয় পৃথক করে দেখাতে হবে।

(৩) নিম্নলিখিত ব্যয় ভারতের রাজস্বের উপর প্রভাবিত ব্যয় হবে—

(ক) রাষ্ট্রপতির উপলভ্য এবং ভাতা ইত্যাদির এবং তার পদ সম্বন্ধী অন্যান্য ব্যয় ;

(খ) রাজ্যসভার সভাপতি ও উপ-সভাপতি এবং লোকসভার অধ্যক্ষ ও উপাধক্ষ্যের বেতন ও ভাতাদি ;

(গ) সুদ, প্রতি-পূরক নিধি প্রভার ও বিমোচন প্রভার সমেত সেই সব ঋণ প্রভার, যার জন্য ভারত সরকার দায়ী, এবং ধার-সংগ্রহ ও ঋণের ব্যবস্থা ও বিমোচন সম্বন্ধে অন্যান্য ব্যয় ;

(ঘ) (এক) সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতিদের ও তাদের সম্পর্কে প্রদেয় বেতন, ভাতা এবং উত্তর বেতন (Pension) ;

(দুই) আমেল (Federal) ন্যায়ালয়ের বিচারপতিদের অথবা তাদের সম্পর্কে প্রদেয় নিবৃত্তি বেতন ;

(তিন) প্রথম তফসিলের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যগুলিতে অন্তর্ভুক্ত কোনও ক্ষেত্রে ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ করেন অথবা এই সংবিধান প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ করে থাকেন এমন কোনও ভাবে ন্যায়ালয়ের বিচারপতিগণকে অথবা তাদের সম্পর্কে প্রদেয় নিবৃত্তি বেতন ;

(ঙ) কোনও আদালত অথবা সালিশি ন্যায়পীঠের (Tribunal) রায়, ডিক্রি বা বোয়েদাদ পরিশোধ করার জন্য আবশ্যক পরিমাণ অর্থ ; এবং

(চ) এই সংবিধান কর্তৃক, অথবা বিধি দ্বারা সংসদ কর্তৃক ওইরূপে প্রভাবিত বলে ঘোষিত অন্য যে কোনও ব্যয়।

সংসদে প্রাক্কলন সম্পর্কিত প্রক্রিয়া

৯৩। (১) ভারতের রাজস্বের উপর প্রভাবিত ব্যয়ের সঙ্গে প্রাক্কলনগুলির যে যে অংশের সম্পর্ক আছে, সেগুলি সংসদে ভোটের জন্য উপস্থাপিত করা যাবে না, কিন্তু এই প্রকরণের কোনও কিছুই সংসদের কোনও কক্ষে ওই সব প্রাক্কলনের কোনওটির আলোচনার অন্তরায় হয় এরূপ অর্থ করা যাবে না।

(২) অন্যান্য ব্যয়ের সঙ্গে উক্ত প্রাক্কলনগুলির যে যে অংশের সম্পর্ক আছে সেগুলি অনুদানের অভিযাচনার (demands) আকারে লোকসভায় উপস্থাপিত হবে, এবং কোনও অভিযাচনা সম্বন্ধে সম্মতি দেবার বা সম্মতি দিতে অঙ্গীকার করার অথবা কোনও অভিযাচনার বিনির্দিষ্ট অর্থের পরিমাণ হ্রাস করে তাতে সম্মতি দেবার ক্ষমতা লোকসভার থাকবে।

(৩) রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতিরেকে কোনও অনুদানের জন্য অভিযাচনা করা যাবে না।

প্রাধিকৃত ব্যয়ের অনুসূচীর প্রমাণীকরণ

৯৪। (১) রাষ্ট্রপতি তার স্বাক্ষর দিয়ে প্রামাণিক করবেন সেই অনুসূচিকে যাতে বিনির্দিষ্ট করা আছে—

(ক) অব্যরহিত পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের অধীনে লোকসভা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানসমূহ;

(খ) ভারতের রাজস্বের উপর প্রভাবিত ব্যয়, যা কোনও ক্ষেত্রেই পূর্বে সংসদের

সমক্ষে উপস্থাপিত বিবরণে প্রদর্শিত পরিমাণের অধিক হবে না, তা গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় কতিপয় অর্থসমূহ।

(২) ওইরূপে কৃত প্রামাণিক অনুসূচি লোকসভার সমক্ষে উপস্থাপিত করা হবে, কিন্তু সে সম্পর্কে সংসদে প্রকাশ্য আলোচনা বা ভোট দেওয়া যাবে না।

(৩) পরবর্তী পর পর দুটি অনুচ্ছেদের বিধাসমূহের শর্তসাপেক্ষে ভারতের রাজস্ব থেকে কোনও ব্যয়কে যথারীতি অনুমোদিত বলে গণ্য করা হবে না, যদি না তা ওইরূপে কৃত প্রামাণিক অনুসূচিতে বিনির্দিষ্ট থাকে।

ব্যয়ের অনুপূরক বিবরণ

৯৫। যদি কোনও বিত্তবৎসরের জন্য উক্ত বৎসরের জন্য ইতিপূর্বে অনুমোদিত ব্যয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করা প্রয়োজন হয়ে ওঠে ভারতের রাজস্ব থেকে, তবে ওই প্রাক্‌কলিত ব্যয়ের পরিমাণ সম্বলিত একটি অনুপূরক বিবরণ রাষ্ট্রপতি সংসদের উভয় কক্ষের সমক্ষে পেশ করাবেন, এবং পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের বিধানাবলী কার্যকর হবে উক্ত বিবরণ সম্পর্কে এবং উক্ত বিবরণ বার্ষিক বিত্তবিবরণ এবং তাতে উল্লিখিত ব্যয় সম্পর্কে যেভাবে কার্যকর হয় সেই ভাবে হবে।

অতিরিক্ত অনুদান

*৯৬। যদি কোনও বিত্তবৎসরে ভারতের রাজস্ব থেকে কোনও পরিষেবার জন্য ব্যয় করা হয়ে গিয়ে থাকে, উক্ত বৎসরের জন্য এবং উক্ত পরিষেবার জন্য অনুমোদিত অর্থের পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত হয়, যার জন্য লোকসভার ভোটের প্রয়োজন পড়ে, তবে ওই অতিরিক্ত পরিমাণের দাবি লোকসভায় উপস্থাপিত করতে হবে এবং এই সংবিধানের ৯৩ ও ৯৪ নং অনুচ্ছেদের বিধানগুলি ওইরূপ দাবি সম্পর্কে ততটা কার্যকর হবে যতটা সেগুলি হয় অনুদানের জন্য দাবি সম্পর্কে।

বিত্তবিধেয়ক সম্বন্ধে বিশেষ বিধানাবলী

৯৭। (১) যে বিধেয়ক অথবা যে সংশোধন এই সংবিধানের ৯০ নং অনুচ্ছেদের ১ নং প্রকরণের (ক) থেকে (চ) দফায় বিনির্দিষ্ট কোনও বিষয়ের জন্য বিধান করে, তা রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতিরেকে পুনঃস্থাপিত বা উত্থাপিত হবে না, এবং যে বিধেয়ক ওইরূপ বিধান করে তা রাজ্যসভার পুরঃস্থাপিত হবে না।

তবে, যে সংশোধন কোনও করা হ্রাস বা বিলোপন করার বিধান করে, তা উত্থাপন করার জন্য এই প্রকরণের অধীনে কোনও সুপারিশ অবশ্যক হবে না।

---

* এই অনুচ্ছেদে সংবিধানের বিত্তীয় বিধানগুলি সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞ সমিতির সুপারিশগুলি অনুদান করেছে।

(২) কোনও বিধেয় বা সংশোধন পূর্বোক্ত বিষয়গুলির কোনওটির জন্য বিধান করে বলে গণ্য হবে না কেবলমাত্র এই কারণে যে, তা জরিমানা বা অন্য আর্থিক দন্ড আরোপনের অথবা অনুজ্ঞাপত্র বা প্রদত্ত পরিষেবার দেয়কসমূহ দাবি বা প্রদানের বিধান করে, অথবা এই কারণে যে, তা কোনও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অথবা সংস্থা কর্তৃক স্থানীয় প্রয়োজনে কোনও করের আরোপন, বিলোপন, পরিহার, পরিবর্তন বা প্রনিয়ন্ত্রণের বিধান হবে।

(৩) যে বিধেয়ক বিধিবদ্ধ ও কার্যকর করা হলে ভারতের রাজস্ব থেকে ব্যয় ঘটাবে, তা সংসদের কোনও কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হবে না, যদি না রাষ্ট্রপতি ওই বিধেয়ক সম্পর্কে বিবেচনার জন্য সেই কক্ষের নিকট সুপারিশ করে থাকেন।

প্রক্রিয়া সাধারণত

প্রক্রিয়া সম্পর্কিত নিয়মাবলী

৯৮। (১) সংসদের প্রতিটি কক্ষ তার প্রক্রিয়া ও কার্যচালনা প্রনিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই সংধিানের বিধানসমূহের শর্তসাপেক্ষে, নিয়মাবলী প্রণয়ন করতে পারে।

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) নং প্রকরণ অনুযায়ী নিয়মাবলী প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে ভারত অধিরাজ্যের বিধানমন্ডল সম্পর্কে বলবৎ থাকা প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও স্থায়ী আদেশগুলি, রাজ্যসভার সভাপতি কর্তৃক অথবা, ক্ষেত্রবিশেষে, লোকসভার অধ্যক্ষ কর্তৃক ওইগুলিতে যেরূপ সংপরিবর্তন ও অভিযোজনকৃত হতে পারে, সেই অনুযায়ী, সংসদ সম্বন্ধে কার্যকর হবে।

(৩) রাষ্ট্রপতি, রাজ্যসভার সভাপতির ও লোকসভার অধ্যক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করে, কক্ষদ্বয়ের সম্মিলিত বৈঠক ও উভয়ের জন্যে সমাযোজন (communication) সম্পর্কে প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রণয়ন করতে পারেন।

(৪) কক্ষদ্বয়ের সম্মিলিত বৈঠকে **লোকসভার অধ্যক্ষ***, অথবা তার অনুপস্থিতিতে এই অনুচ্ছেদের (৩) নং প্রকরণের অধীনে প্রণীত প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নিয়মাবলী দ্বারা যেরূপ ব্যক্তি নির্ধারিত হতে পারেন, তিনি করবেন সভাপতিত্ব।

---

* সমিতির অভিমত এই যে, সংসদের উভয় কক্ষের, সম্মিলিত বৈঠক লোকসভায় অধ্যক্ষের সভাপতিত্ব করা উচিত, কারণ লোকসভা অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যা বিশিষ্ট সংস্থা।

৯৯। (১) সংসদে হিন্দী অথবা ইংরাজিতে কার্য পরিচালিত হবে ; তবে রাজ্যসভার সভাপতি অথবা ক্ষেত্র বিশেষে লোকসভার অধ্যক্ষ, যে সদস্য ওই দুটি ভাষার মধ্যে কোনও একটিরও মাধ্যমে নিজ বক্তব্য পর্যন্ত পরিমাণে প্রকাশ করতে পারেন না, তাঁকে তাঁর মাতৃভাষায় কক্ষে ভাষণ দেবার অনুমতি দিতে পারেন।

সংসদে ব্যবহার্য ভাষা

(২) রাজ্যসভার সভাপতি অথবা লোকসভার অধ্যক্ষ, ক্ষেত্রবিশেষে, যখনই উপযুক্ত বিবেচনা করবেন, অন্য কোনও ভাষায় কোনও সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণের সারাংশ হিন্দী অথবা ইংরাজিতে করে রাজ্যসভায় অথবা লোকসভায় উপলব্ধ করাতে পারেন এবং ওইরূপ সংক্ষিপ্তসার যে কক্ষে ওই ভাষণ প্রদত্ত হয়েছে সেই কক্ষের কার্যবাহের নথিভুক্ত করে রাখবেন।

১০০। (১) সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় অথবা কোনও উচ্চ ন্যায়ালয়ের কোনও বিচারপতি তাঁর কর্তব্য নির্বাহে যে আচরণ করেছেন, সে সম্পর্কে, অতঃপর এতে যেরূপ বিহিত করা হয়েছে, সেরূপে ওই বিচারপতির অপসারণ প্রার্থনা করে, রাষ্ট্রপতির নিকট একটি সমাবেদন উপস্থাপিত করার প্রস্তাব অনুযায়ী ছাড়া সংসদে কোনও আলোচনা চলবে না।

সংসদে আলোচনার সীমাবদ্ধতা

(২) এই অনুচ্ছেদে উচ্চ আদালতে দাখিলাকরণ বলতে বুঝাবে প্রথম তফসিলের তৃতীয় খন্ডে সাময়িক ভাবে দ্বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের কোনও আদালতে দাখিল করা, যা এই খন্ডে নতুন অধ্যায়ের যে কোনও উদ্দেশ্য পূরণার্থে একটি উচ্চ আদালত।

সংসদের কার্যবাহ সম্পর্কে কোনও আলাদত অনুসন্ধান করবে না

১০১। (১) প্রক্রিয়াগত কোনও অভিকথিত অনিয়মিততার কারণে সংসদের কোনও কার্যবাহের বৈধতা সম্পর্কে কোনও আপত্তি করা চলবে না।

(২) সংসদের যে আধিকারিকের উপর অথবা সদস্যের উপর এই সংবিধান দ্বারা বা অনুযায়ী সংসদে প্রক্রিয়া অথবা কার্যচালনা করার জন্য অথবা শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ ন্যস্ত আছে, তার ওই ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ সম্পর্কে তিনি কোনও আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের আওতাভুক্ত হবেন না।

□ □ □

অধ্যায়-III

রাষ্ট্রপতির বিধানিক ক্ষমতা

সংসদের অবকাশকালে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ প্রখ্যাপন করার অধিকার

১০২। (১) সংসদের উভয় কক্ষে অধিবেশন চলাকালে ভিন্ন অন্য কোনও সময়ে রাষ্ট্রপতির যদি প্রতীতি হয় যে এরূপ পরিস্থিতি বিদ্যমান যে তাঁর পক্ষে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন, তবে তিনি এরূপ অধ্যাদেশ প্রখ্যাপন করতে পারেন যা ওই পরিস্থিতিতে আবশ্যক বলে তার কাছে প্রতীয়মান হয়।

(২) এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রখ্যাপিত কোনও অধ্যাদেশের, রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রাপ্ত সংসদের কোনও আইনের মতো, এক-ই বল ও কার্যকারিতা থাকবে, কিন্তু ওইরূপ প্রত্যেক অধ্যাদেশ—

(ক) সংসদের উভয় কক্ষের সমক্ষে উপস্থাপিত হবে এবং সংসদের পুনঃসমাবেশ থেকে ছয় সপ্তাহ শেষ হলে, অথবা যদি ওই সময়সীমা শেষ হবার আগে তা অনুমোদন করে উভয় কক্ষ কর্তৃক প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়। তাহলে প্রস্তাবসমূহের দ্বিতীয়টি গৃহীত হলে তা আর সক্রিয় থাকবে না ; এবং

(খ) যে কোনও সময়ে রাষ্ট্রপতি তা প্রত্যাহার করে নিতে পারেন।

ব্যাখ্যা ঃ যেক্ষেত্রে সংসদের কক্ষগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পুনরায় সমবেত হবার জন্য আহূত হয়। সেক্ষেত্রে ওই তারিখগুলির মধ্যে যেটা পরবর্তী তা থেকে এই প্রকরণের উদ্দেশ্য পূরণার্থে ছয় সপ্তাহ সময়সীমা গণনা করতে হবে।

(৩) যদি এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনও অধ্যাদেশ এরূপ কোনও বিধান করে যা এই সংবিধান অনুযায়ী সংসদ বিধিবদ্ধ করার ক্ষমতাপন্ন না হয়, তবে ওই অধ্যাদেশ যতদূর পর্যন্ত ওই রূপ বিধান করে ততদূর পর্যন্ত বাতিল হবে।

□ □ □

অধ্যায়-IV

আমেল বিচারাধিকার

(Federal Judicature)

সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের স্থাপনা ও গঠন

১০৩। (১) ভারতের একটি সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় থাকবে, যা ভারতের প্রধান বিচারপতি এবং সংসদ বিধি দ্বারা অধিকতর সংখ্যা নির্দিষ্ট না করা পর্যন্ত অন্যূন সাত জন* অপর বিচারপতি নিয়ে গঠিত হবে।

(২) রাষ্ট্রপতি, সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় এবং রাজ্যগুলির উচ্চ ন্যায়ালয়ের যে-সব বিচারপতির সঙ্গে এই উদ্দেশ্য পরামর্শ করা প্রয়োজন মনে করেন, তাঁদের সঙ্গে পরামর্শের পর, তাঁর স্বাক্ষরিত ও মুদ্রাঙ্কিত (Seal) অধিপত্র দ্বারা সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রত্যেক বিচারপতিকে নিযুক্ত করবেন, যিনি পঁয়ষট্টি বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকবেন ;

তবে প্রধান বিচারপতি ভিন্ন অপর কোনও বিচারপতির নিয়োগের ক্ষেত্রে সবসময়ে ভারতের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে ঃ

এছাড়াও—

(ক) কোনও বিচারপতি, রাষ্ট্রপতিকে সম্ভাষণ করে স্বহস্তে লিখিত পত্র দ্বারা স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারেন ;

(খ) কোনও বিচারপতি (৪) নং প্রকরণে বিহিত প্রণালীতে স্বীয় পদ থেকে অপসারিত হতে পারেন।

(৩) ভারতের নাগরিক না হলে, কোনও ব্যক্তি সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতি রূপে নিযুক্ত হবার যোগ্যতা সম্পন্ন হবেন না, এবং

(ক) অন্তত পাঁচ বৎসর কোনও উচ্চ ন্যায়ালয়ের বা পর পর দুই বা ততোধিক ওইরূপ আদালতের বিচারপতি থাকেন, অথবা

(খ) কমপক্ষে দশ বৎসর কোনও উচ্চ ন্যায়ালয়ের অথবা পরপর দুই বা ততোধিক ওইরূপ আদালতের অধিবক্তা (Advocate) থাকেন।

---

* [illegible]মিতি মনে করে যে, প্রারম্ভে সাত জন বিচারপতি যথেষ্ট হবে এবং পরে সংসদ বিধির দ্বারা ওই সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারবে।

ব্যাখ্যা—১ ঃ এই প্রকরণে "উচ্চ ন্যায়ালয়" বলতে, ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে যে কোনও ভাগে ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ করে অথবা এই সংবিধানের প্রারম্ভের পূর্বে কোনও সময়ে প্রয়োগ করতে ওইরূপ কোনও উচ্চ ন্যায়ালয় বোঝাবে।

ব্যাখ্যা—২ ঃ এই প্রকরণের উদ্দেশ্য পূরণার্থে যে সময় কালের জন্য কোনও ব্যক্তি অধিবক্তা ছিলেন তার গণনায়, ওই ব্যক্তি অধিবক্তা হবার পর যে সময়কালের জন্য জেলা ন্যায়াধীশের পদ অপেক্ষা নিম্নতর নয় এরূপ কোনও বিচারক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(৪) সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের কোনও বিচারপতি, প্রমাণিত কদাচার বা অসমর্থতার জন্য তার অপসারনার্থ সংসদের প্রত্যেক কক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সমবেদন ওই কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার অধিকাংশ কর্তৃক এবং ওই কক্ষের যে সব সদস্য উপস্থিত থাকেন ও ভোট দেন, তাদের মধ্যে কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাধিক্যে সমর্থিত হয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে একই অধিবেশনে উপস্থাপিত হবার পর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ ছাড়া, তার পদ থেকে অপসারিত হবেন না।

(৫) সংসদ অব্যবহিত পূর্বের প্রকরণ অনুযায়ী সমাবেদন উপস্থাপিত করার ও কোনও বিচারপতির কদাচার বা অসমর্থতার সম্বন্ধে তদন্ত ও প্রমাণ করার প্রক্রিয়া প্রনিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

(৬) সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতি রূপে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আপন পদের কার্যভার গ্রহণ করার আগে, তৃতীয় তফসিলে এই ব্যাপারে প্রদর্শিত নিদর্শ (form) অনুসারে রাষ্ট্রপতির অথবা তিনি যে ব্যক্তিকে তার পক্ষে নিযুক্ত করবেন তার সমক্ষে শপথ বা প্রতিজ্ঞা করে তাতে স্বাক্ষর করবেন।

(৭) সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এরূপ কোনও ব্যক্তি ভারতের রাজ্য ক্ষেত্রের অন্তর্গত কোনও আদালতে বা কোনও কর্তৃপক্ষের সমক্ষে ব্যবহারজীবি রূপে ওকালতি করতে বা কার্য করতে পারবেন না।

বিচারপতিদের বেতন ইত্যাদি

১০৪। সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতিগণ সংসদকর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী সময় সময় যেরূপ নির্ধারিত হবে সেরূপ বেতন ও ভাতাদি এবং ছুটি ও নিবৃত্তি বেতন সম্পর্কিত সেরূপ অধিকার এবং ওইরূপে নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত, দ্বিতীয় তফসিলে যেরূপ বিনির্দিষ্ট আছে সেরূপ বেতন, ভাতা অনুপস্থিতি অবকাশ অথবা নিবৃত্তি বেতন পাবার অধিকারী হবেন ;

তবে, কোনও বিচারপতির বেতন অথবা অনুপস্থিতি অবকাশ বা নিবৃত্তি বেতন সম্পর্কিত তার অধিকারগুলি তার নিয়োগের পর তার পক্ষে অসুবিধাজনক ভাবে পরিবর্তিত হবে না।

অস্থায়ী প্রধান বিচারপতির নিয়োগ

১০৫। যখন ভারতের প্রধান, বিচারপতির পদ শূন্য হয় বা যখন তাঁর অনুপস্থিতির কারণে বা অন্যথা প্রধান বিচারপতি তাঁর পদের কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করতে অসমর্থ হন, তখন ওই আদালতের অপর বিচারপতিগণের মধ্যে এরূপ একজন বিচাবপতি কর্তৃক ওই পদের কর্তব্যসমূহ সম্পাদিত হবে যাকে রাষ্ট্রপতি এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করতে পারেন।

তদর্থক (ad hoc) বিচারপতিদের নিয়োগ

১০৬। (১) যদি কোনও সময়ে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের কোনও অধিবেশন অনুষ্ঠিত করার বা চালাবার জন্য ওই আদালতের বিচারপতিদের নিয়ে গণপূর্তি না হয়, তাহলে ভারতের প্রধান বিচারপতি, রাষ্ট্রপতির পূর্ব-সম্মতি সহ এবং সংশ্লিষ্ট উচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করার পর, যেরূপ প্রয়োজন সেরূপ সময়কালের জন্য, সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের অধিবেশনে তদর্থক বিচারপতি হিসাবে উপস্থিত থাকার জন্য কোনও উচ্চ ন্যায়ালয়ের এরূপ কোনও বিচারপতিকে লিখিতভাবে অনুরোধ করতে পারেন, যিনি সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতিরূপে নিয়োগের জন্য যথাযথভাবে যোগ্যতা সম্পন্ন এবং ভারতের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত হবেন।

(২) যে বিচারপতি এই রূপে মনোনীত হয়েছেন তার কর্তব্য হবে তার নিজ পদের জন্য অপরাপর কর্তব্যসমূহকে অগ্রাধিকার দিয়ে, যে সময়ে এবং যে সময়কালের জন্য তাঁর উপস্থিতি প্রয়োজন সেই সময়ে এবং সেই সময়কালের জন্য সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের অধিবেশনে উপস্থিত থাকা, এবং যখন তিনি ওইরূপে উপস্থিত থাকেন, তখন সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতির সকল ক্ষেত্রাধিকার, ক্ষমতা ও বিশেষ অধিকার তার থাকবে এবং তিনি সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের কর্তব্যসমূহ নির্বাহ করবেন।

সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের অধিবেশনে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের উপস্থিতি

*১০৭। এই অধ্যায়ে যা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও ভারতের প্রধান বিচারপতি, যে কোনও সময়ে, যিনি সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বা আমেল ন্যায়ালয়ের বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এরূপ কোনও ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতিরূপে উপবেশন করতে এবং কার্য করতে অনুরোধ করতে পারেন, এবং ওইভাবে অনুরুদ্ধ ওইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি ওইভাবে

* অবসর প্রাপ্ত বিচারপতিদের নিয়োগ ইংলন্ড ও আমেরিকার প্রচলিত রীতি অনুসরণ করে করা হয়েছে।

উপবেশন এবং কার্য করার সময়ে, ওই আদালতের বিচারপতির সকল ক্ষেত্রাধিকার, ক্ষমতা এবং বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হবেন, কিন্তু তিনি অন্যথা ওই আদালতের বিচারপতি রূপে গণ্য হবেন না ;

তবে, এই অনুচ্ছেদের কোনও কিছুই পূর্বোক্তরূপ কোনও ব্যক্তিকে ওই আদালতের বিচারপতিরূপে উপবেশন করতে বা কার্য করতে অনুজ্ঞাত করে বলে গণ্য হবে না, যদি না তিনি ওইরূপ করতে সম্মত হন।

সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের অবস্থান

১০৮। সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় হবে অভিলেখ (record) আদালত এবং তা দিল্লিতে অথবা রাষ্ট্রপতির সম্মতি নিয়ে ভারতের প্রধান বিচারপতি সময় সময় অন্য যে স্থান বা স্থানগুলি নির্দিষ্ট, যদি থাকে, করতে পারেন, সেখানে বসবে।

সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের আদিম ক্ষেত্রাধিকার

১০৯। এই সংবিধানের বিধানগুলির শর্ত সাপেক্ষে—

(ক) ভারত সরকার এবং এক বা একাধিক রাজ্যের মধ্যে, অথবা

(খ) একপক্ষে ভারত সরকার এবং এক বা একাধিক রাজ্য এবং অপরপক্ষে অন্য এক বা একাধিক রাজ্য, এদের মধ্যে ; অথবা

(গ) দুই বা ততোধিক রাজ্যগুলির, কোনও বিবাদের সঙ্গে যদি এরূপ কোনও প্রশ্ন (তা সে বিধিগতই হোক বা তথ্যগতই হোক) জড়িত থাকে যার উপর কোনও বৈধ অধিকারের অস্তিত্ব বা প্রকার নির্ভর করে, তাহলে ওই বিবাদে যতদূর পর্যন্ত ওইরূপে জড়িত ততদূর পর্যন্ত সে-ব্যাপারে অন্য সকল আদালতকে বাদ দিয়ে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের আদিম ক্ষেত্রাধিকার বজায় থাকবে ;

তবে উক্ত ক্ষেত্রাধিকার প্রসারিত হবে না—

(এক) সেই বিবাদ পর্যন্ত যাতে রাজ্য প্রথম তফসিলের তৃতীয় খণ্ডে সাময়িক-ভাবে বিনির্দিষ্ট একটা পক্ষ, যদি সেই বিবাদে এমন কোনও সন্ধি, চুক্তি, অঙ্গীকার, সনদ অথবা অন্যান্য অনুরূপ সংলেখ থেকে উদ্ভূত যা এই সংবিধানের প্রারম্ভের আগেকৃত বা নিষ্পাদিত হয়ে ওইরূপ প্রারম্ভের পরেও সক্রিয় থেকেছে।

(দুই) সেই বিবাদে যাতে রাজ্য একটি পক্ষ, যদি বিবাদটি উদ্ভূত হয় সন্ধি, চুক্তি, অঙ্গীকার, সনদ অথবা অন্য অনুরূপ সংলেখের কোনও বিধান থেকে যাতে বলা আছে যে উক্ত ক্ষেত্রাধিকার ওইরূপ বিবাদ পর্যন্ত প্রসারিত হবে না।

১১০। (১) কোনও দেওয়ানি বা ফৌজদারি বা অন্য কোনও কার্যবাহেই হোক, কোনও রাজ্যের উচ্চ ন্যায়ালয়ের কোনও রায়, ডিক্রি বা চূড়ান্ত আদেশ থেকে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে আপিল করা চলবে, যদি ওই উচ্চ ন্যায়ালয় সংকিত করে যে, মামলাটিতে এই সংবিধানের অর্থ প্রকটন সংক্রান্ত কোনও সরকার বিধি সংক্রান্ত প্রশ্ন জড়িত আছে।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে উচ্চ ন্যায়ালয় থেকে আপিলে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের আপিল সম্বন্ধী ক্ষেত্রাধিকার

(২) যেখানে উচ্চ ন্যায়ালয় ওইরূপ সংশয়পত্র দিতে অস্বীকার করেছে, সেখানে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়, যদি তা নিশ্চিত রূপে মনে করে যে ওই মামলার এই সংবিধানের অর্থ প্রকটন সংক্রান্ত কোনও সারাংশ বিধি বিষয়ক প্রশ্ন জড়িত আছে তবে ওইরূপ রায়, ডিক্রি অথবা চূড়ান্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার বিশেষ অনুমতি দেবে।

(৩) যেখানে ওইরূপ সংশয়পত্র দেওয়া হয়েছে অথবা ওইরূপ অনুমতি দেওয়া হয়েছে, সেখানে ওই মামলার যে কোনও পক্ষ পূর্বোক্ত রূপ কোনও প্রশ্ন ভ্রান্তভাবে মীমাংসিত হয়েছে কেবলমাত্র এই কারণের ভিত্তিতে নয়, অন্য কোনও ভিত্তিতেও সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে আপিল করতে পারে।

ব্যাখ্যা—এই অনুচ্ছেদের প্রয়োজনার্থে "চূড়ান্ত আদেশ" কথাটিতে যে আদেশ এরূপ কোনও বিচার্য বিষয়ের মীমাংসা করে যা আপিলকারীর অনুকূলে মীমাংসিত হলে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পক্ষে যথেষ্ট হয়, তা অন্তর্ভুক্ত করে।

১১১। (১) প্রথম তফসিলের তৃতীয় খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যগুলি বাদে ভারতের রাজ্য ক্ষেত্রে উচ্চ ন্যায়ালয়ের দেওয়ানি কার্যবাহে প্রদত্ত রায়, ডিক্রি বা চূড়ান্ত আদেশের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে আপিল করা যায়, যদি উচ্চ ন্যায়ালয় শংকিত করে যে—

অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রথম তফসিলের তৃতীয়খন্ডে সাময়িকভাবে কি নির্দিষ্ট যেসব রাজ্য আছে সেগুলি বাদে ভারতের রাজ্য ক্ষেত্রে উচ্চ আদালত থেকে আপিলের জন্য সর্বোচ্ছ ন্যায়ালয়ের আপিল সম্বন্ধীয় ক্ষেত্রাধিকার

(ক) প্রাথমিক আদালতে বিবাদের আপিলের পরেও বিবাদাত্মক হয়ে থাকা বিষয়বস্তুর পরিমাণ অথবা মূল্য কুড়ি হাজার টাকার কম ছিল না বা নয় ; অথবা

(খ) রায়, ডিক্রি অথবা চূড়ান্ত আদেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত আছে এমন দাবি-দাওয়া অথবা অনুরূপ পরিমাণ অথবা মূল্যের সম্মতি সংক্রান্ত প্রাপ্ত ; অথবা

(গ) মামলাটি সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে আপিল করার যোগ্য ;

এবং, (গ) খণ্ডের উল্লিখিত মামলা বাদে অপর কোনও মামলায় অব্যবহিত নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তিকে অনুমোদন করে আপিলকৃত কোনও রায়, ডিক্রি অথবা চূড়ান্ত আদেশ সেক্ষেত্রে যদি উচ্চ ন্যায়ালয় পুনরায় শংকিত করে যে আপিলের সঙ্গে কিছু সাধারণ বিধিগত প্রশ্ন জড়িত আছে।

(২) এই সংবধিানের ১১০ নং অনুচ্ছেদে যা কিছু বলা আছে তৎসত্ত্বেও এই অনুচ্ছেদের ১নং খণ্ডের অধীনে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে যে-পক্ষ আপিল করেছে ; যে ওইরূপ আপিল অন্যতম হেতু বলে এটা নির্বন্ধসহকারে উপস্থাপিত করতে পারে যে এই সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত একটি সারবান বিধিগত প্রশ্নের মীমাংসা ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে।

অন্য কয়েকটি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের আপিল করার বিশেষ অনুমতি

১১২। প্রথম তফসিলের তৃতীয় অংশে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যগুলি বাদে ভারতের রাজ্য ক্ষেত্রে কোনও আদালত বা ন্যায়াপীঠ কর্তৃক প্রদত্ত বা কৃত কোনও রায়, ডিক্রি বা চূড়ান্ত দেশের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় স্ববিবেচনায় আপিল করার বিশেষ অনুমতি দিতে পারে, সেইসব ক্ষেত্রে যেখানে এই সংবিধানের ১১০ অথবা ১১১ নং অনুচ্ছেদের বিধানাবলী প্রযোজ্য নয়।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রথম তফসিলের তৃতীয় খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যগুলিতে উচ্চ ন্যায়ালয় কর্তৃক সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ

১১৩। (১) প্রথম তফসিলের তৃতীয় অংশে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যে কোনও উচ্চ ন্যায়ালয়ে কোনও দেওয়ানি, ফৌজদারি অথবা অন্য কোনও কার্যবাহ চলাকালীন, ওইরূপ কার্যবাহে কোনও সাধ্য-বিষয়ের (issue) বিচার-নিষ্পত্তির জন্য অত্যাবশ্যক ওইরূপ সংসদের অথবা ওইরূপ রাজ্য ব্যতিরেকে অন্য কোনও রাজ্যের বিধানমন্ডলের কোনও বিধির প্রযোজ্যতা অথবা ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কোনও প্রশ্নের উদ্ভব হয়, তবে উচ্চ ন্যায়ালয় হয় নিজ প্রস্তাবে অথবা যে কোনও পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে মামলাটি একটি বিবরণের করতে পারে ওইরূপ প্রশ্ন সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করে তৎসহ নিজ অভিমত দিয়ে এবং মতামতের জন্য ঐরূপ প্রশ্ন সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের কাছে নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করতে পারে।

(২) যে ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের ১নং খণ্ডের অধীনস্থ কোনও মামলা নির্ধারণ করতে উচ্চ ন্যায়ালয় অস্বীকার করে, তবে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় আদেশ দিতে পারে ওইভাবে তা নির্ধারণ করতে।

(৩) যেখানে এই অনুচ্ছেদের ১নং অথবা ২নং খণ্ড অনুযায়ী কোনও মামলা ওইভাবে নির্ধারতি হয়, তবে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের অভিমত পাওয়া না পর্যন্ত উচ্চ ন্যায়ালয় সকল কার্যবাহ স্থগিত রাখতে।

(৪) ওইভাবে প্রেরিত প্রশ্নটি সম্পর্কে, পক্ষগণকে বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেবার পর, সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের নিষ্পত্তি করবে, তার অভিমত উচ্চ ন্যায়ালয়কে পাঠাবার ব্যবস্থা নেবে এবং ওইরূপ উচ্চ ন্যায়ালয় সেটি পাবার পর সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের অভিমতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মামলাটি নিষ্পত্তি করতে অগ্রসর হবে।

(৫) যে কোনও পর্যায়ে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় এই অনুচ্ছেদের অধীনে বিবৃত কোনও মামলা প্রত্যার্পণ করতে পারে আরও তথ্যাবলী তাতে বিবৃত করার জন্য।

সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের ক্ষেত্রাধিকারের সম্প্রসারণ

১১৪। (১) সংঘসূচি ভুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে যে কোনওটি সম্পর্কে, সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের সেরূপ অধিকতর ক্ষেত্রাধিকার ও ক্ষমতাসমূহ থাকবে যা সংসদ বিধির দ্বারা অর্পণ করতে পারে।

(২) যে কোনও বিষয় সম্পর্কে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের সেরূপ অধিকতর ক্ষেত্রাধিকার ও ক্ষমতাসমূহ থাকবে যা ভারত সরকার এবং কোনও রাজ্য সরকার, বিশেষ চুক্তি দ্বারা, অর্পণ করতে পারে, যদি সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় কর্তৃক ওইরূপ ক্ষেত্রাধিকার ও ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগের জন্য সংসদ বিধির দ্বারা বিধান করে।

কোন কোন আজ্ঞালেখ ঘোষণাজারী করার বিষয়ে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়কে ক্ষমতা অর্পণ।

১১৫। ২৫ নং অনুচ্ছেদের (যার সঙ্গে মৌলিক অধিকার বলবৎ করার সম্পর্ক আছে) ২ নং খণ্ডে উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহ ভিন্ন অন্য যে কোনও উদ্দেশ্যে নির্দেশ, আদর্শ অথবা বন্দি প্রত্যক্ষকরণ পরমাদেশ, প্রতিষেধ, অধিকার-ইচ্ছা, অথবা এর মধ্যে যে-কোনওটি প্রচার করার ক্ষমতা সংসদ, বিধি দ্বারা সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়কে অর্পণ করতে পারে।

সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের সহায়ক ক্ষমতা

১১৬। এই সংবিধান দ্বারা বা তার অনুযায়ী সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়কে অর্পিত ক্ষেত্রাধিকার যাতে ওই আদালত অধিকার ফলপ্রদভাবে প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়, তার জন্য এই সংবিধানের বিধানসমূহের কোনওটির সঙ্গে অসমঞ্জস নয় এরূপ যেসব অনুপূরক ক্ষমতা প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছনীয় বলে প্রতীয়মান হয় তা সংসদ সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়কে অর্পণ করার জন্য, বিধি দ্বারা, বিধান করতে পারে।

সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক ঘোষিত বিধি সকল আদালতের পক্ষে বাধ্যতামূলক হবে

১১৭। সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক ঘোষিত বিধি ভারতের রাজ্য ক্ষেত্রের মধ্যে সকল আদালতের পক্ষে বাধ্যতামূলক হবে।

সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের ডিক্রি ও আদেশ-সমূহ এবং প্রকটন ইত্যাদি সম্মর্কিত আদেশসমূহ

১১৮। (১) সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় নিজ ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগে তার সমক্ষে বিচারাধীন যে কোনও মামলায় বা বিষয়ে পূর্ণ ন্যায় বিচার করার জন্য যেরূপ প্রয়োজন সেরূপ ডিক্রি দিতে বা সেরূপ আদেশ দিতে পাবে, এবং ওই রূপে প্রদত্ত কোনও ডিক্রি বা বিধি অনুযায়ী যেরূপ বিহিত হতে পারে সেরূপ প্রণালীতে ভারতের রাজ্য ক্ষেত্রের সর্বত্র বলবৎকরণ যোগ্য হবে।

(২) সংসদ কর্তৃক এ বিষয়ে প্রণীত যে কোনও বিধির বিধানসমূহের অধীনে, কোনও ব্যক্তির হাজিরা অথবা কোনও দস্তাবেজের প্রকটন বা উপস্থাপন অথবা স্বীয় অবমাননা সম্পর্কে তদন্ত বা দন্ডবিধান সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে যে কোনও আদান প্রদান করার সকল ও প্রত্যেক ক্ষমতা, ভারতের সমগ্র রাজ্যক্ষেত্র সম্পর্কে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের থাকবে।

সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের সঙ্গে রাষ্ট্রপতির পরামর্শ করার ক্ষমতা

১১৯। (১) যদি কোনও সময়ে রাষ্ট্রপতির কাছে এটা প্রতীয়মান হয় যে, কোনও বিধিগত অথবা তথ্যগত প্রশ্ন উঠেছে বা ওঠার সম্ভাবনা আছে, যার প্রকৃতি এবং সার্বজনিক গুরুত্ব এমনই যে ওই বিষয়ে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের অভিমত নেওয়া যুক্তিযুক্ত তাহলে, তিনি ওই প্রশ্ন উক্ত আদালতের বিবেচনার জন্য প্রেষণ করতে পারেন, এবং উক্ত আদালত, যেরূপ উপযুক্ত মনে করে সেরূপ শুনানির পরে, সে সম্পর্কে নিজ অভিমত রাষ্ট্রপতির কাছে প্রতিবেদন করতে পারে।

(২) এই সংবিধানের ১০৯ নং অনুচ্ছেদের অনুবিধির ১ নং প্রকরণে যা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও উক্ত প্রকরণে যে ধরনের বিবাদ উল্লিখিত আছে তা রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ ন্যায়লয়ের কাছে তার নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করতে পারেন, এবং তার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়, পক্ষগণকে তাদের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেবার পর সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় তার নিষ্পত্তি করবে এবং বিষয়টি রাষ্ট্রপতির কাছে প্রতিবেদন করবে।

১২০। ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে সকল অসামরিক এবং বিচারিক প্রাধিকারীগণ সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের সাহায্যার্থে কার্য করবে।

আদালতের নিয়মাবলী ইত্যাদি

*১২১। (১) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনও বিধির বিধানসমূহের অধীনে, সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় সময় সময় রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে, ওই আদালতের কার্যপদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সাধারণভাবে প্রনিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করতে পারে, যাতে অন্তর্ভুক্ত হবে—

(ক) ওই আদালতে ব্যবহারজীবিরূপে কার্য করেন এমন ব্যক্তি সম্পর্কে নিয়মাবলী,

(খ) আপিলের শুনানীর প্রক্রিয়া ও অন্যান্য বিষয়সহ ওই আদালতের কোনও সময়সীমার মধ্যে আপিল দাখিল করতে হবে তা এবং সে সম্বন্ধে আদালত সমক্ষে উপস্থিত ব্যবহারজীবীদের বক্তব্য পেশ করার জন্য কত সময় দেওয়া হবে সে সম্বন্ধে নিয়মাবলী,

(গ) ওই আদালতে কোনও কার্যবাহের খরচ ও তার আনুষঙ্গিক খরচ সম্পর্কে এবং ওই আদালতে কার্যবাহ সম্বন্ধে যে দেয়ক (fees) আদায় করতে হবে সে সম্পর্কিত নিয়মাবলী,

(খ) জামিন মঞ্জুর করা সম্পর্কিত নিয়মাবলী ;

(ঙ) কার্যবাহ স্থগিত রাখা সম্পর্কিত নিয়মাবলী ;

(চ) যে আপিল তুচ্ছ অথবা বিরক্তিকর, অথবা বিলম্ব ঘটাবার উদ্দেশ্যে আনীত, বলে ওই আদালতের কাছে প্রতীয়মান হয়, তার ...... নির্ধারণের জন্য বিধান করার নিয়মাবলী।

---

* আমেরিকার সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে আদালতের সব বিচারপতিরা প্রত্যেকটি মামলার শুনানীতে অংশগ্রহণ করার অধিকারী, এবং আদালত কখনও বিভাজিত অবস্থায় উপবেশন করবে না। উক্ত আদালতের বিচারপতিরা এই রীতির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। সমিতির অভিমত এই যে, এই ভারতে অন্তত দুই শ্রেণীর মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হোক, যথা যেগুলিতে সংবিধানের ব্যাখ্যার প্রশ্ন জড়িত এবং যেগুলি অভিমতের জন্য ন্যায়ালয়ের কাছে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত। অন্যান্য শ্রেণীর মামলা সম্বন্ধে ওই একই রীতি প্রচারিত হবে কি না তা সংসদ বিধির দ্বারা প্রনিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

আদালত সমক্ষে নিজেদের বক্তব্য পেশ করার জন্য অধিবক্তাদের কত সময় দেওয়া হবে তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দফা (খ) আদালতকে যে ক্ষমতা দিয়েছে বিধি প্রণয়ন করার, তাও এই অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত হয়েছে। আমেরিকার সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রচলিত রীতিকে অনুসরণ করে এই ব্যবস্থা, যেখানে প্রতিটি মামলায় অধিবক্তাদের মাত্র, এক ঘন্টা সময় দেওয়া হয় সওয়াল করার, এদের বাকি বক্তব্য পেশ করতে হয় লিখিতভাবে। (সমিতির একজন সদস্য শ্রী আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার মনে করেন যে, এই অনুচ্ছেদে এই ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন, কারণ তার মতে, ভারতে সর্বোচ্চ আদালতের অবস্থান, সাধারণ আপিল সম্বন্ধীয় কার্যাবলীর ব্যাপারে, আমেরিকার সর্বোচ্চ আদালত থেকে ভিন্নতর)।

(২) এই সংবিধানের ব্যাখ্যার জন্য কোনও সারবান বিধিগত প্রশ্ন যাতে জড়িত আছে এরূপ কোনও মামলা মীমাংসা করার জন্য, অথবা এই সংবিধানে ১১৯ নং অনুচ্ছেদের অধীনে কোনও প্রেষণের শুনানির জন্য যে বিচারপতিগণকে উপবেশন করতে হবে তাদের সংখ্যা হবে পাঁচ ;

তবে, উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রত্যেক বিচারক অবাদে উপবেশন করতে পারবেন যদি না অসুস্থতা ব্যক্তিগত স্বার্থ বা অন্য পর্যাপ্ত কারণে তিনি তা করতে অসমর্থ হন।

(৩) এই সংবিধানের ১১৯ নং অনুচ্ছেদের অধীনে কোনও প্রতিবেদনের নিমিত্ত কোনও অভিমত এবং কোনও রায় প্রকাশ্য আদালত ভিন্ন সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় প্রদান করতে পারবে না।

(৪) মামলার শুনানিতে উপস্থিত বিচারপতিগণের অধিকাংশের ঐকমত্য ভিন্ন সর্বোচ ন্যায়ালয় কর্তৃক কোনও রায় বা ওইরূপ কোনও অভিমত প্রদত্ত হবে না, কিন্তু একমত নন এরূপ কোনও বিচারপতির পক্ষে অসম্মতিসূচক রায় বা অভিমত প্রদানে এই প্রকরণের কোনও কিছুই অন্তরায় হয় বলে গণ্য করা হবে না।

সর্বোচ্চ আদালতের খরচাদি এবং অধিকারিক ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও নিবৃত্তি বেতন

১২২। (১) সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের আধিকারিক ও কর্মচারিদের বি বা তাদের প্রদেয় বেতন, ভাতা ও নিবৃত্তি বেতন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে ভারতের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

(২) সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের আধিকারিকগণ ও কর্মচারীগণকে, বা তাদের সম্পর্কে, প্রদেয় সকল বেতন, ভাতা ও নিবৃত্তি বেতন সহ, ওই আদালতের প্রশাসনিক, ব্যয়সমূহ ভারতের রাজস্বের উপর প্রভাবিত হবে এবং ওই আদালত কর্তৃক কোনও দেয়ক বা অন্য অর্থ ওই রাজস্বের অঙ্গীভূত হবে।

প্রথম তফসিলের তৃতীয় খন্ডে বিনির্দিষ্ট রাজ্যগুলিতে উচ্চ ন্যায়ালয়ে বিচার নিষ্পত্তির জন্য প্রেষণের গঠন।

১২৩। (১) প্রথম তফসিলের তৃতীয় অংশে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যে এই অধ্যায়ের ১০৩ এবং ১০৬ নং অনুচ্ছেদে উচ্চ আদালতে প্রেষণসমূহ অথবা ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগকে যে কোনও আদালতে প্রেষণ হিসাবে গণ্য করা হবে, যা সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় অথবা রাজ্যের শাসকের সঙ্গে পরামর্শ করার পর ওইরূপ আদালত যে উক্ত তফসিলের প্রথম অংশে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যগুলির যে কোনও উচ্চ ন্যায়ালয়ের সমতুল্য এক আদালত এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট

হয়ে রাষ্ট্রপতি এই অনুচ্ছেদগুলির উদ্দেশ্য পূরণার্থে উচ্চ আদালত হিসাবে ঘোষণা করতে পারেন।

(২) প্রথম তফসিলের তৃতীয় অংশে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যের উচ্চ আদালতে এই অধ্যায়ের ১১০ এবং ১১৩ নং অনুচ্ছেদে প্রেষণগুলিতে ওই রাজ্যে চূড়ান্ত ক্ষেত্রাধিকারের আদালতে প্রেষণ হিসাবে গণ্য করা হবে সেই কার্যবাহ সম্বন্ধে যে ব্যাপারে উক্ত অনুচ্ছেদগুলিতে আপিল অথবা প্রেষণের বিধান দেওয়া আছে।

□ □ □

অধ্যায় V

ভারতের মহানিরীক্ষক (Auditor General)

১২৪। (১) ভারতে একজন মহানিরীক্ষক থাকবেন, যাকে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করবেন এবং যে প্রণালীতে এবং যে সকল হেতু-তে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতিকে অপসারিত করা কেবলমাত্র সেই ভাবেই তাকে পদ থেকে অপসারিত করা যাবে।

ভারতের মহা-নিরীক্ষক

(২) মহানিরীক্ষকের বেতন, ভাতা এবং চাকরির অন্য শর্তাবলী সংসদ বিধি দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত করবে সেরূপ হবে, এবং সেগুলি ওইরূপে নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত, দ্বিতীয় তফসিলে যেরূপ বিনির্দিষ্ট আছে তেমন হবে ঃ

তবে মহানিরীক্ষকের বেতন অথবা অনুপস্থিতি অবকাশ, নিবৃত্তি বেতন, বা অবসর গ্রহণের বয়স সম্পর্কে তার অধিকারগুলি তার নিযুক্তির পর, তার পক্ষে অসুবিধাজনক ভাবে পরিবর্তিত হবে না।

(৩) মহানিরীক্ষক যখন আর স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকবেন না তখন ভারত সরকারের বা কোনও রাজ্যের সরকারের অধীনে আর কোনও পদের জন্য যোগ্যপাত্র হবেন না।

(৪) মহানিরীক্ষক এবং তাঁর কর্মীবর্গের সদস্যগণকে ও তাদের বিষয়ে প্রদেয় বেতন, ভাতা ও নিবৃত্তি বেতন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে মহানিরীক্ষক কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

(৫) মহানিরীক্ষক ও তাঁর কর্মীবর্গের সদস্যগণকে ও তাদের বিষয়ে প্রদেয় বেতন, ভাতা ও নিবৃত্তি বেতন ভারতের রাজস্বের উপর প্রভাবিত থাকবে।

১২৫। সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনও বিধির দ্বারা ও তার অধীনে যেভাবে নির্দেশিত হবে সেইভাবে মহানিরীক্ষক ভারত সরকারের এবং রাজ্য সরকারের হিসাব সম্পর্কে নিজ দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

মহানিরীক্ষকের কর্তব্য ও ক্ষমতাসমূহ

ব্যাখ্যা—এই অনুচ্ছেদে "সংসদ কর্তৃক প্রণীত কথাটির মধ্যে ভারতের রাজ্য ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে বলবৎ যে কোনও বর্তমান বিধিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

১২৬। ভারত সরকারের হিসাবে ভারতের মহানিরীক্ষক, রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে যেভাবে রাখার নির্দেশ দেবেন সেইভাবে রাখতে হবে। এবং অনুরূপ অনুমোদনক্রমে কোনও রাজ্যের সরকারের হিসাবসমূহ যে পদ্ধতি অথবা নীতি অনুসারে রাখা কর্তব্য সে সম্বন্ধে মহানিরীক্ষক যে বিধিনির্দেশ দেবেন সেইভাবে হিসাব রাখার ব্যবস্থা করা ওই রাজ্যের কর্তব্য হবে।

হিসাব সম্পর্কে নির্দেশ দেবার ক্ষমতা ভারতের মহানিরীক্ষকের

১২৭। ভারত সরকারের হিসাব সম্বন্ধে ভারতের মহানিরীক্ষকের প্রতিবেদনসমূহ রাষ্ট্রপতি সমীপে পেশ করতে হবে, যিনি সেগুলি সংসদের সামনে স্থাপিত করবেন।

হিসাব-নিরীক্ষার প্রতিবেদনসমূহ

□ □ □

অংশ VI

অধ্যায়-১—সাধারণ

সংজ্ঞা

১২৮। এই খন্ডে প্রসঙ্গত, অন্যথা প্রয়োজন না হলে "রাজ্য" শব্দটি প্রথম তফসিলের প্রথম খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্য বুঝাবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়—নির্বাহিকবর্গ

রাজ্যপাল

রাজ্যগুলির রাজ্যপালগণ

১২৯। প্রতিটি রাজ্যের জন্য একজন রাজ্যপাল থাকবেন।

রাজ্যগুলির নির্বাহিক ক্ষমতা

১৩০। (১) রাজ্যের নির্বাহিক ক্ষমতা রাজ্যপালের উপর ন্যস্ত থাকবে এবং সংবিধান ও বিধি অনুসারে তিনি তা প্রয়োগ করতে পারবেন।

(২) এই অনুচ্ছেদের কোনও কিছুই—

(ক) কোনও বিদ্যমান বিধি দ্বারা অন্য কোনও প্রাধিকারিককে অর্পিত কোনও কৃত রাজ্যপালের কাছে হস্তান্তরিত করলো বলে গণ্য হবে না ; অথবা

(খ) সংসদ বা রাজ্যের বিধানমন্ডল কর্তৃক বিধি দ্বারা রাজ্যপালের অধীন কোনও প্রাধিকারিককে কৃত্যগুলি অর্পনের অন্তরায় হবে না।

রাজ্যন্যায়ালয় নির্বাচন

*১৩১। বিকল্পরূপে কোনও রাজ্যের রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তার স্বাক্ষরিত ও মুদ্রাঙ্কিত অধিপত্র (warrent) দ্বারা নিযুক্ত করবেন, রাজ্যের বিধানসভার সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত চার জন প্রার্থীর নামাসূচি থেকে অথবা, যেখানে কোনও রাজ্যে বিধান পরিষদ আছে সেখানে একটি যৌথ বৈঠকে সমবেত হওয়া বিধানসভা ও বিধান পরিষদের সকল সদস্য দ্বারা, আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি অনুসারে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা এবং ওইরূপ নির্বাচন গোপন ভোটপত্র দিয়ে ভোট দেওয়া হবে।

রাজ্যপালের পদের কার্যকাল

১৩২। রাজ্যপাল তাঁর পদের কার্যভার গ্রহণ করবে তারিখ থেকে *পাঁচ বৎসর কাল পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন ;

---

* সমিতির বেশ, কিছু সদস্য প্রবলভাবে এই বিকল্পের পক্ষে, কারণ তারা মনে করেন যে, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত রাজ্যপাল সংবিধানমন্ডলের কাছে দায়ী থাকা প্রধানমন্ত্রীর সহ-অবস্থান সংঘর্ষ সৃষ্টি করতে পারে এবং পরিণামে প্রশাসনিক দুর্বলতা দেখা দিতে পারে।

তবে—

(ক) রাজ্যপাল রাজ্যের বিধানসভার অধ্যক্ষকে অথবা যে রাজ্যে বিধানমন্ডলের দুটি কক্ষ আছে সেখানে বিধানসভার অধ্যক্ষকে এবং রাজ্যের বিধান পরিষদের সভাপতিকে সম্ভাষণ করে নিজ স্বাক্ষরিত লিখন দ্বারা স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন;

(খ) **"সংবিধান লঙ্ঘনের" জন্য রাজ্যপালকে এই সংবিধানের ১৩৭ নং অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে মহাভিযোগ এনে পদ থেকে অপসারিত করা যেতে পারে ;

(গ) রাজ্যপাল তাঁর কার্যকালের অবসান হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর উত্তরবর্তী তাঁর পদের কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত পদে অধিষ্ঠিত থেকে যাবেন।

রাজ্যপাল হিসাবে পুনঃনির্বাচন/পুনঃ-নিযুক্তির যোগ্যতা

***১৩৩। যে ব্যক্তি রাজ্যপালের পদে অধিষ্ঠিত আছেন, অথবা অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি উক্ত পদে, কেবলমাত্র একবারের জন্য পুনর্নির্বাচিত/পুনর্নিযুক্ত হবার যোগ্য হবেন।

রাজ্যপাল হিসাবে নির্বাচিত হবার যোগ্যতাবলী

১৩৪। (১) কোনও ব্যক্তি রাজ্যপাল রূপে নির্বাচিত হবার যোগ্য হবেন না, যদি না তিনি ভারতের নাগরিক হন এবং পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স পূর্ণ করে থাকেন।

(২) কোনও ব্যক্তি রাজ্যের রাজ্যপাল হিসাবে নির্বাচনের জন্য যোগ্য হবেন না—

(ক) যদি তিনি রাজ্যের বিধানসভার সদস্য হিসাবে বৃত হবার অযোগ্য হন ;

তবে, ওই রাজ্যের অধিবাসী হওয়া কোনও ব্যক্তির পক্ষে বাধ্যতামূলক হবে না।

(খ) যদি তিনি প্রথম তফসিলের সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট, ভারত সরকারের অধীনে অথবা রাজ্য সরকারের অধীনে, অথবা উক্ত সরকারগুলির কোনওটির নিয়ন্ত্রণাধীনে কোনও স্থানীয় অথবা কোনও কর্তৃপক্ষের অধীনে কোনও পদে অথবা লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

---

* সমিতির অভিমত এই যে, যে কারণে বিধানসভার আয়ুষ্কাল চার থেকে পাঁচ বৎসর বাড়িয়ে দেবার প্রস্তাব দিয়েছিল সমিতি, সেই কারণে রাজ্যপালের পদের কার্যকাল চার বৎসরের পরিবর্তে পাঁচ বৎসর হওয়া উচিত।

** সমিতির অভিমত এই যে, রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে যা করা হবে সেই মতো সংবিধান উল্লঙ্ঘন করার জন্যই কেবল রাজ্যপালের বিরুদ্ধে মহাভিযোগ আনা উচিত।

* ১৩১ নং অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় বিকল্পটি যদি গৃহীত হয়, তবে "পুনর্নিযুক্তি" শব্দটি এই অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত হবে "পুনর্নির্বাচন" শব্দটির পরিবর্তে।

ব্যাখ্যা—এই প্রকরণের উদ্দেশ্য সাধনে কোনও ব্যক্তিকে কোনও পদ বা লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত আছেন বলে গণ্য করা হবে না যদি তিনি কেবল মাত্র—

(ক) প্রথম তফসিলের প্রথম খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের বা ভারতের মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত থাকেন ; অথবা

(খ) প্রথম তফসিলের তৃতীয় খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, যদি তিনি রাজ্যের বিধানসভার কাছে অথবা, যেখানে রাজ্যের বিধানসভার দুটি কক্ষ আছে, সেখানে বিধানসভার নিম্নকক্ষের কাছে দায়ী থাকেন এবং অবস্থা অনুযায়ী বিধানসভা অথবা সদনের সদস্যদের তিন-চতুর্থাংশ দ্বারা নির্বাচিত হন।

বিকল্প রূপে

রাজ্যপালরূপে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতা

*১৩৪। (১) কোনও ব্যক্তি রাজ্যপাল রূপে নিযুক্ত হবার যোগ্য হবেন না; যদি না তিনি ভারতের নাগরিক হন এবং পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ণ করে যাবেন।

(২) কোনও ব্যক্তি যদি রাজ্যের বিধানসভার সদস্য হিসাবে বৃত হবার যোগ্য না হন, তবে তিনি ওই রাজ্যের রাজ্যপাল রূপে নিযুক্ত হবার যোগ্য হবেন না;

তবে, ওইরূপ কোনও ব্যক্তিকে ওই রাজ্যের অধিবাসী হবার প্রয়োজন নেই।

রাজ্যপালদের শর্তাবলী

১৩৫। (১) রাজ্যপাল সংসদের কোনও কক্ষের বা প্রথম তফসিলে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের বিধানমন্ডলের কোনও কক্ষের সদস্য হবেন না, এবং যদি সংসদের কোনও কক্ষের অথবা ওইরূপ কোনও রাজ্যের বিধানমন্ডলের কোনও কক্ষের কোনও সদস্য রাজ্যপাল রূপে নির্বাচিত/*নিযুক্ত হন, তাহলে তিনি রাজ্যপাল রূপে তাঁর কার্যভার গ্রহণ করার তারিখ থেকে ওই কক্ষে তাঁর আসন শূন্য করে দিয়েছেন বলে ধরে নেওয়া হবে।

(২) রাজ্যপাল অন্য কোনও পদ অথবা লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন না।

---

*যদি দ্বিতীয় বিকল্পটি ১৩১ নং অনুচ্ছেদে গৃহীত হয়ে থাকে, তবে এই বিকল্পটিকে বর্তমান অনুচ্ছেদে গৃহীত হতেই হবে।

*যদি ১৩১ নং অনুচ্ছেদে দ্বিতীয় বিকল্পটি গৃহীত হয়, তবে এই অনুচ্ছেদের ১নং প্রকরণে "নির্বাচিত" শব্দটির পরিবর্তে "নিযুক্ত" শব্দটি ব্যবহার করতে হবে।

(৩) রাজ্যপাল একটি সরকারি বাসভবন পাবেন, এবং রাজ্যের বিধানমন্ডল কর্তৃক বিধি দ্বারা যেরূপ উপলভ্য ও ভাতাসমূহ নির্ধারিত হয় তা এবং এ বিষয়ে কোনও বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, দ্বিতীয় তফসিলে যেরূপ উপলভ্য এবং ভাতাসমূহ বিনির্দিষ্ট আছে তা পাবার অধিকারী হবেন।

(৪) রাজ্যপালের উপলভ্য ও ভাতাসমূহ তাঁর পদের কার্যকালে হ্রাস করা যাবে না।

রাজ্যপালের এবং রাজ্যপালের কৃত্যসমূহ নির্বাহকারী ব্যক্তির পদের কার্যভার গ্রহণের আগে শপথ ও প্রতিজ্ঞা

১৩৬। প্রত্যেক রাজ্যপাল এবং রাজ্যপালের কৃত্যসমূহ নির্বাহকারী প্রত্যেক ব্যক্তি, আপন পদের কার্যভার গ্রহণ করার আগে রাজ্যের বিধানমন্ডলের সদস্যদের সমক্ষে নিম্নলিখিত নিদর্শে একটি শপথ বা প্রতিজ্ঞা করে তাতে স্বাক্ষর করবেন যথা ঃ—

"আমি, ক, খ, সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা (অথবা শপথ) করছি যে, আমি নিষ্ঠাপূর্বক.....(রাজ্যের নাম)-এর রাজ্যপাল পদের কৃত্যসমূহ নির্বাহ করব এবং আমার পূর্ণ সামর্থ অনুসারে সংবিধান ও বিধির পরিরক্ষণ, রক্ষণ, প্রতিরক্ষণ করব এবং আমি...... (রাজ্যের নাম)-এর জনগণের সেবায় ও কল্যাণে আত্মনিয়োগ করব।"

রাজ্যপালের বিরুদ্ধে মহাভিযোগের প্রক্রিয়া

১৩৭। (১) সংবিধান উল্লঙ্ঘনের জন্য রাজ্যপালের বিরুদ্ধে মহাভিযোগ করতে হলে রাজ্যের বিধানসভা কর্তৃক অভিযোগ আনতে হবে।

(২) ওইরূপ কোনও অভিযোগ আনা যাবে না, যদি না—

(ক) ওইরূপ অভিযোগ আনার প্রস্তাব এমন এক গৃহীত সিদ্ধান্তে অন্তর্ভুক্ত থাকে যা বিধানসভার কমপক্ষে ত্রিশ জন সদস্য কর্তৃক ওই গৃহীত সিদ্ধান্ত উত্থাপনের জন্য তাঁদের অভিযোগ জানিয়ে স্বাক্ষর করে একটি লিখিত বিজ্ঞপ্তি জারি করার পর উত্থাপিত হয়ে থাকে ; এবং

(খ) বিধানসভার মোট সদস্য সংখ্যার ন্যূনতম দুই-তৃতীয়াংশ কর্তৃক ঐরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়ে থাকে।

(৩) ওইরূপ কোনও অভিযোগ আনীত হলে বিধানসভার অধ্যক্ষ রাজ্যসভার সভাপতিকে জানাবেন এবং তার ফলে রাজ্য পরিষদ একটি সমিতি নিয়োগ করবেন, যাতে সেই সব ব্যক্তিরা থাকতে পারেন অথবা অন্তর্ভুক্ত হবেন, যাঁরা পরিষদের সদস্য নন, অভিযোগের তদন্ত করার জন্য এবং ওইরূপ তদন্তে রাজ্যপালের উপস্থিত থাকার বা প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত থাকার অধিকার থাকবে।

(৪) যদি ওই তদন্তের ফলে একটি প্রস্তাব রাজ্যসভার মোট সদস্য সংখ্যার ন্যূনতম দুই-তৃতীয়াংশ কর্তৃক সমর্থিত হয়ে, অনুমোদিত হয় এবং ঘোষণা করে যে, রাজ্যপালের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রতিপন্ন হয়েছে, তবে ওইরূপ সিদ্ধান্তের কার্যকারিতা এটাই হবে যে, ওই সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার তারিখ থেকে রাজ্যপাল তাঁর পদ থেকে অপসারিত হয়ে যাবেন।

কোনও কোনও আকস্মিক অবস্থায় রাজ্যপালের কৃত্যনির্বাহের জন্য বিধান করার ব্যাপারে রাজ্যের বিধানমন্ডল/রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা

*১৩৮। এই অধ্যায়ে যে আকস্মিক অবস্থার জন্য কোনও বিধান করা হয়নি এরূপ অবস্থায় কোনও রাজ্যের বিধানমন্ডল যেরূপ উপযুক্ত মনে করবে সেরূপ বিধান করতে পারে। **রাষ্ট্রপতি যেরূপ উপযুক্ত মনে করবেন সেরূপ বিধান করতে পারবেন** রাজ্যটির/কোনও রাজ্যের রাজ্যপালের কৃত্যসমূহ নির্বাহের জন্য।

রাজ্যপাল পদ শূন্য হলে তা পূরণ করার জন্য একটি নামসূচি রচনা করার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার সময়

*১৩৯। (১) রাজ্যপালের পদের কার্যকালের অবসানের ফলে সৃষ্ট শূন্যপদ পূরণার্থে **নামসূচি রচনার জন্য নির্বাচন**/কোনও নির্বাচন (ওইরূপ) কার্যকাল শেষ হবার আগে সম্পূর্ণ করতে হবে।

(২) রাজ্যপালের পদ তাঁর মৃত্যু, পদত্যাগ অথবা অপসারণ বা অন্য কোনওভাবে শূন্য হলে তাঁর পূরণার্থে **নামসূচি রচনার জন্য নির্বাচন**/কোনও নির্বাচন শূন্যতা ঘটার পর যথাসম্ভব শীঘ্র করতে হবে এবং শূন্যতা পূরণের জন্য যে ব্যক্তি নির্বাচিত/নিযুক্ত হবেন তিনি এই

---

* যদি ১৩১ নং অনুচ্ছেদে দ্বিতীয় বিকল্পটি গৃহীত হয়, তবে এই অনুচ্ছেদে "কোনও রাজ্যের বিধানমন্ডল যেরূপ উপযুক্ত মনে করবে সেরূপ বিধান করতে পারবে" এই শব্দগুলির পরিবর্তে "রাষ্ট্রপতি যেরূপ উপযুক্ত মনে করবেন সেরূপ বিধান করতে পারবেন" শব্দগুলিকে ব্যবহার করতে হবে এবং এই অনুচ্ছেদে "রাজ্যটির" পরিবর্তে "কোনও রাজ্য" শব্দগুলি ব্যবহার করতে হবে।

সমিতির অভিমত এই যে, রাজ্যপাল বিধানমন্ডল কর্তৃক নির্বাচিত নামসূচি থেকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন বা জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন, উপ রাজ্যপালের কোনও আবশ্যকতা নেই। কেন্দ্রে উপরাষ্ট্রপতির মতো উপ-রাজ্যপাল উচ্চ কক্ষের সভাপতি হতে পারবেন না পদাধিকার বলে কারণ বেশির ভাগ রাজ্যেই উচ্চ কক্ষ থাকবে না। তার ফল এই যে, যতক্ষণ রাজ্যপাল থাকবেন, ততক্ষণ উপ-রাজ্যপালের কোনও নির্দিষ্ট কৃত্য নির্বাহ করার মতো থাকবে না। উপ-রাজ্যপালের পদ সৃষ্টি করার একমাত্র হেতুটি হল এই যে, অকস্মাৎ পদ শূন্য হলে এমন একজনকে থাকতে হবে যিনি রাজ্যপালের স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন। ওই প্রকারের বিধান প্রণয়নের বিষয়টি, ক্ষেত্র বিশেষে, রাজ্যের বিধানমন্ডল অথবা রাষ্ট্রপতির উপর ছেড়ে দিতে হবে, **দৃষ্টান্ত স্বরূপ**, বিধানমন্ডল অথবা রাষ্ট্রপতি আগে থাকতে এমন বিধি-ব্যবস্থা করে রাখতে পারেন যে, হঠাৎ রাজ্যপালের পদ শূন্য হলে, প্রধান বিচারপতি রাজ্যপালের কৃত্যসমূহ নির্বাহ করবেন (**তুলনীয়**—শীলমোহর যুক্ত ক্ষমতাপত্র লেটার্স পেটেন্টের ৬নং প্যারাগ্রাফের ভিত্তিতে গঠিত দক্ষিণ আফ্রিকা সংঘের রাষ্ট্রপালের (গভর্নর জেনারেল) পদ, যেখানে বিধান করা হয়েছে যে, কোনও কোনও আকস্মিক পরিস্থিতিতে, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপালের ক্ষমতাসমূহের প্রয়োগ করবেন।)

সংবিধানের ১৩২ নং অনুচ্ছেদে বিধিকৃতভাবে পাঁচ বৎসরের পূর্ণ কার্যকাল পদে অধিষ্ঠিত থাকার অধিকারী হবেন।

রাজ্যপালের নির্বাচন সম্বন্ধীয় বা তৎসম্পর্কিত বিষয়াবলী/রাজ্যপাল নিযুক্ত করার জন্য সময়সূচি রচনার জন্য নির্বাচন

*১৪০। (১) রাজ্যপালের নির্বাচন/**রাজ্যপালের নিযুক্তির উদ্দেশ্যে নামসূচি রচনার জন্য নির্বাচন** থেকে উদ্ভূত বা তৎসম্পর্কিত সকল সন্দেহ এবং বিবাদ সম্বন্ধে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় অনুসন্ধান ও মীমাংসা করবেন এবং (ওই) ন্যায়ালয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে।

(২) এই সংবিধানের বিধানগুলির অধীনে রাজ্য বিধির দ্বারা রাজ্যপালের নির্বাচন/**রাজ্যপালের নিযুক্তির উদ্দেশ্যে নামসূচি রচনার জন্য নির্বাচন** সম্বন্ধীয় অথবা তৎসম্পর্কিত যে কোনও বিষয় প্রনিয়ন্ত্রিত করতে পারে।

কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষমা ইত্যাদি করার এবং দন্ডাদেশ নিলম্বিত রাখার, পাঠ করার বা লঘু করার পক্ষে রাজ্যপালের ক্ষমতা

১৪১। যে সব বিষয়ে রাজ্যের বিধানমন্ডলের অধিক প্রণয়নের ক্ষমতা আছে সে সম্পর্কিত কোনও বিধির বিরুদ্ধে কোনও অপরাধে দোষী-সাব্যস্ত কোনও ব্যক্তির দন্ড সম্বন্ধে ক্ষমা, প্রবিলম্বন, বিরাম বা পরিহার করার অথবা তার দন্ডাদেশ নিলম্বিত রাখার, পরিহার করার অথবা লঘু করার ক্ষমতা রাজ্যপালের থাকবে।

রাজ্যের নির্বাহিক ক্ষমতার প্রকার

১৪২। এই সংবিধানের শর্ত সাপেক্ষে প্রতিটি রাজ্যের নির্বাহিক ক্ষমতা প্রসারিত হবে—

(ক) সেই বিষয়সমূহ সম্বন্ধে যে সব বিষয়ের সম্পর্কে ওই রাজ্যের বিধানমন্ডলের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা আছে, এবং

(খ) এই সংবিধানের ২৩৬ নং অনুচ্ছেদে অথবা ২৩৭ নং অনুচ্ছেদের অধীনে প্রথম তফসিলের তৃতীয় খন্ডে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যে অথবা রাজ্যমন্ডলীর সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও চুক্তির অধীনে যেমন ভাবে প্রয়োগযোগ্য সেইভাবে ওইরূপ অধিকার, প্রাধিকার এবং অধিক্ষেত্রের প্রয়োগ করার ব্যাপারে।

---

* যদি ১৩১ নং অনুচ্ছেদে দ্বিতীয় বিকল্পটি গৃহীত হয়, তবে এই অনুচ্ছেদের (১) নং, (২) নং প্রকরণগুলিতে "কোনও নির্বাচন" শব্দগুলির পরিবর্তে "নামসূচি রচনা করার জন্য নির্বাচন" শব্দগুলি ব্যবহার করতে হবে এবং এই অনুচ্ছেদের (২) নং প্রকরণে "নির্বাচিত" শব্দটির পরিবর্তে "নিযুক্ত" শব্দটি ব্যবহার করতে হবে।

*যদি ১৩১ নং অনুচ্ছেদে দ্বিতীয় বিকল্পটি গৃহীত হয়, তবে এই অনুচ্ছেদের (১) এবং (২) নং প্রকরণে "রাজ্যপালের নির্বাচন" শব্দগুলির পরিবর্তে "রাজ্যপালের নিযুক্তির উদ্দেশ্যে নামসূচি রচনার জন্য নির্বাচন" শব্দগুলি ব্যবহার করতে হবে।

মন্ত্রী পরিষদ

রাজ্যপালকে সাহায্য ও মন্ত্রণাদানের জন্য মন্ত্রীপরিষদ

১৪৩। (১) রাজ্যপালের, যতদূর পর্যন্ত তার কৃত্যসমূহ বা এদের কোনও একটি তাঁর স্ববিবেচনার অনুষ্ঠিত হওয়া এই সংবিধান দ্বারা অথবা সংবিধান অনুযায়ী আবশ্যক ততদূর পর্যন্ত ভিন্ন নিজ কৃত্যসমূহ অনুষ্ঠানে সাহায্য করারও মন্ত্রণা দেবার জন্য থাকবে একটি মন্ত্রীপরিষদ, যার শীর্ষে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী।

(২) যদি কোনও প্রশ্ন ওঠে যে, কোনও বিষয় এরূপ বিষয় কিনা যার সম্পর্কে এই সংবিধান দ্বারা বা সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপালের স্ববিবেচনার কার্য করা আবশ্যক, তাহলে, রাজ্যপালের স্ববিবেচনা অনুযায়ী মীমাংসা চূড়ান্ত হবে, এবং রাজ্যপাল কর্তৃক কৃত কোনও কার্যের বৈধতা সম্পর্কে তাঁর স্ববিবেচনায় কার্য করার উচিত ছিল বা উচিত ছিল না, এই কারণে কোনও আপত্তি করা যাবে না।

(৩) মন্ত্রীগণ রাজ্যপালকে কোনও মন্ত্রণা দিয়েছেন কিনা এবং দিয়ে থাকলে কি মন্ত্রণা দিয়েছেন, এই প্রশ্ন সম্পর্কে কোনও আদালতে অনুসন্ধান করা যাবে না।

মন্ত্রীদের সম্পর্কে অপর বিধানাবলী

১৪৪। (১) রাজ্যপালের মন্ত্রীগণ তদ্-কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং এযাবৎ রাজ্যপালের অভিরুচি তাবৎ পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন ; তবে বিহার, মধ্যপ্রদেশ এবং বেয়ার এবং ওড়িষ্যা রাজ্যসমূহে জনজাতি কল্যাণের ভারপ্রাপ্ত একজন মন্ত্রী থাকবেন, যিনি তদুপরি তফসিলি জাতিসমূহের ও অনগ্রসর শ্রেণীদের কল্যাণ সাধনের বা অন্য কোনও কার্যের ভারপ্রাপ্ত হতে পারবেন।

(২) কোনও মন্ত্রী আপন পদের কার্যভার গ্রহণ করার আগে রাজ্যপাল তাঁকে তৃতীয় তফসিলে এই উদ্দেশ্যে প্রদর্শিত নিদর্শ অনুসারে পদের ও মন্ত্রগুপ্তির শপথ গ্রহণ করবেন।

(৩) কোনও মন্ত্রী যিনি ক্রমান্বয়ে যে কোনও ছয় মাস কাল রাজ্যের বিধানমন্ডলের সদস্য থাকেন না, তিনি ওই কালের অবসানে আর মন্ত্রী থাকবেন না।

(৪) রাজ্যপাল তার মন্ত্রীদের বৃত করার ব্যাপারে এবং তাঁদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ব্যাপারে সাধারণত পরিচালিত হবেন চতুর্থ তফসিলে লিপিবদ্ধ করা নির্দেশাবলী অনুসারে, কিন্তু ওইরূপ নির্দেশাবলী অনুসারে ভিন্ন অন্যভাবে কোনও কিছু করার জন্য রাজ্যপালের কৃত কোনও কার্যের বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত করা যাবে না।

(৫) মন্ত্রীদের বেতন ও ভাতাসমূহ রাজ্যের বিধানমন্ডল বিধি দ্বারা সময় সময় যেরূপ নির্ধারিত করবেন সেরূপ হবে, এবং রাজ্যের বিধানমন্ডল তা ওইরূপে নির্ধারিত করা না পর্যন্ত, দ্বিতীয় তফসিলে যেরূপ নির্দিষ্ট আছে সেরূপ হবে।

(৬) মন্ত্রীদের নিয়োগ ও বরখাস্ত করার ব্যাপারে এই অনুচ্ছেদের অধীনে রাজ্যপালের কৃত্যসমূহ তাঁর স্ববিবেচনা অনুসারে প্রযোজ্য হবে।

রাজ্যের মহাঅধিবক্তা (Advocate General)

রাজ্যের মহাঅধিবক্তা

১৪৫। (১) প্রত্যেক রাজ্যের রাজ্যপাল উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতি নিযুক্ত হবার যোগ্যতা সম্পন্ন কোনও ব্যক্তিকে ওই রাজ্যের মহাঅধিবক্তা রূপে নিযুক্ত করবেন।

(২) মহাঅধিবক্তার কর্তব্য হবে সেরূপ বৈধিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে রাজ্য সরকারকে মন্ত্রণাদান করা এবং বৈধিক চরিত্রের যেরূপ অন্য কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করা যা রাজ্যপাল সময় সময় তাঁর কাছে প্রেষণ করবেন বা তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করবেন এবং এই সংবিধান দ্বারা বা সংবিধান অনুযায়ী, অথবা সেই সময়ে বলবৎ অন্য কোনও বিধি দ্বারা বা বিধি অনুযায়ী, যেসব কৃত্য তাঁকে অর্পিত হবে তা নির্বাহ করা।

(৩) রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করলে মহাঅধিবক্তা তাঁর পদ থেকে অবসর নেবেন, কিন্তু তাঁর উত্তরসূরি নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অথবা তিনি পুনর্নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর পদের কার্য চালিয়ে যাবেন।

(৪) রাজ্যপাল যেরূপ নির্ধারিত করবেন মহাঅধিবক্তা সেরূপ পারিশ্রমিক পাবেন।

সরকারি কার্য চালনা

রাজ্য সরকারের কার্য চালনা

১৪৬। (১) কোনও রাজ্যের সরকারের সকল নির্বাহিক কার্য রাজ্যপালের নামে কৃত বলে অভিব্যক্ত হবে।

(২) রাজ্যপালের নামে কৃত ও নিষ্পাদিত আদেশ ও অন্যান্য সংলেখসমূহ রাজ্যপাল কর্তৃক যে নিয়মাবলী প্রণীত হবে তাতে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হতে পারে সেরূপ প্রণালীতে প্রমাণিকৃত হবে এবং ওইরূপে প্রমাণিকৃত কোনও আদেশ বা সংলেখের বৈধতা সম্বন্ধে এই হেতুতে আপত্তি করা যাবে না যে, তা রাজ্যপাল কর্তৃক কৃত বা নিষ্পাদিত আদেশ বা সংলেখ নয়।

রাজ্যপালকে তথ্য সরবরাহ ইত্যাদি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর কর্তব্য

১৪৭। প্রত্যেক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কর্তব্য হবে—

(ক) রাজ্যের কার্যাবলী পরিচালনা সম্বন্ধে মন্ত্রী পরিষদের সকল সিদ্ধান্ত এবং বিধি প্রণয়নের প্রস্তাবগুলি রাজ্যের রাজ্যপালকে জানানো ;

(খ) রাজ্যের কার্যাবলী পরিচালনা এবং বিধি প্রণয়নের প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে রাজ্যপাল যে তথ্য চাইতে পারেন তা সরবরাহ করা ; এবং

(গ) রাজ্যপাল যদি এমন অনুজ্ঞা করেন, যে বিষয়ে কোনও মন্ত্রী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, অথচ যা মন্ত্রীপরিষদ কর্তৃক বিবেচিত হয়নি, তা ওই পরিষদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা।

□ □ □

অধ্যায় III—রাজ্য বিধানমন্ডল

সাধারণ

প্রথম তফসিলের প্রথম খন্ডে রাজ্যে বিধানমন্ডলের গঠন

১৪৮। (১) প্রত্যেক রাজ্যের জন্য থাকবে একটি বিধানমন্ডল, যা রাজ্যপাল এবং—

(ক) ..... *রাজ্যসমূহের, দুটি কক্ষ ;

(খ) অন্যান্য রাজ্যে, একটি কক্ষ নিয়ে গঠিত হবে।

(২) যে-ক্ষেত্রে কোনও রাজ্যের বিধানমন্ডলের দুটি কক্ষ থাকে, সে ক্ষেত্রে একটি বিধানপরিষদ ও অন্যটি বিধানসভা নামে পরিচিত হবে এবং যে ক্ষেত্রে মাত্র একটি কক্ষ থাকে, সেক্ষেত্রে তা বিধানসভা নামে পরিচিত হবে।

বিধানসভার রচনা

১৪৯। (১) এই সংবিধানের ২৯৪ এবং ২৯৫ নং অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর শর্তসাপেক্ষে প্রতিটি রাজ্যের বিধানসভা প্রত্যক্ষ নির্বাচন দ্বারা কৃত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হবে।

(২) নির্বাচন হবে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ; অর্থাৎ প্রতিটি নাগরিক, যার বয়স একুশ বছরের কম নয়, এবং অনাবাসী, বিকৃত মস্তিষ্ক, অপরাধ অথবা দুর্নীতি বা অবৈধ কার্যের হেতুতে রাজ্যের বিধানমন্ডলের প্রণীত কোনও বিধি বা এই সংবিধান অনুযায়ী অন্যভাবে অযোগ্য নয়, ওইরূপ নির্বাচনে ভোটদাতা হিসাবে তালিকাভুক্ত হবার অধিকারী।

(৩) কোনও রাজ্যের বিধানসভায় প্রতিটি আঞ্চলিক নির্বাচন ক্ষেত্রের প্রতিনিধিত্ব হবে পূর্ববর্তী সর্বশেষ আদমসুমারিতে স্থিরীকৃত উক্ত নির্বাচন ক্ষেত্রের জনসংখ্যার ভিত্তিতে, এবং আসামের স্বশাসিত জেলাগুলির ক্ষেত্র বাদে, তা হবে জনসংখ্যার প্রতি এক লক্ষের জন্য অনধিক একজন প্রতিনিধির পরিমাপে ;

তবে, কোনও রাজ্যের বিধানসভার সদস্যদের মোট সংখ্যা কোনও ক্ষেত্রে তিন শতের অধিক বা ষাটের কম হবে না।

(৪) প্রতিটি আদমসুমারির কাজ সম্পূর্ণ হবার পর, প্রতিটি রাজ্যের বিধানসভায় কতিপয় আঞ্চলিক নির্বাচন ক্ষেত্রসমূহের প্রতিনিধিত্ব, এই সংবিধানের ২৮৯ নং অনুচ্ছেদের বিধানসমূহের শর্তসাপেক্ষে, রাজ্যটির বিধানমন্ডল বিধির দ্বারা নির্ধারিত

---

* এই রাজ্যগুলির নাম তখনই সন্নিবেশিত হবে যখন স্থির করা হবে যেকোনও রাজ্যের দুটি করে কক্ষ থাকবে।

সেইরূপ পদ্ধতি এবং সেইরূপ তারিখ থেকে সেইরূপ প্রাধিকারী কর্তৃক পুনর্বিন্যস্ত হবে ;

তবে, ওইরূপ পুনর্বিন্যাস বিধানসভার প্রতিনিধিত্বকে প্রভাবিত করবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত বর্তমান বিধানসভার অবলোপন হবে।

বিধানপরিষদের রচনা

১৫০। (১) যে রাজ্য বিধান পরিষদ আছে সেই রাজ্যে ওই পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা ওই রাজ্যের বিধানসভার মোট সদস্য সংখ্যার পঁচিশ শতাংশের অধিক হবে না।

(২) কোনও রাজ্যের বিধান পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার মধ্যে—(ক) এই অনুচ্ছেদের (৩) নং প্রকরণের অধীনে গঠিত প্রার্থীদের নামসূচি থেকে অর্ধেক বৃত হবে ;

(খ) রাজ্যের বিধানসভার সদস্যগণ কর্তৃক অনুপাতী প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি অনুসারে একক সংক্রমনীয় ভোট দ্বারা নির্বাচিত হবেন এক-তৃতীয়াংশ ; এবং

(গ) অবশিষ্টরা মনোনীত হবেন রাজ্যপাল কর্তৃক।

(৩) প্রথম সাধারণ নির্বাচনের আগে এবং তারপরে, কোনও রাজ্যের বিধান পরিষদ, এই সংবিধানের ১৫১ নং অনুচ্ছেদের (২) নং প্রকরণ অনুযায়ী প্রতিটি ত্রৈবার্ষিক নির্বাচনের আগে, প্রার্থীদের নিয়ে পাঁচটি নামসূচি গঠিত হবে, যার মধ্যে একটিতে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতিনিধিদের নামগুলি থাকবে এবং অবশিষ্ট চারটিতে যথাক্রমে থাকবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অথবা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম, বিষয়গুলি হল —

(ক) সাহিত্য, কলা এবং বিজ্ঞান ;

(খ) কৃষি, মৎস্য-চাষ এবং সম্বন্ধযুক্ত বিষয়গুলি ;

(গ) যন্ত্রবিদ্যা সংস্থাপত্যবিদ্যা ;

(ঘ) লোক-প্রশাসন এবং সমাজ সেবা।

(৪) এই অনুচ্ছেদের (৩) নং প্রকরণের অধীনে রচিত প্রার্থীদের প্রতিটি নামসূচিতে ওইরূপ নামসূচি থেকে নির্বাচিত হবে এমন প্রার্থীদের সঙ্গে কমপক্ষে দ্বিগুণ থাকা উচিত।

(৫) উপ-নির্বাচনের জন্য এই অনুচ্ছেদের (৩) এবং (৪) নং প্রকরণগুলি

কার্যকর হবে ঐ রাজ্য কর্তৃক বিধি দ্বারা বিধানমন্ডল কর্তৃক নির্ধারিত হতে পারে এমন অভিযোজন এবং পরিবর্তনের শর্ত সাপেক্ষে।

বিধানমণ্ডলের স্থায়িত্বকাল

১৫১। (১) প্রত্যেক রাজ্যের প্রত্যেক বিধানসভা, আরও আগে ভেঙ্গে দেওয়া না হলে, তার প্রথম অধিবেশনের জন্য নির্দিষ্ট তারিখ থেকে *পাঁচ বৎসর পর্যন্ত চলবে এবং উক্ত *চার বৎসর সময় সীমার অবসানের ক্রিয়া এই হবে যে ওই সভা ভেঙ্গে যাবে।

(২) কোনও রাজ্যের বিধানপরিষদ ভেঙ্গে দেওয়া চলবে না, কিন্তু তার সদস্যগণ যথা সম্ভব নিকটতম এক-তৃতীয়াংশ প্রতি তৃতীয় বৎসর অবসান হলে, যথাসম্ভব শীঘ্র, রাজ্যের বিধানমন্ডল কর্তৃক বিধি দ্বারা যে ব্যাপারে প্রণীত বিধান অনুসারে অবসর গ্রহণ করবেন।

রাজ্য বিধানমণ্ডলের সদস্যপদের জন্য বয়ঃসীমা

১৫২। কোনও ব্যক্তি রাজ্য বিধানমন্ডলের কোনও আসন পূর্ণ করার জন্য বৃত হবার যোগ্যতা সম্পন্ন হবেন না, যদি না তিনি বিধানসভার কোনও আসনের ক্ষেত্রে অন্যূন পঁচিশ বৎসর বয়স্ক হন এবং বিধানপরিষদের কোনও আসনের ক্ষেত্রে অন্যূন ত্রিশ বৎসর বয়স্ক হন।

রাজ্য বিধানমণ্ডলের অধিবেশন, সত্রাবসান এবং ভঙ্গকরণ

১৫৩। (১) রাজ্যের বিধানমন্ডলের কক্ষগুলি অথবা কক্ষ প্রতি বৎসর অন্ততপক্ষে দুই বার মিলিত হবার জন্য আহ্বান করা হবে এবং তার কোনও অধিবেশনের সর্বশেষ বৈঠক ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের জন্য নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ছয় মাস ব্যবধান হবে না।

(২) এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর শর্ত সাপেক্ষে, রাজ্যপাল সময় সময়—

(ক) যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ সময়ে ও স্থানে উভয় কক্ষ বা কোনও একটি কক্ষকে মিলিত হবার জন্য আহ্বান করতে পারেন ;

(খ) কক্ষের বা কক্ষগুলির সত্রাবসান করতে পারেন ;

(গ) বিধানসভা ভেঙ্গে দিতে পারেন।

---

* সমিতি "চার বৎসর"-এর পরিবর্তে "পাঁচ বৎসর" প্রতিস্থাপিত করেছে বিধানসভার আয়ুষ্কাল হিসাবে যেহেতু সমিতি মনে করে যে সরকারের সংসদীয় পদ্ধতিতে মন্ত্রী পরিষদের কার্যকালের প্রথম বৎসরটি ব্যয়িত হবে প্রশাসনিক কাজ কর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে এবং শেষ বৎসরটি ব্যয়িত হবে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতিতে, এবং তার ফলে ফলদায়ী কাজ করার জন্য অবশিষ্ট থেকে যাবে মাত্র দুটি বৎসর, যা হবে সুপরিকল্পিত প্রশাসনের জন্য অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়।

(৩) এই অনুচ্ছেদের ২ নং খণ্ডের (ক) এবং (গ) উপ-খণ্ডের অধীনে রাজ্যপালের কৃত্যসমূহ তার স্বেচ্ছাধীনে তদ্‌কর্তৃক প্রযোজ্য হবে।

কক্ষ বা কক্ষগুলিতে রাজ্যপালের অভিভাষণ দানের সংবার্তা প্রেরণের অধিকার

১৫৪। (১) রাজ্যপাল বিধানসভায় অথবা, যে রাজ্যের বিধানপরিষদ আছে সেই রাজ্যের ক্ষেত্রে, রাজ্যের বিধানমণ্ডলের যে কোনও কক্ষে অথবা একত্র সমবেত উভয় কক্ষে অভিভাষণ দিতে পারেন এবং ওই উদ্দেশ্যে সদস্যগণের উপস্থিত অনুজ্ঞাত করতে পারেন।

(২) রাজ্যপাল রাজ্যের বিধামণ্ডলের কক্ষে বা উভয় কক্ষে, তৎকালে বিধানমণ্ডলে বিবেচনাধীন কোনও বিধেয়ক সম্পর্কেই হোক বা অন্যথা, বার্তা প্রেরণ করতে পারেন, এবং যে কক্ষের কাছে কোনও বার্তা ওইরূপে প্রেরিত হয়, সেই কক্ষ যথোপযুক্ত তৎপরতার সঙ্গে ওই বার্তা অনুযায়ী যে বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক তা বিবেচনা করবে।

প্রতিটি অধিবেশনের প্রারম্ভে রাজ্যপালের বিশেষ অভিভাষণ এবং অভিভাষণে উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে বিধানমন্ডলে অলোচনা

*১৫৫। (১) প্রথম অধিবেশনের প্রারম্ভে রাজ্যপাল বিধানসভায় অথবা যে রাজ্যের বিধানপরিষদ আছে, সেই রাজ্যের ক্ষেত্রে, একত্রে সমবেত উভয় কক্ষে অভিভাষণ দেবেন এবং বিধানমন্ডল আহ্বানের কারণ তাকে জানাবেন।

(২) যে নিয়মাবলী যে কোনও কক্ষের প্রক্রিয়া প্রনিয়ন্ত্রিত করে তার দ্বারা ওইরূপ অভিভাষণে উল্লিখিত বিষয়াবলীর আলোচনার জন্য সময় আবন্টনের জন্য এবং কক্ষের অপরাপর কার্যে অপেক্ষা ওইরূপ আলোচনাকে অগ্রাধিকার দেবার জন্য বিধান করতে হবে।

কক্ষগুলি সম্পর্কে মন্ত্রীগণ এবং মহাঅধিবক্তার অধিকারসমূহ

১৫৬। রাজ্যের বিধানসভার কার্যবাহে এবং যে ক্ষেত্রে রাজ্যের বিধানপরিষদ আছে, সেক্ষেত্রে উভয় কক্ষকে এবং উভয় কক্ষের সমবেত বৈঠকে বক্তব্য পেশ করার এবং অন্যথায় অংশগ্রহণ করার এবং বিধানমণ্ডলের কোনও সমিতির, যাতে তিনি একজন মনোনীত সদস্য হতে পারেন, কার্যবাহে পেশ করতে এবং অন্যথায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন প্রত্যেক মন্ত্রী এবং মহাঅধিবক্তা, কিন্তু এই অনুচ্ছেদের বলে ভোট দেবার অধিকারী হবেন না।

---

* ইংলন্ডের সংসদে প্রচলিত রীতির ভিত্তিতে রচিত এই প্রকরণ সমিতি কর্তৃক প্রতিস্থাপিত হয়েছে, কারণ সমিতি মনে করে যে এটি আমাদের সংবিধানের ক্ষেত্রেই উপযোগী প্রমাণিত হবে।

রাজ্য বিধানমন্ডলের আধিকারিকগণ

বিধানসভার অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ

১৫৭। প্রত্যেক রাজ্যের বিধানসভা, যথাসম্ভব শীঘ্র, ঐ সভার দুইজন সদস্যকে যথাক্রমে তার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ রূপে বৃত করবে এবং যতবার অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষের পদ শূন্য হবে, এতদ্বারা ঐ সভা অপর একজন সদস্যকে অধ্যক্ষ বা যে ক্ষেত্র বিশেষে, উপাধ্যক্ষ রূপে বৃত করবে।

অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের পদ শূন্য করা, পদত্যাগ করার সংসদ থেকে অপসরণ

১৫৮। কোনও সভার অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত কোনও সদস্য—

(ক) স্বীয় পদ শূন্য করে দেবেন, যদি তিনি ওই সভার সদস্য আর না থাকেন ;

(খ) যে কোনও সময়ে, ওইরূপ সদস্য অধ্যক্ষ হলে উপাধ্যক্ষকে এবং ওইরূপ সদস্য উপাধ্যক্ষ হলে অধ্যক্ষকে সম্বোধিত করে নিজ স্বাক্ষরিত লিখন দ্বারা স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারেন ; এবং

(গ) ওই সভার তৎকালীন সদস্যের অধিকাংশের দ্বারা গৃহীত ওই সভার একটি সিদ্ধান্তের দ্বারা অসমর্থতা বা আস্থার অভাবের কারণে তাঁর পদ থেকে অপসারিত করতে পারে।

তবে, এই অনুচ্ছেদের (গ) প্রকরণের প্রয়োজনে কোনও সিদ্ধান্ত উত্থাপিত করা যাবে না, যদি না ওই সিদ্ধান্ত উত্থাপিত করার অভিপ্রায় জানিয়ে অন্তত চোদ্দ দিনের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়ে থাকে ;

অধিকন্তু, যখনই ওই সভা ভঙ্গ হয়, তা ভঙ্গ হবার পর ওই সভার প্রথম অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত অধ্যক্ষ তাঁর পদ শূন্য করে দেবেন না।

উপাধ্যক্ষের বা অন্য কোনও ব্যক্তির অধ্যক্ষ পদের কর্তব্য সমূহ সম্পাদন করার বা অধ্যক্ষ রূপে কার্য করার ক্ষমতা

১৫৯। (১) যখন অধ্যক্ষের পদ শূন্য থাকে, তখন ওই পদের কর্তব্যসমূহ উপাধ্যক্ষ কর্তৃক অথবা, উপাধ্যক্ষের পদও শূন্য থাকলে রাজ্যপাল এই উদ্দেশ্যে বিধানসভার যে সদস্যকে নিযুক্ত করতে পারেন তাঁর দ্বারা সম্পাদিত হবে।

(২) বিধানসভার কোনও বৈঠকে অধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে উপাধ্যক্ষ অথবা তিনিও অনুপস্থিত থাকলে, এরূপ ব্যক্তি যিনি ওই সভার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নিয়মাবলীর দ্বারা নির্ধারিত হতে পারেন তিনি, অথবা সেরূপ কোনও ব্যক্তি উপস্থিত না থাকলে

এরূপ অন্য কোনও ব্যক্তি যিনি ওই সভা কর্তৃক নির্ধারিত হতে পারেন, তিনি অধ্যক্ষ রূপে কার্য করবেন।

বিধানপরিষদের সভাপতি ও উপসভাপতি

১৬০। যে রাজ্যের বিধানপরিষদ আছে এরূপ প্রতিটি রাজ্যের বিধানপরিষদ, যথাসম্ভব শীঘ্র, ওই পরিষদের দুইজন সদস্যকে যথাক্রমে তার সভাপতি ও উপ-সভাপতি রূপে বৃত করবে এবং যতবার সভাপতি বা উপ-সভাপতির পদ শূন্য হবে ততবারে ওই পরিষদ অপর একজন সদস্যকে সভাপতি রূপে বা ক্ষেত্রবিশেষে, উপ-সভাপতি রূপে বৃত করবে।

সভাপতি বা উপ-সভাপতির পদ শূন্য করা, পদত্যাগ করা বা পদ থেকে অপসারণ

১৬১। বিধান পরিষদের সভাপতি অথবা উপ-সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত কোনও সদস্য—

(ক) যদি তিনি আর ওই পরিষদের সদস্য না থাকেন তবে স্বীয় পদ শূন্য করে দেবেন ;

(খ) যে কোনও সময়ে, ওইরূপ সদস্য সভাপতি হলে উপ-সভাপতিকে এবং ওইরূপ সদস্য উপ-সভাপতি হলে সভাপতিকে সম্বোধন করে নিজ স্বাক্ষরিত লিখন দ্বারা স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারেন ; এবং

(গ) ওই পরিষদের তৎকালীন সকল সদস্যের অধিকাংশ কর্তৃকগৃহীত ওই পরিষদের একটি সিদ্ধান্তের দ্বারা অসমর্থতা ও আস্থার অভাবের কারণে তাঁর পদ থেকে অপসারিত হতে পারেন ;

তবে এই অনুচ্ছেদের (গ) প্রকরণের উদ্দেশ্য পূরণার্থে কোনও সিদ্ধান্ত উত্থাপিত করা যাবে না, যদি না ওই সিদ্ধান্ত উত্থাপিত করার অভিপ্রায় জানিয়ে অন্তত চোদ্দ দিনের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়ে থাকে।

উপ-সভাপতির বা অন্য কোনও ব্যক্তির সভাপতিপদের কর্তব্য-সমূহ সম্পাদন করার বা সভাপতি রূপে কার্য করার ক্ষমতা

১৬২। (১) যখন সভাপতির পদ শূন্য থাকে, তখন ওই পদের কর্তব্যসমূহ উপ-সভাপতি কর্তৃক বা উপ-সভাপতির পদও শূন্য থাকলে রাজ্যপাল এই উদ্দেশ্যে বিধানপরিষদের যে সদস্যকে নিযুক্ত করতে পারেন তার দ্বারা সম্পাদিত হবে।

(২) ওই পরিষদের কোনও বৈঠকে সভাপতির অনুপস্থিতিতে উপ-সভাপতি বা তিনিও অনুপস্থিত থাকলে, এরূপ কোনও ব্যক্তি যিনি ওই পরিষদের প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নিয়মাবলীর দ্বারা নির্ধারিত হতে পারেন তিনি অথবা সেরূপ কোনও ব্যক্তি উপস্থিত না থাকলে, এরূপ অন্য কোনও ব্যক্তি যিনি ওই পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হতে পারেন তিনি সভাপতি রূপে কার্য করবেন।

১৬৩। রাজ্যের বিধানমন্ডলের দ্বারা যেরূপ বেতন ও ভাতা স্থিরীকৃত করতে পারেন, বিধানসভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ এবং বিধান পরিষদের সভাপতি ও উপ-সভাপতিকে যথাক্রমে সেরূপ বেতন ও ভাতা এবং, এই ব্যাপারে ওইরূপ বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, দ্বিতীয় তফসিলে যেরূপ বিনির্দিষ্ট আছে সেরূপ বেতন ও ভাতা প্রদান করতে হবে।

অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের সভাপতি ও উপ সভাপতির বেতন ও ভাতাদি।

কার্য চালনা

১৬৪। (১) এই সংবিধানে অন্যথা যেরূপ বিহিত আছে সেরূপ ছাড়া কোনও রাজ্যের বিধানমন্ডলের কোনও কক্ষের যে কোনও বৈঠকে সকল প্রশ্ন অধ্যক্ষ ও সভাপতি ভিন্ন অথবা যে ব্যক্তি অধ্যক্ষ ও সভাপতি রূপে কার্য করছেন তিনি ভিন্ন যে সদস্যগণ উপস্থিত থাকেন ও ভোট দেয় তাদের ভোটাধিক্যে নির্ধারিত হবে। অধ্যক্ষ বা সভাপতি অথবা যে ব্যক্তি ওইরপে কার্য করছেন তিনি প্রথমত, ভোট দেবেন না, কিন্তু যে ক্ষেত্রে ভোট সমান সমান হবে সেখানে তাঁর একটি নির্ণায়ক ভোট থাকবে এবং তিনি তা প্রয়োগ করবেন।

উভয় কক্ষে ভোটদান, আসনশূন্য থাকা সত্ত্বেও উভয় কক্ষের কার্য করার ক্ষমতা এবং গণপূর্তি

(২) কোনও রাজ্যের বিধানমন্ডলের কোনও কক্ষের কোনও সদস্যপদ শূন্য থাকলেও ওই কক্ষের কার্য করার ক্ষমতা থাকবে এবং পরে যদি আবিষ্কৃত হয় যে ওইরূপ কোনও ব্যক্তি আসন গ্রহণ করেছিলেন বা ভোট দিয়েছিলেন বা অন্যভাবে কার্যবাহে অংশগ্রহণ করেছিলেন যার ওইরূপ করার অধিকার ছিল না, তৎসত্ত্বেও রাজ্যের বিধানমন্ডলের কার্যবাহ বৈধ হবে।

(৩) যদি কোনও রাজ্যের বিধানসভার বা বিধান পরিষদের কোনও বৈঠক চলা কালে কোনও সময়ে গণপূর্তি না থাকে, তাহলে অধ্যক্ষের বা সভাপতির অথবা যে ব্যক্তি ওরূপে কার্য করছেন তার কর্তব্য হবে কক্ষ স্থগিত রাখা অথবা গণপূর্তি না হওয়া পর্যন্ত বৈঠক নিলম্বিত রাখা।

যদি কক্ষের দশজন সদস্য বা মোট সদস্য সংখ্যার এক-ষষ্ঠাংশ সদস্য, এর মধ্যে যে সংখ্যা অধিকতর হবে, সেই সংখ্যক সদস্যে গণপূর্তি হবে।

সদস্যগণের নির্যোগ্যতা

সদস্যগণের ঘোষণা

১৬৫। কোনও রাজ্যের বিধানসভার বা বিধানপরিষদের প্রত্যেক সদস্য নিজ আসন গ্রহণের পূর্বে তৃতীয় তফসিলে এই উদ্দেশ্যে প্রদর্শিত নিদর্শ অনুসারে রাজ্যপালের অথবা তাঁর দ্বারা তাঁর পক্ষে নিযুক্ত কোনও ব্যক্তির সমক্ষে একটি ঘোষণা করে তাতে স্বাক্ষর করেন।

আসন শূন্যকরণ

১৬৬। (১) কোনও ব্যক্তি কোনও রাজ্যের বিধানমন্ডলের উভয় কক্ষের সদস্য হবেন না এবং উভয় কক্ষের সদস্য হিসাবে বৃত হয়েছেন এরূপ কোনও ব্যক্তি কর্তৃক কোনও একটি কক্ষে তাঁর আসন শূন্য করার জন্য রাজ্যের বিধানমন্ডল বিধি দ্বারা বিধান করবে।

(২) কোনও ব্যক্তি সংসদ এবং রাজ্যের বিধানমন্ডল উভয়ের সদস্য হতে পারবেন না এবং যদি কোনও ব্যক্তি যদি সংসদের এবং রাজ্য বিধানমন্ডলের উভয়ের সদস্য হিসাবে বৃত হন, তবে ওই রাজ্যের রাজ্যপাল কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলীতে যেরূপ সময়সীমা বিনির্দিষ্ট হতে পারে তাঁর অবসানে রাজ্যের বিধানমন্ডলে ওই ব্যক্তির আসন শূন্য হয়ে যাবে, যদি না তিনি ইতিপূর্বে সংসদে তাঁর পদে ইস্তফা দিয়ে থাকেন।

(৩) যদি রাজ্যের বিধানমন্ডলের কোনও কক্ষের কোনও সদস্য—

(ক) অব্যবহিত পরবর্তী অনুচ্ছেদের (১) নং প্রকরণে উল্লিখিত যে কোনও একটি নির্যোগ্যতার অধীন হয়ে যান ; অথবা

(খ) অধ্যক্ষকে বা ক্ষেত্রবিশেষে, সভাপতিকে সম্বোধন করে নিজ স্বাক্ষরিত লিখন দ্বারা স্বীয় আসন ত্যাগ করেন, তবে তাঁর আসন শূন্য হয়ে যাবে।

(৪) যদি ষাট দিন সময়কালের জন্য কোনও রাজ্যের বিধানমন্ডলের কোনও কক্ষের কোনও সদস্য ওই কক্ষের অনুমতি ভিন্ন এর সকল বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন, তবে, ওই কক্ষ তাঁর আসন শূন্য বলে ঘোষণা করতে পারে ;

তবে, উক্ত ষাট দিন সময়কালের গণনায়, যে সময়কালের জন্য কক্ষের অধিবেশনের অবসান চলতে থাকে, বা কক্ষ ক্রমান্বয়ে চার দিনের অধিককাল স্থগিত থাকে, তা ধরা হবে না।

১৬৭। (১) কোনও ব্যক্তি কোনও রাজ্যের বিধানসভা অথবা বিধানপরিষদের সদস্য হিসাবে বৃত হবার বা সদস্য থাকার নির্যোগ্য হবেন—

সদস্যপদের জন্য নির্যোগ্যতাবলী

(ক) যদি তিনি ভারত সরকারের বা প্রথম তফসিলে সাময়িক-ভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্য সরকারের অধীনে, যে পদ পদাধিকারিকে নির্যোগ্য করে দেয় না বলে রাজ্যের বিধানমন্ডল কর্তৃক বিধি দ্বারা ঘোষিত, সেই পদ ভিন্ন অন্য কোনও লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন ;

(খ) যদি তিনি বিকৃত মস্তিষ্ক হন, এবং সেরূপ হয়েছেন বলে কোনও উপযুক্ত আদালত কর্তৃক ঘোষিত হয়ে থাকেন ;

(গ) যদি তিনি দায়ভারগ্রস্ত, দেউলিয়া হন ;

*(ঘ) যদি তিনি কোনও বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য অথবা অনুষক্তি স্বীকার করে থাকেন, অথবা কোনও বিদেশি রাষ্ট্রের প্রজা অথবা নাগরিক হন অথবা নাগরিক বা প্রজাদের প্রাপ্য অধিকার বা সুযোগ সুবিধাগুলি পাবার অধিকারী হন;

(ঙ) যদি রাজ্যের বিধানমন্ডলী কর্তৃক প্রণীত কোনও বিধির দ্বারা বা অনুযায়ী তাকে ওইরূপ নির্যোগ্য করা হয়ে থাকে।

(২) এই অনুচ্ছেদের প্রয়োজনার্থে ভারত সরকারের অথবা প্রথম তফসিলে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের সরকারের অধীনে লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত আছেন বলে গণ্য করা হবে না কেবল এই কারণে যে—

(ক) প্রথম তফসিলের প্রথম খন্ডে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট ভারতের বা অন্য কোনও রাজ্যের মন্ত্রী হন ; অথবা

(খ) যদি তিনি প্রথম তফসিলের তৃতীয় খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের মন্ত্রী হন, রাজ্যের বিধানমন্ডলের কাছে যদি তিনি উত্তরদায়ী থাকেন, অথবা যেখানে বিধানমন্ডলের দুটি কক্ষ আছে সেখানে ওইরূপ বিধানমন্ডলের নিম্নকক্ষের কাছে এবং প্রয়োজনানুসারে ওইরূপ বিধানমন্ডলের কমপক্ষে তিন-চতুর্থাংশ সদস্য যদি নির্বাচিত হন।

---

* সমিতি অস্ট্রেলিয়ার সংবিধান আইনের ৪৪ (এক) নং ধারার বিধানাবলী অনুসারে এই উপ-প্রকরণটি সন্নিবেশিত করেছে।

১৬৮। যদি কোনও ব্যক্তি এই সংবিধানের ১৬৫ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে যা আবশ্যক তা পালন করার আগে অথবা বিধানসভা বা বিধান-পরিষদের সদস্যদের জন্য তিনি যোগ্যতা সম্পন্ন না হন বা অযোগ্য হয়েছেন, অথবা রাজ্যের বিধানমন্ডলের প্রণীত কোনও বিধির বিধানাবলীর দ্বারা তিনি আসন গ্রহণ করতে অথবা ভোট দিতে প্রতিসিদ্ধ হয়েছেন জেনেও কোনও রাজ্যের বিধানসভার অথবা বিধানমন্ডলের সদস্যরূপে আসন গ্রহণ করেন বা ভোট দেন, তবে যতদিন তিনি ওইভাবে আসন গ্রহণ করবেন বা ভোট দেন তার প্রতিটি দিনের জন্য পাঁচশত টাকা অর্থদন্ড দন্ডিত হলে যা রাজ্যের প্রাপ্য ঋণ হিসাবে আদায় করা হবে।

১৬৫ নং অনুচ্ছেদের অধীনে ঘোষণা করার আগে অথবা যোগ্যতা সম্পন্ন না হলে বা অযোগ্য হলে আসন গ্রহণ করার জন্য দন্ড

সদস্যদের বিশেষাধিকার এবং অনাক্রম্যতাসমূহ

১৬৯। (১) বিধানমন্ডলের প্রক্রিয়া যে নিয়মাবলী ও স্থায়ী আদেশসমূহ দ্বারা প্রনিয়ন্ত্রিত হয় তার অধীনে প্রত্যেক রাজ্যের বিধানমন্ডলে বাক্-স্বাধীনতা থাকবে।

সদস্যদের বিশেষাধিকার ইত্যাদি

(২) কোনও রাজ্যের বিধানমন্ডলের কোনও সদস্য বিধানমণ্ডলে বা তার কোনও সমিতিতে যা কিছু বলেছেন বা যে ভোট দিয়েছেন সে সম্পর্কে কোনও আদালতে কোনও কার্যবাহের দায়িত্বাধীন হবেন না, এবং কোনও ব্যক্তি ওইরূপ কোনও বিধানমণ্ডলের কোনও কক্ষের দ্বারা বা প্রাধিকার বলে কোনও প্রতিবেদন, দলিল, ভোট বা কার্যাবলী প্রকাশ সম্পর্কে এরূপ কোনও কার্যবাহের অধীনে দায়ী হবেন না।

(৩) অন্য বিষয়গুলির ব্যাপারে, বিধানমণ্ডলের কোনও কক্ষের সদস্যদের বিশেষ অধিকার এবং অনাক্রম্যতাগুলি বিধানমণ্ডল সময় সময় বিধির দ্বারা যেভাবে নিরূপিত করবে, সেইমতো হবে এবং ওইভাবে নিরূপিত না হওয়া পর্যন্ত, তেমন হবে যা এই সংবিধান আরম্ভ হবার সময় ইংলন্ডে সংসদের লোকসভার সদস্যদের যেমন ছিল।

(৪) এই অনুচ্ছেদের (১), (২) এবং (৩) খণ্ডে বিধানগুলি কোনও রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সদস্যগণের সম্বন্ধে যেরূপ প্রযুক্ত হয়, যে সব ব্যক্তির এই সংবিধানের বলে ওই বিধানমণ্ডলের কোনও কক্ষে এবং অন্যথা তার কার্যবাহে অংশগ্রহণ করার অধিকার আছে, তাঁদের সম্বন্ধে সেরূপ প্রযুক্ত হবে।

১৭০। কোনও রাজ্যের বিধানমণ্ডল, বিধি দ্বারা, সময় সময় যেরূপ নির্ধারিত করতে পারেন, সেই রাজ্যের বিধানসভার ও বিধানপরিষদের সদস্যগণ সেরূপ বেতন এবং ভাতা এবং এই বিষয়ে ওইরূপে বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত। এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে ওইরূপ রাজ্যের প্রাদেশিক বিধানসভার সদস্যদের প্রতি যে রূপ প্রযোজ্য ছিল সেরূপ হারে ও সেরূপ শর্তাধীনে বেতন ও ভাতা পাবার অধিকারী হবেন।

সদস্যগণের বেতন ও ভাতাদি

□ □ □

বিধানিক প্রক্রিয়া

১৭১।(১) আইন বিধেয়কসমূহ এবং অন্য বিত্ত-বিধেয়কসমূহ সম্পর্কে সংবিধানের ১৭৩ নং ১৮২ নং অনুচ্ছেদের অধীনে। কোনও বিধেয়ক, যে রাজ্যের বিধানপরিষদ আছে সেই রাজ্যের বিধানমন্ডলের যে কোনও কক্ষে আরম্ভ হতে পারে।

বিধেয়ক পুনঃস্থাপন এবং গ্রহণ সম্পর্কে বিধানাবলী

(২) এই সংবিধানের ১৭২ এবং ১৭৩ নং অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর অধীনে, কোনও বিধেয়ক, যে রাজ্যের বিধান পরিষদ আছে, সেই রাজ্যের বিধান মন্ডলের উভয় কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে না। যদি না তা, বিনা সংশোধনে বা উভয় কক্ষ যা স্বীকার করে নিয়েছে কেবল সেইরূপ সংশোধন সমেত, উভয় কক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত হয়।

(৩) কোনও রাজ্যের বিধানমন্ডলে বিবেচনাধীন কোনও বিধায়ক তাঁর কক্ষের বা উভয় কক্ষের যাত্রাবসানের কারণ ব্যপগত হবে না।

(৪) কোনও রাজ্যের বিধানপরিষদ বিবেচনাধীন কোনও বিধেয়ক সংবিধান সভা কর্তৃক গৃহীত হয় নি, তা ওই সভা ভঙ্গ হলে ব্যপগত হবে না।

(৫) যে বিধেয়ক কোনও রাজ্যের বিধানসভায় বিবেচনাধীন অথবা বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত হবার পর বিধানপরিষদ বিবেচনাধীন তা বিধানসভা ভেঙ্গে গেলে ব্যপগত হবে।

১৭২।(১) যদি বিধান পরিষদ আছে এমন রাজ্যের বিধানসভা কর্তৃক বিধেয়ক গৃহীত এবং বিধানপরিষদে প্রেরিত হবার নয়, পরিষদ কর্তৃক ওই বিধেয়ক প্রাপ্ত হবার পর উভয় কক্ষ কর্তৃক বিধেয়ক গৃহীত না হলে ওইরূপ প্রশাস্তির তারিখ থেকে ছয় মাসের অধিক কাল সময় অতিক্রান্ত হলে, বিধানসভা ভঙ্গ হবার কারণে বিধেয়কটি ব্যপগত হয়ে না থাকলে রাজ্যপাল। বিধেয়ক সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা ও ভোট দেবার ব্যাপারে উভয় কক্ষের সম্মিলিত বৈঠক ডাকতে পারেন।

কোন কোন ক্ষেত্রে যে রাজ্যে বিধান পরিষদ আছে যেখানে উভয় কক্ষের সম্মিলিত বৈঠক

তবে এই খণ্ডের কোনও কিছুই অর্থবিধেয়ক সম্পর্কে প্রযোজ্য হবে না।

(২) যে ছয় মাসের সময়সীমা এই অনুচ্ছেদের (২) নং প্রকরণে উল্লিখিত আছে তার বর্ণনায় উল্লিখিত উভয় কক্ষের যে সীমার জন্য তার যাত্রাবসান চলতে থাকে অথবা ক্রমান্বয়ে চার দিনের অধিক স্থগিত থাকে তবে তা ধরা হবে না।

(৩) যদি এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী অনুসারে আহুত উভয় কক্ষের সম্মিলিত বৈঠকে কোনও সংশোধন স্বীকৃত হলে যেরূপ সংশোধন সহ, উভয় কক্ষের যে সব সদস্য উপস্থিত থাকেন ও ভোট দেন, তাঁদের মোট সংখ্যার অধিকাংশ কর্তৃক গৃহীত হয়, তবে এই সংবিধানের উদ্দেশ্য পূরণার্থে তা উভয় কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে ;

তবে, কোনও সম্মিলিত বৈঠকে—

(ক) যদি সংশোধন সমেত বিধেয়কটি বিধানপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়ে না থাকে এবং বিধানসভায় প্রত্যার্পিত হয়ে থাকে, তবে বিধেয়কটি গ্রহণে বিলম্ব হওয়ার জন্য কোনও সংশোধন প্রয়োজন হলে যেরূপ সংশোধন (যদি কোনও থাকে) ছাড়া বিধেয়কের অন্য কোনও সংশোধন প্রস্তাবিত হবে না ;

(খ) যদি বিধেয়কটি ওইভাবে গৃহীত ও প্রত্যার্পিত হয়ে থাকে, তাহলে কেবল পূর্বোক্তরূপ সংশোধনগুলি এবং উভয় কক্ষে যেসব বিষয় স্বীকৃত হয় নি, তাঁর সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক হয় এরূপ অন্য সংশোধনগুলি ওই বিধেয়ক সম্পর্কে প্রস্তাবিত হবে ; এবং এই প্রকরণ অনুযায়ী কোন সংশোধনগুলি গ্রাহ্য হবে সে সম্পর্কে যে ব্যক্তি সভাপতিত্ব করবেন তাঁর মীমাংসাই চূড়ান্ত হবে।

অর্থবিধেয়ক সম্পর্কে বিশেষ প্রক্রিয়া

*১৭৩।(১) কোনও অর্থবিধেয়ক বিধানপরিষদে পুনঃস্থাপিত হবে না। যে বিধানপরিষদ আছে এমন রাজ্যে বিধানসভা কর্তৃক অর্থ বিধেয়ক গৃহীত হবার পর, তা বিধান পরিষদে পাঠানো হবে তার সুপারিশের জন্য, এবং বিধান পরিষদ। এই বিধেয়ক প্রাপ্তির তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে তাঁর সুপারিশ সমেত ওই বিধেয়কটি বিধানসভায় প্রত্যার্পন করে, এবং তারপর বিধানসভা বিধানপরিষদের সকল বা যে কোনও সুপারিশ হয় মেনে নিতে বা অগ্রাহ্য করতে পারে।

(৩) যদি বিধানসভা বিধানপরিষদের সুপারিশগুলির মধ্যে কোনওটি মেনে নেয়, তাহলে, যে সংশোধনগুলি বিধানপরিষদ সুপারিশ করেছে এবং বিধানসভা মেনে নিয়েছে তৎসহ অর্থবিধেয়কটি উভয় কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।

---

* এই অনুচ্ছেদটি এবং "অর্থনৈতিক" সংক্রান্ত এই অধ্যায়ে প্রদত্ত অন্য সকল বিধানাবলী সন্নিবেশিত হয়েছে সংবিধানের বিত্তীয় বিধানাবলী বিষয়ক বিশেষজ্ঞ সমিতির সুপারিশগুলিকে কার্যকর করার জন্য।

(৪) যদি বিধানসভা বিধানপরিষদের সুপারিশগুলির মধ্যে কোনটি মেনে না নেয়, তাহলে, যে সংশোধনগুলি বিধানপরিষদ সুপারিশ করেছে সেগুলি বাদে অর্থ বিধেয়কটি যে আকারে বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল সেই আকারে উভয়কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।

(৫) যদি বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত এবং বিধানপরিষদে তার সুপারিশের জন্য প্রেরিত কোনও অর্থবিধেয়ক উক্ত ত্রিশ দিন সময় সীমার মধ্যে বিধানসভায় প্রত্যার্পিত না হয়, তাহলে উক্ত সময়সীমার অবসানে, তা বিধানসভা কর্তৃক যে আকারে গৃহীত হয়েছিল, সেই আকারে উভয়কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

অর্থবিধেয়কের সংজ্ঞা

১৭৪।(১) এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পুরণার্থে, কোনও বিধেয়ক অর্থবিধেয়ক বলে গণ্য হবে, যদি তাতে কেবলমাত্র এরূপ বিধানাবলী থাকে যা নিম্নলিখিত বিধানসমূহের সকল বা যে কোনও বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে যথা—

(ক) কোনও করের আরোপন, বিলোপন, পরিহার, পরিবর্তন বা প্রনিয়ন্ত্রণ ;

(খ) রাজ্য কর্তৃক ঋণ গ্রহণের বা কোনও প্রত্যাভূতি প্রদানের প্রনিয়ন্ত্রণ অথবা রাজ্য যে বিত্তীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেছে বা করবে সে সম্পর্কে বিধির সংশোধন ;

(গ) সরবরাহ ;

(ঘ) রাজ্যের রাজস্ব থেকে অর্থ উপযোজন,

(ঙ) কোনও ব্যয় রাজ্যের রাজস্বের উপর প্রভাবিত ব্যয় বলে ঘোষণা অথবা ওইরূপ কোনও ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি ;

(চ) রাজ্যের রাজস্ব খাতে প্রাপ্ত অর্থ অথবা ওইরূপ অর্থের অভিরক্ষা বা নির্গম অথবা রাজ্যের হিসাবের আয়-ব্যয় পরীক্ষা ; অথবা

(ছ) এই প্রকরণের (ক) থেকে (চ) দফায় বিনির্দিষ্ট বিষয়গুলির আনুষঙ্গিক যেকোনও বিষয়।

(২) কোনও বিধেয়ক, তা জরিমানায় বা অন্য আর্থিক দন্ড আরোপনের, অথবা অনুজ্ঞাপত্র বা প্রদত্ত পরিষেবার জন্য দেওয়া সমুহ দাবি বা প্রদানের বিধান করে কেবল এই কারণে অথবা কোনও স্থানীয় প্রাধিকার বা সংস্থা কর্তৃক স্থানীয় প্রয়োজন কোনও করের আরোপন, বিলোপন, পরিহার, পরিবর্তন বা প্রনিয়ন্ত্রণের বিধান করে এই কারণে অর্থবিধেয়ক বলে গণ্য হবে না।

(৩) বিধানপরিষদ আছে এমন রাজ্যের বিধানমন্ডল কর্তৃক পুনঃস্থাপিত বিধেয়ক সম্বন্ধে যদি কোনও প্রশ্নের উদ্ভব হয় যে, বিধেয়কটি অর্থবিধেয়ক কি না, তবে ওইরূপ রাজ্যের বিধানসভার অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে ওই ব্যাপারে।

(৪) প্রত্যেক অর্থবিধেয়ক অব্যবহিত পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিধানপরিষদে যখন প্রেরিত হয় এবং অব্যবহিত পরবর্তী অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যখন রাজ্যপালের নিকট সম্মতির জন্য উপস্থাপিত হয়, তখন তাঁর সৃষ্টে বিধানসভার অধ্যক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত তাঁর এই সংখ্যাপত্র থাকবে যে যেটা একটা অর্থবিধেয়ক।

বিধেয়কে সম্মতি

১৭৫। যে বিধেয়ক কোনও রাজ্যের বিধানসভা কর্তৃক অথবা যে রাজ্যের বিধানপরিষদ আছে সেই রাজ্যের বিধানমন্ডলের উভয় কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে তা রাজ্যপালের সমক্ষে উপস্থাপিত করতে হবে এবং রাজ্যপাল ঘোষণা করবেন যে তিনি ওই বিধেয়কে সম্মতিদান করলেন অথবা তিনি তাঁতে সম্মতি দিতে বিরত হলেন অথবা তিনি বিধেয়কটি রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য রক্ষিত করলেন।

তবে যেখানে বিধানমন্ডলের একটি মাত্র কক্ষ আছে এবং বিধেয়কটি উক্ত কক্ষ বাহক গৃহীত হয়েছে, সেখানে রাজ্যপাল স্ববিবেচনায়, বিধেয়কটি প্রত্যার্পন করে সেই সঙ্গে একটি বার্তায় এরূপ অনুরোধ করতে পারেন যে, উক্ত কক্ষ বিধেয়কটি অথবা তার কোনও নির্দিষ্ট বিধানাবলী পুনর্বিবেচনা করবে এবং বিশেষত, তিনি যেরূপ সংশোধন তাঁর বার্তায় সুপারিশ করতে পারেন তা পুনঃস্থাপতি করার বাঞ্ছনীয়তা বিবেচনা করবে এবং কোনও বিধেয়ক ওইরূপে প্রত্যার্পিত হলে, ওই কক্ষ সেই অনুসারে বিধেয়কটি পুনর্বিবেচনা করবে এবং ওই বিধেয়কটি যদি পুনরায় ওই কক্ষ কর্তৃক সংশোধনসহ বা বিনা সংশোধনে গৃহীত হয় এবং রাজ্যপালের কাছে তাঁর সম্মতির জন্য উপস্থাপিত হয়, তাহলে রাজ্যপাল তাতে সম্মতি দান করতে বিরত থাকবেন না।

বিবেচনার জন্য রক্ষিত বিধেয়কসমূহ

১৭৬। রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য কোনও বিধেয়ক রাজ্যপাল কর্তৃক রক্ষিত হলে, রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করবেন যে তিনি ওই বিধেয়ক সম্মতি দান করলেন বা তাতে সম্মতি দান করতে বিরত থাকলেন।

তবে, যেক্ষেত্রে ওই বিধেয়ক অর্থবিধেয়ক নয়, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি অব্যবহিত পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের অনুবিধিতে যেরূপ উল্লিখিত আছে সেরূপ বার্তাসহ রাজ্যের বিধানমন্ডলের কক্ষে বা স্থলবিশেষে, উভয় কক্ষে বিধেয়কটি প্রত্যার্পণ করার জন্য রাজ্যপালকে নির্দেশ দিতে পারেন এবং ওইরূপে কোনও বিধেয়ক যখন প্রত্যার্পিত

হয়, তখন ওই কক্ষ বা উভয় কক্ষ ওইরূপ বার্তা প্রাপ্তির তারিখ থেকে দৃঢ়মান সময়কালের মধ্যে সেই অনুসারে তা পুনর্বিবেচনা করবেন, এবং যদি কক্ষ বা উভয় কক্ষ কর্তৃক তা সংশোধন সমেত বা বিনা সংশোধনে পুনরায় গৃহীত হয় তবে তা পুনরায় রাষ্ট্রপতির কাছে বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করতে হবে।

বিত্তবিষয়ে প্রক্রিয়া

বার্ষিক বিত্ত সংক্রান্ত বিবরণ

১৭৭। (১) রাজ্যপাল রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কক্ষের বা উভয় কক্ষের সমক্ষে প্রত্যেক বিত্তবৎসর সম্পর্কে সেই বৎসরের জন্য রাজ্যের প্রাক্‌কলিত প্রাপ্তি ও ব্যয়ের একটি বিবরণ যা এই সংবিধানের এই খন্ডে "বার্ষিক বিত্তবিবরণ" বলে উল্লিখিত স্থাপন করবেন।

(২) বার্ষিক বিত্তবিবরণে নিবেশিত ব্যয়ের প্রাক্‌কলনে—

(ক) যে সকল ব্যয় রাজ্যের রাজস্বের উপর প্রভাবিত বলে এই সংবিধান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, সেই সকল ব্যয় নির্বাহ করার জন্য আবশ্যক পরিমাণ অর্থসমূহ ; এবং

(খ) রাজ্যের রাজস্ব থেকে অন্য যে ব্যয়সমূহ করা হবে বলে প্রস্তাবিত তা নির্বাহের জন্য আবশ্যক পরিমাণ অর্থসমূহ, পৃথক পৃথকভাবে দেখতে হবে এবং রাজস্ব খাতে ব্যয় থেকে অন্য ব্যয় প্রভেদ করতে হবে।

(৩) নিম্নলিখিত ব্যয় প্রত্যেক রাজ্যের রাজস্বের উপর প্রভাবিত ব্যয় হবে—

(ক) রাজ্যপালের উপলভ্য ও ভাতাসমূহ এবং তাঁর পদ সম্বন্ধী অন্যান্য ব্যয়,

(খ) বিধানসভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ এবং যে রাজ্যের বিধানপরিষধ আছে তার বিধানপরিষদের সভাপতি ও উপ-সভাপতির উপলক্ষ্য এবং ভাতা ;

(গ) সুদ, প্রতিপূরক-নিধি প্রভাব ও বিমোচন প্রভাব সমেত, সেই সব ঋণপ্রভাব যার জন্য রাজ্য দায়ী, এবং ঋণ সংগ্রহ ও ঋণের ব্যবস্থা বিমোচন সম্বন্ধে অন্যান্য ব্যয় ;

(ঘ) উচ্চন্যায়ালয়ের বিচারপতিদের বেতন ও ভাতা সম্পর্কে ব্যয় ;

(ঙ) কোনও আদালত অথবা সালিশি ন্যায়পীঠের রায়, ডিক্রি বা রোয়েদাদ পরিশোধ করার জন্য আবশ্যক পরিমাণ অর্থ ;

(চ) এই সংবিধান কর্তৃক বা বিধি দ্বারা রাজ্যের বিধান মন্ডল কর্তৃক ওইরূপ প্রভাবিত বলে ঘোষণা অন্য যে কোনও ব্যয়।

১৭৮।(১) কোনও রাজ্যের রাজস্বের উপর প্রভাবিত ব্যয়ের সঙ্গে প্রাক্‌কলন সমূহের যে যে অংশের সম্বন্ধ আছে, সেগুলি বিধানসভায় ভোটের জন্য উপস্থাপিত হবে না, কিন্তু এই প্রকরণের কোনও কিছুই বিধানমন্ডলে ওই সব প্রাক্‌কলনের আলোচনার অন্তরায় হয় এরূপ অর্থ করা যাবে না।

বিধানমন্ডলে প্রাক্‌কলন সম্পর্কে প্রক্রিয়া

(২) অন্য ব্যয়ের সঙ্গে উক্ত প্রাক্‌কলনগুলির যে যে অংশের সম্বন্ধ আছে, যেগুলি অনুদানের অভিযাচনার আকারে বিধানসভায় উপস্থাপিত হবে, এবং কোনও অভিযাচনা সম্বন্ধে সম্মতি দেবার বা সম্মতি দিতে অস্বীকার করার অথবা কোনও অভিযাচনায় বিনির্দিষ্ট অর্থের পরিমাণ হ্রাস করে তাতে সম্মতি দেবার ক্ষমতা বিধানসভায় থাকবে।

(৩) রাজ্যপালের সুপারিশ ছাড়া কোনও অনুদানের জন্য অভিযাচনা করা যাবে না।

অনুমোদিত ব্যয়ের অনুসূচির প্রমাণীকরণ

১৭৯।(১) রাজ্যপাল তাঁর স্বাক্ষরদানে প্রামাণিক করবেন সেই অনুসূচি যাতে বিনির্দিষ্ট করা আছে—

(ক) অব্যবহিত পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের অধীনে বিধানসভা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান,

(খ) রাজ্যের রাজস্বের উপর প্রভাবিত ব্যয়, কিন্তু যা কোনও ক্ষেত্রেই আগে কক্ষের বা উভয় কক্ষের সমক্ষে উপস্থাপিত বিবরণে প্রদর্শিত পরিমাণের অধিক হবে না, তা নির্বাহ করার জন্য আবশ্যক কতিপয় অর্থসমূহ।

(২) অনুরূপভাবে প্রমাণীকৃত অনুসূচি বিধানসভার সমক্ষে পেশ করতে হবে। কিন্তু বিধানমন্ডলে সে বিষয়ে আলোচনা বা ভোট হবে না।

(৩) অব্যবহিত পরবর্তী দুইটি অনুচ্ছেদে বিধানাবলীর অধীনে রাজ্যের রাজস্ব থেকে কৃত কোনও ব্যয়কে যথারীতি অনুমোদিত বলে গণ্য করা হবে না যদি না তা ওইভাবে প্রমাণীকৃত অনুসূচিতে বিনির্দিষ্ট থাকে।

১৮০। যদি কোনও বিত্ত বৎসরের জন্য, উক্ত বৎসরের জন্য অনুমোদিত ব্যয়ের থেকে অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন হয়, তবে ওই ব্যয়ের প্রাক্‌কলিত পরিমাণ প্রদর্শিত করে একটি অনুরূপক বিবরণ রাজ্যপাল কক্ষ বা উভয় কক্ষের সমক্ষে পেশ করবেন, এবং ওই বিবরণ সম্পর্কে ও ওই ব্যয় সম্পর্কে পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলির বিধানসমূহের প্রভাব পড়বে, যেমন প্রভাব পড়ে তাতে উল্লিখিত বার্ষিক বিত্ত বৎসরের বিবরণ ও ব্যয়ের সম্পর্কের উপরে।

ব্যয়ের অনুপূরক বিবরণ

*১৮১। যদি কোনও বিত্ত বৎসরে কোনও পরিষেবার জন্য রাজ্যের রাজস্ব থেকে কোনও অতিরিক্ত ব্যয় হয়ে থাকে ওই বৎসরের জন্য উক্ত পরিষেবার জন্য অনুমোদিত ব্যয়ের তুলনায়, যার জন্য বিধানসভায় ভোট গ্রহণ প্রয়োজন, তবে ওই অতিরিক্তের জন্য বিধানসভায় দাবি পেশ করতে হবে এবং এই সংবিধানের ১৭৮ এবং ১৭৯ নং অনুচ্ছেদের বিধানাবলী ওইরূপ দাবি সম্বন্ধে সেই ভাবেই কার্যকর হবে যেভাবে অনুদানের দাবি সম্পর্কে করা হয়।

অতিরিক্ত অনুদান

১৮২। (১) যে বিধেয়ক বা যে সংশোধন এই সংবিধানের ১৭৪ নং অনুচ্ছেদের (১) নং প্রকরণের (ক) থেকে (চ) দফায় বিনির্দিষ্ট কোনও বিষয়ের জন্য বিধান করে, তা রাজ্যপালের সুপারিশ ব্যতিরেকে পুনঃস্থাপিত বা উত্থাপিত করা যাবে না। এবং যে বিধেয়ক ওইরূপ বিধান করে, তা বিধান পরিষেবা পুনঃস্থাপিত হবে না।

বিত্ত-বিধেয়ক সম্পর্কে বিশেষ বিধানসমূহ

তবে, যে সংশোধন কোনও কর হ্রাস বা বিলোপন করার বিধান করে, তা উত্থাপন করার জন্য এই প্রকরণ অনুযায়ী কোনও সুপারিশ আবশ্যক হবে না।

(২) কোনও বিধেয়ক বা সংশোধন পূর্বোক্ত বিষয়গুলির কোনওটির জন্য বিধান করে বলে গণ্য হবে না কেবলমাত্র এই কারণে যে তা জরিমানা বা অন্য আর্থিক দন্ড আরোপনের বা অনুভাবপত্র বা প্রদত্ত পরিষেবার জন্য দেয়কসমূহ দাবি বা প্রদানের বিধান করে, অথবা এই কারণে যে তা কোনও স্থানীয় প্রাধিকারী বা সংস্থা কর্তৃক স্থানীয় প্রয়োজনে কোনও করের আরোপন, বিলোপন, পরিষেবা পরিবর্তন বা প্রনিয়ন্ত্রণের বিধান করে।

(৩) যে বিধেয়ক বিধিবদ্ধ এবং সক্রিয় হলে কোনও রাজ্যের রাজস্ব থেকে ব্যয় ঘটাবে, তা রাজ্যের বিধান মন্ডলের কোনও কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হবে না। যদি না রাজ্যপাল ওই বিধেয়ক সম্বন্ধে বিবেচনার জন্য সেই কক্ষের কাছে সুপারিশ করেন।

প্রক্রিয়া সাধারণত

১৮৩। (১) এই অনুচ্ছেদের (১) নং প্রকরণ অনুযায়ী নিয়মাবলী প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে রাজ্যের প্রাদেশিক বিধান মন্ডল সম্পর্কে বলবৎ থাকা নিয়মাবলী ও স্থায়ী আদেশগুলি, বিধানপরিষদের সভাপতি কর্তৃক অথবা বিধানসভার অধ্যক্ষ কর্তৃক

প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নিয়মাবলী

* সংবিধানের বিত্ত সম্পর্কিত বিধানাবলী সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ সম্মতির সুপারিশ অনুকরণে এই অনুচ্ছেদ পরিবেশিত হয়েছে।

ওইগুলিতে যেরূপ পরিবর্তন, ও অভিযোজন কৃত হতে পারে, সেই অনুযায়ী সংবাদ সম্বন্ধে কার্যকর হবে।

(৩) যে রাজ্যে বিধানপরিষদ আছে, সেখানে রাজ্যপাল বিধানপরিষদের সভাপতি এবং বিধানসভার অধ্যক্ষের কক্ষে পরামর্শ করে কক্ষদ্বয়ের সম্মিলিত বৈঠকে ও উভয়ের মধ্যে সমাযোজন সম্পর্কে প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রণয়ন করতে পারেন।

(৪) উভয় কক্ষের সম্মিলিত বৈঠকে **বিধানসভার অধ্যক্ষ*** অথবা তাঁর অনুপুস্থিতিতে এই অনুচ্ছেদের (৩) নং প্রকরণের অধীনে প্রণীত প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নিয়মাবলী দ্বারা যেরূপ ব্যক্তি নির্ধারিত হতে পারেন, তিনি করবেন **সভাপতিত্ব**।

রাজ্যগুলির বিধান-মন্ডলে ব্যবহার্য ভাষা

১৮৪। (১) রাজ্যের বিধানমন্ডলে কার্য পরিচালিত হবে ওই রাজ্যে সচরাচর ব্যবহৃত ভাষা বা ভাষা সমূহের দ্বারা অথবা হিন্দীতে অথবা ইংরাজিতে।

(২) বিধানপরিষদের সভাপতি অথবা বিধানসভার অধ্যক্ষ, ক্ষেত্র বিশেষে, যখনই উপযুক্ত বিবেচনা করবেন, অন্য কোনও ভাষায় কোনও সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণের সারাংশ ওই রাজ্যে সচরাচর ব্যবহৃত কোনও ভাষায় অথবা ইংরাজিতে করে বিধানপরিষদে অথবা বিধানসভায় উপলব্ধ করাতে পারেন, এবং ওইরূপ সংক্ষিপ্তসার যে কক্ষে ওই ভাষণ প্রদত্ত হয়েছে, সেই কক্ষের কার্যবাহের নথীভুক্ত করে রাখবেন।

বিধানমণ্ডলে আলোচনার সীমাবদ্ধতা

১৮৫। (১) সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় অথবা উচ্চ ন্যায়ালয়ের কোনও বিচারপতি তাঁর কর্তব্য নির্বাহে যে আচরণ করেছেন রাজ্যের বিধানমন্ডলে তার আলোচনা করা যাবে না।

(২) এই অনুচ্ছেদে উচ্চ আদালতে দাখিলকরণ বলতে বুঝাবে প্রথম তফসিলের তৃতীয়খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যের কোনও আদালতে দাখিলকরণ সমেত, যা এই সংবিধানের পঞ্চমখন্ডের তৃতীয় অধ্যায়ের উদ্দেশ্যে পূরণার্থে একটি উচ্চ আদালত

সংসদের কার্যবাহ সম্পর্কে কোনও আদালত অনুসন্ধান করবে না।

১৮৬। (১) প্রক্রিয়াগত কোনও অভিকথিত (allged) অনিয়মিততার কারণে কোনও রাজ্যের বিধানমন্ডলের কোনও কার্যবাহের বৈধতা সম্পর্কে কোনও আপত্তি করা চলবে না।

* সমিতির অভিমত এই যে বিধানমন্ডলের উভয় কক্ষের সম্মিলিত বৈঠকের বিধানসভার অধ্যক্ষের সভাপতিত্বে করা উচিত, কারণ বিধানসভা অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যা বিশিষ্ট সংস্থা।

(২) কোনও রাজ্যের বিধানমন্ডলের যে আধিকারিকের উপর এই সংবিধান দ্বারা বা অনুযায়ী সংক্ষেপ প্রক্রিয়া অথবা কার্যচালনা করার জন্য অথবা শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য ক্ষমতাসমূহ ন্যস্ত আছে, তাঁর ওই ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ সম্পর্কে তিনি কোনও আদালতের আওতাভুক্ত হবেন না।

□ □ □

অধ্যায়-IV

রাজ্যপালের বিধানিক ক্ষমতা

১৮৭। (১) কোনও রাজ্যের বিধানসভা পত্রাসীন থাকা কালে ভিন্ন, অথবা যে-ক্ষেত্রে কোনও রাজ্যের বিধানপরিষদ আছে সেক্ষেত্রে বিধানমন্ডলের উভয় কক্ষ পত্রাসীন থাকা কালে ভিন্ন, অন্য কোনও সময়ে রাজ্যপালের যদি প্রতীতি হয় যে, এরূপ অবস্থাসমূহ বিদ্যমান যে তাঁর পক্ষে আশু ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন, তাহলে, তিনি এরূপ অধ্যাদেশ প্রত্যাপন করতে পারেন যা ওই অবস্থা সমূহে আবশ্যক বলে তাঁর কাছে প্রতীয়মান হয়।

বিধানমন্ডলের অবকাশকালে রাজপালের অধ্যাদশ প্রত্যাপন

তবে, রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির অনুদেশ ছাড়া ওইরূপ কোনও অধ্যাদেশ প্রত্যাপন করবেন না যদি রাজ্যের বিধানমন্ডলের যে আইনে একই বিধানাবলী থাকে, তা এই সংবিধান অনুযায়ী অবৈধ হতো, যদি না তা রাষ্ট্রপতির বিবেচনার্থ রক্ষিত হয়ে তাঁর সম্মতিপ্রাপ্ত হয়ে থাকতেন।

(২) এই অনুচ্ছেদের অধীনে প্রত্যাপিত কোনও অধ্যাদেশের, রাজ্যপালের সম্মতিপ্রাপ্ত রাজ্যের বিধানমন্ডলের কোনও আইনের মতো একই বল ও কার্যকারিতা থাকবে, কিন্তু ওইরূপ প্রত্যেক অধ্যাদেশ—

(ক) রাজ্যের বিধানসভার সমক্ষে অথবা যে ক্ষেত্রে রাজ্যের বিধানপরিষদ আছে যেক্ষেত্রে উভয় কক্ষের সমক্ষে, স্থাপিত হবে, এবং বিধানমন্ডলের পুনঃসমাবেশ থেকে ছয় সপ্তাহ অবসান বলে, অথবা যদি ওই সময় সীমা অবসান হবার আগে তা অনুমোদন করে বিধানসভা কর্তৃক কোনও সিদ্ধান্ত গৃহীত এবং বিধানপরিষদ থাকলে, তার দ্বারা স্বীকৃত হয়, তবে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হলে অথবা ক্ষেত্র বিশেষে, সিদ্ধান্তটি পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃত হলে, তা আর সক্রিয় থাকবে না, এবং

(খ) যে কোনও সময়ে রাজ্যপাল কর্তৃক প্রত্যাহত হতে পারে।

ব্যাখ্যা— যে রাজ্যের বিধানপরিষদ আছে সেই রাজ্যের বিধানমন্ডলের উভয় কক্ষ যে-ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন তারিখে পুনরায় সমবেত হবার জন্য আহূত হয়, সেক্ষেত্রে ওই তারিখগুলির মধ্যে যেটি পরবর্তী তা থেকে এই প্রকরণের প্রয়োজনার্থে ছয় সপ্তাহ সময় সীমা গণনা করতে হবে।

(৩) যদি এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনও অধ্যাদেশ এরূপ কোনও বিধান করে যা রাজ্যপালের সম্মতিপ্রাপ্ত রাজ্যের বিধানমন্ডলের কোনও আইনে বিধিবদ্ধ হলে বৈধ হতো না, তাহলে ওই অধ্যাদেশ যতদূর পর্যন্ত ওইরূপ বিধান করে ততদূর পর্যন্ত বাতিল হবে।

তবে, কোনও রাজ্যের বিধানমন্ডলের কোনও আইন যা সমবর্তীসূচিতে প্রমাণিত কোনও বিষয় সম্পর্কে সংবাদের কোনও আইনের বা কোনও বিদ্যমান বিধির বিরুদ্ধার্থক, তার কার্যকারিতা সম্বন্ধে এই সংবিধানের যে বিধানাবলী আছে তার প্রয়োজনার্থে, রাষ্ট্রপতির আদেশ অনুসারে এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রত্যাপিত কোনও অধ্যাদেশ রাজ্যের বিধানমন্ডলের এরূপ একটি আইনবলে গণ্য হবে, যা রাষ্ট্রপতির বিবেচনার্থ রক্ষিত এবং তাঁর সম্মতি প্রাপ্ত হয়েছে।

□ □ □

অধ্যায়-V

গভীর সংকটকালের (Grave Emergency) ক্ষেত্রে বিধানাবলী

১৮৭।(১) যদি কোনও সময়ে কোনও রাজ্যের রাজ্যপাল নিঃসন্দেহ হন যে, গভীর সংকটকাল উপস্থিত হয়েছে যা রাজ্যের শান্তি ও সুস্থিরতা বিঘ্নিত করছে এবং এই সংবিধানের বিধানাবলী অনুসারে রাজ্যে সরকার চালানো সম্ভব হচ্ছে না, তবে তিনি উদ্‌ঘোষণার দ্বারা ঘোষণা করতে পারেন যে, তিনি তাঁর কার্যাবলী উদ্‌ঘোষণায় যে পরিমাণ বিনির্দিষ্ট করা আছে সেই পরিমাণে, তাঁর স্ববিবেচনা অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে, এবং রাজ্যে কোনও সংস্থা বা প্রাধিকারী সংক্রান্ত এই সংবিধানের কোনও বিধানাবলীর সামগ্রিক বা আংশিক প্রয়োগ বিলম্বিত করার জন্য, বিধানাবলী সমেত উদ্‌ঘোষণার উদ্দেশ্যগুলিকে কার্যকর করার জন্য যা তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছনীয় প্রতীয়মান হবে সেরূপ আনুষঙ্গিক ও অনুবন্ধী বিধানাবলী অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে ওইরূপ উদ্‌ঘোষণায়।

গভীর সংকটকালে রাজ্যপালে ক্ষমতা

তবে, এই প্রকরণের কোনও কিছুই, উচ্চন্যায়ালয় সংক্রান্ত এই সংবিধানের কোনও বিধানের হয় পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে, প্রয়োগ নিলম্বিত করার প্রাধিকার দেয় না রাজ্যপালকে।

(২) রাজ্যপাল অবিলম্বে রাষ্ট্রপতিকে অধ্যাদেশের কথা জানাবেন, যিনি, তার ভিত্তিতে অধ্যাদেশটিকে বাতিল করতে পারেন অথবা এই সংবিধানের ২৭৮ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তাঁকে ন্যস্ত সংকটকালীন ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাঁর বিবেচনা অনুযায়ী যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

(৩) সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করে আগেই রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাতিল না হলে, এই অনুচ্ছেদের অধীনে জারি করায় অধ্যাদেশ দুই সপ্তাহের অবস্থানের পর কার্যকর থাকবে না।

(৪) এই অনুচ্ছেদের অধীনে রাজ্যপালের কার্যগুলি তাঁর স্ববিবেচনা অনুসারে প্রযোজ্য হবে।

□ □ □

অধ্যায়-VI

তফসিলি ও জনজাতীয় অঞ্চলসমূহ

সংজ্ঞা

১৮৯।(১) এই সংবিধানে—

(ক) "তফসিলি অঞ্চলসমূহ" শব্দগুলি বলতে বুঝাবে পঞ্চম তফসিলের ১৮ নং প্যারাগ্রাফের সংযোজিত সারণির ১ থেকে ৭ খন্ডের বিনির্দিষ্ট করা অঞ্চলসমূহ সেই রাজ্যগুলি সম্পর্কে যার মধ্যে যথাক্রমে ওই সব খন্ডগুলি সম্বন্ধবদ্ধ;

(খ) "জনজাতীয় অঞ্চলসমূহ" শব্দগুলি বলতে বুঝায় ষষ্ঠ তফসিলের ১৯ নং প্যারাগ্রাফে সংযোজিত সারণির ১ নং, ২ নং খন্ডের বিনির্দিষ্ট অঞ্চলগুলি।

তফসিলি ও জনজাতীয় অঞ্চলগুলির প্রাশাসন

১৯০।(১) পঞ্চম তফসিলের বিধানাবলী প্রথম তফসিলের ১ নং খন্ডে সাময়িক, ভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যে তফসিলি অঞ্চলসমূহ এবং তফসিলি জনজাতিদের প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে প্রযোজ্য হবে।

(২) ষষ্ঠ তফসিলের বিধানাবলী আসাম রাজ্যের জনজাতীয় অঞ্চলগুলির প্রশাসন সম্পর্কে প্রযোজ্য হবে।

□ □ □

অধ্যায়-VII

রাজ্যগুলিতে উচ্চ ন্যায়ালয়সমূহ

"উচ্চ ন্যায়ালয়ের" অর্থ

১৯১। (১) এই সংবিধানের প্রয়োজনার্থে, প্রথম তফসিলের তৃতীয় খন্ডে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যগুলি বাদে ভারতের রাজ্যক্ষেত্র সম্পর্কে, নিম্ন লিখিত আদালতগুলি উচ্চ ন্যায়ালয় বলে গণ্য করা হবে, অর্থাৎ—

(ক) কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, এলাহাবাদ, পাটনা এবং নাগপুরের উচ্চ ন্যায়ালয়, পূর্ব পাঞ্জাবের উচ্চ ন্যায়ালয় এবং অযোধ্যার মুখ্য আদালত ;

(খ) এই অধ্যায় অনুযায়ী এই সব রাজ্যগুলির যে কোনটিতে যে কোনও আদালত গঠিত বা পুনর্গঠিত হবে উচ্চ ন্যায়ালয় হিসাবে ; এবং

(গ) এই রাজ্যগুলির যে কোনওটিতে যে কোনও আদালত যা এই সংবিধানে উদ্দেশ্য পূরণার্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিধানমন্ডল কর্তৃক বিধির দ্বারা উচ্চ ন্যায়ালয় হিসাবে ঘোষিত হবে। তবে, যদি এই প্রকরণে উল্লিখিত কোনও আদালত বা আদালতসমূহ প্রতিস্থাপিত করার জন্য উচ্চ ন্যায়ালয়ের স্থাপনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিধানমন্ডল কর্তৃক বিধান প্রণীত হয়, তাহলে, নতুন আদালত স্থাপিত হওয়ার সময় থেকে, এই অনুচ্ছেদ কার্যকর হবে যেন ওইরূপভাবে প্রতিস্থাপিত আদালত বা আদালতসমূহের পরিবর্তে তবে নতুন আদালত উল্লিখিত হয়েছে।

(২) অন্যভাবে বিধানীকৃত হয়ে না থাকলে, এই অধ্যায়ের বিধানাবলী এই অনুচ্ছেদের (১) নং প্রকরণে উল্লেখিত প্রতিটি উচ্চ ন্যায়ালয় সম্বন্ধে প্রযোজ্য হবে।

উচ্চ ন্যায়ালয়ের গঠন

১৯২। প্রত্যেক উচ্চ ন্যায়ালয় হবে এক অভিলেখ আদালত (Court of records) এবং একজন প্রধান বিচারপতি এবং রাষ্ট্রপতি সময় সময় যে অপর বিচারপতিদের, নিযুক্ত করা প্রয়োজন মনে করবেন তাঁদের দিয়ে গঠিত হবে।

তবে, এই অধ্যায়ের নিম্নলিখিত বিধানাবলী অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত কোনও অতিরিক্ত বিচারপতিসহ নিযুক্ত বিচারপতিগণের সংখ্যা কখনই সংশ্লিষ্ট আদালতের সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দিষ্ট করে দেওয়া সংখ্যার চেয়ে বেশি হবে না।

১৯৩। (১) উচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রত্যেক বিচারপতি, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ভারতের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে রাজ্যের রাজ্যপালের কাছে, এবং প্রধান বিচারপতি ভিন্ন অন্য কোনও বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে, রাজ্যের উচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শের পর, রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরিত ও মুদ্রাঙ্কিত অধিপত্র (warrant) দ্বারা নিযুক্ত হবেন এবং ষাট বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত, ***অথবা রাজ্যের বিধানমন্ডল কর্তৃক বিধির দ্বারা এই ব্যাপারে অনধিক পঁয়ষট্টি বৎসর বয়ঃকাল নির্ধারিত হতে পারে, যে পর্যন্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।**

উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচাপতির নিয়োগ এবং তাদের পদের শর্তবলী

তবে—

(ক) কোনও বিচারপতি রাজ্যপালকে সম্বোধন করে নিজস্বাক্ষরিত লিখন দ্বারা পদ ত্যাগ করতে পারেন;

(খ) কোনও বিচারপতি, সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের কোনও বিচারপতিকে অপসারণের জন্য এই সংবিধানের ১৯৩ নং অনুচ্ছেদের (৪) নং প্রকরণে বিহিত প্রণালীতে, স্বীয় পদ থেকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অপসারিত হতে পারেন;

(গ) কোনও বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের অথবা অন্য কোনও উচ্চ ন্যায়ালয়ের নিযুক্ত হলে তাঁর পদ শূন্য হবে।

(২) কোনও ব্যক্তি উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতিরূপে নিযুক্ত হবার যোগ্যতা সম্পন্ন হবেন না, যদি না তিনি ভারতের নাগরিক হন এবং—

(ক) অন্তত দশ বৎসরে কোনও রাজ্যে অথবা যার জন্য একটি উচ্চ ন্যায়ালয় আছে সেখানে কোনও বিচারক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, অথবা

(খ) অন্তত দশ বৎসর কোনও উচ্চ ন্যায়ালয়ে অথবা পর পর দুই বা ততোধিক ওইরূপ আদালতের অধিবক্তা থাকেন।

* ৬০ বৎসরের চেয়ে অধিক বয়ঃকালের বিধান ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে নেই। এর ফলে, আইনজীবীদের মধ্যে থেকে যাঁরা সর্বোৎকৃষ্ট তারা বিচারপতি পদে নিযুক্ত হতে রাজি হন না, কারণ বর্তমানের ৬০ বৎসরের বয়ঃ সীমা অনুযায়ী পুরা নিবৃত্তি বেতন অধিকারী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সময় পাবেন না। এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে যখন সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতিদের বয়ঃসীমা ৬৫ বৎসর তখন এমন অভিমত পোষণ করা যাবে না যে একজন বিচারপতি ৬০ বৎসরের পর উচ্চ ন্যায়ালয়ের জন্য অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ হবেন। বিভিন রাজ্যে প্রচলিত বিভিন্ন শর্তাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে সমিতি এই অনুচ্ছেদের নিম্নরেখিত শব্দগুলি সংযুক্ত করেছে যাতে প্রতিটি রাজ্যের বিধানমন্ডল ৬৫ বৎসরের বয়ঃসীমা অতিক্রম না করে যে কোনও বয়ঃসীমা নির্দিষ্ট করতে সমর্থ হয়।

ব্যাখ্যা- (এক) এই প্রকরণের উদ্দেশ্য পূরণার্থে,

(ক) যে সময়কালের জন্য কোনও ব্যক্তি উচ্চ ন্যায়ালয়ের অধিবক্তা ছিলেন, তার গণনায় যে সময়কালের জন্য তিনি অধিবক্তা হবার পর কোনও বিচারক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ;

(খ) যে সময়কালের জন্য কোনও ব্যক্তি প্রথম তফসিলের ১ম অথবা ২য় খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যে বিচারক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বা কোনও উচ্চ ন্যায়ালয়ে অধিবক্তা ছিলেন এর গণনায়, এই সংবিধানের প্রারম্ভের পূর্বে যে সময়কালের জন্য তিনি এরূপ কোনও ক্ষেত্রে, যা ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭-এর পূর্বে ভারত শাসন, ১৯৩৫-এ ভারতের যে সংজ্ঞার্থ দেওয়া হয়েছে সেই সংজ্ঞার্থে নির্দিষ্ট ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাতে বিচারক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বা ক্ষেত্র বিশেষে ওইরূপ কোনও ক্ষেত্রে কোনও উচ্চ ন্যায়ালয়ের অধিবক্তা ছিলেন।

ব্যাখ্যা-(দুই) —এই প্রকরণের (ক) এবং (খ) উপ-প্রকরণে যে উচ্চন্যায়ালয়ের উল্লেখ আছে তা প্রথম তফসিলের ৩য় খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যের কোনও আদালতের উল্লেখ করা সহ বুঝাবে, যা এই সংবিধানের ১০৩ এবং ১০৬ নং অনুচ্ছেদের প্রয়োজনার্থে এক উচ্চ ন্যায়ালয়।

সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় সম্বন্ধী কোনও কোনও বিধানের উচ্চ ন্যায়ালয়ের সমূহে প্রয়োগ।

১৯৪। ১০৩ নং অনুচ্ছেদের (৪) এবং (৫) এবং প্রকরণের বিধানসমূহ সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে যেরূপ প্রযুক্ত হয়, সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের উল্লেখ সমূহের স্থানে উচ্চন্যায়ালয়ের উল্লেখ সমূহ প্রতি স্থাপিত করে, উচ্চ ন্যায়ালয় সম্বন্ধেও সেইরূপ প্রযুক্ত হবে।

উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতিগণ কর্তৃক শপথ বা প্রতিজ্ঞা

১৯৫। কোনও রাজ্যে উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতিরূপে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আপন পদের কার্যভার গ্রহণ করার আগে তৃতীয় তফসিলে এই উদ্দেশ্যে প্রদর্শিত নিদর্শ অনুসারে রাজ্যের রাজ্যপাল অথবা তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর দ্বারা নিযুক্ত কোনও ব্যক্তির সমক্ষে শপথ বা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করবেন।

*১৯৬। (ক) উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারক হিসাবে, অথবা

উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর কোনও ব্যক্তির কোনও আদালতে বা কোনও প্রাধিকার সমক্ষে পেশাগত কার্যকর বিধি নিষেধ।

(খ) আইনজীবী মহল থেকে নিযুক্ত উচ্চ ন্যায়ালয়ের কোনও অতিরিক্ত বিচারপতি অথবা অস্থায়ী বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এমন কোনও ব্যক্তি ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে কোনও আদালতে বা কোনও প্রাধিকারীর সপক্ষে ব্যবহারজীবী হিসাবে পক্ষসমর্থনে বাদানুবাদ কার্য করতে পারবেন না।

বিচারপতিদের বেতন ইত্যাদি

১৯৭। প্রতিটি উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতিগণ, রাজ্যের, যেখানে আদালতের মূল আসনটি অধিষ্ঠিত সেখানকার বিধানমন্ডলের দ্বারা বা অনুযায়ী সময় সময় যেরূপ নির্ধারিত হবে সেরূপ বেতন, ভাতাদি, এবং ছুটি ও নিবৃত্তি বেতন যেরূপ অধিকার এবং ওইরূপে নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় তফসিলে যেভাবে বিনির্দিষ্ট আছে সেরূপ বেতন, ভাতা, অনুপস্থিতি অবকাশ অথবা নিবৃত্তি বেতন পাবার অধিকার হবেন।

তবে, উচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রধান বিচারপতির বেতন মাসিক চার হাজার টাকার কম হবে না, এবং উচ্চ ন্যায়ালয়ের অন্য কোনও বিচারপতির বেতন মাসিক তিন হাজার পাঁচশত টাকার কম হবে না।

পরন্তু কোনও বিচারপতির ভাতা অথবা অনুপস্থিতি-অবকাশ বা নিবৃত্তি-বেতন সম্পর্কিত অধিকার তাঁর নিয়োগের পর তাঁর পক্ষে অসুবিধাজনকভাবে পরিবর্তিত হবে না।

অস্থায়ী বিচারপতিগণ।

১৯৮। (১) যখন উচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রধানবিচারপতির পদ শূন্য হয় অথবা যখন অনুপস্থিতির কারণে বা অন্যথা ওইরূপ প্রধান বিচারপতি তাঁর পদের কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করতে অসমর্থ হন, তখন ওই আদালতের অপর বিচারপতিগণের মধ্যে এরূপ একজন বিচারপতি কর্তৃক ওই পদের কর্তব্যসমূহ সম্পাদিত হবে যাঁকে রাষ্ট্রপতি এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করতে পারেন।

(২) (ক) যখন উচ্চ ন্যায়ালয়ের অপর কোনও বিচারপতির পদ শূন্য হয় অথবা ওইরূপ কোনও বিচারপতি অস্থায়ীভাবে প্রধান বিচারপতির কার্য করার জন্য নিযুক্ত হন অথবা যখন অনুপস্থিতির কারণে বা অন্যথা, তাঁর পদের কার্যসমূহ

* সমিতির অভিমত এই যে, উচ্চ আদালতে বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এমন ব্যক্তি, এবং সেই সঙ্গে আইনজীবী মহল থেকে নিযুক্ত আদালতের অতিরিক্ত বা অস্থায়ী বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকা ব্যক্তিদেরও কোনও আদালতে অথবা কোনও প্রাধিকার সপক্ষে পেশাগত কার্য করতে নিষিদ্ধ করা হবে।

সম্পাদন করতে অসমর্থ হন, তখন উক্ত আদালতে বিচারপতি হিসাবে কার্য করার জন্য যথারীতি যোগ্যতাসম্পন্ন কোনও ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি বিচারপতিরূপে নিয়োগ করতে পারেন।

(খ) ওইরূপ কার্য করার সময় নিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতের বিচারপতিরূপে গণ্য করা হবে।

(গ) এই প্রকরণে এমন কিছু অন্তর্ভুক্ত করা নেই যা এই প্রকরণ অনুযায়ী নিযুক্তিকে বাতিল করতে রাষ্ট্রপতিকে বাধা দিতে পারে না।

১৯৯। যদি কোনও উচ্চ ন্যায়ালয়ের কার্যের সাময়িক বৃদ্ধির কারণে অথবা তাতে বকেয়া কার্যের কারণে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রতীয়মান হয় যে, সাময়িকভাবে ওই আদালতের বিচারপতির সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত, তবে সর্বাধিক সংখ্যক বিচারপতি সম্পর্কে এই অধ্যায়ের পূর্বোক্ত বিধানাবলীর শর্তসাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি দুই বৎসরের অনধিক যে সময়সীমা তিনি বিনির্দিষ্ট করতে পারেন, সেরূপ সময় সীমার জন্য যথোচিত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণকে ওই আদালতের অতিরিক্ত বিচারপতিরূপে নিযুক্ত করতে পারেন।

উচ্চ ন্যায়ালয়ের অধিবেশনে অবসরপ্রাপ্ত বিচার-

*২০০। এই অধ্যায়ে যা কিছু অন্তর্ভুক্ত আছে, তৎসত্ত্বেও কোনও উচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রধানবিচারপতি, এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর শর্তসাপেক্ষে যে কোনও সময়ে, উক্ত আদালতে বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এমন কোনও ব্যক্তিকে ওই আদালতে উপবেশন করতে এবং কার্য করতে অনুরোধ করতে পারেন, এবং ওইভাবে অনুরুদ্ধ ওইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি ওই প্রকারে উপবেশন ও কার্য করার সময়ে ওই উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতির সকল ক্ষেত্রাধিকার, ক্ষমতা ও বিশেষাধিকার প্রাপ্ত হবেন, কিন্তু অন্যথা তার বিচারপতিরূপে গণ্য হবেন না।

তবে, এই অনুচ্ছেদের কোনও কিছুই পূর্বোক্তরূপ কোনও ব্যক্তিকে ওই উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতিরূপে উপবেশন করতে বা কার্য করতে অনুজ্ঞাত করে বলে গণ্য হবে না, যদি না তিনি ওইরূপ করতে সম্মতি দেন।

বিদ্যমান উচ্চ ন্যায়ালয়ের ক্ষেত্রাধিকার

২০১। এই সংবিধানের বিধানাবলীর অধীনে এবং যথাযোগ্য বিধানমন্ডলের এরূপ কোনও বিধি যা এই সংবিধানের দ্বারা ওই বিধানমন্ডলকে অর্পিত ক্ষমতা বলে প্রণীত, সেই বিধির বিধানাবলীর অধীনে, কোনও বিদ্যমান উচ্চ ন্যায়ালয়ের ক্ষেত্রাধিকার ও তাতে পরিচালিত বিধি এবং আদালত সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রণয়ন করার এবং ঐ আদালতের বা তার একক অথবা খন্ড পীঠে (Division Courts) উপবেশনকারী

* অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের নিযুক্তি আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের প্রচলিত রীতি অনুসারে করা হয়েছে।

সদস্যগণের অধিবেশন প্রনিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা সমেত, ঐ আদালতে ন্যায়বিচার পরিচালন সম্বন্ধে তার বিচারপতিগণের নিজ নিজ ক্ষমতা এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে যেরূপ ছিল সেরূপ থাকবে।

তবে, রাজস্ব সংক্রান্ত অথবা তা সংগ্রহের জন্য অদিষ্ট বা কৃত কোনও কার্য সংক্রান্ত কোনও বিষয় সম্পর্কে কোনও উচ্চ ন্যায়ালয়ের আদিম ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে যে বাধা-নিষেধের অধীন ছিল তা ওইরূপ ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ আর প্রযুক্ত হবে না।

কোন কোন আজ্ঞালেখ জারী করার জন্য উচ্চ ন্যায়ালয়ের ক্ষমতা

২০২। (১) এই সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদ যা কিছু অন্তর্ভুক্ত আছে তৎসত্ত্বেও প্রত্যেক উচ্চ ন্যায়ালয়ের, যে সকল রাজ্যক্ষেত্রে ওই আদালত ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ করে, এবং এই সংবিধানের ৩য় খন্ড কর্তৃক অর্জিত যে কোনও অধিকার বলবৎ করার জন্য বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ, পরমাদেশ প্রতিষেধ, অধিকারপৃচ্ছা ও উৎপ্রেষণ প্রকৃতির আজ্ঞালেখে নির্দেশ বা আদেশ জারি করার ক্ষমতা থাকবে।

(২) এই অনুচ্ছেদ দ্বারা উচ্চ ন্যায়ালয়কে অর্পিত ক্ষমতা এই সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদের (২) নং প্রকরণ দ্বারা সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়কে অর্পিত ক্ষমতা খর্ব করবে না।

উচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রশাসনিক কার্যাবলী

২০৩। (১) প্রত্যেক উচ্চ ন্যায়ালয়, যেসব রাজ্যক্ষেত্র সম্বন্ধে তার ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ করে। তার সকল আদালত অধীক্ষণ করতে পারবে।

(২) উচ্চ ন্যায়ালয়—

(ক) ওইরূপ আদালতসমূহ থেকে বিবরণ চাইতে পারে ;

(খ) ওইরূপ কোনও আদালত থেকে কোনও মকদ্দমা অথবা আপীল সমান অথবা উচ্চতর ক্ষেত্রাধিকার বিশিষ্ট কোনও আদালতে স্থানান্তিরত করার অথবা ওইরূপ কোনও আদালত থেকে কোনও মোকদ্দমা অথবা আপিল নিজের কাছে প্রত্যাহার করে নেওয়ার নির্দেশ দিতে পারে,

(গ) ওইরূপ আদালত সমূহের কার্যপদ্ধতি এবং কার্যবাহ সমূহ প্রনিয়ন্ত্রণের জন্য সাধারণ নিয়মাবলী প্রণয়ন ও জারি করতে ও নির্দেশসমূহ বিহিত করতে পারে ; এবং

(ঘ) ওইরূপ যে কোনও আদালতের আধিকারিকগণ কর্তৃক যে যে নিদর্শে খাতাপত্র, প্রবিষ্টিসমূহ এবং হিসাব রাখতে হবে তা বিহিত করতে পারে।

(৩) উচ্চ ন্যায়ালয় ওইরূপ আদালত সমূহের শেরিফকে সংকলন করণিক ও আধিকারিককে এবং সেখানে যে-সব ন্যায়বাদী (attorney), অধিবক্তা ও উকিল ব্যবহারজীবিরূপে কার্য করেন তাঁদের প্রদেয় দেয়কসমূহে সারণি স্থির করতে পারে; তবে, এই অনুচ্ছেদের (২) এবং (৩) নং প্রকরণের অধীনে প্রণীত কোনও নিয়মাবলী, বিহিত কোনও নির্দেশ বা স্থিরীকৃত কোনও সারণি সাময়িকভাবে বলবৎ কোনও বিধির বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হবে না এবং তার জন্য রাজ্যপালের পূর্বানুমোদন আবশ্যক হবে।

২০৪। যদি উচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রতীতি হয় যে, তার অধীনস্থ কোনও আদালতে বিচারাধীন কোনও মামলায় এই সংবিধানের অর্থ-প্রকটন সংক্রান্ত এরূপ কোনও সাধারণ বিধিগত প্রশ্ন জড়িত আছে, তবে উচ্চ ন্যায়ালয় তা নিজের কাছে প্রত্যাহৃত করে নেবে এবং তার নিষ্পত্তি করবে।

বিচারের জন্য কোন কোন মামলার উচ্চ ন্যায়ালয়ের স্থানান্তকরণ

ব্যাখ্যা— এই অনুচ্ছেদে "উচ্চ ন্যায়ালয়" অন্তর্ভুক্ত করে প্রথম তফসিলের ৩য় খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যে চূড়ান্ত ক্ষেত্রাধিকারের আদালত ওইরূপে বিচারাধীন মামলা সম্পর্কে।

২০৫।(১) উচ্চ ন্যায়ালয়ের আধিকারিকগণ ও কর্মচারীগণকে বা তাঁদের সম্পর্কে প্রদেয় সকল বেতন, ভাতা ও নিবৃত্তি বেতন যে রাজ্যে ওই উচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রধান পীঠটি স্থাপিত তার রাজ্যপালের সঙ্গে পরামর্শ ক্রমে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

উচ্চ ন্যায়ালয়ের ব্যয় সমূহ এবং আধিকারকি ও কর্মচারিদের বেতন, ভাতা ও নিবৃত্তি বেতন

(২) উচ্চ ন্যায়ালয়ের আধিকারিকগণ ও কর্মচারীগণকে তা তাঁদের সম্পর্কে প্রদেয় সকল বেতন, ভাতা ও নিবৃত্তি বেতনাদি সমেত, তার প্রশাসনিক ব্যয়সমূহ এবং উক্ত আদালতের বিচারপতিদের বেতন ও ভাতাসমূহ ওই রাজ্যের রাজস্বের উপর প্রভাবিত হবে এবং ওই আদালত কর্তৃক গৃহীত কোনও দেয়ক বা অন্য অর্থ ওই রাজস্বের অঙ্গীভূত হবে।

২০৬। (১) প্রথম তফসিলের ১ম খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যের বিধান মন্ডল বিধির দ্বারা ওই রাজ্যে বা তার কোনও অংশের জন্য একটি উচ্চ ন্যায়ালয় গঠন করতে পারে বা ওই রাজ্যে বা তার কোনও অংশে বর্তমান উচ্চ ন্যায়ালয়কে অনুরূপ প্রণালীতে পুনর্গঠিত করতে পারে অথবা যেখানে ঐরূপ রাজ্যে দুটি উচ্চ ন্যায়ালয় আছে সেখানে উক্ত আদালতগুলিকে সংযোজিত করতে পারে।

উচ্চ ন্যায়ালয় গঠনও পুনর্গঠনের ক্ষমতা

(২) যেখানে উপরোক্তভাবে কোনও আদালত পুনর্গঠিত হবে, অথবা দুটি আদালত সংযোজিত হবে, সেখানে রাজ্যের বিধানমন্ডল কর্তৃক প্রণীত বিধিতে বিধান থাকবে—

(ক) আদালত বা আদালতগুলির দখল বর্তমান বিচারপতিগণ এবং আদালত বা আদালতগুলির ওইরূপ বর্তমান আধিকারিক ও কর্মচারীগণ প্রয়োজনানুসারে তাঁদের নিজ নিজ পদে বহাল রাখবে ; এবং

(খ) পুনর্গঠিত আদালতের বা নতুন আদালতের সমক্ষে যে সকল বকেয়া মামলার কার্য চালিয়ে যাওয়ার, এবং পুনর্গঠন বা সংযোজনের কারণে যেসব অন্য বিধানাবলীর প্রয়োজন হবে সেগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

উচ্চ ন্যায়ালয়ের ক্ষেত্রাধিকার থেকে বহিষ্করণ বা প্রসারণ

২০৭। সংবাদ বিধির দ্বারা—

(ক) উচ্চ ন্যায়ালয়ের ক্ষেত্রাধিকার প্রসারিত করতে পারে অথবা

(খ) উচ্চ ন্যায়ালয়ের ক্ষেত্রাধিকার বাদ দিতে পারে যে কোনও রাজ্য থেকে, যে রাজ্যে ওই উচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রধান আসন অবস্থিত তার অধীনস্থ নয় এমন কোনও এলাকা বাদে ; তবে, ওইরূপ কোনও উদ্দেশ্য পূরণার্থে সংসদের কোনও কক্ষেই কোনও বিধেয়ক পুনঃস্থাপিত করা যাবে না, যদি না—

(এক) প্রথম তফসিলের ৩য় খন্ডের 'ক' বিভাগ অথবা ১ম খন্ডের সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্য থেকে অথবা ওইরূপ রাজ্যের কোনও অঞ্চল থেকে ক্ষেত্রাধিকার সম্প্রসারিত করতে হবে বা বাদ দিতে হবে সেক্ষেত্রে ওইরূপ অন্য রাজ্যের সম্মতি নেওয়া হয়ে থাকে ; এবং

(দুই) যেখানে ক্ষেত্রাধিকার সম্প্রসারিত করতে হবে সেখানে যে রাজ্যে উচ্চ আদালতের প্রধান অধিষ্ঠান আছে, সেই রাজ্যের সম্মতি ও নেওয়া হয়ে থাকে।

কোনও রাজ্যের উচ্চ ন্যায়ালয়ের যদি ঐ রাজ্যের বাহিরে ক্ষেত্রাধিকার থাকে তবে তার ক্ষেত্রাধিকার সম্পর্কে রাজ্যগুলির বিধান মন্ডলের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতার উপর আরোপিত বিধি নিষেধ।

২০৮। যে রাজ্যে উচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রধান অধিষ্ঠান আছে, সেই রাজ্যের বাইরে কোনও অঞ্চল সম্পর্কে যেখানে উচ্চ ন্যায়ালয় ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ করে, সেখানে এই সংবিধানের কোনও কিছুরই এই অর্থ করা যাবে না যে—

(ক) ওই রাজ্যের বিধানমন্ডলকে ওই ক্ষেত্রাধিকার বর্ধিত, সঙ্কুচিত বা বিলোপ করার ক্ষমতা প্রদান করা হচ্ছে ;

(খ) প্রথম তফসিলের ৩য় খন্ডে অথবা ১ম খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের বিধানমন্ডলকে, যে রাজ্যে

ওইরূপ কোনও অঞ্চল অবস্থিত, ক্ষেত্রাধিকার বিলোপ করার ক্ষমতা প্রদান করা হচ্ছে ; অথবা

(গ) এই অনুচ্ছেদের (খ) প্রকরণের বিধানাবলীর শর্তসাপেক্ষে, অনুরূপ কোনও অঞ্চলে এই ব্যাপারে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা বিশিষ্ট বিধানমন্ডলকে উক্ত অঞ্চলে সম্পর্কিত আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের বিষয়ে ওইরূপ কোনও বিধি অনুমোদন করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে ধরা হবে না, যা অনুমোদন করার ক্ষমতা তার থাকবে বলে ধরে নেওয়া হবে যদি ওই অঞ্চলে আদালতের প্রধান অধিষ্ঠান থাকে।

ব্যাখ্যা

২০৯। যেখানে উচ্চ ন্যায়ালয় একাধিক রাজ্য সম্পর্কে বা কোনও রাজ্য এবং ওই রাজ্যের অংশবিশেষ নয় এমন অঞ্চল সম্পর্কে ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ করে—

(ক) তবে এই অধ্যায়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতিগণ সম্পর্কে রাজ্যপালের কাছে করা উল্লেখগুলি যে রাজ্যে ওই আদালতের প্রধান অবস্থান আছে তার রাজ্যপালের কাছে করা উল্লেখ বলে অর্থ করতে হবে ;

(খ) নিম্ন আদালতগুলির জন্য নিয়মাবলী, নিদর্শ এবং সারণিগুলি সম্বন্ধে রাজ্যপালের সম্মতির উল্লেখকে যে রাজ্যে ওই নিম্ন আদালতগুলি অবস্থিত তার শাসক অথবা রাজ্যপাল কর্তৃক যেগুলি সম্পর্কে সম্মতি সংক্রান্ত উল্লেখ বলে অর্থ করা হবে অথবা প্রথম তফসিলের ৩য় খন্ডে বা ১ম খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের অংশ বিশেষ নয় এমন অঞ্চলে অবস্থিত থাকে তবে তা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কৃত হবে।

(গ) রাজ্যের রাজস্ব সংক্রান্ত উল্লেখগুলিকে যে রাজ্যে ওই আদালতের প্রধান অধিষ্ঠান আছে তার রাজস্বের উল্লেখ বলে অর্থ করা হবে।

□ □ □

অধ্যায় IX

*রাজ্যগুলির মুখ্য নিরীক্ষক (Auditor-in-Chief)

২১০।(১) প্রথম তফসিলের ১ম অংশে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের বিধানমন্ডল বিধির দ্বারা রাজ্যের জন্য এক মুখ্য নিরীক্ষকের নিয়োগের বিধান করতে পারে এবং যখন ওইরূপ বিধান করা হবে তখন রাজ্যপাল স্ববিবেচনা অনুসারে ওই রাজ্যের একজন মুখ্য নিরীক্ষক নিয়োগ করতে পারেন এবং ওইভাবে নিযুক্ত মুখ্য নিরীক্ষককে একমাত্র সেইভাবেই অপসারিত করা যাবে যেভাবে এবং যেহেতুতে রাজ্যের উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতিকে অপসারিত করা যায়।

রাজ্যের মুখ্য নিরীক্ষক

(২) এই অনুচ্ছেদের ১নং খণ্ড অনুযায়ী কোনও রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক গৃহীত কোনও আইন এমন বিধান করবে যে, এই আইনে সম্মতি প্রদানের বিষয়টি প্রকাশিত হবার তারিখ থেকে কমপক্ষে তিন বৎসর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত রাজ্যের জন্য কোনও মুখ্য নিরীক্ষককে নিয়োগ করা চলবে না।

(৩) ওইরূপ প্রতিটি আইন মুখ্য নিরীক্ষকের চাকরির শর্তাবলী এবং তাঁকে যে-সব কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে এবং রাজ্যের হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে মুখ্য নিরীক্ষক কর্তৃক প্রযোজ্য ক্ষমতাবলী নির্দেশিত করবে এবং মুখ্য নিরীক্ষককে বা তদসম্পর্কে প্রদেয় বেতন, ভাতা এবং নিবৃত্তি বেতন রাজ্যের রাজস্বের উপর প্রভারিত থাকার কথা ঘোষণা করবে।

(৪) কোনও রাজ্যের মুখ্য নিরক্ষক প্রথম তফসিলের ১ম খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট অন্য যে কোনও রাজ্যের মুখ্য নিরীক্ষক বা ভারতের মহানিরীক্ষকরূপে নিয়োগের যোগ্য হবেন, কিন্তু তাঁর পদের বিলুপ্তির পর ভারত সরকার বা যে-কোনও রাজ্য সরকারের অধীনে অন্য কোনও পদের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন না।

* সমিতির অভিমত এই যে, রাজ্যে মহানিরীক্ষকের কৃত সম্পাদনকারী ব্যক্তিকে মুখ্যনিরীক্ষক নামে বর্ণনা করা উচিত ভারতের মহানিরীক্ষক থেকে পৃথক ভাবে চিহ্নিত করার জন্য

(৫) রাজ্যের মুখ্য নিরীক্ষকের কর্মীবর্গের সদস্যগণকে এবং তাঁদের বিষয়ে প্রদেয় বেতন, ভাতা ও নিবৃত্তি বেতন রাজ্যপালের থেকে পরামর্শ ক্রমে মুখ্য নিরীক্ষক কৃর্তক নির্ধারিত হবে এবং তা রাজ্যের রাজস্বের উপর প্রভারিত হবে।

(৬) এই অনুচ্ছেদের কোনও কিছুই প্রথম তফসিলের ১ম খন্ডে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যগুলির হিসাব সম্পর্কে এই সংবিধানের ১২৬ নং অনুচ্ছেদে যে-ভাবে উল্লিখিত আছে ওইরূপ নির্দেশ দেবার ক্ষমতাকে হ্রাস করবে না।

২১১। প্রথম তফসিলের ১ম খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যের হিসাব, অবস্থা অনুযায়ী রাজ্যের মুখ্য নিরীক্ষক অথবা ভারতের মহানিরীক্ষকের প্রতিবেদন রাজ্যের রাজ্যপালের দাবিকে পেশ করতে হবে। যিনি অন্য রাজ্যের বিধানমন্ডলের সম্বন্ধে পেশ করবেন।

□ □ □

অংশ VII

*প্রথম তফসিলের দ্বিতীয় অংশের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যসমূহ

প্রথম তফসিলের ২য় অংশের রাজ্যগুলির প্রশাসন

২১২। (১) এই অংশের অন্যান্য বিধানসমূহের শর্তসাপেক্ষে, প্রথম তফসিলের ২য় অংশে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক, তিনি যতদূর উপযুক্ত মনে করেন, তাঁর দ্বারা নিযুক্ত মুখ্যমহাধক্ষ্য বা উপ-রাজ্যপালের (Lieutenant Governor) মাধ্যমে অথবা প্রতিবেশী রাজ্যের রাজ্যপাল বা শাসকের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

তবে, রাষ্ট্রপতি প্রতিবেশী রাজ্যের রাজ্যপাল বা শাসকের মাধ্যমে কৃত্য পালন করবেন না—

(ক) সংশ্লিষ্ট রাজ্যপাল বা শাসকের সঙ্গে পরামর্শ না করে ; এবং

(খ) ওইভাবে পরিচালিত হবার জন্য জনগণের ইচ্ছা যে পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা রাষ্ট্রপতি সবচেয়ে উপযুক্ত মনে করবেন তা নিরুপণ না করে।

**(২) যদি প্রথম তফসিলের তৃতীয় অংশে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের শাসক রাজ্যের পরিচালনার জন্য এবং তদসম্পর্কিত পূর্ণ এবং একচেটিয়া প্রাধিকার, ক্ষেত্রাধিকার এবং ক্ষমতা ভারত সরকারকে সমর্পণ করেন, তবে তা সর্বতোভাবে পরিচালিত হবে এমনভাবে যে ওই রাজ্য প্রথম তফসিলের দ্বিতীয় অংশে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট করা আছে ; এবং তদনুসারে, উক্ত দ্বিতীয় অংশে বিনির্দিষ্ট রাজ্যগুলি সম্পর্কে এই সংবিধানে যে-সব বিধানসমূহ আছে তা ওইরূপ রাজ্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য হবে।

---

* সমিতি এই অভিমত পোষণ করে যে, প্রথম তফসিলের ২য় অংশে বিনির্দিষ্ট রাজ্যগুলির যা বর্তমানে মুখ্য মহাধ্যক্ষের প্রদেশ হিসাবে আছে, তাদের গঠন সম্পর্কে মুখ্য মহাধ্যক্ষদের প্রদেশগুলি সম্পর্কে গঠিত তদর্থক সমিতির সুপারিশগুলিতে প্রস্তাবিত পন্থা অনুসরণ করার জন্য কোনও বিস্তারিত বিধানাবলী প্রণয়নের প্রয়োজন নেই।

** প্রথম তফসিলের তৃতীয় অংশের রাজ্যগুলির (যথা ওড়িশারাজ্য সমূহ) যেগুলি তাদের পূর্ণ ও একচেটিয়া প্রাধিকার, ক্ষেত্রাধিকার ও ক্ষমতাসমূহ ভারত সরকারকে অর্পণ করেছে, তাদের প্রতি চালনার যে বিধান করবার জন্য সমিতি এই প্রকরণটি প্রতিস্থাপিত করেছে।

২১৩। রাষ্ট্রপতি, স্বীয় আদেশ দ্বারা, প্রথম তফসিলের দ্বিতীয় অংশে সামিয়িকভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের জন্য এবং মুখ্যমহাধ্যক্ষ বা উপ-রাজ্যপালের মাধ্যমে পরিচালনার জন্য সৃজন অথবা অব্যাহত রাখতে পারেন—

স্থানীয় বিধানমণ্ডল বা উপদেষ্টা পরিষদগুলি অব্যাহত রাখা অথবা সৃজন করা।

(ক) একটি স্থানীয় বিধানমন্ডল, অথবা

(খ) একটি উপদেষ্টা পরিষদ অথবা উভয়ই সেই ধরনের গঠন, ক্ষমতা এবং কৃত্যসমূহ, প্রতিটি ক্ষেত্রে, যা ওই আদেশে বিনির্দিষ্ট হতে পারে।

২১৪। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অন্য কোনও বিধান প্রণয়ন করা না পর্যন্ত কুর্গ বিধান-পরিষদের গঠন, ক্ষমতাসমূহ এবং কৃত্যসমূহ এবং কুর্গে সংগৃহীত রাজস্বগুলির এবং কুর্গের জন্য ব্যয়াদির ব্যাপারে বিধি ব্যবস্থাগুলি অপরিবর্তিত থাকবে।

কুর্গ

□ □ □

অংশ VIII

প্রথম তফসিলের চতুর্থ অংশে রাজ্যক্ষেত্রগুলি এবং উক্ত তফসিলে বিনির্দিষ্ট নয় এমন অন্যান্য রাজ্যক্ষেত্রসমূহ

প্রথম তফসিলের চতুর্থ-অংশে রাজ্যগুলি এবং উক্ত তফসিলে বিনির্দিষ্ট নয় এমন রাজ্য ক্ষেত্র-গুলির প্রশাসন

২১৫। (১) প্রথম তফসিলের চতুর্থ অংশে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্য ক্ষেত্র এবং ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত অন্য রাজ্য ক্ষেত্র, যা উক্ত তফসিলে বিনির্দিষ্ট নেই, এমন রাজ্যক্ষেত্র, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক, তিনি যতদূর উপযুক্ত মনে করেন ততদূর পর্যন্ত, নিযুক্ত মুখ্য-মহাধ্যক্ষ বা অন্য কোনও প্রাধিকার দ্বারা পরিচালিত হবে।

(২) ওইরূপ কোনও রাজ্যক্ষেত্রের উৎকৃষ্ট সরকার এবং শান্তির জন্য রাষ্ট্রপতি প্রনিয়ম (regulation) প্রণয়ন করতে পারেন এবং ওইরূপে কৃত যে কোনও প্রনিয়ম ওইরূপ রাজ্যক্ষেত্রে সাময়িক ভাবে প্রযোজ্য কোনও বর্তমান বিধি বা সংসদকর্তৃক প্রণীত কোনও বিধি নিরপিত বা সংশোধন করতে পারেন, এবং তা যখন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রখ্যাপিত হবে, তখন ওইরূপ রাজ্যক্ষেত্রে প্রযোজ্য সংসদের আইনের মতো সমান বল সমস্ত ও প্রভাব বিশিষ্ট হবে।

□ □ □

অংশ IX

সংঘ এবং রাজ্যসমূহের মধ্যে সম্বন্ধ

অধ্যায়-১ : বিধানিক সম্বন্ধ

বিধানিক ক্ষমতাসমূহের বণ্টন

২১৬।(১) এই সংবিধানের বিধানসমূহের শর্তসাপেক্ষে, সংসদ ভারতের সমগ্র রাজ্যক্ষেত্রের অথবা তার যে কোনও অংশের জন্য বিধি প্রণয়ন করতে পারে এবং কোনও রাজ্যের বিধানমন্ডল সমগ্র রাজ্যের বা তার যে কোনও অংশের জন্য বিধি প্রণয়ন করতে পারে।

সংসদকর্তৃক ও রাজ্যগুলির বিধান-মন্ডলসমূহের কর্তৃক প্রণীত বিধির প্রচার

(২) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনও বিধি, তার রাজ্যক্ষেত্রাতীত ক্রিয়া থাকবে, এই কারণে অসিদ্ধ বলে গণ্য করা হবে না।

* ২১৭।(১) পরবর্তী অনুক্রমিক দুটি প্রকরণে যা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও সপ্তম তফসিলের সূচি-১ (এই সংবিধানে "সংঘ সূচি" বলে উল্লিখিত)-তে প্রগণিত বিষয়গুলির যে কোনওটি সম্পর্কে সংসদের বিধি প্রণয়ন করার একাধিকৃত ক্ষমতা আছে।

(২) পরবর্তী অনুক্রমিক প্রকরণে এবং পূর্ববর্তী প্রকরণের শর্তাধীনে যা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও এবং প্রথম তফসিলের ১নং খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট যে কোনও রাজ্যের বিধানমন্ডলের এবং সপ্তম তফসিলের ৩নং সূচি (এই সংবিধানে "সমবর্তী সূচি" বলে যা উল্লেখিত)-তে প্রগণিত বিষয়সমূহের যে কোনওটি সম্পর্কে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদেরও আছে।

(৩) পূর্ববর্তী দুটি প্রকরণের শর্তসাপেক্ষে প্রথম তফসিলের ১নং অংশে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের বিধানমণ্ডলের ওইরূপ রাজ্যের বা তার

---

* শ্রী আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার-এর অভিমত এই যে, বিধানিক বণ্টনের পুরাতন পরিকল্প (plan) অনুসরণ করার পরিবর্তে, অবশিষ্ট ক্ষমতা সংসদের অধীনে থাকবে এই বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, এই প্রকরণের সূত্রপাত হতে পারে রাজ্যের বিধানিক ক্ষমতা দিয়ে, পরে সমবর্তী ক্ষমতা সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং তারপর সংসদের বিধানিক ক্ষমতার ব্যাপারে। যেহেতু প্রশ্নটি ছিল নিছক বিন্যাস-প্রণালীর তাই অধিকাংশ সদস্য বর্তমান বিন্যাসে কোনও প্রকারের বিশৃঙ্খলা না করাই পছন্দ করেন।

কোনও অংশের জন্য, সপ্তম তফসিলের ২নং সূচি (এই সংবিধানে "রাজ্যসূচি" বলে উল্লিখিত)-তে প্রগণিত বিষয়গুলির যে কোনওটি সম্পর্কে বিধি প্রণয়ন করার একাধিকৃত ক্ষমতা আছে।

(৪) প্রথম তফসিলের ৩নং খন্ডের বা ১নং খন্ডে সাময়িকভাবে অন্তর্ভুক্ত নয় ভারতের রাজ্য ক্ষেত্রের এমন কোনও অংশের জন্য যে কোনও বিষয় সম্পর্কে, ঐ বিষয় রাজ্যসূচিতে প্রগণিত কোনও বিষয় হওয়া সত্ত্বেও সংসদের বিধি প্রণয়ন করার ক্ষমতা আছে।

সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় সম্পর্কে বিধানপ্রণয়ন

*২১৮। সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের গঠন, সংগঠন, ক্ষেত্রাধিকার এবং ক্ষমতাসমূহ সম্পর্কে বিধিসমূহ প্রণয়ন করার একাধিকৃত ক্ষমতা সংসদের আছে।

কিছু অতিরিক্ত আদালত স্থাপনের জন্য সংসদের বিধান করার ক্ষমতা

২১৯। এই অধ্যায়ে যা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও সংসদকর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহের অথবা সংঘসূচিতে প্রগণিত কোনও বিষয় সম্পর্কে বিদ্যমান বিধি সমূহের সুষ্ঠুতর পরিচালনার জন্য সংসদ বিধির দ্বারা অতিরিক্ত আদালতসমূহ স্থাপন করার বিধান করতে পারে।

উচ্চ ন্যায়ালয়গুলির গঠন ও সংগঠন সংক্রান্ত বিধি প্রণয়ন

*২২০/(১) প্রথম তফসিলের ১নং খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের বিধানমন্ডলের ওইরূপ রাজ্যের মধ্যে তার প্রধান অবস্থান আছে এমন কোনও উচ্চ ন্যায়ালয়ের গঠন এবং সংগঠন সম্পর্কে বিধিসমূহ প্রণয়ন করার একাধিকৃত ক্ষমতা আছে।

(২) প্রথম তফসিলের ২নং খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যে তার প্রধান অবস্থান আছে এমন কোনও উচ্চ ন্যায়ালয়ের গঠন ও সংগঠন সম্পর্কে বিধিসমূহ প্রণয়ন করার ক্ষমতা সংসদের আছে।

উচ্চ ন্যায়ালয়গুলির ক্ষেত্রাধিকার এবং ক্ষমতাবলী সম্পর্কে বিধি প্রণয়ন

*২২১(১) সংঘসূচিতে প্রগণিত যে কোনও বিষয় সম্পর্কে যে কোনও উচ্চ ন্যায়ালয়ের ক্ষেত্রাধিকার ও ক্ষমতাবলী সম্বন্ধে বিধি প্রণয়ন করার একাধিকৃত অধিকার সংসদের আছে।

(২) প্রথম তফসিলের ১নং খন্ডের সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের বিধানমন্ডল, যে রাজ্যের সম্পর্কে অথবা তার অন্তর্গত যে কোনও ক্ষেত্রসম্পর্কে যেখানে উচ্চ ন্যায়ালয় তার ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ করে, সেখানে রাজ্যসূচিতে প্রগণিত

---

* সমিতির কিছু সদস্য মনে করেন যে ২১৭ নং অনুচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতে ২১৮,২২০,২২১ এবং ২২২ নং অনুচ্ছেদগুলির কোনও প্রয়োজন নেই।

যে কোনও বিষয় সমূহ সম্পর্কে ওইরূপ রাজ্য বা ক্ষেত্রের সম্পর্কে ওইরূপ উচ্চ ন্যায়ালয়ের ক্ষেত্রাধিকার এবং ক্ষমতাবলী সম্বন্ধে বিধিসমূহ প্রণয়ন করার একাধিকৃত অধিকার থাকবে।

(৩) প্রথম তফসিলের ১নং খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের বিধান-মন্ডল এবং সেই সঙ্গে সংসদও, যে রাজ্যের সম্পর্কে অথবা তার অন্তর্গত যে কোনও ক্ষেত্র সম্পর্কে যেখানে উচ্চ ন্যায়ালয় তার ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ করে, সেখানে সমবর্তীসূচিতে প্রগণিত যে কোনও বিষয়সমূহ সম্পর্কে ওইরূপ রাজ্য বা ক্ষেত্রের সম্পর্কে ওইরূপ রাজ্য বা ক্ষেত্রের সম্পর্কে ওইরূপ উচ্চন্যায়ালয়ের ক্ষেত্রাধিকার এবং ক্ষমতাবলী সম্বন্ধে বিধি সমূহ প্রণয়ন করার একাধিকৃত অধিকার থাকবে।

(৪) প্রথম তফসিলের ২য় খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্য সম্পর্কে অথবা ওইরূপ রাজ্যের অন্তর্গত কোনও ক্ষেত্র সম্পর্কে রাজ্যসূচিতে প্রগণিত যে কোনও বিষয়সমূহ সম্পর্কে উচ্চ ন্যায়ালয়ের ক্ষেত্রাধিকার ও ক্ষমতাবলী সম্বন্ধে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা থাকবে সংসদের।

দেওয়ানি ও ফৌজদারি দাবি বিষয়সমূহ সম্বন্ধে ন্যায়ালয় কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতি সম্বন্ধে বিধান প্রণয়ন

*২২২। প্রথম তফসিলের ১নং খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের, যেখানে উচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রধান অধিষ্ঠান আছে, তার বিধানমন্ডল এবং সংসদেরও ক্ষমতা আছে ওইরূপ উচ্চ ন্যায়ালয় কতৃক দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিষয়সমূহ সম্বন্ধে বিধি প্রণয়ন করার ক্ষমতা।

প্রণয়নের অবিশষ্ট ক্ষমতাবলী

২২৩। (৩) সমবর্তী সূচি অথবা রাজ্যসূচি প্রগণিত হয় নি এমন যে কোনও বিষয় সম্বন্ধে যে কোনও বিধি প্রণয়ন করার একাধিকৃত ক্ষমতা আছে।

(২) ওইরূপ ক্ষমতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে ওইরূপ উভয় সূচিতে উল্লিখিত নেই এমন কর আরোপ করে যে কোনও বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।

---

* সমিতির কিছু সদস্য মনে করেন যে ২১৭ নং অনুচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতে ২১৮,২২০,২২১ এবং ২২২ নং অনুচ্ছেদগুলির কোনও প্রয়োজন নেই।

*২২৪। এই সংবিধানের ২১৭ নং অনুচ্ছেদের (১) নং প্রকরণে যা কিছু বলা আছে তৎসত্ত্বেও—

প্রথম তফসিলের ৩য় অংশ ভুক্ত রাজ্যগুলি সম্পর্কে কোন কোন বিষয়সমূহ সম্বন্ধে সংসদের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতাবলীর উপর আরোপিত বিধি-নিষেধ।

(ক) প্রথম তফসিলের তৃতীয় খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যে বা রাজ্যমন্ডলীতে, এই সংবিধান আরম্ভ হওয়ার তারিখে বিদ্যমান থাকা, ডাক ও তার বিভাগ সংক্রান্ত কোনও অধিকার সম্বন্ধে বিধিসমূহ প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের থাকবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ওইরূপ অধিকার ওইরূপ রাজ্য অথবা রাজ্যমন্ডলীর ও ভারত সরকারের মধ্যে চুক্তির দ্বারা বিলোপসাধন করা না হয় বা ভারত সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত না হয়।

তবে, এই প্রকরণের কোনও কিছুই সংসদকে ওইরূপ রাজ্যে অথবা রাজ্যমন্ডলীতে ডাক ও তার বিভাগের নিয়ামন (Regulation) ও নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনও বিধি প্রণয়নে বাধা দেবে না;

(খ) প্রথম তফসিলের তৃতীয় খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যে দূরভাষ, বেতার, সম্প্রচার এবং যোগাযোগের অন্যান্য অনুরূপ প্রণালী সম্বন্ধে বিধি সমূহ প্রণয়নের সংসদের ক্ষমতা প্রসারিত হবে কেবলমাত্র যেগুলির নিয়ামন এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধি প্রণয়ন পর্যন্ত;

(গ) নিগমগুলি সম্পর্কে বিধিসমূহ প্রণয়নের সংসদের ক্ষমতার মধ্যে প্রথম তফসিলের তৃতীয় খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যের মালিকানাভুক্ত অথবা নিয়ন্ত্রিত অথবা কেবলমাত্র উক্ত রাজ্যের মধ্যে ব্যবসারত নিগমগুলির নিগমবন্ধন, নিয়ামন, এবং সমাপ্তিকরণের ব্যাপারে বিধিসমূহ প্রণয়নের ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত করবে না।

২২৫। এই অধ্যায়ে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও প্রথম তফসিলের তৃতীয় অংশে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের বা রাজ্যমন্ডলীর জন্য সংসদের বিধিসমূহ প্রণয়নের ক্ষমতা ঐরূপ রাজ্য অথবা রাজ্য মন্ডলীর সঙ্গে ভারত সরকারের ঐ বিষয়ে আবদ্ধ হওয়া কোনও চুক্তির এবং তাতে অন্তর্ভুক্ত সীমাবদ্ধতার শর্তাহীন হবে।

প্রথম তফসিলের তৃতীয় অংশের রাজ্যগুলির জন্য বিধি প্রণয়নের ক্ষমতার প্রচার

রাজ্যসূচির অন্তর্গত কোনও বিষয় সম্পর্কে জাতীয় স্বার্থে সংসদের বিধি-প্রণয়নের ক্ষমতা

*২২৬। এই অধ্যায়ে পূর্ববর্তী বিধানসমূহ যা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, যদি রাজ্যসভা তার যে সদস্যগণ উপস্থিত থাকেন ও ভোটদেন তাঁদের দুই-তৃতীয়াংশ কর্তৃক সমর্থিত প্রকল্প দ্বারা ঘোষণা করে থাকেন যে, তা জাতীয়স্বার্থে প্রয়োজনীয় বা সঙ্গত যে ওই সম্বন্ধে বিনির্দিষ্ট রাজ্যসূচিতে প্রগণিত কোনও বিষয়ে সম্পর্কে সংসদ বিধি প্রণয়ন করবে, তাহলে, ওই বিষয় সম্পর্কে ভারতের সমগ্র রাজ্যক্ষেত্রের বা তার যে কোনও অংশের জন্য বিধি প্রণয়ন করা সংসদের পক্ষে বৈধ হবে।

জরুরি অবস্থার উদ্‌ঘোষণা সক্রিয় থাকলে, রাজ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত যে-কোনও বিষয় সংসদের বিধি-প্রণয়নের ক্ষমতা।

২২৭।(১) এই অধ্যায়ে যা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও জরুরি অবস্থার উদ্‌ঘোষণা সক্রিয় থাকার সময়ে রাজ্যসূচিতে প্রগণিত বিষয়গুলির যে কোনওটি সম্পর্কে ভারতের সমগ্র রাজ্যক্ষেত্রের বা তার যে কোনও অংশের জন্য বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের থাকবে।

(২) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনও বিধি যা জরুরি অবস্থার উদ্‌ঘোষণা প্রচার না হয়ে থাকলে, সংসদ প্রণয়ন করতে ক্ষমতাপন্ন হতো না, তা ওই উদ্‌ঘোষণার ক্রিয়া শেষ হবার ছয়মাস সময়সীমার অবসান হলে, উক্ত সময়সীমার অবসানের অগে যা করা হয়েছে বা করা বাদ পড়েছে সে-সম্পর্কে ব্যাতীত, যতদূর পর্যন্ত ওই অক্ষমতা ছিল, ততদূর পর্যন্ত আর কার্যকর থাকবে না।

২২৬ এবং ২২৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধি এবং রাজ্যগুলির বিধানমন্ডলসমূহ কর্তৃক প্রণীত বিধির মধ্যে অসামঞ্জস্য।

**২২৮। কোনও রাজ্যের এই সংবিধান অনুযায়ী কোনও বিধি প্রণয়ন করার যে ক্ষমতা আছে, ২২৬ এবং ২২৭ নং অনুচ্ছেদের কোনও কিছুই তা সঙ্কুচিত করবে না। কিন্তু কোনও রাজ্যের বিধানমন্ডল কর্তৃক প্রণীত কোনও বিধির কোনও বিধান যদি উক্ত অনুচ্ছেদ দুটির মধ্যে যে কোনওটি অনুযায়ী সংসদের বিধি প্রণয়নের যে ক্ষমতা আছে সেই অনুসারে কর্তৃক প্রণীত কোনও বিধির

---

* সমিতির অভিমত এই যে, যখন রাজ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত কোনও বিষয় জাতীয় গুরুত্ব অর্জন করে, তখন যে সম্পর্কে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদকে দেওয়া উচিত, এবং সেই উদ্দেশ্যে এই অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

** সমিতির অধিকাংশ (সদস্য) এটা স্থির করেছেন যে, যখন জাতীয় স্বার্থে রাজ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত কোনও বিষয় সম্পর্কে সংসদ যখন কোনও বিধি প্রণয়ন করে, তখন সেটিকে সমবর্তীসূচির বিষয়ের সমজাতীয় বলে গণ্য করা উচিত কিন্তু শ্রী আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী অয়ার ওইরূপ ক্ষেত্রগুলিতে রাজ্যগুলির বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা ধারণ করে রাখার বিরুদ্ধে, কারণ তার মতে ওইরূপ ক্ষমতা ধারণ করে রাখার ফলে সংঘ অতিরিক্ত সুবিধা পেয়ে যেতে পারে ধীরে ধীরে রাজ্য-এলাকায় বলপূর্বক প্রবেশ করার এবং সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আঘাত হানার।

কোনও বিধানের বিরুদ্ধার্থক হয়, তাহলে সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধিটি, তা রাজ্যের বিধানমন্ডল কর্তৃক প্রণীত বিধির আগেই গৃহীত হোক বা পরেই গৃহীত হোক, প্রবলতর হবে এবং ওই রাজ্যের বিধানমন্ডল কর্তৃক প্রণীত বিধি, যতদূর পর্যন্ত ওই বিরুদ্ধার্থকতা আছে ততদূর পর্যন্ত কিন্তু সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধি যতকাল কার্যকর থাকবে কেবল ততকাল নিষ্ক্রিয় থাকবে।

এক বা ততোধিক রাজ্যের জন্য তাঁর সম্মতিক্রমে বিধি প্রণয়নে সংঘদের ক্ষমতা এবং অন্য যে কোনও রাজ্যকর্তৃক ওইরূপ বিধি অবলম্বন।

২২৯।(১) যদি এক বা ততোধিক রাজ্যের বিধানমন্ডল বা বিধানমন্ডলের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, যে-সব বিষয় সম্পর্কে এই সংবিধানের ২২৬ এবং ২২৭ নং অনুচ্ছেদ যেরূপ বিহিত আছে যেরূপ ভিন্ন ওই রাজ্যে অথবা রাজ্য সমূহের জন্য বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের নেই, তাদের মধ্যে কোনও বিষয় ওই রাজ্য বা রাজ্যসমূহে সংসদকর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা প্রনিয়ন্ত্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং যদি ওই মর্মে ওই রাজ্যে বা রাজ্যসমূহের বিধানমন্ডলের কক্ষ কর্তৃক অথবা যেখানে দুটি কক্ষ আছে সেখানে উভয় কক্ষ কর্তৃক অথবা সমূহ গৃহীত হয়, তাহলে সেই বিষয়টি সেই অনুসারে প্রনিয়ন্ত্রিত করার জন্য কোনও আইন পাশ করা সংসদের পক্ষে বিধি সঙ্গত হবে, এবং ওইভাবে গৃহীত কোনও আইন ওইরূপ রাজ্য বা রাজ্যসমূহের প্রতি, এবং অন্য যে রাজ্যের বিধানমন্ডলের কক্ষ কর্তৃক অথবা যে ক্ষেত্রে দুইটি কক্ষ আছে সে ক্ষেত্রে প্রত্যেক কক্ষ কর্তৃক তারপক্ষে গৃহীত দ্বারা পরবর্তী কালে তা অবলম্বন করে তার প্রতি, প্রযুক্ত হবে।

*(২) সংসদ কর্তৃক ওইরূপে গৃহিত কোনও আইন অনুরূপ প্রণালীতে গৃহীত বা অবলম্বিত সংসদের কোনও আইন দ্বারা সংশোধিত বা নিরসিত হতে পারে, কিন্তু, যে রাজ্যে তা প্রযুক্ত হয় সেই সম্পর্কে, সেই রাজ্যের বিধানমন্ডলের আইন দ্বারা সংশোধিত বা নিরসিত হবে না।

*সমিতির অভিমত এই যে, রাজ্যগুলির সম্মতিতে সংসদ কর্তৃক পাশ করা কোনও আইন, যে রাজ্যের পক্ষে তা প্রযোজ্য সেই রাজ্য কর্তৃক বিধানমন্ডলের কোনও আইন দ্বারা সংশোধিত বা নিরসিত করতে অনুমতি দেওয়া উচিত হবে না। কিন্তু যেভাবে প্রধান আইনটি অনুমোদিত বা গৃহীত হয়েছিল কেবল ঠিক সেই প্রণালিতে সংসদের আইন অনুমোদিত বা গ্রহণ করার দ্বারা সংশোধিত বা নিরসিত করা উচিত। এটি অস্ট্রেলিয়া সংবিধান আইনের রাষ্ট্রমন্ডলের ১০৯নং ধারার সঙ্গে ৫১নং (সপ্ত ত্রিংশত) ধারার বিধানসমূহের একযোগে ব্যাখ্যা করার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

**২৩০। এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী বিধান সমূহে যা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, অন্য কোনও দেশ বা দেশসমূহের সঙ্গে কোনও সন্ধি, চুক্তি, অথবা কূটনৈতিক অঙ্গীকার কার্যকর করার জন্য যে কোনও রাজ্যে বা তার কোনও অংশের জন্য যে কোনও বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের আছে।

আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ কার্যকর করার জন্য বিধি প্রণয়ন।

২৩১। (১) যদি কোনও রাজ্যের বিধানমন্ডল কর্তৃক প্রণীত কোনও বিধির কোনও বিধান, যে বিধি বিধিবদ্ধ করার ক্ষমতা সংসদের আছে, অথবা সংসদের বিধিসমূহের প্রণয়ন করার ক্ষমতা আছে এমন কোনও বিষয় সম্বন্ধে বর্তমান বিধির যে কোনও বিধানের বিরুদ্ধার্থক হয় তাহলে এই অনুচ্ছেদের (২) নং প্রকরণের বিধানগুলির অধীনে, সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধি, যা ওই রাজ্যের বিধানমন্ডল কর্তৃক প্রণীত বিধির আগেই গৃহীত হোক বা পরেই গৃহীত হোক। অথবা, স্থল বিশেষে, বিদ্যমান বিধি, প্রধানতর হবে এবং ওই রাজ্যের বিধানমন্ডল কর্তৃক প্রণীত বিধি যতদূর পর্যন্ত তার ওইরূপ বিরুদ্ধার্থকতা আছে, ততদূর পর্যন্ত বাতিল হবে।

(২) যে ক্ষেত্রে প্রথম তফসিলের ১ম খন্ডে সাময়িকভাবে যদি নির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের বিধানমন্ডল কর্তৃক সমবর্তীসূচীতে প্রযজিত বিষয় সমূহের কোনওটি সম্পর্কে প্রণীত কোনও বিধিতে ওই বিষয় সম্পর্কে সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনও পূর্ববর্তী বিধির বিধান সমূহের বিরুদ্ধার্থক কোনও বিধান থাকে, সেক্ষেত্রে ওই রাজ্যের বিধানমন্ডল কর্তৃক ওইরূপে প্রণীত বিধি, যদি তা রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য রক্ষিত এবং তাঁর সম্মতিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে তবে তা প্রবলতর হবে।

তবে, এই প্রকরণের কোনও কিছুই, ওই রাজ্যের বিধানমন্ডল কর্তৃক ওইরূপে প্রণীত কোনও বিধিতে সংযোজন, তার সংশোধন, পরিবর্তন বা নিরসন করে এরূপ কোনও বিধি সহ, ওই একই বিষয়ের সম্পর্কে কোনও বিধি সংসদ কর্তৃক যে কোনও সময় বিধিবদ্ধ করার পক্ষে অন্তরায় হবে না।

**সমিতির অভিমত এই যে, যে কোনও বিদেশি দেশ বা দেশসমূহের সঙ্গে কোনও সন্ধি, চুক্তি অথবা কূটনৈতিক অঙ্গীকার কার্যকর করার জন্য যে কোনও রাজ্য বা তার কোনও অংশের জন্য কোনও বিধি প্রণয়ন করার ব্যাপারে সংসদের অবাধ ক্ষমতা থাকা উচিত।

সুপারিশগুলি সম্পর্কে যা দরকার তা কেবলমাত্র প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিষয় বলে গণ্য হবে।

২৩২। সংসদের বা প্রথম তফসিলের ১নং খণ্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কোনও আইন এবং ওইরূপ কোনও আইনের কোনও বিধান কেবলমাত্র এই কারণে আবদ্ধ হবে না যে এই সংবিধান অনুযায়ী আবশ্যক কোনও সুপারিশ করা হয়নি, যদি—

(ক) যে ক্ষেত্রে রাজ্যপালের সুপারিশ আবশ্যক, সেক্ষেত্রে হয় রাজ্যপাল কর্তৃক (১০) অথবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক;

(খ) যেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সুপারিশ দরকার, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক;

ওই আইনে সম্মতি প্রদান করা হয়ে থাকে।

□ □ □

অধ্যায় II

প্রশাসনিক সম্বন্ধসমূহ

সাধারণ

সংঘ এবং রাজ্যগুলির দায়িত্ব

২৩৩। প্রত্যেক রাজ্যের নির্বাহিক ক্ষমতা এমনভাবে প্রযুক্ত হবে যাতে সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধানাবলির এবং যে বিদ্যমান বিধিগুলি ওই রাজ্যে প্রযুক্ত হয়। সেগুলির পালন নিশ্চিত হয় এবং ভারত সরকার সেই উদ্দেশ্যে কোনও রাজ্যকে যেমন নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন মনে করে সংঘের নির্বাহিক ক্ষমতা তেমন নির্দেশ প্রদান করা পর্যন্ত প্রসারিত হবে।

সংঘের প্রাধিকার ব্যাহত বা ক্ষুণ্ণ না করা রাজ্যের কর্তব্য।

২৩৪।(১) প্রত্যেক রাজ্যের নির্বাহিক ক্ষমতা এমনভাবে প্রযুক্ত হবে যাতে সংঘের নির্বাহিক ক্ষমতা প্রয়োগ ব্যাহত বা ক্ষুণ্ণ না হয়, এবং ভারত সরকার সেই উদ্দেশ্যে কোনও রাজ্যকে যেমন নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন মনে করে সংঘের নির্বাহিক ক্ষমতা তেমন নির্দেশ প্রদান পর্যন্ত প্রসারিত হবে।

(২) সংঘের নির্বাহিক ক্ষমতা সেই সব সমাযোজন ব্যবস্থার নির্মাণ ও পোষণ সম্পর্কে কোনও রাজ্যকে নির্দেশ প্রদান পর্যন্তও প্রসারিত হবে, যেগুলি ওই নির্দেশে জাতীয় বা সামরিক গুরুত্বপূর্ণ বলে ঘোষিত।

তবে, কোনও রাজপথ বা জলপথ জাতীয় রাজপথ বা জাতীয় জলপথ বলে সংসদের ঘোষণা করার ক্ষমতা বা ওইরূপ ঘোষিত রাজপথ বা জলপথ গুলি সম্পর্কে সংঘের ক্ষমতা অথবা নৌ, স্থল ও বিমানবাহিনী সম্বন্ধী নির্মাণকার্য সম্পর্কে নিজ কৃত্য সমূহের অঙ্গ হিসাবে সমাযোজনার ব্যবস্থাগুলি নির্মাণ ও পোষণ করার পক্ষে সংঘের ক্ষমতা এই প্রকরণের কোনও কিছু দ্বারা সমুচিত হয় বলে ধরে নেওয়া যাবে না।

কোন কোন ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির উপর ক্ষমতাসমূহ, ইত্যাদি অর্পন করার পক্ষে সঙেঘর ক্ষমতা।

২৩৫।(১) এই সংবিধানে যা কিছু আছে তা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতি কোনও রাজ্য সরকারের সম্মতি নিয়ে ওই রাজ্যের সরকারের বা তার আধিকারিকগণের উপর সংঘের নির্বাহিক ক্ষমতা যে বিষয়ে প্রসারিত তেমন কোনও বিষয় সম্বন্ধে কৃত্যসমূহ, শর্তসহ বা বিনাশর্তে, ন্যস্ত করতে পারে।

(২) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে বিধি কোনও রাজ্যে প্রযুক্ত হয় তা, যে বিষয় সম্পর্কে ওই রাজ্যের বিধানমন্ডলের বিধি প্রণয়ন করার ক্ষমতা নেই; যেমন বিষয় সম্পর্কে হওয়া সত্ত্বেও, ওই রাজ্যের বা তার আধিকারীগণের ও প্রাধিকারিগণের উপর ক্ষমতাসমূহ অর্পণ ও কর্তব্যসমূহ আরোপন করতে পারে বা ক্ষমতাসমূহ অর্পণ ও কর্তব্যসমূহ আরোপন করার প্রাধিকার দিতে পারে।

(৩) যেক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের বলে কোনও রাজ্যের বা তার আধিকারিকগণের বা প্রাধিকারিগণের উপর ক্ষমতা ও কর্তব্য অর্পিত বা আরোপিত হয়েছে, সেক্ষেত্রে ওই ক্ষমতা এবং কর্তব্য প্রয়োগ সম্বন্ধে ওই রাজ্য কর্তৃক নির্বাহিত অতিরিক্ত প্রশাসনিক খরচ সম্পর্কে যে পরিমান অর্থ স্বীকৃত হয় অথবা স্বীকৃতির অভাবে, ভারতের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিযুক্ত কোনও সালিশ কর্তৃক নির্ধারিত হয় তা ভারত সরকার কর্তৃক ওই রাজ্যকে প্রদত্ত হবে।

২৩৬। (১) প্রথম তফসিলের তৃতীয় খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে ভারত সরকার, কিন্তু সংঘ ও ওইরূপ রাজ্যের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে এই সংবিধানের বিধানবালীর শর্ত সাপেক্ষে, যে কোনও নির্বাহিক, বিধানিক অথবা বিচারিক কৃত্যসমূহ যা ওই রাজ্যে ন্যস্ত আছে তার দায়িত্ব নিতে পারে।

কোনও কোনও রাজ্যর বিধানিক, নির্বাহিক ও বিচারিক কৃত্যসমূহের দায়িত্ব নেওয়ার সংসদের ক্ষমতা।

(২) ভারত সরকার, প্রথম তফসিল সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট নয় এমন যে কোনও ভারতীয় রাজ্যের সঙ্গেও এমন কোনও চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে। কিন্তু ওইরূপ প্রত্যেক চুক্তি বিদেশীয় ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ সম্বন্ধে সেই সময়ে বলবৎ যে কোনও বিধির অধীন হবে এবং তার দ্বারা শাসিত হবে।

ব্যাখ্যা—এই প্রকরণে, "ভারতীয় রাজ্য" কথাটির অর্থ যে কোনও রাজ্যক্ষেত্র, যা ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের অংশ নয় যাকে ওইরূপ রাজ্য হিসাবে রাষ্ট্রপতি স্বীকৃতি দেন নি।

(৩) যদি এই অনুচ্ছেদের (১) নং প্রকরণের অধীনে কোনও রাজ্যের সঙ্গে আবদ্ধ কোনও চুক্তি এমন কোনও বিষয় সম্বন্ধে বিহিত করে যে বিধান সম্বন্ধে প্রথম তফসিলের ১নং খন্ডে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্য সরকারের দ্বারা এই সংবিধানের ২৩৭নং অনুচ্ছেদের অধীনে ওইরূপ কোনও রাজ্যের সঙ্গে ইতিমধ্যে কোনও চুক্তি সম্পাদিত হয়ে থাকে, তবে শেষোক্ত চুক্তি, যা ওইরূপ বিষয়ে যতদূর পর্যন্ত বিহিত করেছে, নিরসিত বলে গন্য হবে এবং পূর্বোক্ত চুক্তির সমাপ্তির তারিখে এবং তারিখ থেকে ফলপ্রদ হবে না।

(৪) সংঘ এবং প্রথম তফসিলের তৃতীয় খন্ডে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের মধ্যে এই অনুচ্ছেদের (১) নং প্রকরণের অধীনে সম্পাদিত চুক্তির ভিত্তিতে—

(ক) সংঘের নির্বাহিক ক্ষমতা ওইরূপ চুক্তিতে এই বিষয়ে বিনির্দিষ্ট কোনও বিষয় সম্বন্ধে প্রসারিত হবে;

(খ) ওইরূপ কোনও চুক্তিতে এই বিষয়ে বিনির্দিষ্ট কোনও বিষয় সম্বন্ধে বিধিসমূহ প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের থাকবে; এবং

(গ) ওইরূপ কোনও চুক্তিতে এই বিষয়ে বিনির্দিষ্ট কোনও বিষয় সম্বন্ধে, এই সংবিধানের ১১৪ নং অনুচ্ছেদের (২) নং প্রকরণের বিধানসমূহের শর্তসাপেক্ষে, ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের ক্ষেত্রাধিকার থাকবে।

প্রথম তফসিলের তৃতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত রাজ্যে বিধানিক, নির্বাহিক অথবা বিচারিক কৃত্যসমূহের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রথম তফসিলের প্রথম খন্ডের রাজ্যগুলির ক্ষমতা।

২৩৭।(১) প্রথম তফসিলের প্রথম খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের সরকারের, প্রথম তফসিলের তৃতীয় খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট যে কোনও রাজ্যের পক্ষ থেকে কৃত কোনও চুক্তির দ্বারা, রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন সহ, শেষোক্ত রাজ্যে ন্যস্ত কোনও বিধানিক, নির্বাহিক অথবা বিচারিক কৃত্যসমূহের দায়িত্ব গ্রহণ করার অধিকার থাকবে, যদি ওইরূপ চুক্তি রাজ্য সূচি অথবা সমবর্তীসূচিতে প্রগণিত কোনও বিষয় সম্পর্কিত হয়।

(২) প্রথম তফসিলের প্রথম খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্য এবং উক্ত তফসিলের তৃতীয় খন্ডে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের মধ্যে এই অনুচ্ছেদের (১) নং প্রকরণের অধীনে সম্পাদিত কোনও চুক্তির ভিত্তিতে—

(ক) উক্ত তফসিলের প্রথম খন্ডে বিনির্দিষ্ট রাজ্যের নির্বাহিক ক্ষমতা ওইরূপ চুক্তিতে ওই ব্যাপারে বিনির্দিষ্ট কোনও বিষয় সম্বন্ধে প্রসারিত হবে;

(খ) উক্ত তফসিলের প্রথম খন্ডে বিনির্দিষ্ট রাজ্যের বিধান মন্ডলের ওইরূপ চুক্তি ওই ব্যাপারে বিনির্দিষ্ট কোনও বিষয় সম্বন্ধে বিধিসমূহ প্রণয়নের ক্ষমতা থাকবে; এবং

(গ) উক্ত তফসিলের প্রথম খন্ডে বিনির্দিষ্ট উচ্চ ন্যায়ালয় এবং অন্যান্য উপযুক্ত আদালতগুলির ওইরূপ চুক্তিতে ওই ব্যাপারে বিনির্দিষ্ট যে কোনও বিষয় সম্পর্কে ক্ষেত্রাধিকার থাকবে।

সরকারি কার্য, অভিলেখ এবং বিচারিক কার্যবাহ

*২৩৩। (১) সংঘের এবং প্রতিটি রাজ্যের সরকারি কার্য, অভিলেখ এবং বিচারিক কার্যবাহের প্রতি ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের সর্বত্র পূর্ণ নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হবে।

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) নং প্রকরণে উল্লিখিত কার্য, অভিলেখ এবং কার্যবাহ যে প্রণালীতে এবং যে সব শর্তে প্রমাণিত ও তাদের কার্যকারিতা নির্ধারিত হবে, তা বিধির দ্বারা যে ভাবে বিহিত হয় সেভাবে হবে।

(৩) ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের যে কোনও অংশে অবস্থিত দেওয়ানি আদালত সমূহ কর্তৃক প্রদত্ত চূড়ান্ত রায় বা আদেশ ওই রাজ্যক্ষেত্রের অভ্যন্তরস্থ যে কোনও স্থানে বিধি অনুসারে জারি করার যোগ্য হবে।

তবে, সমবর্তীসূচির ২, ৪ এবং ৫ নং লিখনগুলিতে (entries) প্রগণিত বিষয়গুলি সম্পর্কে বিধিসমূহ প্রণয়নের ক্ষমতা, ওইরূপ রাজ্য ও সংঘের মধ্যে এই ব্যাপারে সম্পাদিত কোনও চুক্তির শর্তাবলীর অনুযায়ী, সংসদের যদি না থাকে, তবে প্রথম তফসিলের তৃতীয় খন্ডে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট যে কোনও রাজ্যে সরকারি কার্যসমূহ, অভিলেখ এবং বিচারিক কার্যবাহগুলি এবং দেওয়ানি আদালত কর্তৃক প্রদত্ত বা অনুমোদিত চূড়ান্ত রায় বা আদেশ সম্বন্ধে এই অনুচ্ছেদের (১) এবং (৩) নং প্রকরণগুলির বিধানাবলী প্রযোজ্য হবে না।

জল সরবরাহে বাধা

জল সরবরাহে বাধা দান সম্বন্ধে অভিযোগ

২৩৯। প্রথম তফসিলের প্রথম খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের সরকারের যদি দৃষ্টিগোচর হয় যে, যে কোনও রাজ্যে যে কোনও সরবরাহের প্রাকৃতিক উৎস্য থেকে প্রাপ্ত জল সম্বন্ধে ওইরাজ্য, বা তার কোনও অধিবাসিদের স্বার্থ অনিষ্টকরভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে বা হবার সম্ভাবনা আছে—

*সমিতির অভিমত এই যে, এই অনুচ্ছেদটি মৌলিক অধিকার সমূহের আলোচনা সমন্বিত তৃতীয় খন্ডের পরিবর্তে আরও যথোপযুক্তভাবে এই অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

এটা ছাড়াও সমিতি মনে করে যে, প্রথম তফসিলের তৃতীয় খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট প্রতিটি রাজ্যের সম্পর্কে এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলিকে কার্যকর হতে দেওয়া উচিত হবে না। যেহেতু সমবর্তী-সূচিতে প্রগণিত দেওয়ানি প্রক্রিয়া, ফৌজদারি প্রক্রিয়া এবং সাক্ষ্যের মতো বিষয়গুলি সম্পর্কিত বিধিগুলি বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। তাই সমিতি এই প্রকরণটিকে এমন ভাবে পুনঃপরীক্ষা করেছে যাতে এর প্রয়োগ শুধু সীমাবদ্ধ থাকে কেবলমাত্র সেইসব রাজ্যগুলির মধ্যে যা সমবর্তীসূচিতে ওইরূপ বিষয়গুলি সম্পর্কে সংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

(ক) কোনও নির্বাহিক ব্যবস্থা অথবা বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে অথবা অনুমোদিত, বা প্রস্তাবিত হয়েছে বা অনুমোদিত করার দ্বারা; অথবা

(খ) যে কোনও প্রাধিকারির পক্ষে তাদের যে কোনও ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যর্থতার দ্বারা;

উক্ত উৎস্য থেকে প্রাপ্ত জলের ব্যবহার, বন্টন অথবা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে, যে সম্বন্ধে রাজ্য সরকার রাষ্ট্রপতির কাছে অভিযোগ করতে পারে।

অভিযোগগুলি সম্পর্কে মীমাংসা

২৪০। (১) যদি উপরোক্ত ভাবে রাষ্ট্রপতি ওইরূপ কোনও অভিযোগ পান, তা হলে, যদি না তিনি মনে করেন যে জড়িত বিচার্য বিষয়গুলি ওইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের ন্যায্যতার পক্ষে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নয়, তিনি তাঁর সুবিবেচনা অনুযায়ী একটি আয়োগ নিয়োগ করবেন, যাতে সেইরূপ ব্যক্তিরাই থাকবেন যাদের সেচ, যন্ত্রবিদ্যা, প্রশাসন; বিত্ত অথবা বিধি সম্বন্ধে বিশেষ কোনও অভিজ্ঞতা আছে, এবং তিনি যেমন নির্দেশ তাঁদের দিতে পারেন সেই অনুসারে অনুসন্ধান করার এবং সেই বিষয়গুলি যা অভিযোগের সঙ্গে সম্বন্ধ বিশিষ্ট সে ব্যাপারে বা সেইসব বিষয়ে যা তিনি তাঁদের কাছে বিবেচনার জন্য প্রেরণ করতে পারেন সে সম্পর্কে তাঁর কাছে প্রতিবেদন পেশ করার অনুরোধ জানাবেন।

(২). ওইভাবে নিযুক্ত আয়োগ তাঁদের কাছে বিবেচনার জন্য প্রেরিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবেন এবং যেসব তথ্যের সন্ধান তাঁরা পাবেন সেগুলি বিবৃত করে রাষ্ট্রপতির কাছে একটি প্রতিবেদন পেশ করবেন এবং তাঁদের সুবিবেচনা অনুসারে যা সঙ্গত মনে করবেন তেমন সুপারিশ করবেন।

(৩) আয়োগের প্রতিবেদন সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করার পর যদি রাষ্ট্রপতির কাছে এটা প্রতিভাসিত হয় যে, প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত কোনও বিষয়ে ব্যাখ্যার প্রয়োজন, বা তিনি আয়োগের কাছে মূলত বিবেচনার জন্য পাঠান নি এমন কোনও বিষয় সম্বন্ধে তাঁর কিছু পথ-নির্দেশের প্রয়োজন আছে, তবে তিনি আবার বিষয়টি আয়োগের কাছে বিষয়টি বিবেচনার জন্য পাঠাতে পারেন আরও তদন্ত এবং আরও প্রতিবেদনের জন্য।

(৪) এই অনুচ্ছেদ অনুসারে নিযুক্ত আয়োগকে তাদের কাছে বিবেচনার জন্য প্রেরিত যে কোনও বিষয়সমূহ সম্বন্ধে অনুসন্ধানে সহায়তা করার জন্য, ওইরূপ করবার জন্য আয়োগ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হলে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় আয়োগের

কার্যবাহগুলির উদ্দেশ্য পূরণার্থে আদেশ দিতে পারে। যা তারা আদালতের ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগে করতে পারে।

(৫) আয়োগের প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত থাকবে সেই সরকার অথবা ব্যক্তিদের বিষয় যারা আয়োগের খরচপত্রাদি এবং আয়োগের সমক্ষে হাজির হওয়ার জন্য কোনও রাজ্য বা ব্যক্তিগণ কর্তৃক বহন করা পরিব্যয়াদি (Costs) প্রদান করবে এবং ওইভাবে প্রদত্ত যে কোনও খরচাদি অথবা পরিব্যয়াদিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে; এবং এই অনুচ্ছেদের অধীনে রাষ্ট্রপতি খরচাদি অথবা পরিব্যায়াদি সম্পর্কে যে আদেশ দেবেন, তা বলবৎ করা যেতে পারে, যেন সেটি সর্বোচ্চ ব্যয়ালয় কর্তৃক প্রদত্ত এক আদেশ।

(৬) আয়োগ কর্তৃক তাঁর কাছে পেশ করা কোনও প্রতিবেদন সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করার পর রাষ্ট্রপতি, অতঃপর যেভাবে বিহিত করা আছে সেই মতে, প্রতিবেদন অনুযায়ী আদেশসমূহ দেবেন।

(৭) আয়োগের প্রতিবেদন সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করার পর রাষ্ট্রপতি যদি এই অভিমত পোষণ করেন যে প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত কোনও কিছুর সঙ্গে বিধির গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে। তবে তিনি এই সংবিধানের ১১৯ নং অনুচ্ছেদের অধীনে বিষয়টি সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের কাছে বিবেচনার জন্য প্রেষণ করবেন এবং সে সম্বন্ধে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের মতামত পাবার পর, যদি না সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় আয়োগের প্রতিবেদনের সঙ্গে সহমত হয়, তবে প্রতিবেদনটি আয়োগের কাছে ওই অভিমত সহ ফেরত পাঠাবেন এবং আয়োগ তারপর প্রতিবেদনে সেইরূপ পরিবর্তন করবেন যেরূপ প্রয়োজন পড়বে ওই অভিমতের সঙ্গে সামঞ্জস্য আনার জন্য এবং ওইভাবে পরিবর্তিত প্রতিবেদনটি রাষ্ট্রপতির কাছে উপস্থাপিত করবেন।

(৮) এই অনুচ্ছেদের অধীনে রাষ্ট্রপতি কৃত কোনও আদেশকে, প্রভাবিত রাজ্যে, কার্যকর করা হবে এবং কোনও রাজ্যের বিধানমন্ডলের কোনও আইন, যা ওই আদেশের বিরোধী, তা যে পরিমান বিরোধী সেই পরিমান পর্যন্ত বাতিল হবে।

(৯) প্রভাবিত কোনও রাজ্যের সরকার কর্তৃক তাঁর কাছে প্রদত্ত আবেদন পত্রের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি যে কোনও সময়ে যদি উপরোক্ত পদ্ধতিতে নিযুক্ত কোনও আয়োগ তেমন সুপারিশ করে, তবে এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কৃত কোনও আদেশ পরিবর্তন করতে পারেন।

২৪১। যদি রাষ্ট্রপতির মনে হয় যে, প্রথম তফসিলের দ্বিতীয় খন্ডে সামযিক ভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের বা ওইরূপ রাজ্যের কোনও অধিবাসিদের প্রথম তফসিলের প্রথম অথবা দ্বিতীয় খন্ডে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যে সরবরাহের প্রাকৃতিক উৎস্য থেকে আগত জলের ব্যাপারে স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়েছে বা অনিষ্টকর ভাবে ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা আছে—

প্রথম তফসিলের দ্বিতীয় খন্ডে রাজ্যগুলিতে জল সরবরাহ সম্পর্কে বাধা দান।

(ক) কোনও নির্বাহিক ব্যবস্থা অথবা বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে অথবা অনুমোদিত বা প্রস্তাবিত হয়েছে বা অনুমোদিত করার দ্বারা; অথবা

(খ) যে-কোনও প্রাধিকারির পক্ষে তাদের যে কোনও ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যর্থতার দ্বারা।

ওই উৎস্য থেকে জলের ব্যবহার বন্টন অথবা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে, যদি তিনি উপযুক্ত করেন, তবে তিনি পূর্ববর্তী শেষোক্ত অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ অনুসারে নিযুক্ত আয়োগের কাছে বিরেচনার জন্য পাঠাতে পারেন, এবং তারফলে ওই বিধানসমূহ প্রযোজ্য হবে, যেন প্রথম তফসিলের দ্বিতীয় খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যটি উক্ত তফসিলের প্রথম খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট একটি রাজ্য এবং যেন ওই বিষয় সম্পর্কে ওই রাজ্যের রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির কাছে অভিযোগ করেছিলেন।

২৪২। এই সংবিধানে যা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কোনও বিষয় সম্বন্ধে কোনও ব্যবস্থা অথবা মামলা সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় বা অন্য কোনও আদালত গ্রহণ করতে পারবেনা, যদি ওই বিষয় সম্বন্ধে পূর্বোক্ত শেষ তিনটি অনুচ্ছেদের অধীনে রাজ্যটির সরকার অথবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়ে থাকে।

আন্তঃরাজ্যিক ব্যাপার ও বাণিজ্য

*২৪৩। ব্যাপার অথবা বাণিজ্য তা সেগুলি ভূমি, জল অথবা আকাশ পথে করা হোক না কেন, সেগুলি যে কোনও বিধি বা প্রনিয়মের দ্বারা কোনও রাজ্য এবং অপরটির মধ্যে কোনওরকম বৈষম্য করা চলবে না বা এক রাজ্যের তুলনায় অন্য রাজ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া চলবে না।

ব্যাপার ও বাণিজ্য সংক্রান্ত কোনও বিধি বা প্রনিয়ম দ্বারা অপর রাজ্যের তুলনায় অন্য রাজ্যকে অগ্রাধিকার বা বৈষম্যের প্রতিরোধ

*সমিতির অভিমত এই যে, ২৪৩ নং অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত বিধানসমূহ মৌলিক অধিকার সমূহ সম্পর্কিত তৃতীয় খন্ডের তুলনায় এই অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা অনেক বেশি যথোপযুক্ত হওয়া উচিত।

ব্যাপার, বাণিজ্য এবং রাজ্যগুলির মধ্যে আবাস প্রদান সম্পর্কে বিধি নিষেধ।

*২৪৪। এই সংবিধানের পূর্ববর্তী শেষ অনুচ্ছেদ অথবা ১৬ নং অনুচ্ছেদে যা বলা আছে তৎসত্ত্বেও, যে-কোনও রাজ্যের বিধিসম্মত হবে—(ক) অন্য রাজ্যসমূহ থেকে আমদানি করা পণ্যদ্রব্যের উপর কর আরোপ করা, ওইরাজ্যে প্রস্তুত অথবা উৎপাদিত হওয়া সমতুল্য পণ্যদ্রব্য যার আওতাভুক্ত, যাতে অবশ্য ওইভাবে আমদানিকৃত পণ্যদ্রব্য এবং ওইভাবে প্রস্তুত অথবা উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের মধ্যে বৈষম্য করা না হয়; এবং

(খ) জনস্বার্থে যেরূপ প্রয়োজন হবে সেই অনুসারে ওইরূপ রাজ্যের সঙ্গে ব্যাপার বাণিজ্য অথবা আদান প্রদানের স্বাধীনতার উপর যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ আরোপ করা বিধির দ্বারা;

তবে এই সংবিধানের প্রারম্ভ থেকে পাঁচ বৎসর সময় কালের জন্য এই অনুচ্ছেদের (খ) প্রকরণের বিধানসমূহ এই সংবিধানের ৩০ নং অনুচ্ছেদের (ক) প্রকরণে উল্লিখিত ব্যাপার বা বাণিজ্যের যে কোনও পণ্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য হবে না।

২৪৩ এবং ২৪৪ নং অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ কার্যকর করার জন্য প্রাধিকারীর নিয়োগ।

*২৪৫। এই সংবিধানের ২৪৩ এবং ২৪৪ নং অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ কার্যকর করার জন্য সংসদ তার সুবিবেচনা অনুযায়ী সেইরূপ প্রাধিকারী নিয়োগ করবে বিধির দ্বারা এবং ওইভাবে নিযুক্ত প্রাধিকারীর উপর সংসদ যেরূপ প্রয়োজন করবে মনে সেইরূপ ক্ষমতা ও দায়িত্বভার অর্পণ করবে।

রাজ্যসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন

আন্তঃরাজ্যিক পরিষদ সম্পর্কে বিধানসমূহ

২৪৬। যদি কোনও সময়ে রাষ্ট্রপতির কাছে এটা প্রতীয়মান হয় যে—

*সমিতির অভিমত এই যে, ২৪৪ নং অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত বিধানসমূহ মৌলিক অধিকার সমূহ সম্পর্কিত তৃতীয় খন্ডের তুলনায় এই অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা অনেক বেশি যথোপযুক্ত হওয়া উচিত।

*সমিতির অভিমত এই যে, সীমিত ক্ষমতাসহ একটি আন্তঃরাজ্যিক আয়োগের বিধান করার পরিবর্তে ২৪৩ ও ২৪৪ নং অনুচ্ছেদের বিধানসমূহকে কার্যকর করার জন্য বিধির দ্বারা একটি প্রাধিকারি নিয়োগের বিধান করা অনেক বেশি যথোপযুক্ত হবে, কারণ, কেবলমাত্র ব্যাপার অথবা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিবাদ সংক্রান্ত ন্যায়-নির্ণয় করার ক্ষমতা সহ নিযুক্ত ওইরূপ আয়োগের করার মতো যথেষ্ট কাজ নাও থাকতে পারে।

(ক) রাজ্যসমূহের মধ্যে যে বিরোধ উদ্ভূত হয়ে থাকতে পারে, সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করার বা পরামর্শ দেবার;

(খ) যে-সব বিষয়ে রাজ্যসমূহের মধ্যে কয়েকটি বা সবকটির অথবা সংঘের ও এক বা একাধিক রাজ্যের অভিন্ন স্বার্থ জড়িত আছে, সেইসব বিষয়ে তদন্ত ও আলোচনা করার; অথবা

(গ) ওইরূপ কোনও বিষয় সম্বন্ধে সুপারিশ করার এবং বিশেষত সেই বিষয় সম্পর্কে নীতি ও কার্যের সুষ্ঠুতর সমন্বয় সাধনের জন্য সুপারিশ করার ব্যাপারে কর্তব্যের ভারপ্রাপ্ত একটি পরিষদ স্থাপন করার দ্বারা জনস্বার্থ সাধিত হবে, তাহলে, রাষ্ট্রপতির পক্ষে, আদেশ দ্বারা, ওইরূপ পরিষদ স্থগিত করা এবং তার দ্বারা সম্পাদ্য কর্মসমূহের প্রকৃতি ও তার সংগঠন ও প্রক্রিয়া নিরূপিত করা বিধিসম্মত হবে।

□ □ □

অংশ X

বিত্ত, সম্পত্তি, সংবিদা ও মোকদ্দমা

অধ্যায়-১ - বিত্ত

*সংঘ এবং রাজ্যসমূহের মধ্যে রাজস্ব বন্টন

২৪৭। এই খন্ডে, প্রসঙ্গত অন্যথা আবশ্যক না হলে,—

(ক) "বিত্ত আয়োগ" বলতে এই সংবিধানের ২৬০ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত একটি বিত্ত আয়োগ বুঝাবে;

(খ) "রাজ্য" প্রথম তফসিলের দ্বিতীয় অংশে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে না;

(গ) প্রথম তফসিলের দ্বিতীয় অংশে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যগুলি সম্বন্ধে প্রেষণগুলি (references) অন্তর্ভুক্ত করবে প্রথম তফসিলের চতুর্থ অংশে বিনির্দিষ্ট যে কোনও রাজ্যক্ষেত্রে সম্বন্ধীয় প্রেষণগুলি (references) এবং ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, যা ওই তফসিলে বিনির্দিষ্ট নয়, এমন অন্য যে কোনও রাজ্যক্ষেত্র।

"ভারতের রাজস্ব" এবং "রাজ্যের রাজস্ব"-এর অর্থ।

২৪৮। এই অধ্যায়ের বিধানসমূহের-শর্ত সাপেক্ষে এবং কোন কোন কর ও শুল্ক থেকে নীট আগাম রাজ্যসমূহের জন্য পূর্ণত বা অংশত, নির্দিষ্ট করা সম্পর্কে ভারত সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত অথবা সংগৃহীত অর্থ সকল রাজস্ব অন্তর্ভুক্ত হবে "ভারতের রাজস্ব" শব্দ সমষ্টির মধ্যে এবং "রাজ্যের রাজস্বসমূহ" শব্দগুচ্ছের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত অথবা সংগৃহীত সরকারী অর্থ এবং সকল রাজস্ব।

---

*সংঘ এবং রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্ব বন্টন সম্পর্কে সংবিধানের বিত্তীয় বিধানসমূহ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ সমিতির সুপারিশগুলি খসড়াতে অন্তর্ভুক্ত করে নি সমিতি, যেহেতু সমিতির অভিমত এই যে, বর্তমানে যে অস্থির অবস্থা চলছে তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত শাসক আইন, ১৯৩৫ এর অধীনে ওইরূপ রাজস্বের বর্তমান আবন্টন ব্যবস্থা কমপক্ষে পাঁচ বৎসর অব্যাহত থাকা উচিত, তারপর এক বিত্ত-আয়োগ অবস্থার পুনর্বিচার করবে। সমিতি বিশেষজ্ঞ সমিতির সঙ্গে ঐকমত্য যে, বিশেষজ্ঞ সমিতির প্রতিবেদনের ৬৬ নং দফায় উল্লিখিত সংগ্রহ, সঙ্কলন এবং রক্ষণের পরিসংখ্যানগত তথ্যাদির জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত, যাতে নিযুক্ত হবার পর বিত্ত আয়োগের কাছে ওইরূপ তথ্যাদি লভ্য হতে পারে।

২৪৯।(১) সংঘসূচি ঔষধীয় এবং প্রসাধন সামগ্রির উপর যেরূপ অন্তঃশুল্ক এবং যেরূপ মুদ্রাঙ্কশুল্ক উল্লিখিত আছে তা ভারত সরকার কর্তৃক ধার্য হবে, কিন্তু সংগৃহীত হবে—

সংঘ কর্তৃক ধার্য শুল্ক সমূহ কিন্তু রাজ্যগুলি কর্তৃক সংগৃহিত ও সমযোজিত।

(ক) সেই ক্ষেত্রে যেখানে ওইরূপ অন্তঃশুল্ক প্রথম তফসিলের দ্বিতীয় খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের মধ্যে আরোপন যোগ্য ভারত সরকার কর্তৃক, এবং

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, সেইসব রাজ্য দ্বারা যার মধ্যে ওইরূপ অন্তঃশুল্কসমূহ যথাক্রমে আরোপন যোগ্য।

(২) কোনও বিত্তীয় বৎসরে ওই বৎসরে আরোপনযোগ্য ওইরূপ কোনও অন্তঃশুল্কের আগমগুলি ভারতের রাজস্বের অংশীভুত হবে না, কিন্তু তা ওই রাজ্যে নিয়োজিত করা হবে।

২৫০।(১) নিম্নলিখিত শুল্ক ও করসমূহ ভারত সরকার কর্তৃক ধার্য ও সংগৃহীত হবে, কিন্তু এই অনুচ্ছেদের (২) নং প্রকরণে বিহিত প্রণালীতে রাজ্য সমূহের জন্য নিয়োজিত হবে, যথা—

সংঘ কর্তৃক ধার্য ও সংগৃহীত কিন্তু রাজ্যগুলিতে নিয়োজিত করসমূহ।

(ক) কৃষিভূমি ভিন্ন অন্য সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কে শুল্ক সমূহ;

(খ) কৃষিভূমি ভিন্ন অন্য সম্পত্তি সম্পর্কে সম্পদ শুল্ক;

(গ) রেলপথ বা বায়ুপথে বাহিত দ্রব্যসমূহের বা যাত্রিগণের উপর সীমাকর-সমূহ;

(ঘ) রেলপথে যাত্রি ভাড়ার ও মালের মাশুলের উপর করসমূহ।

(২) কোনও বিত্ত বৎসরে ওইরূপ কোনও করের নিট আগম যতদূর পর্যন্ত প্রথম তফসিলের দ্বিতীয় খন্ডে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যসমূহের সম্পর্কে প্রদেয় কর সমূহের প্রতি আরোপনীয় আগমস্বরূপ হয় ততদূর পর্যন্ত ব্যতিরেকে ভারতের রাজস্বের অংশীভূত হবে না, কিন্তু তা, ওই বৎসরে যে রাজ্যসমূহের মধ্যে যে কর অথবা শুল্ক ধার্য করার যোগ্য ছিল, সেই রাজ্যসমূহের জন্য নিয়োজিত হবে, এবং সংসদ কর্তৃক ওইরূপ বন্টনের যে-সব নীতি বিধির দ্বারা সূত্রবদ্ধ হতে পারে সেই অনুসারে ওই রাজ্যসমূহের মধ্যে আবন্টিত হবে।

২৫১। (১) কৃষি আয় ভিন্ন অন্য আয়ের উপর করসমূহ ভারত সরকার কর্তৃক ধার্য ও সংগৃহীত হবে এবং এই অনুচ্ছেদের (২) নং প্রকরণে বিহিত প্রণালীতে সংঘ এবং রাজ্যসমূহের মধ্যে বন্টন করা হবে।

সংঘ কর্তৃক ধার্য ও সংগৃহীত এবং সংঘ ও রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টিত করসমূহ

(২) কোনও বিত্ত বৎসরে ওইরূপ কোনও করের নিট আগম যতদূর পর্যন্ত প্রথম তফসিলের দ্বিতীয় খণ্ডে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যগুলির অথবা সংঘ-উপলভ্য সম্পর্কে প্রদেয় করসমূহের প্রতি আরোপনীয় আগমস্বরূপ হয় ততদূর পর্যন্ত ব্যতিরেকে ওই আগমের যে শতকরা ভাগ বিহিত হতে পারে তা ভারতের রাজস্বের অংশীভূত হবে না। কিন্তু তা, ওই বৎসরে যে রাজ্যসমূহের মধ্যে যে কর ধার্য করার যোগ্য ছিল। সেই রাজ্যসমূহের জন্য নিয়োজিত হবে এবং যেরূপ বিহিত হবে সেইরূপ প্রণালীতে ও সেইরূপ সময় থেকে ওই রাজ্যসমূহের মধ্যে বন্টন করা হবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (২) নং প্রকরণের উদ্দেশ্য পূরণার্থে, প্রতি বিত্ত বৎসরে আয়ের উপর করসমূহ থেকে নিট আগমের যে অংশ সংঘ-উপলভ্য সম্পর্কে প্রদেয় করসমূহ থেকে নিট আগম স্বরূপ নয়, তার শতকরা যে ভাগ বিহিত হতে পারে তা প্রথম তফসিলের দ্বিতীয় খণ্ডে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যসমূহের প্রতি আরোপনীয় আগম স্বরূপ বলে গণ্য করা হবে।

(৪) এই অনুচ্ছেদে—

(ক) "আয়ের উপর করসমূহ" অন্তর্ভাবিত করে এই সংবিধানের ২২৬ নং অনুচ্ছেদের অনুবিধির (ক) নং প্রকরণে যেভাবে উল্লিখিত আছে সেইভাবে আয়ের উপর যে কোনও আয়ের পরিবর্তে সরকার কর্তৃক ধার্য যে কোনও অর্থের পরিমাণ বুঝাবে কিন্তু নিগম করকে অন্তর্ভাবিত করবে না;

(খ) "বিহিত" বলতে বুঝাবে—

(এক) কোনও বিত্ত আয়োগ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আদেশ দ্বারা বিহিত এবং

(দুই) কোনও বিত্ত আয়োগ গঠিত হবার পর, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ওই বিত্ত আয়োগের সুপারিশগুলি বিবেচনার পর আদেশ দ্বারা বিহিত;

(গ) "সংঘ-উপলভ্য" অন্তর্ভাবিত করবে ভারতের রাজস্ব থেকে প্রদেয় সেইসব উপলভ্য ও নিবৃত্তি বেতন যেগুলি সম্বন্ধে আয়কর ধার্য করা যায়।

২৫২। এই সংবিধানের ২৫০ এবং ২৫১ নং অনুচ্ছেদে যা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও সংসদ যে কোনও সময়ে উক্ত অনুচ্ছেদগুলিতে উল্লিখিত শুল্ক বা করসমূহের যে কোনওটি সংঘের প্রয়োজনার্থে অধিভার দ্বার বৃদ্ধি করতে পারে এবং ওইরূপ অধিভারের সমগ্র আগম ভারতের রাজস্বের অংশিভূত হবে।

সঙ্ঘের প্রয়োজনার্থে কোন কোন শুল্ক ও করের উপর অধিভার। (Recharge).

*২৫৩। (১) লবনের উপর কোনও অন্তঃশুল্ক সঙ্ঘ কর্তৃক ধার্য হবে না।

(২) সংঘসূচিতে ঔষধীয় ও প্রসাধন সামগ্রির উপর যেরূপ অন্তঃশুল্ক উল্লিখিত আছে সেগুলি ছাড়া সংঘের অন্য অন্তঃশুল্কসমূহ ভারত সরকার কর্তৃক ধার্য ও সংগৃহীত হবে কিন্তু, যদি সংসদ, বিধি দ্বারা সেরূপ বিধান করে, তাহলে, ওই শুল্ক আরোপক বিধি যে রাজ্যসমূহে প্রসারিত সেই রাজ্যসমূহকে ওই শুল্কের সমগ্র নিট আগমের বা তার কোনও অংশের সমপরিমান অর্থ ভারতের রাজস্ব থেকে প্রদেয় হবে এবং ওইরূপ বিধিতে বন্টনের যেরূপ নীতি সূচিত হতে পারে সেই অনুসারে ওই পরিমাণ অর্থ ওই রাজ্যসমূহের মধ্যে বন্টিত হবে।

২৫৪। এই সংবিধানের ২৫৩ নং অনুচ্ছেদে যা বলা আছে তৎসত্ত্বেও, পাট ও পাটজাত দ্রব্যের উপর রপ্তানি শুল্ক থেকে প্রতিবারের নিট আগমের সেইরূপ অনুপাত, যা সংসদ বিধি দ্বারা নিরূপিত করতে পারে। ভারতের রাজস্বের অংশীভূত হবে না। কিন্তু যেসব রাজ্যে পাট জন্মায়, সেই সব রাজ্যের জন্য নিয়োগ করা হবে ওইরূপ বিধি দ্বারা সূত্রবদ্ধ বন্টনের ওইরূপ নীতি অনুসারে।

পাট এবং পাটজাত দ্রব্যের উপর শুল্কের বন্টন।

তবে, সংসদ ওই রূপ নির্ধারিত না করা পর্যন্ত, শুল্ক থেকে নীট আগমের সেইরূপ অংশ এবং সেইরূপ অনুপাত যা ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ অনুযায়ী কৃত আদেশের বলে নির্দিষ্ট এবং যা এই সংবিধানের আরম্ভের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ করা হয়ে থাকতে পারে।

---

*সমিতির অধিকাংশ সদস্যের অভিমত এই যে, লবনের উপর কোনও সাংবিধানিক প্রতিষেধ থাকা উচিত হবে না। এবং তা ধার্য করার ভার ছেড়ে দেওয়া উচিত সংসদের বিবেচনার উপর। এবং সেই অনুসারে এই অনুচ্ছেদের (১) নং প্রকরণটির প্রয়োজন নেই; কিন্তু শ্রী আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার মনে করেন যে, এই প্রকরণটি বজায় রাখা উচিত।

২৫৫। যে রাজ্যগুলির সাহায্য প্রয়োজন বলে সংসদ নির্ধারণ করতে পারে সেই রাজ্যগুলির রাজস্বের সহায়ক অনুদানরূপে যে পরিমাণ অর্থ সংসদ বিধি দ্বারা বিধান করতে পারে, তা ভারতের রাজস্বের উপর প্রতি বৎসর প্রভাবিত হবে এবং ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ অর্থ স্থির করা যেতে পারে।

কোন কোন রাজ্যগুলিতে সংঘের অনুদান।

তবে, কোনও রাজ্যের তফসিলি জনজাতিসমূহের কল্যাণ বর্ধনের উদ্দেশ্যে প্রথম তফসিলের এবং নং খন্ডে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের তফসিলি ক্ষেত্রসমূহের প্রশাসনের স্তর ওই রাজ্যের অবশিষ্ট ক্ষেত্রসমূহের প্রশাসনের স্তরে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে, ওই রাজ্য ভারত সরকারের অনুমোদন সহ যেসব উন্নয়ন প্রকল্পের ভার গ্রহণ করতে পারে তার খরচ বহন করতে ওই রাজ্যকে সমর্থন করার জন্য যেরূপ প্রয়োজন হতে পারে সেরূপ মূলধনী ও আবর্তক অর্থ ভারতের রাজস্ব থেকে ওই রাজ্যের রাজস্বের সহায়ক অনুদান হিসাবে প্রদত্ত হবে।

পরন্তু, ভারতের রাজস্বসমূহ থেকে আসাম রাজ্যকে রাজস্বের সহায়ক অনুদান হিসাবে—

(ক) ষষ্ঠ তফসিলের ১৯ নং দফায় সংলগ্ন সারণীর প্রথম খন্ডে বিনির্দিষ্ট জনজাতিসমূহের প্রশাসন সম্পর্কে এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্ববর্তী তিন বৎসরে রাজস্ব অপেক্ষা খরচের গড়পড়তা যে আধিক্য ছিল তার; এবং

(খ) উক্ত ক্ষেত্রগুলির প্রশাসনের স্তর ওই রাজ্যের অবশিষ্ট ক্ষেত্রগুলির প্রশাসনের স্তরে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে ওই রাজ্য কর্তৃক, ভারত সরকারের অনুমোদন সহ, যেরূপ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ভার গৃহীত হতে পারে সেগুলির খরচের সমপরিমান মূলধনী ও আবর্তক অর্থ প্রদত্ত হবে।

২৫৬।(১) এই সংবিধানের ২১৭ নং অনুচ্ছেদে যা বলা আছে তৎসত্ত্বেও কিন্তু এই অনুচ্ছেদের (২) এবং (৩) নং প্রকরণের শর্তসাপেক্ষে, কোনও রাজ্যের অথবা তার অন্তর্ভুক্ত কোনও পৌর সংঘ, জেলা পর্ষদ, স্থানীয় পর্ষদ বা অন্য স্থানীয় প্রাধিকারীর হিতের জন্য বৃত্তি, ব্যবসা, পেশা বা চাকুরি সম্পর্কিত করসম্বন্ধি বিধি সমূহ প্রণয়ন করার ক্ষমতা রাজ্যের বিধানমন্ডলের থাকবে।

বৃত্তি, ব্যবসা, পেশা ও চাকুরির উপর করসমূহ।

(২) রাজ্যকে বা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কোনও একটি পৌরসংঘ, জেলা পর্ষদ,

স্থানীয় পর্ষদ বা অন্য স্থানীয় প্রাধিকারীকে কোনও একজন ব্যক্তি সম্পর্কে বৃত্তি, ব্যবসা, পেশা ও চাকুরির উপর কর হিসাবে প্রদেয় মোট অর্থের পরিমাণ বৎসরে দুইশত পঞ্চাশ টাকার অধিক হবে না।

তবে, যদি এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বিত্ত বৎসরে কোনও রাজ্যের বা ওইরূপ কোনও পৌরসংঘ, পর্ষদ বা প্রাধিকারীর ক্ষেত্রে বৃত্তি, ব্যবসা পেশা বা চাকুরির উপর এরূপ কোনও কর বলবৎ থাকে যার হার, অথবা উচ্চতম হার, বৎসরে দুইশত পঞ্চাশ টাকার অধিক ছিল। তাহলে ওই কর, যে পর্যন্ত না সংসদ বিধি দ্বারা বিপরীত কোনও বিধান করেন সে পর্যন্ত, উদগৃহীত হতে থাকবে এবং সংসদ কর্তৃক ওইরূপে প্রণীত কোনও বিধি সাধারণভাবে অথবা বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্য, পৌরসংঘ, পর্ষদ বা প্রাধিকারীর প্রণীত সম্বন্ধে হতে পারবে।

(৩) বৃত্তি, ব্যবসা, পেশা ও চাকুরির উপর কর সম্পর্কে পূর্বোক্ত রূপ বিধি প্রণয়ন করার পক্ষে রাজ্যের বিধানমন্ডলের ক্ষমতার এরূপ অর্থ করা যাবে না যে তা বৃত্তি, ব্যবসা, পেশা ও চাকুরি থেকে প্রাপ্ত বা উদ্ভুত আয়ের উপর কর সম্পর্কে সংসদের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা কোনও প্রকারে সীমিত করে।

ব্যবৃত্তি (Savriqs)

২৫৭। এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে কোনও কর, শুল্ক, উপকর বা দেয়ক (fee), যা কোনও রাজ্য সরকার কর্তৃক অথবা কোনও পৌরসংঘ বা অন্য স্থানীয় প্রাধিকারী বা সংস্থা কর্তৃক ওই রাজ্য, পৌরসংঘ, জেলা বা অন্য স্থানীয় ক্ষেত্রের প্রয়োজনে বিধিসম্মতভাবে উদ্‌গৃহীত হচ্ছিল, তা, সংঘসূচিতে ওইরূপ কর, শুল্ক, উপকর বা দেয়ক উল্লিখিত থাকলেও যে পর্যন্ত না সংসদ কর্তৃক বিপরীত কোনও বিধান করা হয় সে পর্যন্ত উদ্‌গৃহিত, এবং ওই একই প্রয়োজনে প্রযুক্ত হতে পারবে।

কর ও শুল্কসমূহের ধার্যকরণ, সংগ্রহ এবং বন্টন সম্পর্কে প্রথম তফসিলের তৃতীয় খন্ডে বিনির্দিষ্ট রাজ্যগুলির সঙ্গে চুক্তি।

২৫৮।(১) এই অধ্যায়ে যা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, এই অনুচ্ছেদের (২) নং প্রকরণের বিধানাবলীর শর্তসাপেক্ষে সংঘ, প্রথম তফসিলের তৃতীয় খন্ডে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যের সঙ্গে ওইরূপ রাজ্যে ভারত সরকার কর্তৃক উদ্‌গ্রহণযোগ্য কোনও কর অথবা শুল্ক উদ্‌গ্রহণ করা এবং সংগ্রহ করার সম্বন্ধে এবং এই অধ্যায়ের বিধানসমূহ অনুসারে ছাড়া অন্যভাবে তার আগামগুলির বন্টনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হতে পারে, এবং যখন ওইরূপ এক চুক্তি সম্পাদিত হয়, তখন এই অধ্যায়ের বিধানসমূহ ওইরূপ রাজ্য সম্পর্কে কার্যকর হবে ওইরূপ চুক্তির শর্তানুসারে।

(২) এই অনুচ্ছেদের (১)ন ং প্রকরণ অনুযায়ী সম্পাদিত চুক্তি এই সংবিধান প্রারম্ভ হবার সময় থেকে অনধিক দশ বৎসর সময়কাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে; তবে, ওইরূপ প্রারম্ভের সময় থেকে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হবার পর রাষ্ট্রপতি যে কোনও সময়ে ওইরূপ চুক্তি বাতিল অথবা সংশোধিত করতে পারেন যদি বিত্ত আয়োগের প্রতিবেদন সম্পর্কে বিবেচনা করার পর ওইরূপ করা তিনি প্রয়োজন মনে করেন।

“নিট আগম” ইত্যাদি অনুগণন (Calculation)

২৫৯। (১) এই অধ্যায়ে পূর্ববর্তী বিধানসমূহে, কোনও কর বা শুল্ক সম্বন্ধে “নিট আগম” বলতে সংগ্রহের খরচ বাদ দিয়ে ওই কর বা শুল্কের আগম বুঝাবে এবং ওই বিধানসমূহের প্রয়োজনে কোনও ক্ষেত্রের বা কোনও ক্ষেত্রের প্রতি আরোপনীয়, যে-কোনও কর বা শুল্কের, অথবা যে কোনও কর বা শুল্কের যে কোনও অংশের, নিট আগম ভারতের মহানিরীক্ষক কর্তৃক নির্ণীত ও শংসিত হবে এবং তাঁর শংসাপত্র চূড়ান্ত হবে।

(২) পূর্বে যেরূপ উক্ত হয়েছে তার সাপেক্ষে এবং এই অধ্যায়ের অন্য কোনও সুস্পষ্ট বিধানের অধীনে, যে ক্ষেত্রে এই খন্ড অনুযায়ী কোনও শুল্ক বা করের আগত কোনও রাজ্যের জন্য নির্দিষ্ট করা হয় বা হতে পারে, সেক্ষেত্রে যে প্রণালীতে ওই আগম অনুগণিত হবে, যে সময় থেকে বা যে সময়ে এবং যে প্রণালীতে কোনও অর্থ প্রদান করতে হবে, তার জন্য, এবং এক বিত্ত বৎসরের সঙ্গে অন্য বিত্ত বৎসরের সমন্বয়ের জন্য ও অপর কোনও আনুষঙ্গিক বা সহায়ক বিষয়ের জন্য, সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনও বিধি বা রাষ্ট্রপতির কোনও আদেশ বিধান করতে পারে।

বিত্ত আয়োগ

২৬০। (১) এই সংবিধানের প্রারম্ভের পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হবার পর এবং তার পরে প্রতি পঞ্চম বৎসরের অবসানে অথবা রাষ্ট্রপতি যেরূপ প্রয়োজন বিবেচনা করবেন সেরূপ সময়ে রাষ্ট্রপতি আদেশ দ্বারা একটি বিত্ত আয়োগ গঠন করবেন, যা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োজ্য একজন সভাপতি এবং অপর চারজন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে।

(২) আয়োগের সদস্য হিসাবে নিয়োগের জন্য যে যোগ্যতাসমূহ আবশ্যক, এবং যে প্রণালীতে সদস্যগণকে বাছাই করতে হবে। তা সংসদ বিধি দ্বারা নির্ধারণ করতে পারে।

(৩) আয়োগের কর্তব্য হবে—

(ক) এই অধ্যায় অনুযায়ী কর সমূহের যে নিট আগম সংঘ ও রাজ্যসমূহের মধ্যে বিভাগ করতে হবে বা করতে পারা যায় তা তাদের মধ্যে বন্টন এবং রাজ্য সমূহের মধ্যে ওইরূপ আগমের নিজ নিজ অংশ বিভাজন;

(খ) ভারতের রাজস্ব থেকে রাজ্যসমূহের সহায়ক অনুদানগুলি যার দ্বারা শাসিত হওয়া উচিত সেই নীতি সমূহ;

(গ) ভারত সরকার কর্তৃক ওইরূপ কোনও রাজ্যে উদগ্রহণ যোগ্য কোনও কর অথবা শুল্কের উদ্‌গ্রহণ, সংগ্রহ এবং বন্টন সম্পর্কে প্রথম তফসিলের তৃতীয় খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের সঙ্গে সংঘের সম্পাদিত কোনও চুক্তির শর্তাবলীর অবিচ্ছিন্নতা অথবা সংশোধন; এবং

(ঘ) সুদৃঢ় বিত্ত-ব্যবস্থার স্বার্থে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আয়োগের কাছে প্রেষিত অন্য যে কোনও বিষয়; সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ করা।

(৪) আয়োগ তাঁদের প্রক্রিয়া নির্ধারণ করবে এবং তাঁদের কৃত্যসমূহ সম্পাদনে সেরূপ ক্ষমতাসমূহের অধিকারি হবেন যা সংসদ বিধির দ্বারা তাঁদের অর্পণ করবে।

বিত্ত আয়োগের সুপারিশগুলি

২৬১। বিত্ত আয়োগ কর্তৃক এই সংবিধানের বিধানসমূহ অনুযায়ী কৃত প্রত্যেক সুপারিশ, তার ব্যাপারে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে সে সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যামূলক স্মারকলিপি সমেত, রাষ্ট্রপতি সংসদের প্রত্যেক কক্ষের সমক্ষে স্থাপন করবেন।

বিবিধ বিত্তীয় বিধানসমূহ

ভারতের রাজস্ব থেকে যে ব্যয় নির্বাহিত হতে পারে।

২৬২। সংঘ বা কোনও রাজ্য যে কোনও সার্বজনিক উদ্দেশ্যের জন্য কোনও অনুদান করতে পারে, এমন কি যদি ওই উদ্দেশ্য এরূপ একটি উদ্দেশ্য নাও হয় যার সম্পর্কে সংসদ অথবা, স্থল বিশেষে, রাজ্যের বিধানমন্ডল বিধি প্রণয়ন করতে পারে।

সরকারী অর্থসমূহের অভিরক্ষার (Custody) জন্য বিধানসমূহ

২৬৩। (১) ভারত অথবা রাজ্যের রাজস্বসমূহ খাতে প্রাপ্ত সকল অর্থ, সেইসব ব্যতিক্রমগুলি সহ, যদি কোনও কিছু থাকে, যা নিয়মাবলীর দ্বারা বিনির্দিষ্ট হতে পারে, তা ভারতের অথবা রাজ্যের সরকারী হিসাব খাতে প্রদান করতে এবং ওই খাতে অর্থাদি জমা করা, তা থেকে অর্থাদি উঠিয়ে নেওয়া, ওই খাতে জমা রাখা অর্থসমূহের অভিরক্ষা এবং পূর্বোক্ত বিষয়সমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা তৎসহায়ক অন্য সকল

বিষয় সুনিশ্চিত করার প্রয়োজনার্থে রাজ্যের রাজপাল কর্তৃক এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়মাবলী প্রণীত হতে পারে।

(২) এই অনুচ্ছেদে যা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, ভারতের রাজস্ব বাবদ প্রাপ্ত অর্থসমূহের অভিরক্ষা, ভারতের সরকারী হিসাবখাতে সেগুলি জমা রাখা এবং ওইরূপ হিসাব থেকে অর্থসমূহ উঠিয়ে নেওয়ার বিষয়গুলি সংসদ বিধির দ্বারা প্রনিয়ন্ত্রিত করতে পারে, এবং রাজ্যের রাজস্ব বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সমূহের অভিরক্ষা রাজ্যের সরকারী হিসাবখাতে সেগুলি জমা রাখা এবং ওইরূপ হিসাব থেকে অর্থসমূহ উঠিয়ে নেওয়ার বিষয়গুলি রাজ্য বিধানমন্ডল কর্তৃক বিধির দ্বারা প্রনিয়ন্ত্রিত হতে পারে এবং এই অনুচ্ছেদের অধীনে প্রণীত কোনও নিয়মাবলী ওইরূপ কোনও বিধির বিধানসমূহের শর্তসাপেক্ষে কার্যকর হবে।

রাজ্যের করাধান থেকে কোন কোন সম্পত্তির অব্যাহতি

২৬৪। সংসদ বিধির দ্বারা যতদূর পর্যন্ত অন্যথা বিধান করতে পারে ততদূর পর্যন্ত বাদ দিয়ে, সংঘের সম্পত্তি কোনও রাজ্য কর্তৃক বা কোনও রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ কোনও প্রাধিকারী কর্তৃক আরোপিত করসমূহ থেকে অব্যাহতি পাবে।

তবে, সংসদ বিধির দ্বারা অন্যথা বিধান না করা পর্যন্ত, সংঘের যে কোনও সম্পত্তি, যা এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে ওইরূপ কোনও করের জন্য দায়ী ছিল বা দায়ী বলে গণ্য করা হত, তা যতদিন পর্যন্ত ওই কর অব্যাহত থাকে, ততদিন পর্যন্ত তা দাবি থাকবে বা সে বিষয়ে দায়ী বলে গন্য করা হবে।

বিদ্যুতের উপর কর থেকে অব্যাহতি

২৬৫। যতদূর পর্যন্ত সংসদ বিধি দ্বারা অন্যথা বিধান করতে পারে ততদূর পর্যন্ত ব্যতিরেকে, কোনও রাজ্যের কোনও বিধি (কোনও সরকার কর্তৃক বা অন্য ব্যক্তিগণ কর্তৃক উৎপাদিত হোক) এরূপ বিদ্যুতের উপভোগ বা বিক্রয়ের উপর কর আরোপন করবে না বা আরোপন প্রাধিকৃত করবে না যা—

(ক) ভারত সরকার কর্তৃক উপভুক্ত হয় অথবা ভারত সরকারের উপভোগের জন্য ভারত সরকারকে বিক্রয় করা হয়, অথবা

(খ) কোনও সংঘের রেলপথ নির্মাণ, পোষণ বা পরিচালনে ভারত সরকার কর্তৃক বা যে রেল কোম্পানি ওই রেলপথ পরিচালন করে তার দ্বারা উপভুক্ত হয় বা কোনও রেলপথ নির্মাণ, পোষণ বা পরিচালনে উপভোগের জন্য ওই

সরকারকে বা ওইরূপ কোনও রেল কোম্পানিকে বিক্রয় করা হয়। এবং বিদ্যুৎ বিক্রয়ের উপর ওইরূপ যে বিধি দ্বারা কোনও কর আরোপিত হয় বা করের আরোপন প্রাধিকৃত হয় তা সুনিশ্চিত করবে যে ভারত সরকারের উপভোগের উদ্দেশ্যে ওই সরকারকে বা সংঘের কোনও রেলপথ নির্মাণ, পোষণ বা পরিচালনে উপভোগের জন্য পূর্বোক্ত রূপ কোনও রেল কোম্পানিকে বিক্রিত বিদ্যুতের মূল্য, প্রভূত পরিমাণে বিদ্যুতের অন্য উপভোক্তা সমূহের ক্ষেত্রে যে মূল্য ধার্য করা হয় তা থেকে করের পরিমাণ বাদ দিয়ে যা হয় তাই হবে।

২৬৬। কোনও রাজ্যের সরকার কর্তৃক বা তার পক্ষ থেকে কোনও প্রকারের ব্যাপারে বা কারবার যেখানে করা হয় সেখানে এই অনুচ্ছেদের কোনও কিছু উক্ত সরকারকে সঙেঘর কোনও কর বা ঐরূপ ব্যাপার অথবা কারবার অথবা তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনও ক্রিয়ার অথবা তার প্রয়োজনার্থে অধিকৃত কোনও সম্পত্তি সম্বন্ধে ওইরূপ করের পরিবর্তে অর্থের উদ্গ্রহণ থেকে অব্যাহতি দেবে না;

সংঘের করাধান থেকে রাজ্যগুলির সরকার-সমূহের অব্যাহতি

(খ) প্রথম তফসিলের তৃতীয় খন্ডে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের শাসককে ভূমি, ভবনাদি অথবা তাঁর ব্যক্তিগত আয় বা তার ব্যক্তিগত সম্পত্তিজাত আয় সম্পর্কে সংঘের কোনও কর থেকে এই অনুচ্ছেদের কোনও কিছুই অব্যাহতি দেবে না।

ব্যাখ্যা—এই অনুচ্ছেদের প্রয়োজনার্থে, কোনও রাজ্যের সরকারের সাধারণ কাজকর্মের আনুষঙ্গিক কোনও ক্রিয়াদি, যেমন, কোনও রাজ্যের সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন কোনও অরণ্যের অরণ্যজাত দ্রব্যের অথবা কোনও রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ কোনও কারাগারে উৎপাদিত কোনও বস্তুর বিক্রয়কে রাজ্যটির সরকার কর্তৃক বা তারপক্ষ থেকে পরিচালিত কোনও ব্যাপার অথবা কারবার রূপ গণ্য করা হবে না।

২৬৭। যে-ক্ষেত্রে এই সংবিধানের বিধানসমূহ অনুযায়ী কোনও আদালত বা আয়োগের ব্যয় অথবা যে ব্যক্তি এই সংবিধানের প্রারম্ভের পূর্বে ভারত সাম্রাজ্যের অধীনে চাকুরি করেছেন তাঁকে প্রদেয় নিবৃত্তি বেতন ভারতের রাজস্ব অথবা প্রথম তফসিলের প্রথম খন্ডে সাময়িকভাবে রাজ্যের রাজস্বের উপর অথবা ভারতের রাজস্বের উপর প্রভাবিত হয়, সেক্ষেত্রে, যদি—

কোনও কোনও ব্যয় ও নিবৃত্তি বেতন সম্পর্কে সমন্বয়ন

(ক) ভারতের রাজস্বের উপর প্রভাবের ক্ষেত্রে, ওই আদালত বা আয়োগ কোনও রাজ্যের কোনও পৃথক প্রয়োজন সাধন করে অথবা ওই ব্যক্তি কোনও রাজ্যের কার্যাবলী সম্পর্কে পূর্ণত অথবা অংশত চাকুরি করে থাকেন; অথবা

(খ) ওইভাবে বিনির্দিষ্ট করা কোনও রাজ্যের রাজস্বের উপর প্রভাবের ক্ষেত্রে, ঐ আদালত বা আয়োগ সংঘ বা ওইভাবে বিনির্দিষ্ট করা অন্য কোনও রাজ্যের পৃথক প্রয়োজন সাধন করে অথবা ওই ব্যক্তি সংঘ বা অন্য কোনও ওইরূপ রাজ্যের কার্যাবলী সম্পর্কে পূর্ণত বা অংশত চাকুরি করে থাকেন—

তাহলে, ওই খরচ বা নিবৃত্তি-বেতন সম্পর্কে যেরূপ স্বীকৃত হয় অথবা স্বীকৃতির অভাবে, ভারতের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিযুক্ত কোনও সালিশ কর্তৃক যেরূপ নির্ধারিত হয়, সেরূপ প্রদেয় অংশ ওই রাজ্যের রাজস্বের বা স্থল বিশেষে, ভারতের রাজস্বের বা ওই অন্য রাজ্যের রাজস্বের উপর প্রভাবিত হবে এবং তা থেকে প্রদত্ত হবে।

□ □ □

অধ্যায় II

ধারগ্রহণ

২৬৮। সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা সময় সময় যদি কোনও সীমা স্থিরীকৃত হয়, তাহলে, সেরূপ সীমার মধ্যে ভারতের রাজস্বের প্রতিভূতিতে ধারগ্রহণ করা পর্যন্ত, এবং যদি ওইরূপে সীমা স্থিরীকৃত হয়ে থাকে, তাহলে, সেরূপ সীমার মধ্যে প্রত্যাভূতি প্রদান করা পর্যন্ত, সংঘের নির্বাহিক ক্ষমতা প্রসারিত থাকবে।

ভারত সরকার কর্তৃক ধারগ্রহণ

২৬৯। (১) এই অনুচ্ছেদের বিধানসমূহের শর্তসাপেক্ষে প্রথম তফসিলের ১ নং অংশের সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের বিধানমন্ডল কর্তৃক, বিধি দ্বারা, সময় সময় যদি কোনও সীমা স্থিরীকৃত হয়, তাহলে সেরূপ সীমার মধ্যে ওই রাজ্যের রাজস্বের প্রতিভূতিতে ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের অভ্যন্তরে ধারগ্রহণ করা পর্যন্ত এবং, যদি ওইরূপ সীমা স্থিরীকৃত হয়ে থাকে, তাহলে, সেরূপ সীমার মধ্যে প্রত্যাভূতি প্রদান করা পর্যন্ত ওই রাজ্যের নির্বাহিক ক্ষমতা প্রসারিত হবে।

রাজ্যগুলি কর্তৃক ধারগ্রহণ

(২) সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা বা অধীনে সেইরূপ কোনও শর্তাবলীর প্রয়োজনার্থে, যা ধার্য করা তা উপযুক্ত বলে মনে করবে, ভারত সরকার প্রথম তফসিলের তৃতীয় খন্ডে অথবা প্রথম খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যসমূহকে ধার প্রদান করতে পারে, অথবা পূর্ববর্তী শেষ অনুচ্ছেদের অধীনে স্থিরীকৃত কোনও সীমা অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত, কোনও রাজ্য কর্তৃক সংগৃহীত ধারসমূহ সম্পর্কে প্রত্যাভূতি প্রদান করতে পারে, এবং ওইরূপ ধার প্রদান করার উদ্দেশ্যে আবশ্যক পরিমাণ অর্থ ভারতের রাজস্বের উপর প্রভাবিত হবে।

(৩) ভারতের সরকারের সম্মতি ছাড়া প্রথম তফসিলের তৃতীয় খন্ডে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্য কোনও ধার সংগ্রহ করতে পারবে না। যদি ভারত সরকার বা তার পূর্বাধিকারী সরকার কর্তৃক ওই রাজ্যকে যে ধার প্রদত্ত হয়েছে, অথবা যে ধার সম্পর্কে ভারত সরকার বা তার পূর্বাধিকারী সরকার কর্তৃক প্রত্যাভূতি দেওয়া হয়েছে, তার কোনও অংশ তখনও অপরিশোধিত থাকে।

□ □ □

অধ্যায় III

সম্পত্তি, সংবিদা, দায়িতা এবং মোকদ্দমাসমূহ

পরিসম্পৎ, ঋণ, অধিকার ও দায়িতা-সমূহের উত্তরাধিকার

২৭০। এই সংবিধানের প্রারম্ভের পূর্বে পাকিস্তান অধিরাজ্য (Dominion) বা পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশগুলি সৃজনের জন্য যে সমন্বয়ন করা হয়েছে বা করতে হবে তার শর্তসাপেক্ষে এই সংবিধানের প্রারম্ভ থেকে প্রথম তফসিলের এক নং খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট প্রতিটি রাজ্যের সরকার এবং ভারত সরকার সকল সম্পত্তি, পরিসম্পৎ এবং দায়িতাগুলি সম্বন্ধে যথাক্রমে ভারত অধিরাজ্যের সরকারের এবং অনুরূপ রাজ্যপালের প্রদেশগুলির উত্তরাধিকারী হবে।

রাজগামিতা (Escheat) বা ব্যাপগম (lapse) বা অস্বামিক দ্রব্যরূপে প্রাপ্ত সম্পত্তি

২৭১। অতঃপর এতে যেভাবে বিহিত হয়েছে সেই অনুযায়ী, প্রথম তফসিলের তৃতীয় খন্ডে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যগুলি বাদে ভারতের রাজ্য ক্ষেত্রের কোনও সম্পত্তি, যা এই সংবিধান সক্রিয় না হলে, রাজগামিতা বা ব্যাপগম হেতু অথবা অস্বামিক দ্রব্য হিসাবে ন্যায্য স্বত্বাধিকারীর অনুপস্থিতিতে সম্রাট পেতে পারতেন, যদি ওই সম্পত্তি প্রথম তফসিলের প্রথম খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যে অবস্থিত থাকে, তবে তা ওই রাজ্যের সরকারের প্রয়োজনার্থে ওইরূপ রাজ্যে বর্তাবে, এবং অপর কোনও ক্ষেত্রে ভারত সরকারের প্রয়োজনার্থে সংঘে বর্তাবে।

তবে, যে তারিখে সম্রাট এরূপে কোনও সম্পত্তি প্রাপ্ত হতে পারতেন সেই তারিখে যা ভারত সরকার অথবা প্রথম তফসিলের প্রথম খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্য সরকারের দখলে বা নিয়ন্ত্রনাধীনে থাকলে যে প্রয়োজনে ওই সময়ে ব্যবহৃত বা অধিকৃত হতো সেই অনুযায়ী সংঘ বা ওইরূপে বিনির্দিষ্ট রাজ্যের প্রয়োজনার্থে, ভারত সরকারের প্রয়োজনার্থে সংঘে অথবা ওই রাজ্য সরকারের প্রয়োজনার্থে ওই রাজ্যে বর্তাবে।

সম্পত্তি অর্জন করার ক্ষমতা

২৭২।(১) সংঘের এবং প্রথম তফসিলের প্রথম খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট প্রতিটি রাজ্যের নির্বাহিক ক্ষমতা, উপযুক্ত বিধানমন্ডলের কোনও আইনের শর্তসাপেক্ষে, সংঘ বা ওইরূপ রাজ্যের প্রয়োজনার্থে অধিকৃত কোনও সম্পত্তির অনুদান, বিক্রয়, হস্তান্তরিতকরণ অথবা

বন্ধক দেওয়ার স্থল বিশেষে, এবং যথাক্রমে ওইসব উদ্দেশ্য সাধনার্থে সম্পত্তি ক্রয় করা বা গ্রহণ করার, এবং সংবিদ্রাকরণ পর্যন্ত প্রসারিত হবে।

(২) সংঘের অথবা প্রথম তফসিলের প্রথম খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের প্রয়োজনার্থে গৃহীত সকল সম্পত্তি, স্থল বিশেষে সংঘ অথবা ওইরূপ কোনও রাজ্যে বর্তাবে।

২৭৩। (১) সংঘের অথবা প্রথম তফসিলের প্রথম খন্ডে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের নির্বাহিক ক্ষমতার প্রয়োগে কৃত সংবিদাসমূহ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অথবা, স্থল বিশেষে ওই রাজ্যের রাজ্যপাল কর্তৃক কৃত হয়েছে বলে অভিব্যক্ত হবে এবং ওই ক্ষমতার প্রয়োগে কৃত ওইরূপ সংবিদা ও সম্পত্তি হস্তান্তরণের পত্র মূহ রাষ্ট্রপতির অথবা রাজ্যপালের পক্ষে সেগুলির দ্বারা যেরূপ নির্দেশিত বা প্রাধিকৃত হতে পারে সেরূপ ব্যক্তিগণ কর্তৃক ও সেরূপ প্রণালীতে নিষ্পাদিত হবে।

সংবিদাসমূহ (Contracts)

(২) রাষ্ট্রপতি অথবা রাজ্যপাল কেউই এই সংবিধানের প্রয়োজনার্থে কৃত বা নিষ্পাসিত কোনও সংবিদা বা হস্তান্তরণ-পত্র সম্পর্কে ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী হবেন না, অথবা তাদের কারুর পক্ষে যে ব্যক্তি ওইরূপ সংবিদা বা হস্তান্তরণপত্র করেন বা নিষ্পাদন করেন সেরূপ কোনও ব্যক্তি ওই সম্পর্কে ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী হবেন না।

২৭৪। (১) ভারত সরকার ভারত সংঘ এই নামে মামলা করতে পারে বা ওই নামে তার বিরুদ্ধে মামলা করা যেতে পারে এবং প্রথম তফসিলের প্রথম খন্ডে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের সরকার ওই রাজ্যের যে নাম সেই নামে মামলা করতে পারে বা ওই নামে তার বিরুদ্ধে মামলা করা যেতে পারে এবং এই সংবিধান দ্বারা অর্পিত ক্ষমতাবলে বিধিবদ্ধ সংসদের বা ওই রাজ্যের বিধানমন্ডলের আইন দ্বারা যে বিধান করা যেতে পারে সেই অনুযায়ী, এই সংবিধানে বিধিবদ্ধ না হলে যেরূপ ক্ষেত্রে ভারত অধিরাজ্য এবং অনুরূপ প্রদেশসমূহ মামলা করতে পারতো বা তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা যেতে পারতো সেরূপ ক্ষেত্রে, নিজ নিজ কার্যাবলী সম্বন্ধে মামলা করতে পারে বা তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা যেতে পারে।

মোকদ্দমা এবং কার্যবাহ সমূহ

(২) যদি এই সংবিধানের প্রারম্ভের তারিখে—

(ক) এরূপ কোনও আইনি কার্যবাহ বিচারাধীন থাকে যাতে ভারত অধিরাজ্য

কোনও এক পক্ষ হিসাবে আছে, তাহলে ওই কার্যবাহে অধিরাজ্যের স্থলে ভারতসংঘ প্রতিস্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য হবে; এবং

(খ) এরূপ কোনও আইনি কার্যবাহে বিচারাধীন থাকে যাতে কোনও প্রদেশ কোনও এক পক্ষ হিসাবে আছে, তাহলে ঐ কার্যবাহে ঐ প্রদেশ স্থলে অনুরূপ রাজ্য প্রতিস্থাপিত হয়েছে বলে গন্য করা হবে।

অংশ XI

জরুরি অবস্থার বিধানবলী

জরুরি অবস্থার ঘোষণা

২৭৫।(১) যদি রাষ্ট্রপতি নিঃসন্দেহ হন যে এরূপ গুরুতর জরুরি অবস্থা বিদ্যমান যার দ্বারা ভারতের নিরাপত্তা যুদ্ধ বা অভ্যন্তরীন হিংসাত্মক ঘটনার দ্বারাই হোক, বিপন্ন হয়েছে, তাহলে তিনি উদ্‌ঘোষণার দ্বারা ওই মর্মে একটি ঘোষণা করতে পারেন।

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) নং প্রকরণের অধীনে জারি করা উদ্‌ঘোষণা (এই সংবিধানে "জরুরিকালীন এক উদ্‌ঘোষণা" রূপে উল্লিখিত—

(ক) পরবর্তী কোনও উদ্‌ঘোষণার দ্বারা সংহৃত (revoked) হতে পারে;

(খ) সংসদের প্রতিটি কক্ষের সমক্ষে স্থাপিত হবে;

(গ) ছয় মাসের অবসানে সক্রিয় থাকবে না; যদি না উক্ত সময়কালের অবসানের পূর্বে সংসদের উভয় কক্ষের সঙ্কল্প (resolution) দ্বারা অনুমোদিত হয়ে থাকে।

(৩) ভারতের নিরাপত্তা যুদ্ধ দ্বারা অথবা অভ্যন্তরীণ হিংসাত্মক ঘটনার দ্বারা বিপন্ন হয়েছে ঘোষণা করে কোনও জরুরি অবস্থার উদ্‌ঘোষণা যুদ্ধ বা ওইরূপ কোনও হিংসাত্মক ঘটনা কার্যত; ঘটার পূর্বে করা যেতে পারে, যদি রাষ্ট্রপতি নিঃসন্দেহ হন যে তা থেকে বিপদ আসন্ন হয়েছে।

জরুরি অবস্থার উদ্‌ঘোষণার ফল।

২৭৬। যে ক্ষেত্রে কোনও জরুরি অবস্থার ঘোষণা সক্রিয় থাকে, তখন এই সংবিধানে যা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও—

(ক) কোনও রাজ্যকে তার নির্বাহিক ক্ষমতা কি প্রণালীতে প্রয়োগ করতে হবে সে-সম্পর্কে নির্দেশসমূহ প্রদান করা পর্যন্ত সংঘের নির্বাহিক ক্ষমতা প্রসারিত হবে;

(খ) যে কোনও বিষয় সম্পর্কে সংসদের বিধি প্রণয়ন করার ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত করবে ওই বিষয় সম্পর্কে ভারত সরকারের বা ভারত সরকারের আধিকারিকগণের ও প্রাধিকারিগণের উপর ক্ষমতাসমূহ অর্পণ ও কর্তব্যসমূহ আরোপন করে, অথবা ক্ষমতাসমূহের ও কর্তব্যসমূহের আরোপন প্রাধিকৃত করে, বিধি প্রণয়ন করার ক্ষমতা।

জরুরি অবস্থার উদ্‌ঘোষণা সক্রিয় থাকার কালে রাজস্বের বন্টন সংক্রান্ত বিধানসমূহের প্রয়োগ

২৭৭। জরুরি অবস্থার উদ্‌ঘোষণা সক্রিয় থাকার সময়ে, রাষ্ট্রপতি আদেশ দ্বারা, নির্দেশ দিতে পারেন যে ওই আদেশে বিনির্দিষ্ট হতে পারে এরূপ কোনও সময় সীমার জন্য, যা কোনও ক্ষেত্রেই ওইরূপ উদ্‌ঘোষণার ক্রিয়া যে বিত্তবৎসরে শেষ হয় সেই বিত্তবৎসরের অবসানের পর প্রসারিত হবে না, ২৪৯ থেকে ২৫৯ নং অনুচ্ছেদগুলির সকল বা যে কোনও বিধান, সেরূপ ব্যতিক্রম অথবা সংপরিবর্তনসমূহ তিনি উপযুক্ত মনে করেন সেই অনুসারে, কার্যকর হবে।

প্রথম তফসিলের প্রথম খন্ডে অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলিতে সাংবিধানিক যন্ত্র অচল হবার ক্ষেত্রে বিধানসমূহ

২৭৮।(১) এই সংবিধানের ১৮৮ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনও রাজ্যের রাজ্যপাল কর্তৃক জারি করা উদ্‌ঘোষণা প্রাপ্তির পর রাষ্ট্রপতি যদি নিঃসন্দেহ হন যে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যাতে ওই রাজ্যের শাসন এই সংবিধানের বিধানসমূহ অনুসারে চালিত হতে পারে না। তাহলে রাষ্ট্রপতি উদ্‌ঘোষণার দ্বারা—

(ক) ওই রাজ্যের সরকারের সকল অথবা যে-কোনও কৃত্য এবং রাজ্যপাল বা ঐ রাজ্যের বিধানমন্ডল বাদে ওই রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ অন্য কোনও সংস্থাতে বা প্রাধিকারীতে বর্তিত বা তার দ্বারা প্রয়োগ যোগ্য সকল বা যে কোনও ক্ষমতা, নিজের হাতে গ্রহণ করতে পারেন;

(খ) ঘোষণা করতে পারেন যে ওই রাজ্যের বিধানমন্ডলের ক্ষমতাসমূহ কেবলমাত্র সংসদ কর্তৃক প্রয়োগ যোগ্য হবে; এবং ওই উদ্‌ঘোষণার উদ্দেশ্যগুলি কার্যকর করার জন্য ওই রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ কোনও সংস্থা বা প্রাধিকারী সম্বন্ধী এই সংবিধানের কোনও বিধানের ক্রিয়া পূর্ণত অংশত নিলম্বিত রাখার বিধানসমূহ সমেত, তাঁর কাছে যেরূপ প্রয়োজন বা বাঞ্ছনীয় বলে প্রতীয়মান হয়, সেরূপ আনুষঙ্গিক ও পরিণামিক বিধানসমূহ প্রণয়ন করতে পারেন।

তবে, এই প্রকরণের কোনও কিছুই রাষ্ট্রপতিকে, কোনও উচ্চন্যায়ালয়ে বর্তিত বা তার দ্বারা প্রয়োগযোগ্য কোনও ক্ষমতা নিজ হাতে গ্রহণ করতে, বা এই

সংবিধানের উচ্চ ন্যায়ালয় সম্বন্ধী কোনও বিধানের ক্রিয়াকে পূর্ণত বা অংশত নিলম্বিত রাখতে প্রাধিকার দেবে না।

(২) ওইরূপ কোনও উদ্‌ঘোষণা পরবর্তী কোনও উদ্‌ঘোষণা দ্বারা সংহৃত অথবা পরিবর্তিত হতে পারে।

(৩) এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একটি উদ্‌ঘোষণা—

(ক) সংসদের প্রতিটি কক্ষের সমক্ষে স্থাপিত হবে;

(খ) যে-ক্ষেত্রে তা এমন একটি উদ্‌ঘোষণা যা পূর্ববর্তী কোনও উদ্‌ঘোষণাকে প্রতিসংহৃত করে সে-ক্ষেত্র ছাড়া, ছয়মাস অবসানে তা আর সক্রিয় থাকবে না;

তবে, যদি ওইরূপ কোনও উদ্‌ঘোষণা বলবৎ রেখে দেওয়া অনুমোদন করে সংসদের উভয় কক্ষে কোনও প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহলে যতবার তা গৃহিত হবে ততবার, যে তারিখে এই প্রকরণ অনুযায়ী ওই উদ্‌ঘোষণা অন্যথা আর কার্যকর থাকত না সেই তারিখ থেকে আরও বারো মাস সময়সীমার জন্য বলবৎ থাকবে, যদি না তা সংহৃত হয়। কিন্তু ওইরূপ কোনও উদ্‌ঘোষণা কোনও ক্ষেত্রেই তিন বৎসরের অধিক বলবৎ থাকবে না।

(৪) যে-ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের (১) নং প্রকরণ অনুযায়ী জারি করা কোনও উদ্‌ঘোষণা দ্বারা, এটা ঘোষণা করা হয়েছে যে কোনও রাজ্যের বিধানমন্ডলের ক্ষমতাসমূহ সংসদ কর্তৃক বা সংসদের প্রাধিকারের অধীনে প্রয়োগযোগ্য হবে, সেক্ষেত্রে—

(ক) ভারত সরকারের অথবা ভারত সরকারের আধিকারিকগণ এবং প্রাধিকারীগণের উপর ক্ষমতাসমূহ অর্পণ এবং কর্তব্যসমূহ আরোপন করে অথবা ক্ষমতাসমূহের অর্পণ এবং কর্তব্যসমূহের আরোপন প্রাধিকৃত করে বিধিসমূহ প্রণয়ন করতে সংসদ ক্ষমতাপন্ন হবে;

(খ) সংসদের উভয় কক্ষ যখন সত্রাদিন থাকবে না। তখন এই সংবিধানের ১০২ নং অনুচ্ছেদের অধীনে অধ্যাদেশ প্রখ্যাপিত করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকবে।

(৫) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনও বিধি, এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যদি না সংসদ কোনও উদ্‌ঘোষণা জারি করার ক্ষমতাপন্ন হতো, তবে সেই বিধি, তা যতদূর পর্যন্ত সক্ষম ততদূর পর্যন্ত, উদ্‌ঘোষণা সক্রিয় না থাকলে এক বৎসর সময়সীমা অতিক্রান্ত হবার পর, যা উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হবার আগে

নিষ্পন্ন করার কথা ছিল সেই সব কার্য সম্বন্ধে যা কৃত হয়েছে অথবা বাদ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না পর্যন্ত ওইভাবে অবসিত হওয়া বিধানসমূহ যে পর্যন্ত না কোনও রাজ্যের বিধানমন্ডলের আইন দ্বারা সংশোধন সহ বা সংশোধন ব্যাতিরেকে নিরসিত বা পুনর্বিধিবদ্ধ হচ্ছে ততদূর পর্যন্ত আর কার্যকর হবে না।

জরুরি অবস্থায় ১৩ নং অনুচ্ছেদের বিধানসমূহের নিলম্বনা

২৭৯। জরুরি অবস্থার উদ্‌ঘোষণা সক্রিয় থাকা কালে, এই সংবিধানের তৃতীয় খন্ডের ১৩নং অনুচ্ছেদে যা কিছু আছে তা উক্ত খন্ডে যেভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে সেইভাবে রাজ্যের ক্ষমতাকে সঙ্কুচিত করবে না কোনও বিধি প্রণয়ন করতে বা কোনও নির্বাচক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে যা অন্যথায় রাজ্য প্রণয়ন করতে বা অবলম্বন করতে ক্ষমতাপন্ন হত।

জরুরি অবস্থায় এই সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদ কর্তৃক প্রত্যাভূতি সম্পন্ন অধিকারগুলির নিলম্বন

*২৮০। যেক্ষেত্রে জরুরি অবস্থার উদ্‌ঘোষণা সক্রিয় আছে; সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি, আদেশ দ্বারা, ঘোষণা করতে পারেন যে, এই সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদ কর্তৃক প্রদত্ত অধিকারের প্রত্যাভূতি, ওইরূপ আদেশে বিনির্দিষ্ট হতে পারে এমন উদ্‌ঘোষণা সক্রিয় না থাকার পরে ওইরূপ সময়সীমার জন্য নিলম্বিত থাকবে, যা ওইরূপ আদেশে বিনির্দিষ্ট থাকা উদ্‌ঘোষণা সক্রিয় না থাকার পর ছয় মাসের বেশি সময়কাল পর্যন্ত প্রসারিত হবে না।

□ □ □

*সমিতির অভিমত এই যে, প্রথম তফসিলের তৃতীয় খন্ডে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্য সরকার কর্তৃক যেক্ষেত্রে জরুরি অবস্থা ঘোষিত হয়েছে, সেক্ষেত্রে ১৩ নং অনুচ্ছেদের অধীনস্থ মৌলিক অধিকারসমূহের নিলম্বনের জন্য অথবা ২৫ নং অনুচ্ছেদের অধীনস্থ ওইরূপ অধিকারসমূহ বলবৎ করার ব্যাপার নিলম্বনের জন্য কোনও বিধানের প্রয়োজন নেই, কারণ তা অনাবশ্যক জটিলতা সৃষ্টি করবে।

অংশ XII

সঙ্ঘ এবং রাজ্যসমূহের অধীনস্থ কৃত্যক সমূহ

অধ্যায়-১ : *কৃত্যক সমূহ

ব্যাখ্যা

২৮১। প্রসঙ্গত অন্যথা প্রয়োজন না হলে, এই খন্ডে "রাজ্য" শব্দটি বলতে প্রথম তফসিলের প্রথম খন্ড সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যকে বুঝাবে।

সংঘ বা কোনও রাজ্যে চাকুরিতে ব্যক্তিদের ভর্তি চাকুরির শর্তাবলী

২৮২। (১) এই অনুচ্ছেদের (২) নং খণ্ডের বিধানসমূহের শর্তসাপেক্ষে, যথাযোগ্য বিধানমন্ডলের আইনসমূহ সঙ্ঘের বা কোনও রাজ্যের কার্যাবলী সম্পর্কিত সরকার কৃত্যকসমূহে ও পদসমূহে ভারত ও নিযুক্ত ব্যক্তিগণের চাকরির শর্তাবলী প্রনিয়ন্ত্রিত করতে পারে।

(২) কোনও ব্যক্তি যিনি ভারত সরকারের অথবা রাজ্য সরকারের কার্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত কোনও অসামরিক কৃত্যকে সদস্য অথবা কোনও অসামরিক পদে অধিষ্ঠিত আছেন; তাঁকে তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আছে তা জানিয়ে এবং সেইসব অভিযোগ সম্বন্ধে তাঁর স্বপক্ষে বক্তব্য শোনাবার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিয়ে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার পর ভিন্ন, তাঁকে পদচ্যুত বা অপসারিত বা পদাবনতি করা যাবে না।

পরন্তু, এই প্রকরণ প্রযুক্ত হবে না—

(ক) যে ক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তি যে আচরণের ফলে ফৌজদারি অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন সেই আচরণের জন্য তিনি পদচ্যুত বা অপসারিত বা পদাবনমিত হন; অথবা

(খ) যে ক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তিকে পদচ্যুত বা অপসারিত বা তাঁকে পদাবনমিত করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনও প্রাধিকারীর প্রতীতি হয় যে কোনও কারণবশত যা

---

*সমিতির অভিমত এই যে, প্রতিরক্ষা কৃত্যকে অথবা কোনও রাজ্যে বা সংঘে অসামরিক পদাধিকারে নিযুক্ত ব্যক্তিদের ভর্তি এবং চাকুরির শর্তাবলীর ব্যাপারে বিস্তারিত বিধানসমূহ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয়, বরং তা ছেড়ে দেওয়া উচিত যথাযোগ্য বিধানমন্ডলের আইনসমূহের দ্বারা প্রনিয়ন্ত্রিত হবে।

ওই প্রাধিকারীকে লিপিবদ্ধ করতে হবে, ওইরূপ অনুসন্ধান করা যুক্তিসঙ্গত ভাবে সাধ্যায়ত্ত নয়।

অন্তর্বর্তীকালীন বিধানসমূহ

২৮৩। এই সংবিধান অনুযায়ী এ বিষয়ে অন্য কোনও বিধান প্রনীত না হওয়া পর্যন্ত, এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ এবং এই সংবিধানের প্রারম্ভের পর কোনও সর্বভারতীয় কৃত্যকরূপে অথবা সংঘ বা কোনও রাজ্যের অধীন কোনও কৃত্যক বা পদরূপে থেকে গেছে এমন কোনও সরকারি কৃত্যক বা পদ সম্পর্কে প্রযোজ্য সকল বিধি, এই সংবিধানের বিধানসমূহের সঙ্গে যতদূর সামঞ্জস্য ততদূর পর্যন্ত, বলবৎ থেকে যাবে।

□ □ □

অধ্যায় II

কৃত্যনিয়োগাধিকারসমূহ (Public Service Commision)

সংঘের এবং রাজ্যসমূহের জন্য কৃত্যনি-নিয়োগাধিকার

২৮৪। (১) এই অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ অনুযায়ী সংঘের জন্য একটি কৃত্যনিয়োগাধিকার এবং প্রতিটি রাজ্যের জন্য একটি কৃত্যনিয়োগাধিকার থাকবে।

(২) দুই বা ততোধিক রাজ্য সহমত হতে পারে—

(ক) যে ওই রাজ্যপুঞ্জের জন্য একটি কৃত্যনিয়োগাধিকার থাকবে; অথবা

(খ) রাজ্যসমূহের মধ্যে কোনও একটি রাজ্যের কৃত্যনিয়োগাধিকার সকল রাজ্যের প্রয়োজন মেটাবে; এবং ওইরূপ কোনও চুক্তিতে, ওইরূপ চুক্তির উদ্দেশ্যসমূহ কার্যে পরিণত করার জন্য যেমন আনুষঙ্গিক বা পারিণামিক বিধানসমূহ আবশ্যক বা বাঞ্ছনীয় হতে পারে, তা থাকতে পারে এবং যেক্ষেত্রে কোনও রাজ্যপুঞ্জের জন্য একটি মাত্র কৃত্যনিয়োগাধিকার থাকার চুক্তি আছে, সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করে দেবে, যেসব কার্যাবলী এই সংবিধানের এই খণ্ডের অধীনে রাজ্যের রাজ্যপাল কর্তৃক সম্পাদিত হবার কথা তা কোনও রাজ্যপাল বা রাজ্যপালগণ কর্তৃক সম্পাদিত হবে।

(৩) সংঘের কৃত্যনিয়োগাধিকার যদি কোনও রাজ্যের রাজ্যপাল কর্তৃক এরূপ করতে অনুরূদ্ধ হন, তাহলে, রাষ্ট্রপতির অনুমোদিত নিয়ে ওই রাজ্যের সকল অথবা যে কোনও প্রয়োজন সাধন করতে স্বীকৃত হতে পারেন।

(৪) এই সংবিধানে সংঘ কৃত্যনিয়োগাধিকার বা কোনও রাজ্য কৃত্যনিয়োগাধিকারের উল্লেখ, প্রসঙ্গত অন্যথা প্রয়োজন না হলে, আলোচ্য বিশেষ বিষয়টি সম্পর্কে সংঘের বা স্থল বিশেষে, ওই রাজ্যের প্রয়োজনসমূহ যে আয়োগ সাধন করে তার উল্লেখ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

আয়োগের কর্মীবর্গ এবং গঠন

২৮৫। (১) সংঘ আয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এবং রাজ্য আয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল কর্তৃক তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কৃত্যনিয়োগাধিকারের সভাপতি ও অন্য সদস্যদের নিয়োগ করবেন।

তবে, প্রত্যেক কৃত্যনিয়োগাধিকারের সদস্যগণের কমপক্ষে অর্ধাংশ হবেন এমন ব্যক্তিরা যাঁরা নিজ নিজ নিয়োগের তারিখে অন্তত দশ বৎসরের জন্য ভারত সরকারের অধীনে অথবা কোনও রাজ্য সরকারের অধীনে পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এবং উক্ত দশ বৎসর সময়সীমা গণনায় এই সংবিধানের প্রারম্ভের পূর্বে কোনও ব্যক্তি যে সময়সীমার জন্য ভারত সম্রাটের অধীনে বা কোনও রাজ্য সরকারের অধীনে পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তা ধরতে হবে।

(২) সংঘ আয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্য আয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যের রাজ্যপাল নিজ বিবেচনা অনুসারে প্রনিয়ম দ্বারা—

(ক) ওই আয়োগের সদস্যদের সংখ্যা, তাঁদের পদের কার্যকাল এবং তাঁদের চাকরির শর্তাবলী নির্ধারণ করতে পারেন; এবং

(খ) ওই আয়োগের কর্মীবর্গের সংখ্যা ও তাঁদের চাকরির শর্তাবলী সম্পর্কে বিধান প্রণয়ণ করতে পারেন।

(৩) পদে অধিষ্ঠিত আর না থাকলে—

(ক) সংঘ আয়োগের সভাপতি ভারত সরকার বা কোনও রাজ্য সরকারের অধীনে আর কোনও চাকরিতে নিয়োগের জন্য অযোগ্য হবেন;

(খ) কোনও রাজ্য আয়োগের সভাপতি সংঘ আয়োগের সভাপতি বা অন্য কোনও সদস্য হিসাবে বা অপর কোনও রাজ্য আয়োগের সভাপতি হিসাবে নিয়োগের জন্য যোগ্য হবেন, কিন্তু ভারত সরকার বা কোনও রাজ্য সরকারের অধীনে অন্য কোনও চাকরিতে নিয়োগের জন্য হবেন না;

(গ) ভারত সরকারের অধীনে বা রাজ্য সরকারের অধীনে অন্য কোনও নিয়োগের জন্য

সংঘের বা কোনও রাজ্য আয়োগের অন্য কোনও সদস্য যোগ্য বিবেচিত হবেন না, রাজ্য ক্ষেত্রের কার্যাবলীর সম্পর্কিত নিয়োগের জন্য রাজ্যের রাজ্যপালের এবং অন্য কোনও নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির অনুমতি ব্যাতিরেকে।.

কৃত্যনিয়োগাধিকার-গুলির কৃত্যসমূহ

২৮৬। (১) সংঘ এবং রাজ্য কৃতনিয়োগাধিকার গুলির কর্তব্য হবে যথাক্রমে সংঘের কৃত্যকগুলিতে এবং রাজ্যের কৃত্যকগুলিতে নিয়োগের জন্য পরীক্ষাসমূহ চালনা করা।

(২) দুই বা ততোধিক রাজ্য কর্তৃক এরূপ করার জন্য অনুরুদ্ধ হলে, যেসব কৃত্যকের জন্য বিশেষ যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থী আবশ্যক সেগুলির জন্য সংযুক্ত ভর্তির প্রকল্পসমূহ (Scheme) প্রণয়ন করতে এবং কার্যকর করতে ওই সব রাজ্যকে সাহায্য করাও সংঘ কৃত্যনিয়োগাধিকারের কর্তব্য হবে।

(৩) সর্বভারতীয় কৃত্যকসমূহ সম্পর্কে এবং সংঘের কার্যাবলী সম্পর্কিত অন্য কৃত্যক ও পদসমূহ সম্পর্কেও রাষ্ট্রপতি এবং কোনও রাজ্যের কার্যাবলী সম্পর্কিত কোনও কৃত্যক ও পদসমূহ সম্পর্কে রাজ্যপাল, সাধারণত অথবা কোনও বিশেষ প্রকার ক্ষেত্রে বা কোনও বিশেষ পরিস্থিতিতে, যেসব বিষয়ে কোনও কৃত্যনিয়োগাধিকারের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন হবে না তা বিনির্দিষ্ট করে প্রনিয়মসমূহ প্রণয়ন করতে পারে। কিন্তু, ওইভাবে প্রণীত প্রনিয়মগুলির এবং অব্যবহিত পরবর্তী প্রকরণের বিধানসমূহের শর্তসাপেক্ষে, সংঘ আয়োগ, স্থল বিশেষে, রাজ্য আয়োগের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে—

(ক) অসামরিক কৃত্যকসমূহে এবং অসামরিক পদসমূহে ভর্তির পদ্ধতিগুলি সংক্রান্ত সকল বিষয় সম্বন্ধে;

(খ) অসামরিক কৃত্যকসমূহে এবং পদসমূহে নিয়োগ এবং এক কৃত্যক থেকে অন্য কৃত্যকে পদোন্নয়নে ও স্থানান্তরণে যে নীতিগুলি অনুসরণীয় সে বিষয়ে এবং ওইরূপ নিয়োগ পদোন্নয়ন বা স্থানান্তরণের জন্য প্রার্থীগণের উপযুক্ততা বিষয় সম্বন্ধে;

(গ) ভারত সরকারের বা কোনও রাজ্য সরকারের অধীনে অসামরিক পদে কর্মরত কোনও ব্যক্তি সম্পর্কিত শৃঙ্খলা সম্বন্ধীয়, সে সম্পর্কে প্রার্থনাপত্রসমূহ বা আবেদনপত্রসমূহ, সকল বিষয় সম্বন্ধে;

(ঘ) ভারত সরকারের বা কোনও রাজ্য সরকারের অধীনে অথবা ভারত সম্রাটের অধীনে অসামরিক কোনও পদে চাকরি করছেন বা চাকরি করেছিলেন এমন কোনও ব্যক্তি কর্তৃক বা তাঁর সম্পর্কে এমন দাবি যে, তাঁর কর্তব্যপালনে কৃত অথবা করতে অভিপ্রেত কার্যসমূহ সম্পর্কে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত কোনও আইনি কার্যবাহে আত্মপক্ষ সমর্থনে তাঁর যে ব্যয় হয়েছে তা ভারতের রাজস্ব থেকে, অথবা, স্থল বিশেষে, ওই রাজ্যের রাজস্ব থেকে প্রদত্ত হবে, এই সম্বন্ধে;

(ঙ) ভারত সরকারের বা কোনও রাজ্য সরকারের বা ভারত সম্রাটের অধীনে অসামরিক কোনও পদে চাকরি করার সময় কোনও ব্যক্তি কর্তৃক প্রাপ্ত আঘাত সম্পর্কে কোনও নিবৃত্তি বেতন প্রদানের জন্য কোনও দাবির ব্যাপারে এবং ওইরূপে প্রদত্ত নিবৃত্তি বেতনের পরিমান সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন সম্বন্ধে, এবং তাঁদের কাছে ওইরূপে প্রেষিত কোনও বিষয়ে এবং রাষ্ট্রপতি বা স্থল বিশেষে, কোনও রাজ্যের রাজ্যপাল তাঁদের কাছে অন্য যে বিষয় প্রেরণ করতে পারেন সেই বিষয়ে পরামর্শ দান করা কৃত্য-নিয়োগাধিকারের কর্তব্য হবে।

প্রমাণের ভার

(৪) এই অনুচ্ছেদের কোনও কিছুর জন্যই সংঘ অথবা রাজ্যের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে নিয়োগ ও পদসমূহ কোন প্রণালীতে বিভাজন করা হবে তার জন্য কোনও কৃত্যনিয়োগাধিকারের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক হবে না।

কৃত্যনিয়োগাধিকারগুলির কৃত্যসমূহ প্রসারিত করার ক্ষমতা।

২৮৭। এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর শর্তসাপেক্ষে, সংসদ কর্তৃক অথবা রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত আইন সংঘ কৃত্য-নিয়োগাধিকার কর্তৃক অথবা, স্থল বিশেষে, রাজ্য কৃত্যনিয়োগাধিকার কর্তৃক অতিরিক্ত কৃত্যসমূহ সম্পাদন করার বিধান করতে পারে।

তবে, যে ক্ষেত্রে আইনটি কোনও রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত, সে ক্ষেত্রে ওইরূপ আইনের অন্যতম শর্ত হবে যে তার দ্বারা অর্পিত কৃত্যসমূহ রাষ্ট্রপতির অনুমতি ছাড়া এমন কোনও ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রযোজ্য হবে না যিনি রাজ্যের কৃত্যকগুলির কোনও একটিরও সদস্য নন।

কৃত্যনিয়োগাধিকারের ব্যয়

২৮৮। আয়োগের সদস্যগণ বা কর্মীবর্গকে তাঁদের সম্পর্কে প্রদেয় বেতন, ভাড়া, ও নিবৃত্তি-বেতন সহ, সংঘ বা কোনও রাজ্য কৃত্যনিয়োগাধিকারে ব্যয় ভারতের রাজস্ব বা স্থল বিশেষে, ওই রাজ্যের রাজস্বের উপর প্রভাবিত হবে।

অংশ III

নির্বাচনসমূহ

নির্বাচনসমূহের অধীক্ষণ, নির্দেশন ও নিয়ন্ত্রণ একটি নির্বাচন আয়োগে বর্তিত হবে

২৮৯। (১) সংসদের নির্বাচনসমূহ সম্পর্কিত বা তা থেকে উদ্ভূত সন্দেহ ও বিবাদের মীমাংসার জন্য নির্বাচন ন্যায়পীঠের নিয়োগ সমেত সংসদের সকল নির্বাচনের এবং রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনের অধীক্ষণ, নির্দেশন এবং নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত আয়োগের উপর ন্যস্ত হবে।

(২) রাজ্যের বিধানমণ্ডলীর নির্বাচনসমূহ সম্পর্কিত ও তা থেকে উদ্ভূত সন্দেহ ও বিশদের মীমাংসার জন্য নির্বাচন ন্যায়পীঠের নিয়োগ সহ এই সংবিধান অধীনে রাজ্যটির জন্য রাজ্যপালের নিয়োগের প্রয়োজনার্থে একটি নামসূচি প্রস্তুত করার জন্য *নির্বাচনসমূহ এবং রাজ্যপালের পদের জন্য নির্বাচন ও প্রথম তফসিলের ১ নং খণ্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যের বিধানমণ্ডলের জন্য সকল নির্বাচন সংক্রান্ত অধীক্ষণ, নির্দেশন এবং নিয়ন্ত্রণ ওই রাজ্যের রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত এমন আয়োগের উপর ন্যস্ত হবে।**

সংসদের নির্বাচন

২৯০। এই সংবিধানের বিধানসমূহের শর্তসাপেক্ষে, সংসদ সময় সময়, বিধি দ্বারা, সংসদের উভয় কক্ষের নির্বাচন সম্বন্ধে অথবা সম্পর্কে, নির্বাচন ক্ষেত্রসমূহের পরিসীমা (delimitation) সহ সংসদের উভয় কক্ষের গঠন সুনিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয় সম্বন্ধে বিধান করতে পারে।

---

* যদি ১৩১ নং অনুচ্ছেদে দ্বিতীয় বিকল্পটি গ্রহণ করতে হয়, তবে "রাজ্যের রাজ্যপালের পদের নির্বাচন-সমূহ শব্দগুলির পরিবর্তে রাজ্যটির জন্য রাজ্যপালের নিয়োগের প্রয়োজনার্থে একটি নামসূচি প্রস্তুত করার জন্য শব্দগুলি ব্যবহার করতে হবে।

** সমিতির অভিমত এই যে, প্রথম তফসিলের প্রথম খণ্ডের বিধানমণ্ডলের নির্বাচন সমূহের ব্যাপারে অধীক্ষণ, নির্দেশন ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নির্বাচন আয়োগটিকে নিয়োগ করা উচিত রাজ্যের রাজ্যপালের।

২৯১। এই সংবিধানের বিধান সমূহের শর্তসাপেক্ষে, প্রথম তফসিলের প্রথম অংশে প্রমাণের ভার সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যের বিধানমণ্ডল সময় সময় বিধি দ্বারা নির্বাচনক্ষেত্রসমূহের পরিসীমায় ও কক্ষ অথবা কক্ষগুলির যথোচিত গঠন সুনিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সহ রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কক্ষ অথবা কক্ষগুলির নির্বাচন সম্বন্ধে অথবা সম্পর্কে বিধান করতে পারে।

□ □ □

অংশ XIV

সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে বিশেষ বিধানাবলী

লোকসভায় সংখ্যালঘুদের জন্য আসন সংরক্ষণ

২৯১। লোকসভায় আসনসমূহ সংরক্ষিত থাকবে—

(ক) মুসলমান সম্প্রদায় এবং তফসিলি জাতদের জন্য;

(খ) প্রথম তফসিলের প্রথম অংশে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট প্রতিটি রাজ্যের তফসিলি জনজাতদের জন্য; এবং

(গ) বোম্বাই ও মাদ্রাজ রাজ্যগুলিতে ভারতীয় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের জন্য, এই সংবিধানের ৬৭ নং অনুচ্ছেদের (৫) নং খণ্ডের (খ) নং উপখণ্ডে নির্দেশিত মাত্রা অনুসারে।

লোকসভায় ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে বিশেষ বিধানসমূহ

২৯৩। এই সংবিধানের ৬৭ নং অনুচ্ছেদে যা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও যদি রাষ্ট্রপতির অভিমত হয় যে লোকসভায় ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব পর্যাপ্ত নয় তাহলে তিনি ওই সম্প্রদায়ের অনধিক দুইজন সদস্যকে লোকসভায় মনোনীত করতে পারেন।

রাজ্যগুলির বিধানসভায় সংখ্যালঘুদের জন্য আসন সংরক্ষণ

২৯৪। (১) আসনসমূহ সংরক্ষিত থাকবে—

(ক) প্রথম তফসিলের প্রথম অংশে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট প্রতিটি রাজ্যের বিধানসভায় মুসলমান সম্প্রদায়, তফসিলি জাত এবং তফসিলি জনজাতসমূহের (অসমের স্বায়ত্তশাসিত জেলাগুলির তফসিলি জনজাত সমূহ বাদ দিয়ে) প্রত্যেক্য রাজ্যের বিধানমণ্ডলীতে এবং

(খ) মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বিধানসভাগুলিতে ভারতীয় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের জন্য,

এই সংবিধানের ১৪৯ নং অনুচ্ছেদের (১) নং খণ্ডের নির্দেশিত মাত্রা অনুসারে।

(২) অসম রাজ্যের বিধানসভায় স্বায়ত্তশাসিত জেলাগুলির জন্যও আসন সংরক্ষিত থাকবে।

(৩) প্রথম তফসিলের প্রথম অংশে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের বিধানসভায় যে কোনও সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসনসমূহের সংখ্যার সঙ্গে ওই সভার মোট আসন সংখ্যার যথাসম্ভব সেই অনুগত থাকবে যে অনুপাত ওই রাজ্যে মোট জনসংখ্যার সঙ্গে ওই রাজ্যে ওই সম্প্রদায়ের জনসংখ্যায় আছে।

ব্যাখ্যা ঃ এই খণ্ডের উদ্দেশ্য পূরণার্থে কোনও রাজ্যের সকল তফসিলি জাতি এবং রাজ্যের সকল তফসিলি জনজাতসমহূও একটি মাত্র একক সম্প্রদায় হিসাবে পরিগণিত হবে।

(৪) অসম রাজ্যের বিধান সভার কোনও স্বায়ত্তশাসিত জেলার জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যার সঙ্গে ওই সভার মোট আসনসংখ্যার এমন অনুপাত থাকবে যা ওই জেলার জনসংখ্যার সঙ্গে ওই রাজ্যের মোট জনসংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা কম হবে না।

(৫) অসম রাজ্যের কোনও স্বায়ত্তশাসিত জেলার জন্য সংরক্ষিত আসনসমূহের নির্বাচন ক্ষেত্রগুলিতে ওই জেলার বহির্ভূত কোনও এলাকা অন্তর্ভুক্ত হবে না।

(৬) কোনও ব্যক্তি যিনি অসম রাজ্যের কোনও স্বায়ত্তশাসিত জেলার কোনও তফসিলি জনজাতর সদস্য নন, তিনি ওই জেলার কোনও নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে ওই রাজ্যের বিধানসভার

নির্বাচনের জন্য যোগ্য হবেন না* [কেবল সেই নির্বাচন ক্ষেত্র বাদে যার মধ্যে শিলং-এর সেনাবাস (Cantonment) এবং পুরসভা অন্তর্ভুক্ত]।

রাজ্যগুলির বিধান সভায় ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে বিশেষ বিধানসমূহ

২৯৫। এই সংবিধানের ১৪৯ নং অনুচ্ছেদে যা কিছু বলা আছে তৎসত্ত্বেও যদি কোনও রাজ্যের রাজ্যপালের অভিমত হয় যে ওই রাজ্যের বিধান সভায় ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব পর্যাপ্ত নয়, তাহলে তিনি যা সঙ্গত মনে করবেন সেই অনুযায়ী ওই বিধানসভায় সেইরূপ সংখ্যার সদস্য মনোনীত করতে পারবেন।

কৃত্যক ও পদসমূহে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দাবি

২৯৬। অব্যবহিত পরবর্তী অনুচ্ছেদের বিধানসমূহের শর্ত-সাপেক্ষে, সংঘের বা প্রথম তফসিলের প্রথম অংশে সামাজিক-ভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের কার্যাবলী সংক্রান্ত কৃত্যক বা পদসমূহে নিয়োগ। প্রশাসনের কার্যকুশলতা রক্ষণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দাবিগুলি বিবেচনা করতে হবে।

কোনও কোনও কৃত্যকে ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ বিধান

২৯৭। (১) পনেরই অগস্ট ১৯৪৭ তারিখের অব্যবহিত পূর্বে সংঘের রেলপথ, বহিঃশুল্ক, ডাক ও তার কৃত্যকগুলিতে ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের সদস্যগণের নিয়োগ যে ভিত্তিতে হতো, এই সংবিধানের প্রারম্ভের প্রথম দুই বৎসর সেই এক-ই ভিত্তিতে হবে।

পরবর্তী প্রত্যেক দুই বৎসর সময় সীমার মধ্যে, উক্ত কৃত্যক-সমূহে উক্ত সম্প্রদায়ের সদস্যগণের জন্য সংরক্ষিত পদের সংখ্যা, অব্যবহিত পূর্ববর্তী দুই বৎসর সময় সীমার মধ্যে ওইরূপে সংরক্ষিত পদের যে সংখ্যা ছিল, তার চেয়ে দশ শতাংশের যথাসম্ভব কাছাকাছি কম হবে। তবে, এই সংবিধানের প্রারম্ভ থেকে দশ বৎসর অতিক্রান্ত হবার পর ওই সব সংরক্ষণ লোপ পাবে।

---

*সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের ১৯ নং অনুচ্ছেদ সংযোজিত সারণীর প্রথম অংশের ১ নং দফায় যদি "শিলং শহর বাদে" শব্দগুলি রেখে দেওয়া হয় তবে চৌকো বন্ধনীর মধ্যস্থিত শব্দগুলি বাদ দিতে হবে।

(২) ১ নং অংশের কোনও কিছুই ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের সদস্যগণের পক্ষে ওই প্রকরণ অনুযায়ী ওই সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত পদসমূহ ভিন্ন অন্য পদে বা তারও অতিরিক্ত কোনও পদে নিয়োগের ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হবে না, যদি ওইরূপ সদস্যবৃন্দ অন্য সম্প্রদায়গুলির সদস্যগণের তুলনায় গুণানুসারে নিয়োগের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন বলে প্রতিপত্র হন।

ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের হিতকল্পে শিক্ষা-অনুরূপ সম্পর্কে বিশেষ বিধান

২৯৮। একত্রিশে মার্চ, ১৯৪৮ তারিখে যে বিত্ত বৎসরের অবসান হয়েছে সেই বৎসরে ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের হিতকল্পে শিক্ষা সম্পর্কে কোনও অনুদান করা হয়ে থাকলে, ওই এক-ই অনুদান সংঘ কর্তৃক এবং প্রথম তফসিলের প্রথম অংশে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট প্রতিটি রাজ্য কর্তৃক এই সংবিধানের প্রারম্ভের পর তিন বিত্ত বৎসর ধরে প্রদত্ত হবে।

যে অনুদান অব্যবহিত পূর্ববর্তী তিন বৎসর সময়সীমার জন্য ছিল, পরবর্তী প্রত্যেক তিন বৎসর সময়সীমার মধ্যে তা তার তুলনায় দশ শতাংশ কম হবে।

তবে, এই সংবিধানের প্রারম্ভ থেকে দশ বৎসর অন্তে ওইরূপ অনুদান যতদূর পর্যন্ত তা ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে কোনও বিশেষ সুবিধা ততদূর পর্যন্ত আর থাকবে না।

এ ছাড়াও, কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনও অনুদান পাবার অধিকারী হবে না, যদি না সেখানে বার্ষিক ভর্তির অন্ততপক্ষে চল্লিশ শতাংশ ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ের সদস্যগণের প্রাপ্তি সাধ্য করা হয়।

সংঘ এবং রাজ্যগুলিতে সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ আধিকারিক

২৯৯। (১) সংখ্যালঘুদের জন্য সংঘে একজন বিশেষ আধিকারিক থাকবেন যাঁকে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করবেন এবং প্রথম তফসিলের প্রথম অংশে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট প্রতিটি রাজ্যে সংখ্যালঘুদের জন্য একজন বিশেষ আধিকারিক থাকবেন যাঁকে রাজ্যের রাজ্যপাল নিযুক্ত করবেন।

(২) ওই বিশেষ আধিকারিকের কর্তব্য হবে এই সংবিধান অনুযায়ী সংখ্যালঘুদের জন্য সংঘের কার্যাবলী সম্বন্ধিত

রক্ষাবন্ধসমূহ সম্পর্কে সকল বিষয়ে তদন্ত করা এবং রাষ্ট্রপতি যেমন নির্দেশ করতে পারেন তেমন সময়ের ব্যবধানে ওই রক্ষাবন্ধ-সমূহের কার্য সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রতিবেদন পেশ করা এবং রাষ্ট্রপতি ওইরূপ সকল প্রতিবেদন সংসদ সমক্ষে স্থাপিত করবেন।

(৩) ওই বিশেষ আধিকারিকের কর্তব্য হবে এই সংবিধান অনুযায়ী সংখ্যালঘুদের জন্য রাজ্যের কার্যাবলী সম্বন্ধিত রক্ষাবন্ধসমূহ সম্পর্কে সকল বিষয় তদন্ত করা এবং রাজ্যপাল যেমন নির্দেশ করতে পারেন তেমন সময়ের ব্যবধানে ওই রক্ষাবন্ধ-সমূহের কার্য সম্বন্ধে রাজ্যপালের কাছে প্রতিবেদন পেশ করা, এবং রাজ্যপাল ওইরূপ সকল প্রতিবেদন রাজ্যের বিধান মণ্ডলের সমক্ষে স্থাপিত করবেন।

প্রথম তফসিলের প্রথম অংশে স্থিত রাজ্যগুলিতে তফসিলি ক্ষেত্র-সমূহের প্রশাসন এবং তফসিলি জনজাতিসমূহের কল্যাণ বিষয়ে সংঘের নিয়ন্ত্রণ

৩০০। (১) প্রথম তফসিলের প্রথম অংশে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যগুলিতে তফসিলি ক্ষেত্রসমূহের প্রশাসন এবং তফসিলি জনজাতিসমূহের কল্যাণ বিষয়ে প্রতিবেদন করার জন্য রাষ্ট্রপতি আদেশ দ্বারা যে কোনও সময়ে একটি আয়োগ নিযুক্ত করতে পারেন এবং এই সংবিধানের প্রারম্ভ থেকে দশ বৎসরের অবসানে হলে তিনি ওইরূপ একটি আয়োগ নিযুক্ত করবেন। ওই আদেশ আয়োগের গঠন, ক্ষমতাসমূহ এবং প্রক্রিয়া নিরূপণ করতে পারে, এবং রাষ্ট্রপতি যেমন প্রয়োজন বা বাঞ্ছনীয় বলে বিবেচনা করেন তেমন আনুষঙ্গিক বা সহায়ক বিধানসমূহ তাতে থাকতে পারে।

(২) সংঘের নির্বাহিক ক্ষমতা এরূপ কোনও রাজ্যকে এরূপ প্রকল্পসমূহ প্রস্তুতকরণ ও নিষ্পাদন সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া পর্যন্ত প্রসারিত হবে যা ওই রাজ্যের তফসিলি জনজাতসমূহের কল্যাণে অত্যাবশ্যক বলে ওই নির্দেশে বিনির্দিষ্ট হয়।

অনগ্রসর শ্রেণীদের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করার

৩০১। (১) ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের অভ্যন্তরে সামাজিক এবং শিক্ষা বিষয়ে অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের অবস্থা সম্পর্কে এবং তাদের যে অসুবিধা সহ্য করতে হয় সে সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য

জন্য আয়োগ নিয়োগ।

এবং ওইরূপ অসুবিধা দূর করার জন্য ও তাদের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য সংঘ অথবা কোনও রাজ্যকে যে ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করতে হবে এবং সংঘ বা কোনও রাজ্যকে ওই উদ্দেশে যে অনুদান দিতে হবে এবং যে শর্তাধীনে ওইরূপ অনুদান দিতে হবে সে সম্বন্ধে সুপারিশ করার জন্য রাষ্ট্রপতি, আদেশ দ্বারা, যেমন উপযুক্ত মনে করবেন, তেমন ব্যক্তিদের নিয়ে একটি আয়োগ নিযুক্ত করতে পারেন, এবং যে আদেশ ওইরূপ আয়োগ নিয়োগ করবে তা আয়োগ কর্তৃক অনুসরণ যোগ্য প্রক্রিয়া নিরূপণ করবে।

(২) ওইরূপে নিযুক্ত কোনও আয়োগ তাদের নিকট প্রেষিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে তদন্ত করবে এবং তারা যে তথ্যসমূহ পেয়েছে তা প্রদর্শিত করে এবং তারা যেমন উচিত মনে করে তেমন সুপারিশ করে রাষ্ট্রপতির কাছে একটি প্রতিবেদন পেশ করবে।

(৩) রাষ্ট্রপতি ওইরূপে পেশ করা প্রতিবেদনের একটি প্রতিলিপি, ও তার সঙ্গে সে ব্যাপারে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা করে একটি স্মারক লিপি, সংসদের সমক্ষে স্থাপিত করাবেন।

অংশ XV

বিবিধ

রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালগণের রক্ষণ

৩০২। (১) রাষ্ট্রপতি অথবা কোনও রাজ্যের রাজ্যপাল তাঁর পদের ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগের ও কর্তব্যসমূহ সম্পাদনের জন্য অথবা ওই ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ ও কর্তব্যসমূহ সম্পাদনে কৃত বা করতে অভিপ্রেত কোনও কার্যের জন্য কোনও আদালতের কাছে উত্তরদায়ী হবেন না।

তবে, এই সংবিধানের ৫০ নং অনুচ্ছেদের অধীনে কোনও অভিযোগের তদন্তের জন্য সংসদের যে কোনও কক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত বা নামোদ্দিষ্ট (designated) কোনও আদালত, ন্যায়পীঠ বা সংস্থা কর্তৃক রাষ্ট্রপতির আচরণ পুনর্বিলোকত (resiecard) হতে পারে।

অধিকন্তু; এই প্রকরণের কোনও কিছুকেই এরূপ অর্থ করা যাবে না যে তা ভারত সরকার বা কোনও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এই সংবিধানের দশম খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে যে ধরনের কার্যবাহগুলির উল্লেখ আছে সেই ধরনের কার্যবাহ আনয়ন করার অধিকার সমুচিত করছে।

(২) রাষ্ট্রপতির বা কোনও রাজ্যের রাজ্যপালের বিরুদ্ধে কোনও আদালতে তাঁর পদের কার্যকালে কোনও প্রকার ফৌজদারি কার্যবাহ রুজু করা বা চালানো যাবে না।

(৩) রাষ্ট্রপতিকে বা কোনও রাজ্যের রাজ্যপালকে গ্রেফতার বা কারারুদ্ধ করার জন্য কোনও পরোয়ানা কোনও আদালত থেকে তাঁর পদের কার্যকালে জারি করা যাবে না।

(৪) রাষ্ট্রপতি বা কোনও রাজ্যের রাজ্যপালের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রপতি হিসাবে বা ওই রাজ্যের রাজ্যপাল হিসাবে নিজ পদের কার্যভার গ্রহণ করার পূর্বেই হোক বা পরেই হোক, ব্যক্তিগত-ভাবে তাঁর দ্বারা কৃত বা করতে অভিপ্রেত কোনও কার্য সম্পর্কে কোনও দেওয়ানি কার্যবাহ, যাতে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও প্রতিকার দাবি করা হয়, তাঁর পদের কার্যকালে কোনও আদালতে রুজু

করা যাবে না, যে পর্যন্ত না, ওই কার্যবাহের প্রকৃতি তার জন্য মামলার কারণ, ওইরূপ কার্যবাহ যে পক্ষ কর্তৃক রুজু করা হবে তাঁর নাম, বর্ণনা ও নিবাসস্থান এবং যে প্রতিকার তিনি দাবি করেন তা বিকৃত করে লিখিত সূচনা রাষ্ট্রপতিকে বা স্থলবিশেষে রাজ্যপালকে প্রদান করার বা তাঁর দফতরে রেখে যাবার পরে দুই মাস অবসান হয়।

সংজ্ঞার্থ ইত্যাদি

৩০৩। (১) এই সংবিধানে প্রসঙ্গত অন্যথা প্রয়োজন না হলে, নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ এর দ্বারা যথাক্রমে যেভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল সেইভাবে হবে, অর্থাৎ—

(ক) "কৃষি আয়" বলতে ভারতীয় আয়কর সম্বন্ধী আইন-সমূহের প্রয়োজনে যে সংজ্ঞার্থ দেওয়া হয়েছে সেই সংজ্ঞার্থ নির্দিষ্ট কৃষি আয় বুঝাবে;

(খ) "ইঙ্গ-ভারতীয়" বলতে এমন একজন ব্যক্তিকে বুঝাবে যাঁর পিতা ও যাঁর পিতৃপরম্পরার মধ্যে অন্য কোনও পূর্বপুরুষ ইউরোপীয় বংশ থেকে উদ্ভূত হয়েছেন বা হয়েছিলেন, কিন্তু যিনি ভারতের রাজ্য ক্ষেত্রের অধিবাসী এবং ওইরূপ রাজ্য ক্ষেত্রের মধ্যে এরূপ পিতা মাতা থেকে জন্মেছেন বা জন্মেছিলেন যাঁরা সেখানে সাধারণত বসবাস করেন ও কেবল সাময়িক প্রয়োজনে বাস করেন না;

(গ) "ভারতীয় খ্রিস্টান" বলতে বুঝাবে এমন এক ব্যক্তি যিনি খ্রিস্টান ধর্মের যে কোনও রূপে বিশ্বাস রাখেন, এবং ইউরোপীয় বা ইঙ্গ-ভারতীয় নন;

(ঘ) "ঋণগ্রহণ" অন্তর্ভুক্ত করবে বার্ষিকী মঞ্জুর করে অর্থ সংগ্রহ করার এবং "ধার" শব্দের অর্থ ওই অনুসারে করতে হবে।

(ঙ) "প্রধান বিচাপতি" অন্তর্ভাবিত করে উচ্চ ন্যায়ালয় সম্পর্কে একজন মুখ্য বিচারককে;

(চ) "নিগম কর" বলতে বুঝাবে আয়ের উপর কোনও কর, যতদূর পর্যন্ত তা কোম্পানিসমূহ কর্তৃক প্রদেয় হয় এবং এরূপ কোনও কর যার সম্পর্কে প্রদেয় হয় এবং এরূপ কোনও কর যার সম্পর্কে নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরিত হয় ঃ—

(এক) তা কৃষি আয় সম্পর্কে প্রদেয় নয়;

(দুই) কোম্পানিসমূহ কর্তৃক ব্যক্তিগণকে যে লাভ্যাংশ সমূহ প্রদেয় হয় তা থেকে, ওই কোম্পানিসমূহ কর্তৃক কর সম্পর্কে, কোনও ব্যবকলন (Deduction) ওই করের প্রতি প্রযোজ্য কোনও আইন দ্বারা প্রাধিকৃত নয়;

(তিন) ওইরূপ লাভ্যাংশ যে ব্যক্তিবৃন্দ পাচ্ছেন তাদের মোট আয় ভারতীয় আয়করের প্রয়োজনার্থে গণনা করতে, আমরা ওইরূপ ব্যক্তিবৃন্দ কর্তৃক প্রদেয় বা তাঁদের কাছে প্রত্যর্পণীয় ভারতীয় আয়কর হিসাব করতে ওইরূপে প্রদত্ত কর গণনার মধ্যে ধরার জন্য কোনও বিধান নেই;

(ছ) "তৎস্থানী (Corresponding) প্রদেশ" অথবা "তৎস্থানী রাজ্য" বলতে সন্দেহের ক্ষেত্রে, আলোচ্য বিশেষ বিষয়টির প্রয়োজনে, "তৎস্থানী প্রদেশ" বা, স্থলবিশেষে "তৎস্থানী রাজ্য" বলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক যেরূপ প্রদেশ বা রাজ্য নির্ধারিত হতে পারে, সেরূপ প্রদেশ বা রাজ্য বুঝাতে;

(জ) "ঋণ" অন্তর্ভাবিত করবে বার্ষিকীরূপে মূলধনী অর্থ পরিশোধ করার কোনও দায়িত্ব সম্পর্কে কোনও দায়িতা এবং কোনও প্রত্যাভূ-এর অর্থ সেই অনুসারে করতে হবে;

(ঝ) "বিদ্যমান বিধি" বলতে বুঝাবে কোনও বিধি, অধ্যাদেশ, আদেশ, উপবিধি, নিয়ম বা প্রনিয়ম, যা এই সংবিধানের প্রারম্ভের পূর্বে ওইরূপ বিধি, অধ্যাদেশ, আদেশ, উপাধি নিয়ম বা প্রনিয়ম প্রণয়নের ক্ষমতা সম্পন্ন কোনও বিধানমণ্ডল, প্রাধিকারী বা ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত বা প্রণীত হয়েছে, কিন্তু সংযুক্ত রাজ্যের সংসদের কোনও আইন বা ওইরূপ কোনও আইনের অধীনে পরিষদাদেশ কৃত কোনও আইনকে অন্তর্ভুক্ত করে না;

(ঞ) "আমেল বিচারালয়" (federal Court) বলতে ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ অনুযায়ী গঠিত আমেল বিচারালয় বুঝাবে;

(ট) "দ্রব্য" অন্তর্ভাবিত করবে সকল সামগ্রী পণ্য ও বস্তু;

(ঠ) "প্রত্যাভূতি" অন্তর্ভাবিত করবে কোনও উদ্যোগ থেকে কোনও বিনির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা কমলাভ হলে অর্থপ্রদান করার জন্য এই সংবিধানের প্রারম্ভের পূর্বে গৃহীত কোনও দায়িত্ব;

(ড) "নিবৃত্তি বেতন" বলতে বুঝাবে কোনও ব্যক্তিকে বা ব্যক্তি সম্পর্কে প্রদেয় যে কোনও প্রকারের নিবৃত্তি বেতন, তা সেটা অংশ-দায়ী হোক বা না হোক, এবং তা অন্তর্ভাবিত করবে ওইভাবে প্রদেয় অবসর বেতন, ওইভাবে প্রদেয় কোনও আনু-তোষিক এবং কোনও ভবিষ্যনিধিতে প্রদত্ত চাঁদাসমূহ, তার উপরে সুদ বা অন্য কিছুর সংযোজন সহিত বা বাহিত, প্রত্যার্পণ বাবদ ওইরূপে প্রদেয় কোনও অর্থ বা অর্থসমূহ;

(ঢ) "সরকারী প্রজ্ঞাপণ বলতে ভারতের ঘোষপত্রে বা, স্থলবিশেষে, কোনও রাজ্যের সরকারী ঘোষপত্রে কোনও প্রজ্ঞাপণকে বুঝাবে;

(ণ) "প্রতিভূতি সমূহ" অন্তর্ভাবিত করবে সংভারকে (Stock);

(ত) "করাধান" অন্তর্ভাবিত করবে সাধারণ বাঞ্ছনীয় বা বিশেষ যে কোনও কর বা আমদানি-কর আরোপন, এবং সেই অনুসারে "কর" শব্দের অর্থ করতে হবে;

(থ) "আয়ের উপর কর" অন্তর্ভাবিত করবে অতিরিক্ত লাভ-কর ধরনের করকে,

(দ) "রেলপথ" অন্তর্ভাবিত করবে ট্রামপথকে যা সম্পূর্ণভাবে কোনও পৌর এলাকার মধ্যে অবস্থিত নয়;

(ন) "সংঘ রেলপথ" অন্তর্ভাবিত করে না ভারতীয় রাজ্য রেলপথকে, কিন্তু উপরে যা বলা হয়েছে তা বাদে, অন্তর্ভাবিত করে যে কোনও রেলপথ, যা গৌণ রেলপথ নয়;

(প) "ভারতীয় রাজ্য রেলপথ" বলতে বুঝায় প্রথম তফসিলের তৃতীয় খণ্ডে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের মালিকানাধীন রেলপথ এবং হয় ওইরূপ রাজ্য কর্তৃক পরিচালিত, বা ওইরূপ রাজ্যের পক্ষ থেকে পরিচালিত, ওইরূপ রাজ্যের সঙ্গে কোনও চুক্তি অনুসারে অথবা ভারত সরকারের পক্ষ থেকে অথবা যে কোনও কোম্পানি কর্তৃক পরিচালিত সংঘ রেলপথ বাদে;

(ফ) "গৌণ রেলপথ" বলতে বুঝায় যা কোনও এক রাজ্যের অভ্যন্তরে সম্পূর্ণভাবে অবস্থিত এবং একই পরিমাপের (Gauge) হোক বা না হোক, কোনও সংঘ রেলপথের সঙ্গে সমাযোজনের সংযুক্ত পথ নয়;

(ব) "তফসিল" বলতে এই সংবিধানের তফসিলকে বুঝায়;

(ভ) প্রথম তফসিলের প্রথম খণ্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট যে কোনও রাজ্যের সম্পর্কে "তফসিলি জাতিসমূহ" বলতে বুঝাবে ওইরূপ জাতিসমূহ, প্রজাতিসমূহ বা জনজাতিসমূহ অথবা ওইরূপ জাতিসমূহের, প্রজাতিসমূহের বা জনজাতিসমূহের এমন অংশসমূহ বা তাদের অন্তর্গত এমন গোষ্ঠীসমূহ যারা ভারত শাসন (তফসিলি জাতিসমূহ) আদেশ, ১৯৩৬-এ বিনির্দিষ্ট আছে তৎস্থানী প্রদেশের সম্পর্কে ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫-এর পঞ্চম ও ষষ্ঠ তফসিলের উদ্দেশ্য পূরণার্থে তফসিলি জাতিসমূহ হবার জন্য;

(ম) "তফসিলি জনজাতিসমূহ" বলতে প্রথম তফসিলের প্রথম খণ্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যগুলির সম্পর্কে অষ্টম তফসিলের ১ থেকে ১০ খণ্ডে বিনির্দিষ্ট জনজাতিসমূহ বা সম্প্রদায়গুলিকে, যার সঙ্গে ওই খণ্ডগুলি যথাক্রমে সম্বন্ধাবদ্ধ।

(২) প্রসঙ্গত অন্যথা প্রয়োজন না হলে, সাধারণ প্রকরণ আইন, ১৮৯৭ (১৮৯৭ সালের দশম), এই সংবিধানের অর্থ প্রকটনের জন্য প্রযোজ্য হবে।

(৩) এই সংবিধানে সংসদের বা সংসদকর্তৃক প্রণীত, আইন

বা বিধিগুলির অথবা প্রথম তফসিলের প্রথম খণ্ডে সাময়িক-ভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের বিধানমণ্ডলের বা তার দ্বারা প্রণীত, আইন বা বিধিগুলির উল্লেখ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত অধ্যাদেশের বা, স্থলবিশেষে কোনও রাজ্যপাল কর্তৃক প্রণীত অধ্যাদেশের উল্লেখ অন্তর্ভাবিত করবে বলে অর্থ করতে হবে।

□ □ □

অংশ XVI

সংবিধানের সংশোধন

সংবিধান সংশোধনের জন্য প্রক্রিয়া।

৩০৪। (১) এই সংবিধানের কোনও সংশোধন কেবল সংসদের যে কোনও কক্ষে ওই উদ্দেশে একটি বিধেয়কের পুরঃস্থাপন দ্বারাই প্রবর্তিত হতে পারে এবং যখন প্রত্যেক কক্ষে ওই কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার অধিকাংশ কর্তৃক এবং ওই কক্ষের যেসব সদস্য উপস্থিত থাকেন ও ভোট দেন তাঁদের মধ্যে কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাধিক্যে ওই বিধেয়ক গৃহীত হয়, তখন সম্মতির জন্য তা রাষ্ট্রপতির সমক্ষে উপস্থাপিত করতে হবে এবং ওই বিধেয়কে ওইরূপ সম্মতি প্রদত্ত হলে, ওই বিধেয়কের প্রতিবন্ধ (terms) অনুসারে সংবিধান সংশোধিত হয়ে যাবে।

তবে ওইরূপ সংশোধন যদি—

*(ক) সপ্তম তফসিলের কোনও সূচিতে;

(খ) সংসদে রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিত্বে;

(গ) সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের ক্ষমতাসমূহে, কোনও পরিবর্তন চায়, তাহলে, যে বিধেয়ক ওইরূপ সংশোধনের বিধান করে তা রাষ্ট্রপতির সমক্ষে সম্মতির জন্য উপস্থিত করার আগে কমপক্ষে প্রথম তফসিলের প্রথম খণ্ডে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যগুলির অর্ধেক সংখ্যক এবং উক্ত তফসিলের তৃতীয় খণ্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যগুলির এক তৃতীয়াংশ বিধান মণ্ডলগুলি কর্তৃক ওই সংশোধন অনুসমর্থিত (ratified) হওয়াও আবশ্যক হবে।

---

*সমিতির অভিমত এই যে, এই অনুচ্ছেদের (১) নং প্রকরণের উপবিধির (ক) দফায় সপ্তম তফসিলের সকল সূচির উল্লেখ থাকা উচিত।

*(২) অব্যবহিত পূর্ববর্তী প্রকরণে যা আছে তৎসত্ত্বেও, রাজ্যপাল নির্বাচনের অথবা প্রথম তফসিলের প্রথম খণ্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের কক্ষগুলির সংখ্যা বেছে নেওয়ার পদ্ধতি **সম্পর্কিত এই সংবিধানের বিধানাবলীতে কোনও পরিবর্তন আনতে চেয়ে সংবিধানের সংশোধনের সূত্রপাত করা যেতে পারে এই উদ্দেশে রাজ্যের বিধানসভায় অথবা যেখানে রাজ্যের বিধানপরিষদ আছে, সেখানে রাজ্যের উভয় কক্ষের যে কোনওটিতে একটি বিধেয়ক পুরঃস্থাপিত করার দ্বারা, অথবা বিধানসভা কর্তৃক অথবা যেখানে রাজ্যের বিধানপরিষদ আছে সেখানে রাজ্যের বিধানমণ্ডলের উভয় কক্ষ দ্বারা, যথাস্থলে, বিধানসভা অথবা প্রতিটি কক্ষের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্তৃক বিধেয়কটি অনুমোদিত হচ্ছে, তখন তা অনুসমর্থনের জন্য সংসদে পেশ করতে হবে এবং যখন সংসদের প্রতিটি কক্ষের ওইরূপ কক্ষের মোট সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্তৃক অনুসমর্থিত হয় তখন তা রাষ্ট্রপতির কাছে সম্মতির জন্য উপস্থাপিত করা হবে এবং যখন ওই বিধেয়কে ওইরূপ সম্মতি প্রদত্ত হবে, তখন ওই বিধেয়কের প্রতিবন্ধ অনুসারে সংবিধান সংশোধিত হবে।

ব্যাখ্যা—যেক্ষেত্রে প্রথম তফসিলের তৃতীয় খণ্ডে সাময়িক-ভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যমণ্ডলী আছে, সেখানে সমগ্র মণ্ডলীকে এই অনুচ্ছেদের (১) নং প্রকরণের উপবিধির প্রয়োজনার্থে একটি একক রাজ্য হিসাবে গণ্য করতে হবে।

সংবিধানের সংশোধনের

৩১৫। এই সংবিধানে যা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও সংসদে অথবা প্রথম তফসিলের প্রথম খণ্ডে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট যে

---

*সমিতি এই অভিমতও পোষণ করে যে, প্রথম তফসিলের প্রথম খণ্ডভুক্ত রাজ্যের বিধান মণ্ডলকে ওইরূপ রাজ্যে বিধানমণ্ডলের কক্ষগুলিতে সংখ্যা এবং রাজ্যগুলি স্থির করা সংক্রান্ত এই সংবিধানের বিধানাবলীর সংশোধনের সূত্রপাত করার ক্ষমতা প্রদানের জন্য এই অনুচ্ছেদে বিধান অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, এই শর্তাধীনে যে, ওইরূপ বিধেয়ক ওইরূপ রাজ্যের বিধানমণ্ডলের নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠদের দ্বারা অনুমোদিত হয়ে থাকে এবং তারপরে সংসদের নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠদের দ্বারা অনুসমর্থিত হয়ে থাকে, এবং এই উদ্দেশ্য পূরণার্থে এই অনুচ্ছেদের (২) নং প্রকরণটি যুক্ত করেছে।

**১৩১ নং অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় বিকল্পটি যদি গৃহীত না হয় একমাত্র তখনই "রাজ্যপাল নির্বাচনের পদ্ধতি" শব্দগুলিকে রেখে দিতে হবে।

দ্বারা যদি না কার্যকারিতা অব্যাহত রাখা হয়, তবে সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষণ অন্যত্র ১০ বৎসর বলবৎ থাকবে

কোনও রাজ্যের বিধানমণ্ডলে মুসলিম, তফসিলি জাতিসমূহ এবং তফসিলি উপজাতিসমূহ অথবা ভারতীয় খ্রিস্টানদের আসন সংরক্ষণ সংক্রান্ত এই সংবিধানের বিধানসমূহ এই সংবিধানের প্রারম্ভ থেকে দশ বৎসর সময় কালের মধ্যে সংশোধিত করা যাবে না এবং সংবিধানের সংশোধন দ্বারা এর কার্যকারিতা অব্যাহত না রাখলে ওই সময় কালের অবসানের পর তার প্রভাব আর থাকবে না।

□ □ □

অংশ XVII

অস্থায়ী এবং অন্তর্বর্তীকালীন বিধানসমূহ

রাজ্যসূচিভুক্ত কোনও কোনও বিষয় সম্পর্কে, উক্ত বিষয়গুলি যেন সমবর্তী-সূচির অন্তর্ভুক্ত এই ভাবে, সংসদের বিধি প্রণয়ন করার অস্থায়ী ক্ষমতা

*৩০৬। এই সংবিধানে যা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, এই সংবিধানের প্রারম্ভ থেকে পাঁচ বৎসর সময়সীমা পর্যন্ত, নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ যেন সমবর্তীসূচিতে প্রশমিত হয়েছে এই ভাবে, ওই গুলি সম্পর্কে বিধি প্রণয়ন করার ক্ষমতা সংসদের থাকবে, যথা—

(ক) রাজ্যের মধ্যে সূতী এবং পশমী, বস্ত্র, কাগজ (সংবাদপত্র ছাপাবার কাগজ সহ), খাদ্যবস্তুসমূহ (ভোজ্য তৈলবীজ এবং তৈলসহ), পেট্রোলিয়াম এবং পেট্রোলিয়ামজাত বস্তু, যান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রচলিত (Propelled) যানের অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ, কয়লা, লৌহ, ইস্পাত এবং অভ্র সংক্রান্ত ব্যবসায় ও বাণিজ্য এবং ওই গুলির উৎপাদন, সরবরাহ সংরক্ষণ;

(খ) উদ্বাস্তুদের ত্রাণ এবং পুনর্বাসন;

(গ) এই অনুচ্ছেদের (ক) এবং (খ) প্রকরণে উল্লিখিত যে কোনও বিষয় সম্পর্কিত বিধিসমূহের বিরুদ্ধে অপরাধসমূহ, ওই সব বিষয়ের যে কোনওটির প্রয়োজনার্থে অনুসন্ধান এবং পরিসংখ্যান ওই বিষয়গুলি সম্পর্কে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় ব্যতীত অন্য সকল আদালতের ক্ষেত্রাধিকার ও ক্ষমতাসমূহ এবং ওইসব বিষয়ের যে কোনওটির সম্পর্কে প্রদেয় আদেয়ক সমূহ (teas), কিন্তু তার মধ্যে কোনও আদালত থেকে গৃহীত আদেয়ক অন্তর্ভুক্ত হবে না;

কিন্তু সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনও বিধি, যা এই অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ না থাকলে সংসদ প্রণয়ন করতে ক্ষমতাপন্ন হত না,

---

*সমিতির অভিমত এই যে, খাদ্যবস্তুসমূহ এবং আরও কয়েকটি পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন, সরবরাহ ও বন্টন সম্পর্কিত বর্তমান অবস্থাসমূহ এবং উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের বিশেষ সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে সংসদকে ক্ষমতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত পাঁচ বৎসরের জন্য ওই সব বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিধি প্রণয়ন করার, যদিও বিষয়গুলি রাজ্যসূচির মধ্যে পড়ে। ভারত (কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিধান মণ্ডল) আইন, ১৯৪৬ কর্তৃক অনুরূপ ক্ষমতা সীমিত সময়ের জন্য অর্পণ করা হয়েছিল।

তা, উক্ত সময়সীমার অবসানে, উক্ত সময়সীমা অবসানের পূর্বে, যা কিছু করা হয়েছে বা করতে বাদ পড়ে গেছে সে সম্পর্কে ভিন্ন, যতদূর পর্যন্ত ওই অক্ষমতা থাকে ততদূর পর্যন্ত, আর কার্যকর থাকবে না।

বিদ্যমান বিধি-সমূহ বলবৎ থেকে যাওয়া এবং তাদের অভিযোজন

৩০৭। (১) এই সংবিধানের অন্যান্য বিধানসমূহের অধীনে, এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবাহিত পূর্বে ভারতের রাজ্য ক্ষেত্রে বলবৎ সব বিধি, কোনও ক্ষমতাসম্পন্ন বিধানমণ্ডল বা অন্য ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাধিকারী কর্তৃক পরিবর্তিত নিরসিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত সেখানে বলবৎ থেকে যাবে।

(২) রাষ্ট্রপতি আদেশ দ্বারা বিধান করতে পারেন যে, ওই আদেশে যে তারিখ বিনির্দিষ্ট হতে পারে সেই তারিখ থেকে, ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে অথবা ওইরূপ রাজ্যক্ষেত্রের কোনও অংশে বলবৎ থাকা কোনও বিধির, বিধানাবলীর সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন করার উদ্দেশে নিরসন আকারেই হোক বা সংশোধনের আকারেই হোক, যেমন প্রয়োজন এবং সঙ্গত, ওইরূপ বিধির স্বরূপ অভিযোজন ও সংপরিবর্তন করতে পারবেন এবং বিধান করতে পারেন যে, ওইরূপে কৃত অভিযোজন ও সংপরিবর্তনসমূহের অধীনে, ওই বিধি কার্যকর হবে, এবং ওইরূপ কোনও অভিযোজন বা সংপরিবর্তন সম্পর্কে কোনও আদালতে আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না।

ব্যাখ্যা ১— এই অনুচ্ছেদে বলবৎ বিধি কথাটি অন্তর্ভাবিত করবে এমন কোনও বিধি যা এই সংবিধানের প্রারম্ভের পূর্বে ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে কোনও বিধানমণ্ডল বা অন্য ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকার কর্তৃক গৃহীত বা প্রণীত হয়েছিল এবং পূর্বে নিরসিত হয় নি, যদিও সেই সময়ে ওই বিধি বা তার কোনও কোনও অংশ আদৌ বা বিশেষ ক্ষেত্রসমূহে সক্রিয় না থাকতে পারে।

ব্যাখ্যা ২— ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে কোনও বিধানমণ্ডল বা ক্ষমতাপন্ন অন্য প্রাধিকার কর্তৃক গৃহীত বা প্রণীত কোনও বিধি, যার এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে রাজ্যক্ষেত্রাতীত কার্যকারিতা এবং অধিকন্তু, ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের অভ্যন্তরে কার্যকারিতা ছিল, তার পূর্বোক্তরূপ যে কোনও অভিযোজন ও

সংপরিবর্তনের অধীনে, তেমন রাজ্যক্ষেত্রাতীত কার্যকারিতা থেকে যাবে।

ব্যাখ্যা ৩— এই অনুচ্ছেদের কোনও কিছুর অর্থ এমন করা যাবে না যাতে কোনও অস্থায়ী আইন তার অবসানের জন্য স্থিরীকৃত তারিখের পরে বলবৎ থেকে যায়।

ফেডারেল কোর্টের বিচারপতিগণ সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতি হবেন এবং ফেডারেল কোর্ট বা সপরিষদ সম্রাটের সমক্ষে বিচারাধীন কার্যবাহসমূহ সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে স্থানান্তরিত হবে

৩০৮। (১) এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে ফেডারেল কোর্টে যে বিচারপতিগণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁরা, অন্যরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করে না থাকলে, ওইরূপ প্রারম্ভের পর সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতি হবেন এবং অতঃপর এই সংবিধানের ১০৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতিগণ সম্পর্কে যেমন বেতন ও ভাতা, এবং অনুপস্থিতি অবকাশ ও নিবৃত্তি বেতন সংক্রান্ত যেমন অধিকার বিহিত হয় তা পেতে অধিকারী হবেন।

(২) এই সংবিধানের প্রারম্ভে ফেডারেল কোর্টে বিচারাধীন সকল দেওয়ানি বা ফৌজদারি মোকদ্দমা আপীল ও কার্যবাহ সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে, এবং সেগুলি শোনার এবং নির্ধারণ করার ক্ষেত্রাধিকার সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের থাকবে, এবং এই সংবিধানের প্রারম্ভের পূর্বে প্রদত্ত বা কৃত ফেডারেল কোর্টের রায় ও আদেশে এমন বল ও কার্যকারিতা থাকবে যেন সেগুলি সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় কর্তৃক প্রদত্ত বা কৃত হয়েছিল।

*(৩) এই সংবিধানের প্রারম্ভ থেকে ও তখন থেকে ভারতের

*সমিতি মনে করে যে, সপরিষদ সম্রাটের সমক্ষে বিচারাধীন থাকা সব আপিল ও অন্যান্য কার্যবাহের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যাবে এই সংবিধান কার্যকর হতে যে সময় লাগবে তার আগে। কিন্তু যদি এই সংবিধানের প্রারম্ভের সময় সপরিষদ সম্রাটের সমক্ষে কিছু আপীল বা অন্য কার্যবাহ বিচারাধীন থেকে যায়, এবং সেগুলি সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে স্থানান্তরিত করার বা তদকর্তৃক নিষ্পত্তি করার ব্যাপারে কোনও অসুবিধা দেখা দেয় তবে রাষ্ট্রপতি (৩১৩ নং অনুচ্ছেদ)-এর "অসুবিধা দূরিকরণ" প্রকরণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আদেশ দান করতে পারেন।

রাজ্যক্ষেত্রের মধ্যে যে কোনও আদালতের যে কোনও ডিক্রি বা আদেশ থেকে বা সেই সম্পর্কে আপীল ও আবেদন পত্রসমূহ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রাধিকার ও তৎসহ সম্রাটের বিশেষ অধিকার বলে সম্রাটের প্রয়োগযোগ্য ফৌজদারি বিষয়সমূহের ক্ষেত্রাধিকার আর থাকবে না। এবং ওইরূপ প্রারম্ভে উক্ত প্রাধিকারী সমক্ষে বিচারাধীন সব আপীল ও অন্যান্য কার্যবাহ সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে স্থানন্তির হবে এবং তার দ্বারা নিষ্পন্ন হবে।

(৫) এই অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ কার্যকর করার জন্য সংসদ-বিধি দ্বারা আরও বিধান করতে পারে।

এই সংবিধানের প্রারম্ভের পর আদালত প্রাধিকারী ও আধিকারিক সংবিধানের বিধানসমূহের অধীনে কৃত্য করে যাবেন

৩০৯। ভারতের রাজ্য ক্ষেত্রের সর্বত্র দেওয়ানি, ফৌজদারি ও রাজস্ব ক্ষেত্রাধিকার সম্পন্ন সব আদালত এবং বিচারিক, নির্বাহিক ও শাসনিক (ministerial) সকল প্রকার প্রাধিকারী ও আধিকারিক এই সংবিধানের বিধানসমূহের অধীনে তাদের নিজ নিজ কৃত্যনির্বাহ করে যাবেন।

উচ্চন্যায়ালয়ের বিচারপতিগণ সম্পর্কে বিধানসমূহ

৩১০। এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে কোনও প্রদেশের উচ্চ ন্যায়ালয়ের যে বিচারপতিগণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁরা অন্যরূপ ইচ্ছা প্রকাশ না করে থাকলে, ওইরূপ প্রারম্ভের পর অনুরূপ রাজ্যের উচ্চন্যায়ালয়ের বিচারপতি হবেন এবং এরপর এই সংবিধানের ১৯৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ওইরূপ উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতিগণ সম্পর্কে যেরূপ বেতন ভাতা ও অনুপস্থিতি অবকাশ ও নিবৃত্তি বেতন সংক্রান্ত যে ধরনের অধিকার-সমূহ বিহিত হয় তা পাবার অধিকারী হবেন।

রাষ্ট্রপতি ও সংঘের সাময়িক বিধানমণ্ডল ইত্যাদি সংক্রান্ত বিধানসমূহ

৩১১। (১) এই সংবিধানের অধীনে প্রথম অধিবেশনে মিলিত হবার জন্য যতক্ষণ না পর্যন্ত সংসদের উভয় কক্ষ যথারীতি ভাবে গঠিত ও আহুত হচ্ছে, ততক্ষণ ভারত অধি-রাজ্যের গণপরিষদ সংসদকে অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও সকল কর্তব্য স্বয়ং সম্পাদন করবে এবং সংসদের উভয় কক্ষের যথারীতি গঠন করা সুনিশ্চিত করার জন্য, এবং নির্বাচন

ক্ষেত্রের পরিসীমায় (delimitation) সহ সংসদের কক্ষগুলির নির্বাচন সংক্রান্ত ও সম্পর্কিত সকল বিষয়ের বিহিত করার জন্য এবং এই সংবিধানের বিধানাবলীগুলিকে কার্যকর করার প্রয়োজনার্থে অন্য যে সব সহায়ক ও আনুষঙ্গিক বিষয়াবলী প্রয়োজন বলে গণ্য করা হবে সেগুলির জন্য বিশেষ করে বিধি প্রণয়ন করতে পারে।

ব্যাখ্যা ঃ— এই প্রকরণের প্রয়োজনার্থে ভারত অধিরাজ্যের গণপরিষদ অন্তর্ভাবিত করে পরিষদ কর্তৃক এই ব্যাপারে প্রণীত নিয়মাবলী অনুসারে উক্ত পরিষদের সাময়িক শূন্যপদ পূরণের জন্য নির্বাচিত সদস্যদের, কিন্তু প্রথম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কোনও রাজ্যক্ষেত্রের প্রতিনিধিত্ব করে কোনও সদস্যকে অন্তর্ভাবিত করবে না।

(২) ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫-এর অধীনে অধিরাজ্য বিধানমণ্ডল হিসাবে কার্যরত গণপরিষদের অধ্যক্ষ এই অনুচ্ছেদের (১) নং প্রকরণের অধীনে কার্যরত ওইরূপ বিধানসভার অধ্যক্ষ রূপে কার্য করে যাবেন।

*(৩) এই সংবিধানের পঞ্চম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত বিধানবালী অনুসারে যতক্ষণ না পর্যন্ত একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হচ্ছেন এবং তিনি তাঁর পদে যতক্ষণ না যোগদান করছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এই বিষয়ে ভারত অধিরাজ্যের গণপরিষদ কর্তৃক সেইরূপ ব্যক্তি নির্বাচিত হচ্ছেন তিনি ভারতের সাময়িক রাষ্ট্রপতি হবেন।

(৪) এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে যে সকল ব্যক্তি ভারত অধিরাজ্যের মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁরা ওইরূপ প্রারম্ভের পর এই সংবিধানের অধীনে সাময়িক রাষ্ট্রপতির মন্ত্রী পরিষদের সদস্য হয়ে যাবেন।

---

*সমিতির দুইজন সদস্য, মাননীয় ডঃ বি. আর আম্বেদকর এবং শ্রী আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার, এই অভিমত পোষণ করেন যে, ৩১১ নং অনুচ্ছেদের (৩) নং প্রকরণের জন্য নিম্নলিখিত প্রকরণ প্রতিস্থাপিত করা উচিত ঃ-

"(৩) ভারতের গণপরিষদের রাষ্ট্রপতি ভারতের সাময়িক রাষ্ট্রপতি হবেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত এই সংবিধানের পঞ্চম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত বিধানাবলী অনুযায়ী একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হচ্ছেন এবং তিনি তাঁর পদে যোগ দিচ্ছেন।"

প্রথম তফসিলের প্রথম খণ্ডের প্রতিটি রাজ্যে সাময়িক বিধান-মণ্ডল, রাজ্যপাল ইত্যাদি সম্বন্ধে বিধানসমূহ

৩১২। (১) প্রথম তফসিলের প্রথম খণ্ডে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট প্রতিটি রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কক্ষ অথবা কক্ষগুলি যতক্ষণ না পর্যন্ত রীতিসম্মতভাবে গঠিত হচ্ছে, এবং এই সংবিধানের বিধানাবলী অনুযায়ী প্রথম অধিবেশনে মিলিত হবার জন্য আহুত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত, এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে কার্যরত অনুরূপ প্রদেশের বিধানমণ্ডলের কক্ষ অথবা কক্ষগুলি ওইরূপ রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কক্ষ অথবা কক্ষগুলিতে এই সংবিধানের বিধানাবলীর দ্বারা আরোপিত কর্তব্যগুলি সম্পাদন করবে এবং ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করবে।

(২) এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে যে ব্যক্তি বিধানসভার অধ্যক্ষ অথবা বিধানপরিষদের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি ওইরূপ প্রারম্ভের পর, এই অনুচ্ছেদের (১) নং প্রকরণের অধীনে ওইরূপ বিধানসভা বা পরিষদ চলাকালীন প্রথম তফসিলের প্রথম খণ্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট অনুরূপ প্রদেশের, স্থল বিশেষে, বিধানসভার অধ্যক্ষ বা বিধানপরিষদের সভাপতি হবেন।

(৩) এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে যে ব্যক্তি যে কোনও প্রদেশের রাজ্যপাল পদে অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি, ওইরূপ প্রারম্ভের পর, এই সংবিধানের ষষ্ঠ খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিধানাবলী অনুসারে যতক্ষণ না পর্যন্ত নতুন রাজ্যপাল নির্বাচিত বা নিযুক্ত *হচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম তফসিলের প্রথম খণ্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট অনুরূপ রাজ্যের অস্থায়ী রাজ্যপাল হবেন।

(৪) এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে যে সব ব্যক্তি কোনও প্রদেশে মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত আছেন; তাঁরা, এই ওইরূপ প্ররম্ভের পর প্রথম তফসিলের প্রথম খণ্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট অনুরূপ রাজ্যের অস্থায়ী রাজ্যপালের মন্ত্রী পরিষদের সদস্য হবেন।

*যদি ১৩১ নং অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় বিকল্পটি গৃহীত হয়, তবে এই প্রকরণে "নির্বাচিত" শব্দটির পরিবর্তে "নিযুক্ত" শব্দটি ব্যবহৃত হবে।

অসুবিধা-সমূহ দূরীকরণে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা

৩১৩। (১) এই সংবিধানের ৩১১ নং অনুচ্ছেদের (১) নং প্রকরণের বিধানসমূহের শর্ত সাপেক্ষে যে কোনও অসুবিধা, বিশেষ করে ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫-এর বিধানসমূহ থেকে এই সংবিধানের বিধানসমূহে সংক্রমন সম্বন্ধে অসুবিধা দূর করার জন্য রাষ্ট্রপতি আদেশ দ্বারা এরূপ নির্দেশ দিতে পারেন যে ওই আদেশে যে সময়সীমা বিনির্দিষ্ট হতে পারে সেই সময় পর্যন্ত এই সংবিধান, সংপরিবর্তন, সংযোজন বা বিয়োজন, যে আকারেই হোক, তার যেরূপ অভিযোজনসমূহ তিনি প্রয়োজন বা সঙ্গত মনে করতে পারেন সেই অনুসারে, কার্যকর হবে।

তবে, এই সংবিধানের পঞ্চম খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ের অধীনে যথাযথ ভাবে গঠিত সংসদের প্রথম অধিবেশনের পর ওইরূপ কোনও আদেশ করা যাবে না।

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) নং প্রকরণের অধীনে কৃত প্রত্যেক আদেশ সংসদের সমক্ষে স্থাপিত হবে।

□ □ □

অংশ XVIII

প্রারম্ভ ও নিরসনসমূহ

প্রারম্ভ

৩১৪। এই সংবিধান বলবৎ হবে .... তারিখ থেকে।

নিরসন

৩১৫। ভারতের স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭ এবং ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫, তৎসহ ভারত (কেন্দ্রীয় সরকার ও বিধানমণ্ডল) অইন, ১৯৪৬ এবং ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫-এর সংশোধক বা অনুপূরক সকল আইন আর কার্যকর থাকবে না।

□ □ □

প্রথম তফসিল

[১ এবং ৪ অনুচ্ছেদ]

ভারতের রাজ্যসমূহ এবং রাজ্যক্ষেত্রসমূহ

অংশ I

এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে যেসব রাজ্যক্ষেত্র লাটের প্রদেশ হিসাবে পরিচিত ছিল, সেগুলি হল—

১। মাদ্রাজ,

২। বোম্বাই,

৩। পশ্চিমবঙ্গ,

৪। যুক্তপ্রদেশ,

৫। বিহার,

৬। পূর্ব পঞ্জাব,

---

*তফসিলে অন্ধ্রকে (Andhra) একটি পৃথক রাজ্যরূপে বিশেষভাবে উল্লেখ করা উচিত কিনা এই প্রশ্নটি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছে সমিতি। সম্প্রতি এই বিষয়ে সরকার একটি বিবৃতি দিয়েছে, যাতে বলা হয়েছে যে, অন্ধ্রকে সংবিধানের প্রদেশগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, যা ভারত শাসন আইন ১৯৩৫-এর অধীনে করা হয়েছে উড়িষ্যা ও সিন্ধুপ্রদেশ সম্বন্ধে। সেই অনুসারে এক সময়ে সমিতি অন্ধ্রকে তফসিলে এক বিশিষ্ট রাজ্যরূপে উল্লেখ করার পক্ষপাতি ছিল। আরও পর্যাপ্ত বিচার বিবেচনার পর অবশ্য সমিতি মনে করছে যে তফসিলে রাজ্যের নাম কেবল উল্লেখ করাটাই যথেষ্ট নয় নতুন সংবিধানের প্রারম্ভ থেকে তাকে গঠন করার পক্ষে। নতুন সংবিধানের প্রারম্ভ থেকে সকল প্রশাসন যন্ত্রসহ নতুন রাজ্যকে গঠন করতে হলে বর্তমান সংবিধানের অধীনে অবিলম্বে প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। এটাই করা হয়েছিল ১৯৩৫-এর আইনের অধীনে উড়িষ্যা ও সিন্ধু সম্বন্ধে ঃ তাদের ১৯৩৬ সালের ১ এপ্রিল থেকে পৃথক প্রদেশ করা হয়েছিল, যখন কি আইনটি কার্যকর হয়েছিল ১৯৩৭-এর ১ এপ্রিল থেকে। অতএব সমিতি সুপারিশ করছে যে, শুধু অন্ধ্রের জন্যই নয়, সেই সঙ্গে অন্য ভাষাভিত্তিক অঞ্চল সম্পর্কে সকল প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা বা প্রবর্তিত করার জন্য একটি আয়োগ নিযুক্ত করার ও সেই সঙ্গে যথা সময়ে প্রতিবেদন পেশ করার নির্দেশ সহ যাতে ১৯৩৫ সালের আইনের ২৯০ নং ধারার অধীনে কোনও নতুন রাজ্য গঠন করার সুপারিশ করতে পারে ওই আয়োগে এবং সংবিধান চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হবার আগে এই তফসিলে তার উল্লেখ করা যেতে পারে।

৭। মধ্যপ্রদেশ এবং বেরয়ার,

৮। অসম,

৯। ওড়িশা

অংশ II

এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে যেসব রাজ্যক্ষেত্র মুখ্য কমিশনারের প্রদেশ হিসাবে পরিচিত ছিল, সেগুলি হল—

১। দিল্লি,

২। আজমির—মারওয়াড়া, পন্থ পিপলোদা সহ,

৩। কুর্গ

অংশ III

বিভাগ—ক

নিম্নলিখিত ভারতীয় রাজ্য—

১। মহিশূর,

২। কাশ্মীর,

৩। গোয়ালিয়র,

৪। বরোদা,

৫। ত্রিবাঙ্কুর,

৬। কোচিন,

৭। উদয়পুর,

৮। জয়পুর,

৯। যোধপুর,

১০। বিকানির,

১১। আলওয়ার,

১২। কোটা,

১৩। ইন্দোর,

১৪। ভূপাল,

১৫। রেওয়া,

১৬। কোল্‌হাপুর,

১৭। পাতিয়ালা,

১৮। ময়ূরভঞ্জ,

১৯। কাথিয়াওয়াড় যুক্তরাজ্য।

বিভাগ—খ*

এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে ভারতের অধিরাজ্যের মধ্যে অন্য সকল ভারতীয় রাজ্য— আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

□ □ □

*প্রতিটি রাজ্যের প্রগণন (enumerate) করা সম্ভব নয়, কারণ নানা ধরনের বিলয়নের (merger) ফলে বহু রাজ্য অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এককের মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে পারে। তাই সংবিধান চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হবার আগে সকল রাজ্যসমূহকে নাম দ্বারা প্রগণিত করা প্রয়োজন হবে।

দ্বিতীয় তফসিল

[৪৮(৩) ৬২(৬), ৭৯, ১০৪, ১২৪(২), ১৩৫(৩), ১৪৫(৫), ১৬৩ এবং ১৯৭ অনুচ্ছেদ]

অংশ I

রাষ্ট্রপতি এবং প্রথম তফসিলের প্রথম খণ্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যগুলির রাজ্যপালগণ সম্পর্কে বিধানাবলী

১। রাষ্ট্রপতিকে এবং প্রথম তফসিলের প্রথম খণ্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যগুলির রাজ্যপালগণকে প্রতিমাসে নিম্নলিখিত উপলভ্যসমূহ দিতে হবে, অর্থাৎ—

রাষ্ট্রপতি	....	৫,৫০০ টাকা
রাজ্যের রাজ্যপাল	....	৪,৫০০ টাকা

২। রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালগণকে, তাঁদের নিজ নিজ পদের কর্তব্যসমূহ সুবিধাজনকভাবে এবং মর্যাদার সঙ্গে পালন করতে যাতে সক্ষম হন, তার জন্য তাঁদের নিজ নিজ পদের কার্যকালে প্রতিমাসে নিম্নলিখিত ভাতাসমূহও দিতে হবে, অর্থাৎ—

রাষ্ট্রপতি	....	টাকা
রাজ্যের রাজ্যপাল	....	টাকা

৩। রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপালকে, তাঁদের নিজ নিজ পরিবারবর্গসহ, যদি থাকে; ভ্রমণের জন্য এবং রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল, স্থল বিশেষে, নিয়োগ গ্রহণার্থে তাঁদের নিজেদের এবং পরিবারবর্গদের দ্রব্যাদির জন্য যে খরচ করবেন, সেই প্রকৃত খরচের সম পরিমাণ ভাতা দেওয়া হবে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালকে।

৪। রাষ্ট্রপতি এবং প্রত্যেক রাজ্যপাল তাঁদের নিজ নিজ পদের কার্যকর ব্যাপি ভাড়া না দিয়ে বা ভাড়া না করে সরকারী বাসভবন ব্যবহারের এবং সুসজ্জিত রেল কামরা, জলযান, বিমান এবং মোটর গাড়ি, যা তাঁদের নিজ নিজ ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত হবে, তাঁর অধিকারী হবেন, এবং সেগুলি দেখা শোনার বাবদে কোনও খরচের জন্য তাঁরা ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী হবেন না।

৫। যখন উপ-রাষ্ট্রপতি অথবা অন্য কোনও ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির কৃত্যসমূহ নির্বাহ করেন, বা অস্থায়ীভাবে কার্য করেন, অথবা অন্য কোনও ব্যক্তি যিনি রাজ্যপালের

কৃত্যসমূহ নির্বাহ করেন, তিনি যে রাষ্ট্রপতির অথবা রাজ্যপালের কৃত্যসমূহ নির্বাহ করেন, অথবা স্থল বিশেষে, যাঁর হয়ে তিনি কার্য করেন, তাঁর, এই তফসিলের ১ এবং ২ নং প্যারাগ্রাফের অধীনে যে সব উপলভ্য ও ভাতা থাকে তার অধিকারী হবেন, এবং ওই সময়সীমা ব্যাপি তিনি যে সব কৃত্যসমূহ নির্বাহ করেন বা কার্য করেন, সে ক্ষেত্রে এই তফসিলের ৪ নং প্যারাগ্রাফের বিধানাবলী তাঁর সম্বন্ধে প্রযোজ্য হবে, কিন্তু ওই তফসিলের ৩ নং প্যারাগ্রাফের বিধানসমূহ তাঁর সম্পর্কে প্রযোজ্য হবে না।

অংশ II

প্রথম তফসিলের প্রথম অংশ ভুক্ত রাজ্যগুলির এবং সংঘের মন্ত্রীগণ সম্পর্কিত বিধানসমূহ

৬। প্রধানমন্ত্রী এবং সংঘের অন্য প্রতিটি মন্ত্রীকে সেরূপ বেতন ও ভাতা দিতে হবে যা এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে ভারত অধিরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য প্রতিটি মন্ত্রীকে প্রদেয় ছিল।

৭। প্রথম তফসিলের প্রথম খণ্ডে সাময়িকভাবে নির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের মন্ত্রীবর্গকে সেরূপ বেতন ও ভাতা দিতে হবে যা এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে অনুরূপ প্রদেশের ওইরূপ মন্ত্রীবর্গের প্রত্যেককে প্রদেয় ছিল।

অংশ III

লোকসভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ এবং রাজ্যসভার সভাপতি ও উপ-সভাপতি এবং প্রথম তফসিলের প্রথম খণ্ডের রাজ্যগুলির বিধানসভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ এবং বিধানপরিষদের সভাপতি ও উপ সভাপতি সম্পর্কে বিধানসমূহ

৮। লোকসভার অধ্যক্ষকে এবং রাজ্যসভার সভাপতিকে যেরূপ বেতন ও ভাতা দিতে হবে যা এই সংবিধানের প্রারম্ভের পূর্বে ভারত অধিরাজ্যের গণপরিষদের অধ্যক্ষকে প্রদেয় ছিল, এবং লোকসভার উপাধ্যক্ষকে ও রাজ্যসভার উপ-সভাপতিকে যেরূপ বেতন ও ভাতা দিতে হবে ১৯৪৭ সালের পনেরই অগস্ট তারিখের অব্যবহিত পূর্বে ভারত অধিরাজ্যের গণপরিষদের উপাধ্যক্ষকে প্রদেয় ছিল।

৯। প্রথম তফসিলের প্রথম খণ্ডে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের বিধানসভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষকে এবং বিধানপরিষদের সভাপতি ও উপ-সভাপতিকে

যেরূপ বেতন ও ভাতা দিতে হবে যা এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে অনুরূপ প্রদেশের যথাক্রমে বিধানসভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ এবং বিধানপরিষদের সভাপতি ও উপ-সভাপতিকে প্রদেয় ছিল, এবং যেক্ষেত্রে ওইরূপ প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে অনুরূপ প্রদেশে কোনও বিধানপরিষদ ছিল না সেক্ষেত্রে, ওই রাজ্যের রাজ্যপাল যেরূপ নির্ধারণ করতে পারেন সেরূপ বেতন ও ভাতা ওই রাজ্যের বিধানপরিষদের সভাপতি ও উপ-সভাপতিকে দিতে হবে।

অংশ IV

সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের এবং উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতিগণ সম্পর্কে বিধানসমূহ

১০। সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতিগণকে এবং প্রথম তফসিলের তৃতীয় খণ্ডের সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যগুলি বাদে ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের প্রতিটি উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতিগণকে তাঁরা প্রকৃত চাকরিতে যে সময়কাল অতিবাহিত করেন সে সম্পর্কে, প্রতি মাসে নিম্নলিখিত হারে বেতন দিতে হবে, অর্থাৎ—

সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রধান বিচারপতি	....	৫,০০০ টাকা
সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের অন্য কোনও বিচারপতি	....	৪,৫০০ টাকা
উচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রধান বিচারপতি	....	৪,০০০ টাকা
উচ্চ ন্যায়ালয়ের অন্য কোনও বিচারপতি	....	৩,৫০০ টাকা

তবে, যদি সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের কোনও বিচারপতি তাঁর নিয়োগ কালে ভারত সরকারের বা তাঁর কোনও পূর্বগামী সরকারের অথবা প্রথম তফসিলের প্রথম খণ্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্য সরকারের বা তার কোনও পূর্বগামী সরকারের অধীনে পূর্বকৃত কোনও চাকরি সম্পর্কে (অক্ষমতা বা আঘাত হেতু প্রাপ্ত নিবৃত্তি বেতন ভিন্ন অন্য) কোনও নিবৃত্তি বেতন পান, তাহলে, সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে চাকরি সম্পর্কে তাঁর বেতন থেকে সম পরিমান অর্থ বাদ দিতে হবে।

১১। সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রধান বিচারপতি এবং সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের অন্য যে কোনও বিচারপতি এবং প্রথম তফসিলের তৃতীয় খণ্ডে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যসমূহ বাদে ভারতের রাজ্য ক্ষেত্রের অন্তর্গত কোনও উচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রধান বিচারপতি ও অন্য যে কোনও বিচারপতি, সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রধান বিচারপতি অথবা অন্য যে কোনও বিচারপতি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি এবং ওইরূপ উচ্চ ন্যায়ালয়ের

প্রধান বিচারপতি ও অন্য যে কোনও বিচারপতি সম্পর্কে রাজ্যপাল সময় সময় যেরূপ বিহিত করবেন, ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের অভ্যন্তরে কর্তব্যপালনক্রমে তাঁর ভ্রমণে যে ব্যয় হয় তা পূরণের জন্য সেরূপ যুক্তিসঙ্গত ভাতাসমূহ পাবেন এবং ভ্রমণ সম্পর্কে সেরূপ যুক্তিসঙ্গত সুযোগ-সুবিধা তাঁকে দেওয়া হবে।

১২। (১) সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রধান বিচারপতি এবং অন্য যে কোনও বিচারপতিগণের অনুমত অনুপস্থিতি (leave of absence) অথবা নিবৃত্তি বেতন সম্পর্কিত অধিকারসমূহ আমেল ন্যায়ালয়ের (Fedral corut) ওইরূপ যে কোনও বিচারপতির প্রতি প্রযোজ্য ছিল সেই বিধানসমূহের দ্বারা শাসিত হবে এবং স্থলবিশেষে, শাসিত হতে থাকবে।

(২) প্রথম তফসিলের তৃতীয় অংশে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যগুলি বাদে ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের মধ্যে উচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রধান বিচারপতি এবং অন্য যে কোনও বিচারপতিদের অনুমত অনুপস্থিতি অথবা নিবৃত্ত বেতন, এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে ওইরূপ উচ্চ ন্যায়ালয়ের ওইরূপ যে কোনও বিচারপতি সম্পর্কে প্রযোজ্য ছিল সেইরূপ অভিন্ন বিধানসমূহের দ্বারা শাসিত হবে, স্থল বিশেষে, শাসিত হতে থাকবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণার্থে, এই সংবিধানের প্রারম্ভের সময় যে ব্যক্তি একজন তদর্থক (aditor) বিচারপতি, কার্যকর বিচারপতি বা অতিরিক্ত বিচারপতি হিসাবে কর্মরত ছিলেন, তবে তাঁকে পরবর্তীকালে বিচারপতি হিসাবে স্থায়ী নিযুক্তি দেওয়া না পর্যন্ত, ওই তারিখে একজন বিচারপতি হিসাবে কর্মরত বলে গণ্য করা হবে যদি, কিন্তু একমাত্র তবেই যদি, ওইরূপ তদর্থক বিচারপতি কার্যকর বিচারপতি বা অতিরিক্ত বিচারপতি হিসাবে তাঁর চাকরি অবিচ্ছিন্ন থাকে।

১৩। এই অংশে, প্রসঙ্গত অন্যথা প্রয়োজন না হলে —

(ক) "প্রধান বিচারপতি" শব্দটি অন্তর্ভাবিত করবে কোনও কার্যকরী পরিধান বিচারপতি, এবং "বিচারপতি" অন্তর্ভাবিত করবে কোনও তদর্থক বিচারপতি, কার্যকরী বিচারপতি এবং অতিরিক্ত বিচারপতিকে;

(খ) "প্রকৃত চাকুরি" অন্তর্ভাবিত করবে —

(এক) কোনও বিচারপতি কর্তৃক বিচারপতিরূপে কর্তব্য পালনে অথবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বা, স্থল বিশেষে, রাজ্যপাল কর্তৃক, অথবা এই সংবিধানের ২৮৯ নং অনুচ্ছেদ

অনুযায়ী নিযুক্ত আয়োগ কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে তিনি অন্য যে কৃত্যসমূহ নির্বাহের ভারগ্রহণ করতে পারেন তার সম্পাদনে অতিবাহিত সময়;

(দুই) যে সময় কোনও বিচারপতি ছুটিতে অনুপস্থিত থাকেন সেই সময় বাদ দিয়ে অবকাশ সমূহ; এবং

(তিন) কোনও উচ্চ ন্যায়ালয় থেকে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় বা এক উচ্চ ন্যায়ালয় থেকে অন্য ন্যায়ালয়ে বদলি হলে, যোগদানের সময়।

অংশ V

ভারতের মহানিরীক্ষক সম্পর্কে বিধানসমূহ

১৪। ভারতের মহানিরীক্ষককে প্রতি মাসে চার হাজার টাকা হারে বেতন দিতে হবে।

১৫। ভারতের মহানিরীক্ষকের অনুমত অনুপস্থিতি এবং নিবৃত্ত বেতন সম্পর্কিত অধিকারসমূহ এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে যে বিধানসমূহ ভারতের মহানিরীক্ষক সম্পর্কে প্রযোজ্য ছিল সেই বিধানসমূহ দ্বারা শাসিত হবে বা, স্থল বিশেষে, শাসিত হতে থাকবে, এবং ওই বিধানসমূহে বড়লাটের সকল উল্লেখ রাষ্ট্রপতির উল্লেখ বলে অর্থ করতে হবে।

□ □ □

তৃতীয় তফসিল

[৬২(৪), ৮১, ১০৩(৬), ১৪৪(২), ১৬৫ এবং ১৯৫ নং অনুচ্ছেদ]

শপথবাক্য ঘোষণা সমূহের নিদর্শ (Form)

১

সংঘের মন্ত্রীপদের শপথের নিদর্শ—

"আমি, ক, খ, সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে সত্যাপন (অথবা শপথ) করছি যে, বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করব এবং সংঘের মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক ও বিবেক সম্মতভাবে নির্বাহ করব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি ও বিদ্বেষ রহিত হয়ে সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি আনুসারে ন্যায়াচরণ করব।"

২

সংঘের মন্ত্রীর মন্ত্রগুপ্তির শপথের নিদর্শ—

"আমি ক, খ, সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে সত্যাপন (অথবা শপথ) করছি যে, সংঘের মন্ত্রীরূপে যে কোনও বিষয়ে আমার বিবেচনার জন্য আনীত হবে বা আমি জ্ঞাত হব তা, ওই মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হতে পারে সেগুলি ব্যাতিরেকে, আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করব না বা প্রকাশ করব না।"

৩

সংঘের সদস্যগণ কর্তৃক শপথবাক্য ঘোষণার নিদর্শ—

"আমি ক, খ, রাজ্যসভায় (অথবা লোকসভায়) নির্বাচিত অথবা মনোনীত হয়ে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে এবং সততার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা ও ঘোষণা করছি যে, বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করব, এবং যে কর্তব্যভার আমি গ্রহণ করতে চলেছি তা নিষ্ঠা সহকারে নির্বাহ করব।"

৪

সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতিগণ কর্তৃক শপথবাক্য ঘোষণার নিদর্শ—

"আমি ক, খ, ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রধান বিচারপতি (অথবা বিচারপতি) নিযুক্ত হয়ে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে ও সততার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা ও ঘোষণা করছি যে, বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করব, এবং ভয় ও পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হয়ে, যথাযথ ভাবে ও নিষ্ঠাপূর্বক এবং আমার পূর্ণ সামর্থ্য, জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধি অনুসারে, আমার পদের কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করব এবং সংবিধান ও বিধিসমূহ রক্ষা করব।"

৫

প্রথম তফসিলের প্রথম খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যের মন্ত্রীপদের শপথের নিদর্শ—

"আমি ক, খ, সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে সত্যাপন (অথবা শপথ) করছি যে, বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করব, এবং .... রাজ্যের মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেক সম্মত-ভাবে নির্বাহ করব এবং ভয় ও পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হয়ে সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করব।"

৬

প্রথম তফসিলের প্রথম খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট মন্ত্রীর মন্ত্রগুপ্তির শপথের নিদর্শ—

"আমি ক, খ, সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে সত্যাপন (অথবা শপথ) করছি যে, ... রাজ্যের মন্ত্রীরূপে যে কোনও বিষয় যা আমার বিবেচনার জন্য আনীত হবে বা আমি জ্ঞাত হব, তা ওই মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্য সমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য অথবা রাজ্যপালের স্ববিবেচনা অনুসারে যে সব কৃত্যসমূহ তাঁর কার্যকর করার কথা সে সম্পর্কিত কোনও বিষয়ের ক্ষেত্রে তাঁর দ্বারা যা বিশেষ ভাবে অনুমোদিত হতে পারে, তা ছাড়া আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করব না বা প্রকাশ করব না।"

৭

উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতিগণ কর্তৃক শপথবাক্য ঘোষণার নিদর্শ—

‘‘আমি ক, খ, ...-এ (বা এর) উচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রধান বিচারপতি (অথবা বিচারপতি) নিযুক্ত হয়ে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে এবং সততার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা ও ঘোষণা করছি যে, বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করব, এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হয়ে, যথাযথভাবে ও নিষ্ঠাপূর্বক এবং আমার পূর্ণ সামর্থ্য, জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধি অনুসারে, আমার পদের কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করব এবং সংবিধান ও বিধিসমূহ রক্ষা করব।’’

□ □ □

চতুর্থ তফসিল

[১৪৪(৪) নং অনুচ্ছেদ]

অংশ I

প্রথম তফসিলের প্রথম খন্ডের সাধারণ রাজ্যগুলির রাজ্যপালগণদের প্রতি বিনির্দেশ

১। প্রসঙ্গত অন্যথা প্রয়োজন না হলে, এই বিনির্দেশসমূহ "রাজ্যপাল" শব্দটি এই সংবিধানের বিধানাবলী অনুসারে রাজ্যপালের কৃত্যসমূহ অস্থায়ীভাবে নির্বাহকারী প্রতিটি ব্যক্তিকে অন্তর্ভাবিত করবে।

২। রাজ্যপাল তাঁর মন্ত্রিসভার নিয়োগ কালে তাঁর মন্ত্রীদের বেছে নেওয়ার ব্যাপারে নিম্নলিখিত প্রণালী মেনে চলার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন, অর্থাৎ, রাজ্যপালের বিচার বিবেচনায় যে ব্যক্তি বিধানমন্ডলে এক সুদৃঢ় সংখ্যা গরিষ্ঠের উপর আধিপত্য রাখতে পারবেন বলে মনে হয় তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে সেইসব ব্যক্তিদের (কার্যকর ভাবে যতদূর সম্ভব গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের সদস্যবৃন্দসহ) নিয়োগ করবেন, যাঁরা যৌথভাবে বিধানমন্ডলের আস্থা অর্জনে সবচেয়ে ভাল অবস্থায় থাকবেন। এইভাবে কার্য করার সময় মন্ত্রীদের মধ্যে যৌথ দায়িত্বের বোধটি পরিপুষ্ট করার প্রয়োজনের কথাটি স্মরণে রাখবেন।

অংশ II

৩। এই সংবিধান কর্তৃক অথবা তার প্রয়োজনে যে সব কৃত্য তিনি তাঁর বিবেচনা অনুযায়ী করতে পারেন সেগুলি সম্পর্কিত বাদে রাজ্যের নির্বাহিক ক্ষমতার আওতাভুক্ত সকল বিষয়ে, রাজ্যপাল, তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাসমূহের প্রয়োগে, তাঁর মন্ত্রীদের পরামর্শ দ্বারা পরিচালিত হবেন।

৪। সৎ প্রশাসন বজায় রাখা, নৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনের জন্য সকল ব্যাপারে উন্নতি সাধন করা এবং রাজ্যের সরকারে ও জনজীবনে তাদের প্রাপ্য অংশ পেতে জনসাধারণের সকল শ্রেণীকে যুক্ত করার চেষ্টা করা এবং সকল শ্রেণী এবং ধর্মমতসমূহের মধ্যে সহযোগিতা, সদিচ্ছা এবং ধর্মীয় বিশ্বাস ও ভাবাবেগের ব্যাপারে পারস্পরিক শ্রদ্ধা সুনিশ্চিত করার জন্য রাজ্যপাল তাঁর মধ্যে তাঁর উপরে ন্যস্ত সকল অধিকারের প্রয়োগ করবেন।

□ □ □

পঞ্চম তফসিল

[১৮৯(ক) এবং ১৯০(১) অনুচ্ছেদ]

তফসিলি ক্ষেত্রসমূহের ও তফসিলি জনজাতিসমূহের প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিধানসমূহ

অংশ I

সাধারণ

১। **তফসিলি ক্ষেত্রসমূহে রাজ্যের নির্বাহিক ক্ষমতা** — এই তফসিলের বিধানসমূহের শর্তসাপেক্ষে প্রথম তফসিলের প্রথম খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যের নির্বাহিক ক্ষমতা তার অন্তর্গত ক্ষেত্রসমূহে প্রসারিত হবে।

২। **তফসিলি ক্ষেত্রসমূহের প্রশাসন সম্পর্কে রাজ্যপাল কর্তৃক রাষ্ট্রপতির কাছে প্রতিবেদন** —যে রাজ্যে তফসিলি ক্ষেত্রসমূহ আছে সেরূপ প্রত্যেক রাজ্যের রাজ্যপাল, প্রতি বৎসর, বা যখনই রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ওইরূপ অনুজ্ঞাত হবেন তখনই, ওই রাজ্যের অন্তর্গত তফসিলি ক্ষেত্রসমূহের প্রশাসন সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রতিবেদন করবেন এবং সংঘের নির্বাহিক ক্ষমতা ওইরূপ ক্ষেত্রসমূহের প্রশাসন সম্পর্কে ওই রাজ্যকে নির্দেশ প্রদান করা পর্যন্ত প্রসারিত হবে।

অংশ II

মাদ্রাজ, বোম্বাই, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও বিদর্ভ, এবং ওড়িশা রাজ্যসমূহের জন্য বিধানসমূহ

৩। **অংশ II-এর প্রয়োগ।** — এই খন্ডের বিধানসমূহ মাদ্রাজ, বোম্বাই, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও বেয়ার, এবং উড়িষ্যা রাজ্যসমূহ সম্বন্ধে প্রযোজ্য হবে।

৪। **জনজাতি মন্ত্রনা পরিষদ** — (১) এই সংবিধানের প্রারম্ভের পর যত শীঘ্র সম্ভব মাদ্রাজ, বোম্বাই, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও বিদর্ভ এবং ওড়িশা রাজ্যসমূহে একটি জনজাতি মন্ত্রণা পরিষদ স্থাপন করতে হবে, তাতে ন্যূনতম দশ এবং অনধিক পঁচিশ সদস্য থাকবেন, যাদের তিন-চতুর্থাংশের যথাসম্ভব নিকটতম সংখ্যক সদস্য হবেন ওই রাজ্যের বিধানসভার তফসিলি জনজাতিসমূহের প্রতিনিধিরা।

(২) রাজ্যের তফসিলি জনজাতসমূহের কল্যাণ সাধন ও উন্নতি সংক্রান্ত, এবং তফসিলি ক্ষেত্রসমূহের যদি কোনও থাকে, প্রশাসন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে

রাজ্যের সরকারকে সাধারণ ভাবে পরামর্শ দান করা জনজাতি মন্ত্রণা পরিষদের কর্তব্য হবে।

(৩) রাজ্যপাল —

(ক) পরিষদের সদস্যসমূহের সংখ্যা, তাঁদের নিয়োগের এবং পরিষদের সভাপতির ও তার আধিকারিকগণ ও কর্মচারী সমূহের নিয়োগের পদ্ধতি;

(খ) তার অধিবেশনসমূহ চালনা ও সাধারণভাবে তার প্রক্রিয়া;

(গ) রাজ্যের আধিকারিকগণের ও স্থানীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক; এবং

(ঘ) অন্য সকল আনুষঙ্গিক বিষয়; বিহিত বা স্থল বিশেষে, প্রনিয়ন্ত্রিত করে নিয়মাবলী প্রণয়ন করতে পারেন।

৫। **তফসিলি ক্ষেত্রসমূহে প্রযোজ্য বিধি** — (১) রাজ্যের জনজাতি মন্ত্রণা পরিষদ কর্তৃক সেরূপ পরমার্শ প্রদত্ত হলে, রাজ্যপাল সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দেশ দিতে পারেন যে, সংসদের বা রাজ্যের বিধানমন্ডলের কোনও বিশেষ আইন রাজ্যের কোনও তফসিলি ক্ষেত্রে বা তার কোনও অংশে প্রযুক্ত হবে না, অথবা ওই প্রজ্ঞাপনে উক্ত পরিষদের অনুমতিক্রমে যেরূপ ব্যতিক্রম ও সংপরিবর্তনসমূহ বিনির্দিষ্ট করতে পারেন তা ওই রাজ্যের তফসিলি ক্ষেত্রে বা তার কোনও অংশে প্রযোজ্য হবে;

তবে, যে ক্ষেত্রে ওইরূপ আইন নিম্নলিখিত বিষয়গুলির কোনও একটির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, অর্থাৎ —

(ক) বিবাহ;

(খ) সম্পত্তির উত্তরাধিকার;

(গ) জনজাতদের সামাজিক প্রথা;

(ঘ) ভাড়াটিয়াদের অধিকারসমূহ, ভূমির আবন্টন এবং যে কোনও প্রয়োজনে ভূমি সংরক্ষণ সমেত, ভারতীয় বনভূমি আইন, ১৯২৭-এর অধীন অথবা আলোচ্য এলাকায় সাময়িকভাবে বলবৎ অন্য কোনও বিধির অধীন সংরক্ষিত বনভূমি হিসাবে থাকা ভূমিসমূহ ভিন্ন অন্য ভূমি;

(ঙ) গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা করা সমেত গ্রামের প্রশাসন সংক্রান্ত যে কোনও বিষয়,

রাজ্যপাল জনজাতি মন্ত্রণা পরিষদ কর্তৃক সেইরূপ পরামর্শ প্রদত্ত হলে ওই ধরনের নির্দেশ জারি করবেন।

(২) রাজ্যের জনজাতি মন্ত্রণা পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করার পর রাজ্যপাল ওইরূপ ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে বলবৎ কোনও বিধির দ্বারা বিহিত নয় এমন কোনও বিষয় সম্পর্কে রাজ্যের কোনও তফসিলি ক্ষেত্রের প্রনিয়ম প্রণয়ন করতে পারেন।

(৩) যে সব অপরাধের জন্য মৃত্যুদন্ড, যাবজ্জীবন নির্বাসন অথবা পাঁচ বৎসর বা তদুর্দ্ধ বৎসরের জন্য কারাদন্ড হতে পারে সে সম্পর্কিত বিচার অথবা ওই রূপ প্রনিয়মে ব্যাখ্যাত হতে পারে এমন কোনও বিধি থেকে উদ্ভূত নয় এমন বিবাদ ছাড়া অন্যগুলি সম্পর্কিত, অন্য অপরাধসমূহ সংক্রান্ত মামলাগুলির বিচারের ব্যাপারে রাজ্যের যে কোনও তফসিলি ক্ষেত্রের জন্য রাজ্যপাল প্রনিয়মগুলিও প্রণয়ন করতে পারেন এবং ওইরূপ প্রনিয়মগুলি দ্বারা ওইরূপ কোনও ক্ষেত্রের মোড়ল (Head-man) অথবা পঞ্চায়েতকে ওই জাতীয় মামলার বিচার করার ক্ষমতা প্রদান করতে পারেন।

(৪) এই প্যারাগ্রাফের অধীনে প্রণীত কোনও প্রনিয়মাবলী যখন রাজ্যপাল কর্তৃক প্রখ্যাপিত হয় তখন তা ওইরূপ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যথোপযুক্ত বিধানমন্ডলের কোনও আইন এবং এই সংবিধান কর্তৃক ওই বিধানমন্ডলকে অর্পিত অধিকারসমূহের ভিত্তিতে বিধিবদ্ধ হয়েছে এমন আইনের মতো অভিন্ন বল ও কার্যকারিতা প্রাপ্ত হবে।

৬। তফসিলি ক্ষেত্রে অ-জনজাতিদের কাছে ভূমির হস্তান্তর ও আবন্টন — (১) তফসিলি জনজাতির কোনও সদস্যের পক্ষে তফসিলি ক্ষেত্রে কোনও ভূমি তফসিলি জনজাতির সদস্য নয় এমন কোনও ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করাটা বৈধ হবে না;

(২) রাজ্যের জনজাতি মন্ত্রণা পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করে এই ব্যাপারে রাজ্যপাল কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলী অনুসারে ছাড়া তফসিলি জনজাতির সদস্য নয় এমন কোনও ব্যক্তির সঙ্গে রাজ্যে ন্যস্ত কোনও তফসিলি ক্ষেত্র, যার মধ্যে ওইরূপ ক্ষেত্র অবস্থিত, তেমন কোনও ভূমি আবন্টন করা বা বন্দোবস্ত করা যাবে না।

৭। তফসিলি ক্ষেত্রে সঙ্গে টাকা ধার দেওয়ার প্রনিয়ন্ত্রণ—

রাজ্যের সরকারের পক্ষ থেকে প্রাধিকার প্রাপ্ত কোনও আধিকারিক কর্তৃক প্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্রের শর্তাবলী অনুসারে বা সেই অনুযায়ী ব্যাতিরেকে তফসিলি ক্ষেত্রে মহাজন হিসাবে ব্যবসা চালাতে পারবে না কোনও ব্যক্তি এই মর্মে রাজ্যপাল, যদি

রাজ্যের জনজাতি মন্ত্রণা পরিষদ কর্তৃক সেই ভাবে পরামর্শ পেয়ে থাকেন, তবে সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্দেশ দেবেন এবং ওইরূপ প্রতিটি নির্দেশ বিহিত করবে যে তা উল্লঙঘন করলে অপরাধ করতে হবে এবং যে দন্ড দ্বারা তা দন্ডার্হ হবে তা বিনির্দিষ্ট করে দেবেন।

৮। তফসিলি ক্ষেত্রসমূহের সংসৃষ্ট (Pertaining) প্রাক্‌কলিত আয় ও ব্যয় পৃথকভাবে বার্ষিক বিত্ত বিবরণে দেখাতে হবে—

কোনও রাজ্যে তফসিলি ক্ষেত্রের সংসৃষ্ট প্রাক্‌কলিত আয় ও ব্যয় যা রাজ্যটির রাজস্বে জমা পড়বে, বা তা থেকে ব্যয়িত হবে, তা এই সংবিধানের ১৭৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাজ্যের বিধানমন্ডলের সমক্ষে প্রেষিত করার জন্য রাজ্যের বার্ষিক বিত্ত বিবরণে পৃথকভাবে প্রদর্শিত হবে।

৯। তফসিলি ক্ষেত্র বাদে অন্য ক্ষেত্রসমূহে দ্বিতীয় খন্ডের প্রয়োগ—

রাজ্যপাল, যে কোনও সময়ে সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্দেশ দিতে পারেন যে এই খন্ডের বিধানসমূহের সকল অথবা যে কোনও একটি, প্রজ্ঞাপনে বিনির্দিষ্ট তারিখ থেকে, রাজ্যে তফসিলি ক্ষেত্র সম্পর্কে সেগুলি যেভাবে প্রযোজ্য সেইভাবে তফসিলি ক্ষেত্র ব্যতিরেকে অন্য যে কোনও তফসিলি জনজাতির সদস্য অধ্যুষিত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কোনও ক্ষেত্র সম্পর্কে প্রযোজ্য হবে।

(২) অনুরূপ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রাজ্যপাল নির্দেশ দিতে পারেন যে, এই খন্ডের বিধানসমূহের সকল অথবা যে কোনওটি, প্রজ্ঞাপনে বিনির্দিষ্ট তারিখ থেকে রাজ্যের যে কোনও ক্ষেত্র সম্পর্কে প্রযোজ্য হবে না; যে সম্পর্কে এই প্যারাগ্রাফের (১) নং উপ-প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়ে থাকে।

অংশ III

যুক্তপ্রদেশের রাজ্য সম্পর্কে বিধানসমূহ

১০। তৃতীয় অংশের প্রয়োগ— এই খন্ডের বিধানসমূহ কেবলমাত্র যুক্তপ্রদেশ রাজ্য সম্বন্ধে প্রয়োজন।

১১। তফসিলি ক্ষেত্রসমূহের উপদেষ্টা সমিতি—

(১) এই সংবিধানের প্রারম্ভের পর যথা সম্ভব শীঘ্র রাজ্যপাল, আদেশ দ্বারা, রাজ্যের জন্য একটি তফসিলি ক্ষেত্রসমূহের উপদেষ্টা সমিতি নিযুক্ত করবেন, যার দুই তৃতীয়াংশ সদস্য হবেন তফসিলি জনজাতির সদস্য। ওইরূপ প্রক্রিয়ার সংজ্ঞার্থ

নির্ণয় করে দিতে পারে এবং তাতে সেইরূপ প্রাসঙ্গিক অথবা আনুষঙ্গিক বিধানসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যা রাজ্যপাল প্রয়োজনীয় অথবা বাঞ্ছনীয় মনে করতে পারেন।

(২) রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ তফসিলি ক্ষেত্রসমূহের বিকাশ সংসৃষ্ট সকল বিষয়ে রাজ্য সরকারকে সাধারণভাবে পরামর্শ দান করা তফসিলি ক্ষেত্রসমূহের উপদেষ্টা সমিতির কর্তব্য হবে।

১২। কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রনিয়মসমূহ প্রণয়ন করার ব্যাপারে রাজ্যপালের ক্ষমতা—

(১) যে সব অপরাধের জন্য মৃত্যুদন্ড, যাবজ্জীবন নির্বাসন অথবা পাঁচ বৎসর বা তদুর্দ্ধ বৎসরের জন্য কারাদন্ড হতে পারে সে সম্পর্কিত বিচারের অথবা ওইরূপ প্রনিয়মগুলিতে বিনির্দিষ্ট হতে পারে এমন সেই শ্রেণীর অল্প পরিমাণ আর্থিক মূল্য বিশিষ্ট মোকদ্দমা অথবা মামলার বিচারের জন্য রাজ্যের যে কোনও তফসিলি ক্ষেত্রের জন্য রাজ্যপাল প্রনিয়মাবলী প্রণয়ন করতে পারেন, এবং ওইরূপ প্রনিয়মের দ্বারা ওইরূপ মামলা বা মোকদ্দমার বিচারের জন্য ওইরূপ এলাকায় মোড়ল অথবা পঞ্চায়েতকে ক্ষমতাও দিতে পারেন।

(২) তফসিলি জনজাতির কোনও সদস্য কর্তৃক রাজ্যের তফসিলি ক্ষেত্রের কোনও ভূমি তফসিলি জনজাতির সদস্য নয় এমন কোনও ব্যক্তিকে হস্তান্তরকরণ নিষিদ্ধ করে রাজ্যপাল প্রনিয়মসমূহও প্রণয়ন করতে পারেন।

(৩) এই প্যারাগ্রাফের অধীনে প্রণীত কোনও প্রনিয়মাবলী যখন রাজ্যপাল কর্তৃক প্রখ্যাপিত হয় তখন তা ওইরূপ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যথোপযুক্ত বিধানমন্ডলের কোনও আইন এবং সেই সংবিধান কর্তৃক ওই বিধানমন্ডলকে অর্পিত অধিকারসমূহের ভিত্তিতে বিধিবদ্ধ হয়েছে এমন আইনের মতো অভিন্ন বল ও কার্যকারিতা প্রাপ্ত হবে।

১৩। তফসিলি ক্ষেত্রসমূহের সংসৃষ্ট প্রাক্কলিত আয় ও ব্যয় পৃথকভাবে বার্ষিক বিত্ত বিবরণে দেখাতে হবে— কোনও রাজ্যে তফসিলি ক্ষেত্রের সংসৃষ্ট প্রাক্কলিত আয় ও ব্যয় যা রাজ্যটির রাজস্বে জমা পড়বে, বা তা থেকে ব্যয়িত হবে, তা এই সংবিধানের ১৭৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাজ্যের বিধানমন্ডলের সমক্ষে প্রেষিত করার জন্য রাজ্যের বার্ষিক বিত্ত বিবরণে পৃথক ভাবে প্রদর্শিত হবে।

অংশ IV

পূর্ব পঞ্জাব রাজ্যের জন্য বিধানসমূহ

১৪। চতুর্থ খন্ডের প্রয়োগ— এই খন্ডের বিধানসমূহ কেবলমাত্র পূর্ব পাঞ্জাব রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

১৫। তফসিলি ক্ষেত্রসমূহের উপদেষ্টা সমিতির নিয়োগ— (১) এই সংবিধানের প্রারম্ভের পর যথাসম্ভব শীঘ্র, রাজ্যপাল, আদেশ দ্বারা, রাজ্যের জন্য একটি তফসিলি ক্ষেত্রসমূহের উপদেষ্টা সমিতি নিযুক্ত করবেন, যার দুই তৃতীয়াংশ সদস্যকে ওই রাজ্যের তফসিলি ক্ষেত্রসমূহের আধিবাসী হতে হবে। ওইরূপ আদেশ সমিতির গঠন, ক্ষমতা সমূহ এবং প্রক্রিয়ার সংজ্ঞার্থ নির্ণয় করে দিতে পারে এবং তাতে সেইরূপ প্রাসঙ্গিক অথবা আনুষঙ্গিক বিধানসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যা রাজ্যপাল প্রয়োজনীয় অথবা বাঞ্ছনীয় মনে করতে পারেন।

(২) রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ তফসিলি ক্ষেত্রসমূহের বিকাশ সংসৃষ্ট সকল বিষয়ে রাজ্য সরকারকে সাধারণ ভাবে পরামর্শ দান করা তফসিলি ক্ষেত্রসমূহের উপদেষ্টা সমিতির কর্তব্য হবে।

১৬। তফসিলি ক্ষেত্রসমূহে রাজ্যের বিধানমন্ডলের অথবা সংসদের আইন সমূহের প্রয়োগ— রাজ্যপাল সরকারি প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দেশ দিতে পারেন যে, সংসদের বা রাজ্যের বিধানমন্ডলের কোনও বিশেষ আইন রাজ্যের কোনও তফসিলি ক্ষেত্রে বা তার কোনও অংশে প্রযুক্ত হবে না অথবা তিনি ওই প্রজ্ঞাপনে যেরূপ ব্যতিক্রম ও সংপরিবর্তনসমূহ বিনির্দিষ্ট করতে পারেন সেই অনুযায়ী ওই আইন রাজ্যের কোনও তফসিলি ক্ষেত্রে বা তার কোনও অংশে প্রযুক্ত হবে।

১৭। প্রনিয়মাবলী প্রণয়ন করার ব্যাপারে রাজ্যপালের ক্ষমতা—

(১) যে সব অপরাধের জন্য মৃত্যুদন্ড, যাবজ্জীবন নির্বাসন অথবা পাঁচ বৎসর বা তদুর্দ্ধ বৎসরের জন্য কারাদন্ড হতে পারে সে সম্পর্কিত বিচারের অথবা ওইরূপ প্রনিয়মগুলিতে বিনির্দিষ্ট হতে পারে এমন সেই শ্রেণীর অল্প পরিমাণ আর্থিক মূল্য বিশিষ্ট মোকদ্দমা অথবা মামলার বিচারের জন্য রাজ্যের যে কোনও তফসিলি ক্ষেত্রের জন্য রাজ্যপাল প্রনিয়মাবলী প্রণয়ন করতে পারেন এবং ওইরূপ প্রনিয়মের

দ্বারা ওইরূপ মামলা বা মোকদ্দমার বিচারের জন্য ওইরূপ এলাকায় মোড়ল অথবা পঞ্চায়েতকে ক্ষমতাও দিতে পারেন।

(২) তফসিলি জনজাতির কোনও সদস্য কর্তৃক রাজ্যের তফসিলি ক্ষেত্রের কোনও ভূমি তফসিলি জনজাতির সদস্য নয় এমন কোনও ব্যক্তিকে হস্তান্তর নিষিদ্ধ করে রাজ্যপাল প্রনিয়মসমূহও প্রণয়ন করতে পারেন।

(৩) ওইরূপ প্যারাগ্রাফের অধীনে প্রণীত কোনও প্রনিয়মাবলী যখন রাজ্যপাল কর্তৃক প্রখ্যাপিত হয় তখন ওইরূপ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যথোপযুক্ত বিধানমন্ডলের কোনও আইন এবং এই সংবিধান ওই বিধানমন্ডলকে অর্পিত অধিকারসমূহের ভিত্তিতে বিধিবদ্ধ হয়েছে এমন আইনের মতো অভিন্ন বল ও কার্যকারিতা প্রাপ্ত হবে।

অংশ V

তফসিলি ক্ষেত্রসমূহ

* ১৮। তফসিলি ক্ষেত্রসমূহ (১) এই সংবিধানের অর্থ অনুসারে নিম্নলিখিত সারণীর ১ থেকে ৭ ভাগে বিনির্দিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ তফসিলি ক্ষেত্রসমূহ হবে, এবং উক্ত সারণীতে কোনও বিভাগ, জেলা, প্রশাসনিক ক্ষেত্র তহসিল অথবা মহালের উল্লেখকে এই সংবিধানের প্রারম্ভের তারিখে বর্তমান থাকা সেইরূপ বিভাগ, জেলা, ক্ষেত্র, তহসিল বা মহালের উল্লেখ হিসাবে অর্থ করতে হবে।

(২) রাষ্ট্রপতি যে কোনও সময় আদেশ দ্বারা —

(ক) নির্দেশ দিতে পারেন যে কোনও তফসিলি ক্ষেত্র সমগ্রত বা তার কোনও বিনির্দিষ্ট অংশ তার তফসিলি ক্ষেত্র বা ওইরূপ কোনও ক্ষেত্রের কোনও অংশ হিসাবে থাকবে;

(খ) কোনও তফসিলি ক্ষেত্রের পরিবর্তন করতে পারেন, কিন্তু কেবল সীমানা শোধন রূপে,

(গ) প্রথম তফসিলের প্রথম খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের

---

* সমিতির অভিমত এই যে, ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫-এর ৯১ (২) নং ধারার নীতিসূত্রের ভিত্তিতে গঠিত বিধান, যা মূলত বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল, এই প্যারাগ্রাফে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত তফসিলি ক্ষেত্রসমূহে কোনও ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করতে বা তা থেকে বাদ দিতে সমর্থ হবার জন্য এবং সেই অনুসারে সমিতি এই প্যারাগ্রাফে (২) নং উপ-প্যারাগ্রাফটি সংযোজিত করছে।

সীমানার কোনও পরিবর্তন হলে বা কোনও নতুন রাজ্যের সঙ্গে প্রবেশ হলে বা বিধি দ্বারা সংসদ কর্তৃক স্থাপিত হলে উক্ত তফসিলের প্রথম খন্ডে তার অন্তর্ভুক্তি হলে, পূর্বে ওইভাবে বিনির্দিষ্ট কোনও রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল না ওইরূপ কোনও রাজ্যক্ষেত্র তফসিলি ক্ষেত্র বা তার কোনও ভাগ বলে ঘোষণা করতে পারেন, এবং ওইরূপ কোনও আদেশে যেরূপ আনুষঙ্গিক ও পারিণামিক বিধানসমূহ রাষ্ট্রপতির কাছে প্রয়োজন ও সঠিক বলে প্রতীয়মান হয় তা থাকতে পারে।

তালিকা

১ — মাদ্রাজ

লাক্ষাদ্বীপসমূহ (মিনিকর সহ) এবং আমিনদিভি দ্বীপপুঞ্জ।

পূর্ব গোদাবরী এজেন্সি এবং ভিসাকাপত্তম এজেন্সি ততটা অংশ যা ভারত সরকার (উড়িষ্যার সংবিধান) আদেশ, ১৯৩৬-এর বিধানসমূহ অধীনে উড়িষ্যাকে হস্তান্তর করা হয় নি।

২ — বোম্বাই

পশ্চিম খান্দেশ জেলায় ঃ নাভাপুর পেঠা, আকারানি মহল এবং গ্রামগুলি যা নিম্নলিখিত মেহওয়াসি সর্দারদের অধিকারভুক্ত ঃ (১) কাঠির পারভি, (২) নাল-এর পারভি, (৩) সিঙ্গপুর-এর পারভি, (৪) গেওহালির ওয়ালউই, (৫) চিখলির ওয়াসাওয়া, এবং (৬) নাভালপুরের পারভি।

পূর্ব খান্দেশ জেলায় ঃ সাতপুরা পর্বতমালার সংরক্ষিত বনাঞ্চল।

নাসিক জেলায় ঃ কালভান তালুক এবং পেইন্ট পেঠা।

থানা জেলায় ঃ দাহানু এবং সাহাপুর তালুকগুলি এবং মোখাদা ও উমরেরগাঁও পেঠাসমূহ।

৩ — যুক্তপ্রদেশ

দেরাদুন জেলার জউনসার বাওয়ার পরগণা কাইমুর পর্বতমালার দক্ষিণে মির্জাপুর জেলার অংশ।

৪ — পূর্ব পাঞ্জাব

কাংড়া জেলায় স্পিতি এবং লানুল।

৫ — বিহার

রাঁচী এবং সিংভূম জেলা এবং ছোটনাগপুর বিভাগের পালামৌ জেলার লাতেহার মহকুমা।

গোড্ডা এবং দেওগড় মহকুমাগুলি বাদে সাঁওতাল পরগণা জেলা।

৬ — মধ্যপ্রদেশ এবং বিদর্ভ

চন্দা জেলায়, সিরোঞ্চা তহসিলে আহিরি জমিদারি এবং গড়চিরোলি তহসিলে ধানোরা, দুদমালা, গেওয়ারদা, ঝারাপাপরা খুতগাঁও, কোটগাল, মুরমাগাঁও, পালাসগড়, রঙ্গি, সিরসুন্দি সোনসারি, চান্দালা, গিলগাঁও, পাই-মুরান্দা এবং পোঁতেগাও জমিদারি-সমূহ।

ছিন্দওয়ারা জেলার হারাই, গোরকঘাট, গোরপানি, বাটকাগড়, বারদাগড়, পরতাবগড় (পাগারা), আলমোদ এবং সোনপুর জায়গীর সমূহ এবং ছিন্দওয়ারা জেলায় পাঁচমারি জায়গীরের অংশ বিশেষ।

মান্ডলা জেলা।

বিলাসপুর জেলার পেন্ড্রা, কেন্দা, মাতিন, লাফা, উপরোরা, ছুরি এবং কোরবা জমিদারিসমূহ।

দ্রুগ জেলার আউনধি, কোরাচা, পানাবারাস এবং অম্বাগড় চৌকি জমিদারিসমূহ।

বালাঘাট জেলার বাইহার তহসিল।

অমরাওতি জেলার মেলঘাট তালুক।

বেতুল জেলার ভঁইসদোহি তহসিল।

৭ — ওড়িশা

খোন্দমালস সমেত গঞ্জাম এজেন্সি ভূভাগ (Otracts)

কোরাপুট জেলা।

□ □ □

ষষ্ঠ তফসিল

[১৮৯(খ) এবং ১৯০(২) নং অনুচ্ছেদ]

অসমে জনজাতি ক্ষেত্রসমূহের প্রশাসন সংক্রান্ত বিধানসমূহ

১। স্বশাসিত জেলাসমূহ এবং স্বশাসিত অঞ্চল— (১) এই তফসিলের ১৯ নং অনুচ্ছেদে সংলগ্ন সারণীর প্রথম খন্ডের প্রতিটি দফায়, উক্ত খন্ডে সাময়িক-ভাবে অন্তর্ভুক্ত, জনজাতি ক্ষেত্রসমূহ স্বশাসিত জেলা হবে।

(২) যদি কোনও স্বশাসিত জেলায় বিভিন্ন তফসিলি জনজাত থাকে, তাহলে রাজ্যপাল, সরকারি প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তার অধ্যুষিত ক্ষেত্র বা ক্ষেত্রসমূহকে বিভিন্ন স্বশাসিত অঞ্চলে বিভক্ত করতে পারেন।

(৩) রাজ্যপাল সরকারি প্রজ্ঞাপন দ্বারা —

(ক) যে কোনও ক্ষেত্রকে উক্ত সারণীর প্রথম খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন,

(খ) কোনও নতুন স্বশাসিত জেলা সৃষ্টি করতে পারেন,

(গ) যে কোনও স্বশাসিত জেলার আয়তন বাড়াতে পারেন,

(ঘ) উক্ত সারণীর প্রথম খন্ড থেকে যে কোনও ক্ষেত্র বাদ দিতে পারেন,

(ঙ) যে কোনও স্বশাসিত জেলার ক্ষেত্র হ্রাস করতে পারেন।

তবে, এই তফসিলের ১৪ নং অনুচ্ছেদের (১) নং উপ-অনুচ্ছেদে অনুযায়ী নিযুক্ত কোনও আয়োগের প্রতিবেদন বিবেচনার পরে ব্যাতীত রাজ্যপাল কর্তৃক এই উপ-প্যারাগ্রাফের (খ) এবং (গ) নং প্রকরণ অনুযায়ী কোনও আদেশ দেওয়া হবে না।

তবে এটা ছাড়াও, সংশ্লিষ্ট স্বশাসিত জেলার জেলা পরিষদ কর্তৃক এই মর্মে একটি প্রস্তাব অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত এই উপ-প্যারাগ্রাফের (ঘ) অথবা (ঙ) প্রকরণ অনুযায়ী রাজ্যপাল কর্তৃক কোনও আদেশ প্রদত্ত হবে না।

২। জেলা পরিষদসমূহ এবং আঞ্চলিক পরিষদসমূহের গঠন— (১) প্রত্যেক স্বশাসিত জেলার জন্য ন্যূনতম কুড়ি এবং অনধিক চল্লিশ জন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি জেলা পরিষদ থাকবে, যাঁদের মধ্যে ন্যূনতম তিন-চতুর্থাংশ প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন।

(২) প্রতিটি জেলা পরিষদের নির্বাচনের জন্য রাজ্য ক্ষেত্রের নির্বাচন ক্ষেত্রগুলি এমনভাবে পরিসীমিত করতে হবে যাতে যতদূর সম্ভব জেলার বিভিন্ন তফসিলি জনজাতিসমূহ অধ্যুষিত ক্ষেত্রসমূহে এবং যদি থাকে তবে অন্য ব্যক্তিদের দ্বারা অধ্যুষিত ক্ষেত্রসমূহ পৃথক নির্বাচন ক্ষেত্র গঠন করবে।

তবে, মোট জনসংখ্যা পাঁচশতের কম হলে কোনও নির্বাচন ক্ষেত্র গঠিত হবে না।

(৩) এই তফসিলের ১ নং অনুচ্ছেদের ২ এবং উপ-অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্বশাসিত অঞ্চল হিসাবে গঠিত প্রত্যেক ক্ষেত্রের জন্য একটি পৃথক আঞ্চলিক পরিষদ থাকবে।

(৪) প্রত্যেক জেলা পরিষদ ও প্রত্যেক আঞ্চলিক পরিষদ যথাক্রমে "(জেলার নাম) জেলা পরিষদ" ও "(অঞ্চলের নাম) আঞ্চলিক পরিষদ" নামে একটি নিগমবদ্ধ সংস্থা হবে, তার নিরবচ্ছিন্ন উত্তরানুক্রম ও একটি সাধারণ শীলমোহর থাকবে এবং উক্ত নামে তার দ্বারা তার বিরুদ্ধে মামলা করতে হবে।

(৫) এই তফসিলের বিধানসমূহের শর্তসাপেক্ষে কোনও স্বশাসিত জেলার প্রশাসন, যতদূর পর্যন্ত তা এই তফসিল অনুযায়ী ওই জেলার অভ্যন্তরস্থ কোনও আঞ্চলিক পরিষদে বর্তিত নয় ততদূর পর্যন্ত, ওইরূপ জেলা পরিষদে বর্তিত হবে এবং কোনও স্বশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন ওইরূপ অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিষদে বর্তিত হবে।

(৬) আঞ্চলিক পরিষদ বিশিষ্ট স্বশাসিত জেলায়; আঞ্চলিক পরিষদের প্রাধিকারের অধীন ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে জেলা পরিষদকে এই তফসিল দ্বারা যে ক্ষমতাসমূহ প্রদত্ত হয়েছে তার অতিরিক্ত ওই ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে যেরূপ ক্ষমতাসমূহ আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক জেলা পরিষদকে প্রতিনিধি (Delegate) করা যেতে পারে, কেবলমাত্র সেই সব ক্ষমতা তার থাকবে।

(৭) রাজ্যপাল, সংশ্লিষ্ট স্বশাসিত জেলার বা অঞ্চলের অভ্যন্তরস্থ বিদ্যমান জনজাতি পরিষদ বা অপর প্রতিনিধিমূলক জনজাতি সংগঠনগুলির সঙ্গে পরামর্শ করে, জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদসমূহের প্রথম গঠন কার্যের জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করবেন; এবং ওইরূপ নিয়মাবলী —

(ক) জেলাপরিষদসমূহ ও আঞ্চলিক পরিষদসমূহের গঠন ও তাতে আসন বিভাজনের জন্য;

(খ) ওই পরিষদসমূহে নির্বাচনের উদ্দেশে স্থানীয় নির্বাচন ক্ষেত্রগুলির পরিসীমনের জন্য;

(গ) ওইরূপ নির্বাচনসমূহে ভোট দেবার যোগ্যতা এবং নির্বাচক তালিকা প্রস্তুত করার জন্য;

(ঘ) ওইরূপ নির্বাচনে ওইরূপ পরিষদের সদস্য রূপে নির্বাচিত হবার যোগ্যতার জন্য;

(ঙ) ওইরূপ পরিষদগুলিতে নির্বাচন বা মনোনয়ন সম্বন্ধীয় বা সেই সংক্রান্ত অন্য কোনও বিষয়ের জন্য;

(চ) জেলা এবং আঞ্চলিক পরিষদ সমূহে কার্য করার প্রক্রিয়া ও কার্য চালনার জন্য;

(ছ) জেলা এবং আঞ্চলিক পরিষদগুলির আধিকারিকগণ ও কর্মীবর্গের নিয়োগের জন্য;

বিধান করবে।

(৮) জেলা বা আঞ্চলিক পরিষদ, তার প্রথম গঠন কার্যের পর, এই প্যারাগ্রাফের (৭) নং উপ-প্যারাগ্রাফে বিনির্দিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কে নিয়মাবলী প্রণয়ন করতে পারেন;

(ক) অধীনস্থ স্থানীয় পরিষদসমূহ বা পরিষদসমূহের গঠন ও তাদের প্রক্রিয়া বা কার্য চালনা; এবং

(খ) সাধারণত জেলার বা স্থলবিশেষে, অঞ্চলের প্রশাসন সংসৃষ্ট কার্য সম্পাদন সম্পর্কিত সকল বিষয়;

নিয়ন্ত্রিত করে নিয়মাবলীও প্রণয়ন করতে পারে।

তবে, এই উপ-প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী জেলা বা আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক নিয়মাবলী প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, এই প্যারাগ্রাফের (৭) নং উপ-প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী রাজ্যপাল কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলী ওইরূপ প্রত্যেক পরিষদে নির্বাচন সম্পর্কে, তার আধিকারিকসমূহ ও কর্মীবর্গ সম্পর্কে, এবং তার প্রক্রিয়া ও কার্যচালনা সম্পর্কে কার্যকর হবে।

পরন্তু, এই তফসিলের ১৯ নং প্যারাগ্রাফে সংযোজিত সারণীর প্রথম খন্ডে যথাক্রমে ৫ এবং ৬ নং দফায় অন্তর্ভুক্ত রাজ্যক্ষেত্রসমূহ সম্বন্ধে, মিকির এবং উত্তর

কাছাড় পর্বতমালার উপ-মহাধ্যক্ষ বা মহকুমা শাসক, স্থল বিশেষে, জেলা পরিষদের সভাপতি হবেন পদাধিকার বলে এবং জেলা পরিষদের কোনও প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত রদ করতে বা সামান্য পরিবর্তন করার অথবা জেলা পরিষদকে, তিনি যেটা যথোপযুক্ত মনে করবেন সেইভাবে, তেমন নির্দেশাবলী জারি করার ব্যাপারে রাজ্যপালের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে জেলা পরিষদের প্রথম গঠনের পর ছয় বৎসর সময় কাল পর্যন্ত ক্ষমতা থাকবে।

৩। জেলা পরিষদসমূহ এবং আঞ্চলিক পরিষদসমূহের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা— (১) কোনও স্বশাসিত অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিষদের ওইরূপ অঞ্চলের অভ্যন্তরস্থ সকল ক্ষেত্র সম্পর্কে এবং কোনও স্বশাসিত জেলার জেলা পরিষদের, ওই জেলার কোনও অভ্যন্তরস্থ কোনও ক্ষেত্র আঞ্চলিক পরিষদের প্রাধিকারের অধীন থাকলে সেটা ছাড়া, ওই জেলার অভ্যন্তরস্থ অন্য ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে —

(ক) কৃষি বা পশুচারণের উদ্দেশে অথবা বসবাসের বা কৃষি বাদে অন্য উদ্দেশ্যে অথবা যার দ্বারা কোনও গ্রাম বা শহরের আধিবাসীদের স্বার্থের উন্নতি বিধানের সম্ভাবনা আছে ওইরূপ অন্য কোনও উদ্দেশে কোনও সংরক্ষিত বনভূমি ছাড়া অন্য ভূমির আবন্টন, দখল ও ব্যবহার অথবা পৃথক-রক্ষণ (Setting apart);

তবে, ওইরূপ বিধিসমূহের কোনও কিছুই আসাম রাজ্য কর্তৃক সেই সময়ে বলবৎ যে বিধি দ্বারা সার্বজনিক উদ্দেশে ভূমির আবশ্যক অর্জন প্রধিকৃত, সেই অনুসারে কোনও ভূমির, তা সেটি দখলীকৃতই হোক বা অদখলীকৃতই হোক, সার্বজনিক উদ্দেশে আবশ্যক অর্জনের পক্ষে অন্তরায় হবে না;

(খ) সংরক্ষিত বন নয় এমন কোনও বনের পরিচালনা;

(গ) কৃষির প্রয়োজনে কোনও খাল বা জল প্রবাহের ব্যবহার;

(ঘ) ঝুমপ্রথায় বা অন্য কোনও প্রকার স্থানান্তরনশীল চাষের প্রনিয়ন্ত্রণ;

(ঙ) গ্রাম বা শহর সমিতির বা পরিষদ সমূহের স্থাপনা ও তাদের ক্ষমতা সমূহ;

(চ) গ্রাম বা শহরের আরক্ষা বাহিনী সার্বজনিক স্বাস্থ্য ও অনাময় ব্যবস্থা (Samitation) সহ, গ্রাম বা শহরের প্রশাসন সংক্রান্ত অন্য কোনও বিষয়;

(ছ) প্রধান অথবা মুখিয়াগণের নিয়োগ অথবা উত্তরানুক্রম;

(জ) সম্পত্তির উত্তরাধিকার;

(ঝ) বিবাহ;

(ঞ) সামাজিক রীতি সমূহ সম্বন্ধে বিধি প্রণয়ন করার ক্ষমতা থাকবে।

(২) এই প্যারাগ্রাফে, "সংরক্ষিত বন" বলতে বুঝাবে কোনও ক্ষেত্র যা আসাম বন প্রনিয়ম, ১৮৯৯ অনুযায়ী বা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সাময়িক ভাবে বলবৎ কোনও বিধি অনুযায়ী সংরক্ষিত বন।

৪। **স্বশাসিত জেলাসমূহে এবং স্বশাসিত অঞ্চলসমূহে বিচার কার্য পরিচালনা**— (১) কোনও স্বশাসিত অঞ্চলের অভ্যন্তরস্থ ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে ওইরূপ অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিষদ, এবং কোনও স্বশাসিত জেলার অভ্যন্তরস্থ কোনও ক্ষেত্র আঞ্চলিক পরিষদের প্রাধিকারের অধীনে থাকলে সেটা ছাড়া, ওই জেলার অভ্যন্তরস্থ অন্য ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে ওই জেলার জেলা পরিষদ, এই তফসিলের ৫ নং প্যারাগ্রাফের (১) নং উপ-প্যারাগ্রাফের বিধানসমূহ প্রযোজ্য হতে পারে অথবা এই তফসিলের ৩ নং প্যারাগ্রাফের অধীনে প্রণীত কোনও বিধি থেকে উদ্ভূত মোকদ্দমা ও মামলাগুলি ছাড়া অন্য মোকদ্দমা ও মামলার বিচারের জন্য ওই রাজ্যের যে কোনও আদালত বাদ দিয়ে, গ্রাম পরিষদসমূহ বা আদালতসমূহ গঠন করতে পারে এবং যথোপযুক্ত ব্যক্তিগণকে ওইরূপ গ্রাম পরিষদসমূহের সদস্য হিসাবে, বা ওইরূপ আদালত সমূহের অগ্রাধিকারিক (Presiding Officer) রূপে নিযুক্ত করতে পারে, এবং এই তফসিলের ৩ নং প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী প্রণীত বিধিগুলির পরিচালনার জন্য যেরূপ প্রয়োজন হতে পারে সেরূপ আধিকারিক নিযুক্ত করতে পারে।

(২) এই সংবিধানে যা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কোনও স্বশাসিত অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিষদ, বা আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক তার পক্ষ থেকে গঠিত কোনও আদালত, অথবা কোনও স্বশাসিত জেলার অভ্যন্তরস্থ কোনও ক্ষেত্র সম্পর্কে কোনও আঞ্চলিক পরিষদ না থাকলে ওই জেলার জেলা পরিষদ অথবা জেলা পরিষদ কর্তৃক তার পক্ষ থেকে গঠিত কোনও আদালত, এই তফসিলের ৫ নং প্যারাগ্রাফের (১) নং উপ-প্যারাগ্রাফের বিধানসমূহ যে সব মোকদ্দমা ও মামলায় প্রযুক্ত হয় সেগুলি বাদে, ওইরূপ অঞ্চলের বা স্থল বিশেষে, ক্ষেত্রের অভ্যন্তরস্থ তফসিলি জনজাতি সমূহের অংশভুক্ত পক্ষগণের মধ্যে সকল মোকদ্দমা ও মামলা সম্পর্কে আপীল আদালতের ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করবে এবং রাজ্যের অন্য কোনও আদালতের ওইরূপ মোকদ্দমা অথবা মামলা সম্পর্কে আপীলের ক্ষেত্রাধিকার থাকবে না এবং ওইরূপ আঞ্চলিক অথবা জেলা পরিষদ বা আদালতের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে।

৫। **কোনও কোনও মোকদ্দমা, মামলা ও অপরাধের বিচারের জন্য আঞ্চলিক ও জেলা পরিষদকে এবং কোনও কোনও আদালত ও আধিকারিককে দেওয়ানি প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮ ও ফৌজদারি প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৯৮ অনুযায়ী ক্ষমতা**

সমূহ অর্পণ। — (১) কোনও স্বশাসিত জেলায় বা অঞ্চলে বলবৎ কোনও বিধি যা রাজ্যপাল কর্তৃক সে ব্যাপারে বিনির্দিষ্ট হয়েছে, তা থেকে উদ্ভূত মোকদ্দমা বা মামলার বিচারের জন্য, অথবা ভারতীয় দন্ড সংহিতা অনুযায়ী বা ওইরূপ জেলায় বা অঞ্চলে সেই সময়ে প্রযোজ্য অন্য কোনও বিধি অনুযায়ী মৃত্যুদন্ড, যাবজ্জীবন নির্বাসন বা অন্যূণ পাঁচ বৎসর কালের জন্য কারাদন্ডে দন্ডনীয় অপরাধসমূহের বিচারের জন্য, রাজ্যপাল, ওইরূপ জেলায় বা অঞ্চলে যে জেলা পরিষদের বা আঞ্চলিক পরিষদের প্রাধিকার আছে, তাকে অথবা ওইরূপ জেলা পরিষদ কর্তৃক গঠিত আদালতগুলিকে অথবা রাজ্যপাল কর্তৃক তাঁর পক্ষে নিযুক্ত কোনও আধিকারিককে, দেওয়ানি প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮, বা স্থল বিশেষে, ফৌজদারি প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৯৮ অনুযায়ী যেরূপ ক্ষমতা তিনি যথাযোগ্য বলে গণ্য করেন সেরূপ ক্ষমতা অর্পণ করতে পারেন এবং তারপর, উক্ত পরিষদ, আদালত বা আধিকারিক ওইরূপে অর্পিত ক্ষমতার প্রয়োগ করে মোকদ্দমা, মামলা বা অপরাধগুলির বিচার করবেন।

(২) রাজ্যপাল এই প্যারাগ্রাফের (১) নং উপ-প্যারাগ্রাফের অধীনে কোনও কোনও জেলা পরিষদ, আঞ্চলিক পরিষদ আদালত বা আধিকারিককে অর্পিত যে কোনও ক্ষমতা প্রত্যাহার বা সংপরিবর্তন করতে পারেন।

(৩) যে স্বশাসিত জেলায় বা স্বশাসিত অঞ্চলে কোনও মোকদ্দমা মামলা বা অপরাধের বিচারে, এই প্যারাগ্রাফে সুস্পষ্ট ভাবে যেরূপ বিহিত হয়েছে তা ছাড়া, দেওয়ানি প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮ এবং ফৌজদারি প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৯৮ প্রযুক্ত হবে না।

৬। **প্রাথমিক বিদ্যালয় ইত্যাদি স্থাপন করার ব্যাপারে জেলা পরিষদের ক্ষমতাবলী**— কোনও স্বশাসিত জেলার জেলা পরিষদ ওই জেলাতে প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঔষধালয়, বাজার, গবাদি পশুর খোঁয়াড়, খেয়াপথ, মৎসক্ষেত্র, সড়ক, সড়ক পরিবহন ও জলপথসমূহ স্থাপন, নির্মাণ বা পরিচালনা করতে পারে এবং রাজ্যপালের পূর্বানুমোদন নিয়ে সেগুলির নিয়ন্ত্রণ ও প্রনিয়ন্ত্রণের জন্য প্রনিয়মাবলী প্রণয়ন করতে পারে এবং বিশেষ করে, জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রাথমিক শিক্ষা যে ভাষায় ও যে প্রণালীতে দেওয়া হবে তা বিহিত করতে পারে।

৭। **জেলা ও আঞ্চলিক তহবিলসমূহ**— (১) প্রত্যেক স্বশাসিত জেলার জন্য একটি জেলা তহবিল এবং প্রতিটি স্বশাসিত অঞ্চলের জন্য একটি আঞ্চলিক তহবিল গঠন করতে হবে যাতে জমা দেওয়া হবে এই সংবিধানের বিধানসমূহ অনুযায়ী

যথাক্রমে ওই জেলার জেলা পরিষদ ও ওই অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক ওই জেলা বা, স্থল বিশেষে, ওই অঞ্চলের প্রশাসন পরিচালন করতে গিয়ে প্রাপ্ত অর্থ সমূহ।

(২) রাজ্যপালের সম্মতি সাপেক্ষে, জেলা তহবিল, বা স্থল বিশেষে, আঞ্চলিক তহবিলের পরিচালনার জন্য জেলা পরিষদ কর্তৃক এবং আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক নিয়মাবলী প্রণীত হতে পারে, এবং উক্ত তহবিলে অর্থ প্রদান, তা থেকে অর্থ তুলে নেওয়া, ওই অর্থের অভিরক্ষা (Custody) এবং পূর্বোক্ত বিষয়গুলির সঙ্গে সম্পর্কিত বা আনুষঙ্গিক অন্য কোনও বিষয় সম্পর্কে অনুসরণযোগ্য প্রক্রিয়ার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করতে পারে।

৮। ভূমি রাজস্ব ধার্য ও সংগ্রহ করার এবং কর আরোপ করার ক্ষমতা সমূহ (১) কোনও স্বশাসিত অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিষদের ওইরূপ অঞ্চলের অন্তর্গত সকল ভূমি সম্পর্কে, এবং কোনও স্বশাসিত জেলার জেলা পরিষদের, ওই জেলার অন্তর্গত কোনও ক্ষেত্র আঞ্চলিক পরিষদের প্রাধিকারের অধীনে থাকলে, তার অন্তর্গত কোনও ভূমি ব্যতীত, ওই জেলার অন্তর্গত অন্য যাবতীয় ভূমি সম্পর্কে, সাধারণ ভাবে আসাম রাজ্যে ভূমি রাজস্বের প্রয়োজনে ভূমি রাজস্ব ধার্য করার ব্যাপারে আসাম সরকার কর্তৃক সেই সময়ে অনুসৃত নীতি অনুযায়ী ওইরূপ ভূমি সম্পর্কে রাজস্ব ধার্য ও সংগ্রহ করার ক্ষমতা থাকবে।

(২) কোনও স্বশাসিত অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিষদের ওইরূপ অঞ্চলের অন্তর্গত যাবতীয় ক্ষেত্র সম্পর্কে, এবং কোনও স্বশাসিত জেলার জেলা পরিষদের, ওই জেলার অন্তর্গত কোনও ক্ষেত্র আঞ্চলিক পরিষদের প্রাধিকারের অধীনে থাকলে সেগুলি ছাড়া ওই জেলার অন্তর্গত অন্য যাবতীয় ক্ষেত্র সম্পর্কে, ওইরূপ ক্ষেত্রে অন্তর্গত ভূমি ও ভবন থেকে করসমূহ এবং ওইরূপ ক্ষেত্রের মধ্যে বসবাসকারী ব্যক্তিগণের কাছ থেকে উপ-শুল্কসমূহ উদগ্রহণ ও সংগ্রহ করার ক্ষমতা থাকবে।

(৩) কোনও স্বশাসিত জেলার জেলা পরিষদের ওই জেলার অভ্যন্তরে নিম্নলিখিত সব বা যে কোনও কর উদগ্রহণ ও সংগ্রহ করার ক্ষমতা থাকবে, অর্থাৎ—

(ক) বৃত্তি, ব্যবসা, পেশা ও চাকরির উপর করসমূহ;

(খ) পশু, যান ও নৌকার উপর করসমূহ;

(গ) কোনও বাজারে বিক্রয় করার জন্য দ্রব্যসমূহের সেখানে প্রবেশের উপর ধার্য করসমূহ এবং খেয়ায় বাহিত যাত্রী ও দ্রব্যসমূহের উপর উপ-শুল্কসমূহ; এবং

(ঘ) বিদ্যালয়, ঔষধালয় বা সড়কের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য করসমূহ।

(৪) কোনও আঞ্চলিক পরিষদ বা, স্থল বিশেষে, জেলা পরিষদ এই প্যারাগ্রাফের (২) ও (৩) নং উপ-প্যারাগ্রাফে বিনির্দিষ্ট যে কোনও কর উদগ্রহণ ও সংগ্রহের ব্যবস্থার জন্য প্রনিয়মাবলী প্রণয়ন করতে পারে।

৯। খনিজ দ্রব্যের অন্বেষণ বা নিষ্কর্ষণের প্রয়োজনে অনুজ্ঞাপত্র বা পাট্টা-সমূহ— (১) জেলা পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ ব্যতীত, কোনও স্বশাসিত জেলার অভ্যন্তরস্থ কোনও ক্ষেত্রে খনিজ দ্রব্যাদির অন্বেষণ বা নিষ্কর্ষণের প্রয়োজনে আসাম সরকার কোনও অনুজ্ঞাপত্র বা পাট্টা দিতে পারবে না।

(২) কোনও স্বশাসিত জেলার অন্তর্গত কোনও ক্ষেত্র সম্পর্কে খনিজ দ্রব্যাদির অন্বেষণ বা নিষ্কর্ষণের উদ্দেশে আসাম সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্র বা পাট্টা সমূহ থেকে প্রতি বৎসর যে স্বামীলভ্য (Royalty) উদ্ভূত হয়, তার যেরূপ অংশ সম্পর্কে আসাম সরকার এবং ওইরূপ জেলার জেলা পরিষদ রাজি হবে সেরূপ অংশ ওই জেলা পরিষদকে দেওয়া হবে।

(৩) কোনও জেলা পরিষদকে ওইরূপ স্বামীলভ্যের প্রদেয় অংশ সম্পর্কে বিবাদ দেখা দেয় তবে তা রাজ্যপালের কাছে নির্ধারণের জন্য পেশ করা হবে এবং রাজ্যপাল স্ববিবেচনায় যে পরিমাণ অর্থ নির্ধারিত করে দেবেন, তা এই প্যারাগ্রাফের (২) নং উপ-প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী ওই জেলা পরিষদকে প্রদেয় অর্থ বলে গণ্য করা হবে, এবং রাজ্যপালের মীমাংসা চূড়ান্ত হবে।

১০। অ-জনজাত ব্যক্তিদের মহাজনী কারবার ও ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রনিয়মাবলী প্রণয়ন করার ব্যাপারে জেলা পরিষদের ক্ষমতা— (১) কোনও স্বশাসিত জেলার জেলা পরিষদ ওই জেলায় বসবাসকারী তফসিলি জনজাতি ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে ওই জেলার মধ্যে মহাজনী কারবার বা ব্যবসা প্রনিয়ন্ত্রণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রনিয়মাবলী প্রণয়ন করতে পারে।

(২) ওইরূপ প্রনিয়মাবলী —

(ক) বিহিত করতে পারে যে ওই ব্যাপারে প্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্রধারী ভিন্ন অন্য কেউ মহাজনী কারবার চালাবে না;

(খ) কোনও মহাজন উচ্চতম যে সুদের হার দাবি বা আদায় করতে পারে তা বিহিত করতে পারে;

(গ) মহাজন কর্তৃক হিসাব রক্ষণের এবং জেলা পরিষদ কর্তৃক এই ব্যাপারে নিয়োজিত আধিকারিকদের দ্বারা ওইরূপ হিসাব পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে পারে;

(ঘ) বিহিত করতে পারে যে, কোনও ব্যক্তি, যে ওই জেলায় বসবাসকারী তফসিলি জনজাতির সদস্য নয়, সে জেলা পরিষদ কর্তৃক এই ব্যাপারে প্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্র অনুযায়ী ভিন্ন কোনও পণ্য দ্রব্যের পাইকারি বা খুচরা ব্যবসা চালাবে না;

তবে, এই প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী কোনও প্রনিয়মাবলী প্রণীত করা যাবে না, যদি না তা ওই জেলা পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার তিন-চতুর্থাংশের আধিক্যে গৃহীত হয়;

তবে, এছাড়াও, যে মহাজন বা ব্যবসায়ী ওইরূপ প্রনিয়মাবলী প্রণয়ন করার আগে থেকেই ওই জেলায় কারবার চালিয়ে এসে থাকে তবে তাকে অনুজ্ঞাপত্র মঞ্জুর করতে অস্বীকার করার ক্ষমতা ওইরূপ কোনও প্রনিয়মাবলীর অধীনে থাকবে না।

১১। এই তফসিলের অধীনে প্রণীত বিধিগুলির, নিয়মাবলীর এবং প্রনিয়মাবলীর প্রকাশন (Publication)— জেলা পরিষদ বা আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক এই তফসিলের অধীনে প্রণীত যাবতীয় বিধি, নিয়ম ও প্রনিয়ম রাজ্যের সরকারী ঘোষপত্রে (Gazette) অবিলম্বে প্রকাশ করা হবে এবং ওইভাবে প্রকাশিত হলে সেগুলি বিধিবৎ কার্যকর হবে।

১২। স্বশাসিত জেলাসমূহ এবং স্বশাসিত অঞ্চলসমূহে সংসদের এবং রাজ্যের বিধানমন্ডলের আইনসমূহের প্রয়োগ— (১) এই সংবিধানে যা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও —

(ক) যে সব বিষয় সম্পর্কে কোনও জেলা পরিষদ বা আঞ্চলিক পরিষদ বিধি প্রণয়ন করতে পারে বলে এই তফসিলের ৩নং প্যারাগ্রাফে বিনির্দিষ্ট আছে সেরূপ যে কোনও বিষয় সম্পর্কে রাজ্য বিধানমন্ডলের কোনও আইন এবং চোলাই না করা (Non-distilled) সুরাসার পানীয়ের উপভোগ প্রতিসিদ্ধ বা সঙ্কুচিত করার জন্য রাজ্যের বিধানমন্ডলের কোনও আইন কোনও স্বশাসিত জেলা বা স্বশাসিত অঞ্চলে প্রযুক্ত হবে না, যদি না ওই দুটির যে কোনও স্থলে ওই জেলার, বা ওই অঞ্চলের উপর ক্ষেত্রাধিকার সম্পন্ন, জেলা পরিষদ, সরকারী প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে, ওইরূপ নির্দেশ দেয়, এবং ওই জেলা পরিষদ কোনও আইন সম্পর্কে ওইরূপ নির্দেশ দেবার সময় ওইরূপ নির্দেশ দিতে পারে যে ওই আইন, ওইরূপ জেলার

বা অঞ্চলে বা তার কোনও অংশে তার প্রয়োগে, ওই জেলা পরিষদ যেমন উপযুক্ত মনে করে তেমন ব্যতিক্রম বা সংপরিবর্তনসমূহের অধীনে কার্যকর হবে;

(খ) রাজ্যপাল, সরকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দেশ দিতে পারেন যে সংসদের বা রাজ্যের বিধানমন্ডলের যে আইনের প্রতি এই উপ-প্যারাগ্রাফের (ক) প্রকরণের বিধানসমূহ প্রযুক্ত হয় না, তা কোনও স্বশাসিত জেলার বা স্বশাসিত অঞ্চলে প্রযুক্ত হবে না, অথবা, যদি ওইরূপ জেলা পরিষদ অথবা, স্থলবিশেষে, ওইরূপ আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক ওইরূপ নির্দেশ জারি করার সুপারিশ করে কোনও প্রস্তাব পাশ হয়ে থাকে, তবে তিনি, ওইরূপ জেলার জেলা পরিষদ অথবা ওইরূপ অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিষদের সম্মতিক্রমে প্রজ্ঞাপনে ওইরূপ ব্যতিক্রম অথবা সংপরিবর্তন বিনির্দিষ্ট করে ওইরূপ জেলা অথবা ওইরূপ অঞ্চল অথবা তাদের কোনও অংশে প্রযোজ্য হবে।

১৩। বার্ষিক বিত্ত-বিবরণে স্বশাসিত জেলা সংসৃষ্ট প্রাক্কলিত আয় ও ব্যয় পৃথক ভাবে দেখাতে হবে— কোনও স্বশাসিত জেলা সংসৃষ্ট প্রাককলিত আয় ও ব্যয় যা অসম রাজ্যের রাজস্বে জমা হবে, বা তা থেকে ব্যয়িত হবে, তা এই সংবিধানের ১৭৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিধানমন্ডলের সমক্ষে প্রেষিত হবার জন্য রাজ্যের বার্ষিক বিত্ত-বিবরণে পৃথক ভাবে প্রদর্শিত হবে।

১৪। স্বশাসিত জেলাসমূহের প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও প্রতিবেদন করতে আয়োগের নিযুক্তি— (১) আসামের রাজ্যপাল রাজ্যের অন্তর্গত স্বশাসিত জেলাসমূহের প্রশাসন সম্বন্ধী বিনির্দিষ্ট যে কোনও বিষয় পরীক্ষা ও প্রতিবেদন পেশ করার জন্য যে কোনও সময়ে একটি আয়োগ নিযুক্ত করতে পারেন, অথবা সাধারণত রাজ্যের অন্তর্গত স্বশাসিত জেলার প্রশাসন সম্পর্কে, এবং বিশেষ ভাবে —

(ক) ওইরূপ জেলাসমূহের শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ সুবিধার জন্য এবং সমাযোজন সমূহের ব্যবস্থা সম্পর্কে;

(খ) ওইরূপ জেলাসমূহের সম্পর্কিত কোনও নতুন বা বিশেষ বিধি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে; এবং

(গ) জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহ, নিয়মাবলী ও প্রনিয়মাবলীর পরিচালন সম্পর্কে;

সময় সময় অনুসন্ধান করার ও সে বিষয়ে প্রতিবেদন পেশ করার জন্য একটি আয়োগ নিযুক্ত করতে পারেন এবং ওইরূপ আয়োগ কর্তৃক অনুসরণীয় প্রক্রিয়া নিরূপিত করতে পারেন।

(২) ওইরূপ প্রত্যেক আয়োগের প্রতিবেদন, রাজ্যপালের সে সম্পর্কিত সুপারিশ-সমূহ সমেত ওই বিষয়ে আসাম রাজ্যের সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করেন তার একটি ব্যাখ্যামূলক স্মারকলিপি সমেত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী কর্তৃক রাজ্যের বিধানমন্ডলের সমক্ষে স্থাপিত হবে।

(৩) রাজ্য সরকারের কার্য মন্ত্রীগণের মধ্যে বিভাজন করার সময় আসামের রাজ্যপাল তাঁর কোনও একজন মন্ত্রীকে রাজ্যের অন্তর্গত স্বশাসিত জেলার কল্যাণের ভার প্রদান করতে পারেন।

১৫। জেলা অথবা আঞ্চলিক পরিষদসমূহের কার্যাবলী ও প্রস্তাবসমূহ রদ করা বা নিলম্বিত রাখা— (১) যদি কোনও সময়ে রাজ্যপাল নিঃসন্দেহ হন যে কোনও জেলা বা আঞ্চলিক পরিষদের কোনও কার্য বা প্রস্তাব ভারতের নিরাপত্তা বিপন্ন করতে পারে, তাহলে, তিনি ওইরূপ কার্য বা প্রস্তাব রদ করতে অথবা নিলম্বিত রাখতে পারেন এবং ওইরূপ কার্য অনুষ্ঠান করা বা চালিয়ে যাওয়া, অথবা ওইরূপ প্রস্তাব কার্যকর করা রোধের জন্য (পরিষদকে নিলম্বিত রাখা এবং যেসব ক্ষমতা ওই পরিষদে বর্তায় বা তার দ্বারা প্রয়োগযোগ্য হয়, তা বা তার মধ্যে যে কোনওটি নিজ হস্তে গ্রহণ সমেত) যেরূপ ব্যবস্থা প্রয়োজন বিবেচনা করেন তা অবলম্বন করতে পারেন।

(২) এই প্যারাগ্রাফের (১) নং উপ-প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী রাজ্যপাল কর্তৃক প্রদত্ত কোনও আদেশ তার কারণ সমেত যত শীঘ্র সম্ভব ওই রাজ্যের বিধানমন্ডলের সমক্ষে উপস্থিত করতে হবে, এবং ওই আদেশ রাজ্যের বিধানমন্ডল কর্তৃক যদি সংহৃত না হয়, তাহলে, যে তারিখে তা প্রদত্ত হয়েছিল সেই তারিখ থেকে বার মাস কাল বলবৎ থেকে যাবে।

তবে, যদি ওইরূপ আদেশ বলবৎ থেকে যাওয়া অনুমোদন করে কোনও প্রস্তাব ওই রাজ্যের বিধানমন্ডল কর্তৃক গৃহীত হয়, তাহলে, যতবার তা গৃহীত হবে ততবার, ওই আদেশ রাজ্যপাল কর্তৃক রদ করা না হলে, এই প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী যে তারিখ থেকে তার ক্রিয়া অন্যথা শেষ হত সেই তারিখ থেকে আরও বার মাস কাল বলবৎ থেকে যাবে।

(৩) এই প্যারাগ্রাফের অধীনে রাজ্যপালের কৃত্যসমূহ তাঁর স্ববিবেচনা অনুসারে প্রযোজ্য হবে।

১৬। জেলা বা আঞ্চলিক পরিষদ ভঙ্গকরণ— রাজ্যপাল এই তফসিলের ১৪ নং প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী নিযুক্ত আয়োগের সুপারিশক্রমে সরকারি প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোনও জেলা বা আঞ্চলিক পরিষদ ভেঙ্গে দেবার আদেশ দিতে পারেন, এবং —

(ক) নির্দেশ দিতে পারেন যে ওই পরিষদ পুনর্গঠনের জন্য একটি নতুন সাধারণ নির্বাচন অবিলম্বে অনুষ্ঠিত হবে, অথবা

(খ) রাজ্যের বিধানমন্ডলের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, অনধিক বার মাস সময় সীমার জন্য, ওইরূপ পরিষদের প্রাধিকারের অধীন ক্ষেত্রে প্রশাসন নিজ হস্তে গ্রহণ করতে পারেন, অথবা ওইরূপ ক্ষেত্রে প্রশাসন উক্ত প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী নিযুক্ত আয়োগের অথবা তিনি যেরূপ উপযোগী বলে বিবেচনা করেন সেরূপ অন্য কোনও সংস্থার অধীনে রাখতে পারেন।

তবে, এছাড়াও, জেলা পরিষদকে, বা স্থলবিশেষে, আঞ্চলিক পরিষদকে রাজ্যের বিধানমন্ডলের সমক্ষে তার মতামত পেশ করার সুযোগ না দিয়ে এই প্যারাগ্রাফের (খ) নং প্রকরণে উল্লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

১৭। ১৯ নং প্যারাগ্রাফে সংযোজিত সারণীর দ্বিতীয় খন্ডে বিনির্দিষ্ট ক্ষেত্র-সমূহে এই তফসিলের বিধানসমূহের প্রয়োগ— (১) আসামের রাজ্যপাল —

(ক) রাষ্ট্রপতির পূর্ব সম্মতি সাপেক্ষে, সরকারি প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই তফসিলে পূর্বে উল্লেখিত বিধানসমূহের সকল অথবা যে কোনও একটি, এই তফসিলের ১৯ নং প্যারাগ্রাফে সংযোজিত সারণীর দ্বিতীয় খন্ডে বিনির্দিষ্ট কোনও জনজাতি ক্ষেত্র বা ওইরূপ ক্ষেত্রে কোনও অংশে প্রয়োগ করতে পারেন, এবং তার ফলে ওইরূপ ক্ষেত্র অথবা অংশ ওইরূপ বিধানসমূহ অনুসারে পরিচালিত হবে, এবং

(খ) অনুরূপ সম্মতি নিয়ে উক্ত সারণী থেকে উক্ত সারণীর দ্বিতীয় খন্ডে বিনির্দিষ্ট কোনও জনজাতি ক্ষেত্র বা তার কোনও অংশকে বাদও দিতে পারেন।

(২) উক্ত সারণীর দ্বিতীয় খন্ডে বিনির্দিষ্ট কোনও জনজাতি ক্ষেত্র অথবা ওইরূপ ক্ষেত্রের কোনও অংশ সম্পর্কে এই প্যারাগ্রাফের (১) নং উপ-প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী

প্রজ্ঞাপন যতক্ষণ পর্যন্ত না জারি করা হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ওইরূপ ক্ষেত্র, বা, স্থল বিশেষে, তার কোনও অংশের পরিচালনার কাজ চালাবেন রাষ্ট্রপতি, তাঁর এজেন্ট হিসাবে আসামের রাজ্যপালের মাধ্যমে এবং এই সংবিধানের অষ্টম খন্ডের বিধান-সমূহ তাতে প্রযোজ্য হবে এটা ধরে নিয়ে যে ওইরূপ ক্ষেত্র বা তার অংশ প্রথম তফসিলের চতুর্থ খন্ডে বিনির্দিষ্ট রাজ্য খন্ড হিসাবে ছিল।

১৮। **অন্তর্বর্তীকালীন বিধানসমূহ**— এই সংবিধানের প্রারম্ভের পর যথাসম্ভব শীঘ্র রাজ্যপাল রাজ্যের প্রতিটি স্বশাসিত জেলার জন্য এই তফসিল অনুযায়ী একটি জেলা পরিষদ গঠন করার ব্যবস্থা নেবেন এবং, কোনও স্বশাসিত জেলার জন্য জেলা পরিষদ ওইভাবে গঠিত না হওয়া পর্যন্ত, ওইরূপ জেলার প্রশাসন রাজ্যপালে বর্তাবে এবং এই তফসিলে পূর্ববর্তী বিধানসমূহের পরিবর্তে নিম্নলিখিত বিধানসমূহ ঐরূপ জেলার অন্তর্গত ক্ষেত্রসমূহের প্রশাসনে প্রযুক্ত হবে, যথা—

(ক) সংসদের বা রাজ্যের বিধানমন্ডলের কোনও আইন ওইরূপ কোনও ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে না, যদি না রাজ্যপাল প্রজ্ঞাপন দ্বারা ওইরূপ নির্দেশ দেন; এবং কোনও আইন সম্বন্ধে ওইরূপ কোনও নির্দেশ দেবার সময় রাজ্যপাল ওই নির্দেশও দিতে পারেন যে, ওই ক্ষেত্রে বা তার কোনও বিনির্দিষ্ট অংশে ওই আইনের প্রয়োগে, তিনি যেমন উপযুক্ত মনে করেন তেমন ব্যতিক্রম বা সংপরিবর্তন সাপেক্ষে তার কার্যকারিতা থাকবে;

(খ) রাজ্যপাল ওইরূপ কোনও ক্ষেত্রের শান্তি ও সুশাসনের জন্য প্রনিয়মসমূহ প্রণয়ন করতে পারেন এবং ওইরূপ প্রণীত কোনও প্রনিয়ম, ওইরূপ ক্ষেত্রে সেই সময়ে প্রযোজ্য সংসদের বা রাজ্যের বিধানমন্ডলের কোনও আইন বা কোনও বিদ্যমান বিধি নিরসন বা সংশোধন করতে পারেন।

(গ) রাজ্যপাল তাঁর ইচ্ছামত এই প্যারাগ্রাফের (ক) এবং (খ) নং প্রকরণ অনুযায়ী তাঁর কৃত্যসমূহ পালন করবেন।

১৯। **জনজাতি ক্ষেত্রসমূহ**— নিম্নলিখিত সারণীর প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ডে বিনির্দিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ আসাম রাজ্যের অভ্যন্তরে জনজাতি ক্ষেত্রসমূহ হবে, এবং উক্ত সারণীর কোনও জেলা অথবা প্রশাসনযোগ্য ক্ষেত্রের কোনও উল্লেখ এই সংবিধান প্রারম্ভের তারিখে বিদ্যমান হিসাবে উক্ত জেলা বা ক্ষেত্রে উল্লেখ বলে অর্থ করা হবে।

তালিকা

অংশ I

১। শিলং শহর বাদে খাসি ও জয়ন্তিয়া পার্বত্য জেলা।

২। গারো পার্বত্য জেলা।

৩। লুসাই পার্বত্য জেলা।

৪। নাগা পার্বত্য জেলা।

৫। কাছাড় জেলার উত্তর কাছাড় মহকুমা।

৬। বড় পাথার এবং সরু পাথার মৌজা বাদে নওগাঁও এবং শিবসাগর জেলার মিকির পার্বত্য অঞ্চলের অংশ।

অংশ II

১। সাদিয়া এবং বালিপাড়া সীমান্ত ভূ-ভাগ।

২। টিরাপ সীমান্ত ভূ-ভাগ (লখিমপুর সীমান্ত ভূ-ভাগ বাদে)

৩। নাগা জনজাতি ক্ষেত্র।

সপ্তম তফসিল

[২১৭ নং অনুচ্ছেদ]

সূচি - ১ : সংঘসূচি

*১। ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের এবং তার প্রত্যেকটি অংশের প্রতিরক্ষা এবং প্রতিরক্ষার জন্য সাধারণভাবে সকল প্রস্তুতি সেই সঙ্গে এমন সকল কার্য যা যুদ্ধের সময় তার পরিচালনার ও তার পরিসমাপ্তির পর কার্যকর ভাবে সৈন্য বিয়োজনে (Demobilisation), সহায়ক হতে পারে।

২। কেন্দ্রীয় গুপ্ত বার্তা বিভাগ (C.I.B.)।

৩। প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র বিষয়ক কার্যাবলী বা ভারতের নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত কারণে** নিবর্তনমূলক আটক।

***৪। সংঘের নৌ, স্থল এবং বিমান বাহিনীগুলির গঠন, প্রশিক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ; প্রথম তফসিলের তৃতীয় খন্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যগুলিতে গঠিত ও নিযুক্ত সশস্ত্র বাহিনীর শক্তি, সংগঠন এবং নিয়ন্ত্রণ।

৫। সংসদ কর্তৃক প্রতিরক্ষার কারণে বা যুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্রয়োজন বলে বিধি দ্বারা ঘোষিত শিল্পসমূহ।

৬। নৌ, স্থল ও বিমান বাহিনী।

৭। সেনাবাস এলাকায় স্থানীয় স্বশাসিত সরকার, ওইরূপ এলাকার মধ্যে সেনাবাস কর্তৃপক্ষের গঠন ও ক্ষমতাসমূহ, ওইরূপ এলাকায় আবাস স্থানের প্রনিয়ম এবং ওইরূপ এলাকাগুলির পরিসীমন।

---

* "প্রশিক্ষণ এবং কৌশলে পরিচালনা করা সহ প্রতিরক্ষার কারণে ভূমিসমূহের অধিযাচন" লিখনটি সমিতি বাদ দিয়েছে যেহেতু বিষয়টি ৪৩ নং লিখনের অন্তর্ভুক্ত।

** সাধারণ শৃঙ্খলা বজায় রাখার কারণে নিবর্তনমূলক আটক সম্পর্কিত রাজ্যসূচির ১ নং লিখনের সঙ্গে বিরোধ পরিহার করার জন্য "রাজ্যের কারণে" শব্দগুলির স্থলে প্রতিস্থাপিত হয়েছে "প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র বিষয়ক কার্যাবলী বা ভারতের নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত কারণ" শব্দগুলি।

*** এটি গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত লিখনের অনুযায়ী, কিন্তু খসড়া রচনা সমিতির সভাপতি দৃঢ়তার সঙ্গে অনুভব করেন যে, প্রথম তফসিলের তৃতীয় খন্ডের রাজ্যসমূহের সশস্ত্র বাহিনীগুলি সম্পর্কিত লিখনের দ্বিতীয় অংশটি বাদ দেওয়া উচিত কোনও রাজ্যকে তাদের নিজস্ব কোনও সশস্ত্র বাহিনীসমূহ রাখা থেকে বিরত করতে।

৮। অস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ এবং বিস্ফোরকসমূহ।

৯। আনবিক শক্তি এবং তা উৎপাদনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় খনিজ সম্পদ।

১০। বৈদেশিক কার্যাবলী, যাবতীয় বিষয় যার দ্বারা সংঘের সঙ্গে কোনও বিদেশের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

১১। কূটনৈতিক, বানিজ্যদূত সম্বন্ধী বা ব্যবসায়িক প্রতিনিধিত্ব।

১২। সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জ সংগঠন (U.N.O.)।

১৩। আন্তর্জাতিক সম্মেলন, পরিমেল এবং অন্যান্য সংস্থাসমূহে অংশগ্রহণ এবং তাতে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করা।

১৪। যুদ্ধ ও শান্তি।

১৫। বিদেশের সঙ্গে সন্ধি ও চুক্তি করা এবং তা কার্যে রূপায়িত করা।

১৬। বিদেশীয় ক্ষেত্রাধিকার।

১৭। বিদেশের সঙ্গে ব্যাবসা (Trade) ও বাণিজ্য।

১৮। বৈদেশিক ঋণসমূহ।

১৯। নাগরিকত্ব, দেশীয়করণ এবং পরক (Alien)।

২০। বহির্সমর্পণ (Extradition)।

২১। নিষ্ক্রমপত্র (Pass Port), প্রবেশজ্ঞা (Visa)।

২২। বহির্সমুদ্রে বা আকাশে আন্তর্জাতিক বিধির বিরুদ্ধে কৃত দস্যুতা, ফৌজদারি অপরাধ এবং অপরাধসমূহ।

২৩। ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে প্রবেশ এবং প্রবসন ও নির্বাসন।

২৪। ভারত বহির্ভূত স্থানসমূহে তীর্থযাত্রা।

২৫। বন্দর সংঘরোধ (Quarantine); নাবিকগণের ও পোত হাসপাতাল এবং বন্দ সংঘরোধের সঙ্গে সম্পর্কিত হাসপাতাল।

২৬। ভারত সরকার কর্তৃক নিরূপিত বহির্শুল্ক সীমান্ত অতিক্রম করে আমদানি ও রপ্তানি।

২৭। *ডাক ও তার বিভাগসমূহ।

২৮। **দূরভাষ, বেতার, সম্প্রচার এবং অন্য রূপ অন্য প্রকারের সমাযোজন।

২৯। ডাকঘর সেভিংস ব্যাঙ্ক।

৩০। বায়ুপথ সমূহ, বিমান ও বিমানচালনা, বিমান ক্ষেত্রের ব্যবস্থা, বিমান যাতায়াত ও বিমান ক্ষেত্রসমূহের প্রনিয়ন্ত্রণ ও সংগঠন; বৈমানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং রাজ্য ও অন্য এজেন্সি কর্তৃক ব্যবস্থিত ওইরূপ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রনিয়ন্ত্রণ।

৩১। সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা জাতীয় রাজপথ বলে ঘোষিত রাজপথসমূহ।

৩২। সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা জাতীয় জলপথ বলে ঘোষিত অন্তর্দেশীয় জলপথ-সমূহ, যন্ত্রচালিত জলযান সম্পর্কে, নৌ-বহন ও নৌ-চালন; ওইরূপ জলপথসমূহে পথ নিয়ম, ওইরূপ জলপথে যাত্রী ও মাল পরিবহন।

৩৩। জোয়ার-ভাঁটা বিশিষ্ট জলে নৌ-বহন, ও নৌ-চালন সমেত সামুদ্রিক নৌ-বহন ও নৌ-চালন; বাণিজ্যিক পোত সম্বন্ধীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং রাজ্যসমূহ ও অন্যান্য এজেন্সি কর্তৃক ব্যবস্থিত ওইরূপ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রনিয়ন্ত্রণ।

৩৪। নাবধিকরণ (Admiralty) ক্ষেত্রাধিকার।

৩৫। সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধির দ্বারা অথবা বিদ্যমান বিধির দ্বারা বা অনুযায়ী প্রধান বন্দর বলে ঘোষিত বন্দরসমূহ, সেইসঙ্গে তাদের পরিসীমন, এবং সেখানে বন্দর প্রাধিকারসমূহের গঠন ও ক্ষমতা।

৩৬। আলোক-পোত, আলোক-সঙ্কেত এবং নৌ-বহন ও বিমানের নিরাপত্তার জন্য অন্য ব্যবস্থা সহ, আলোক স্তম্ভসমূহ।

---

* প্রথম তফসিলের তৃতীয় খন্ডে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যসমূহের সম্পর্কে "ডাক এবং তার বিভাগ" সম্বন্ধে বিধিসমূহ প্রণয়ন করার ব্যাপারে সংসদের ক্ষমতার প্রতিবন্ধকতাগুলির জন্য, দেখুন ২২৪ (ক) নং অনুচ্ছেদ।

** প্রথম তফসিলের তৃতীয় খন্ডে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্য সমূহের সম্পর্কে "দূরভাষ, বেতার, সম্প্রচার এবং অন্য রূপ অন্য প্রকারের সমাযোজন" সম্বন্ধে বিধিসমূহ প্রণয়নের ব্যাপারে সংসদের ক্ষমতার প্রতিবন্ধকতাগুলির জন্য দেখুন ২২৪ (খ) নং অনুচ্ছেদ।

৩৭। আকাশ অথবা সমুদ্র পথে যাত্রী ও মাল পরিবহন।

৩৮। সংঘের রেলপথ, নিরাপত্তা, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন হার ও গাড়ি ভাড়া, স্টেশন ও প্রান্তদেশীয় পরিষেবা ব্যয়সমূহ, যাত্রী ও মালের যাতায়াতের পারস্পরিক বিনিময়, মাল ও যাত্রী পরিবহনকারী হিসাবে রেল প্রশাসনের দায়িত্ব সম্বন্ধে ক্ষুদ্র রেলপথ বাদে অন্য সকল রেলপথের নিয়ন্ত্রণ; নিরাপত্তা এবং মাল ও যাত্রীর পরিবহনকারী হিসাবে ওইরূপ রেলপথের প্রশাসনের দায়িত্ব সম্বন্ধে ক্ষুদ্র রেলপথের নিয়ন্ত্রণ।

৩৯। ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট তারিখে যেমন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, ইম্পিরিয়াল ওয়ার মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল নামে পরিচিত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান যা ভারত সরকার কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে বা আংশিক ভাবে বিত্ত পোষিত এবং যা সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষিত।

৪০। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি এবং আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি নামে পরিচিত প্রতিষ্ঠানগুলি।

৪১। দ্য সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (ভারতের সমীক্ষণ সংস্থা), ভারতের ভূবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যা; ও সংঘের আবহবিদ্যা সম্বন্ধীয় সংগঠনসমূহ।

*৪২। সংঘের সম্পত্তি এবং তা থেকে লব্ধ রাজস্ব, কিন্তু কোনও রাজ্যে অবস্থিত সম্পত্তি সম্পর্কে, সংসদ বিধি দ্বারা যতদূর পর্যন্ত অন্যথা বিধান করে, ততদূর পর্যন্ত বাদে, ওই রাজ্য কর্তৃক সর্বদা বিধি প্রণয়নের সাপেক্ষে।

৪৩। **সংঘের প্রয়োজনার্থে গ্রহণ অথবা দখল করা সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের নীতিসমূহের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত তৃতীয় সূচির বিধানসমূহের শর্তসাপেক্ষে** সংঘের প্রয়োজনে সম্পত্তি গ্রহণ অথবা দখল।

৪৪। ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক।

৪৫। সংঘের সরকারী ঋণ।

৪৬। প্রচলিত মুদ্রা বৈদেশিক মুদ্রা টকন (Coinage) ও বিধিপন্য মুদ্রাদি।

---

*সমিতির অভিমত এই যে, সম্পত্তি গ্রহণ বা দখল করার জন্য যে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তার নীতিটি সমবর্তী সূচি বিষয়বস্তু হওয়া উচিত এবং এই লিখনটি সেই অনুসারে পুনঃপরীক্ষিত হয়েছে এবং এই উদ্দেশে সমবর্তী সূচিতে একটি নতুন লিখন ৩৫ সন্নিবেশিত হয়েছে।

৪৭। ব্যাঙ্ক কারবার।

৪৮। চেক, হুণ্ডি, প্রত্যর্থপত্র (Promissory note) এবং অনুরূপ অন্যান্য সংলেখ।

৪৯। বীমা

**৫০। নিগমসমূহ, অর্থাৎ ব্যাঙ্ক, বীমা ও বিত্তীয় নিগমসমূহ সমেত, কিন্তু সমবায় সমিতি বাদে, বাণিজ্যরত নিগমসমূহের এবং বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত নিগমসমূহ, ব্যবসায়ে রত থাকুক বা না থাকুক, যাদের উদ্দেশ্য একটি রাজ্যের মধ্যে আবদ্ধ নয়, তাদের নিগম বন্ধন, প্রনিয়ন্ত্রণ এবং সমাপন।

৫১। কৃতিস্বত্ব (Patent), উদ্ভাবন ও নক্‌শা; গ্রন্থকার স্বত্ব (Copy right), ব্যবসায়-চিহ্ন ও পণ্যদ্রব্য চিহ্ন।

*৫২। সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের গঠন, সংগঠন, ক্ষেত্রাধিকার ও ক্ষমতাসমূহ এবং গৃহীত দেয়ক (fees) সমূহ।

৫৩। প্রথম তফসিলের তৃতীয় অংশে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যসমূহ বাদে ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের অন্তর্গত কোনও রাজ্যে, যেখানে প্রধান অবস্থান আছে, সেখানে উচ্চ ন্যায়ালয়ের ক্ষেত্রাধিকারের সম্প্রসারণ এবং ওই রাজ্য বহির্ভূত ক্ষেত্রে ওইরূপ কোনও উচ্চ ন্যায়ালয়ের ক্ষেত্রাধিকার বাদ দেওয়া।

৫৪। এই সূচিভুক্ত যে কোনও বিষয় সম্পর্কে, সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় বাদে, অন্য সকল আদালতের ক্ষেত্রাধিকার।

৫৫। জনগণনা।

৫৬। সংঘের প্রয়োজনার্থে অনুসন্ধানে, সমীক্ষণ ও পরিসংখ্যান।

৫৭। সংঘের এজেন্সি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য পূরণার্থে, অর্থাৎ গবেষণা, পেশা সম্বন্ধী বা প্রযুক্তি বিদ্যা সম্বন্ধী প্রশিক্ষণের জন্য, অথবা বিশেষ অধ্যয়নের উন্নতি বিধানের জন্য।

**প্রথম তফসিলের তৃতীয় অংশে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যসমূহের সম্পর্কে "নিগমসমূহ" সম্বন্ধী বিধি সমূহ প্রণয়নের ব্যাপারে সংসদের ক্ষমতার উপর বিধি-নিষেধের জন্য দেখুন ২২৪ (গ) অনুচ্ছেদ।

* সমিতির অভিমত এই যে, এই লিখন থেকে "ফেডারেল বিচারিক বর্গ"-এর উল্লেখ বাদ দেওয়া উচিত কারণ সংঘের সমান্তরাল বিচারিক বর্গ থাকা উচিত নয়। সমিতি, অবশ্য একটি নতুন অনুচ্ছেদ ২১৯ সংস্থাপিত করেছে, ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইন, ১৮৬৭-এর ১০১ নং ধারার নীতিসূত্র অনুযায়ী সংঘ সূচিরত বিষয়সমূহ সম্পর্কিত বর্তমান বিধিসমূহ এবং সংসদ কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহের উন্নততর প্রশাসনের জন্য অতিরিক্ত আদালতসমূহ প্রতিষ্ঠা করতে সংসদকে ক্ষমতা প্রদান করে।

৫৮। সংঘ সরকারি কৃত্যকসমূহ; সর্বভারতীয় কৃত্যকসমূহ; সংঘ সরকারী কৃত্যক আয়োগ।

৫৯। সংঘের কর্মচারী সম্পর্কে শিল্প বিরোধ।

**৬০। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বলে সংসদ কর্তৃক বিধির দ্বারা ঘোষিত প্রাচীন এবং ঐতিহাসিক স্মারক স্থান এবং প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান ও ভগ্নাবশেষসমূহ।

৬১। ওজন ও মাপের মান স্থাপন।

৬২। আফিমের চাষ, প্রস্তুতকরণ অথবা রপ্তানির জন্য বিক্রয়।

৬৩। পেট্রোলিয়াম এবং অন্যান্য তরলপদার্থ ও বস্তুসমূহ যা সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা বিপজ্জনকভাবে দাহ্য বলে ঘোষিত এবং সেগুলির অধিকার, গুদামজাতকরণ এবং পরিবহন।

৬৪। শিল্পসমূহের উন্নয়ন, সংঘ কর্তৃক যেগুলির নিয়ন্ত্রণ জনস্বার্থে সঙ্গত বলে সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা ঘোষিত।

৬৫। খনি এবং তৈলক্ষেত্রসমূহে শ্রম ও নিরাপত্তার প্রনিয়ন্ত্রণ।

৬৬। খনি ও তৈল ক্ষেত্রসমূহের প্রনিয়ন্ত্রণ এবং খনিজ উন্নয়ন, যতদূর পর্যন্ত সংঘের নিয়ন্ত্রণাধীনে ওইরূপ প্রনিয়ন্ত্রণ ও উত্থান জনস্বার্থে সঙ্গত বলে সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা ঘোষিত হয়।

৬৭। প্রথম তফসিলের প্রথম অথবা দ্বিতীয় খণ্ডে সাময়িকভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যের কোনও অংশের অন্তর্ভুক্ত আরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের ক্ষমতাসমূহ ও ক্ষেত্রাধিকার ওইভাবে বিনির্দিষ্ট অন্য কোনও রাজ্যের বহির্ভূত কোনও ক্ষেত্রে প্রসারিত করা, কিন্তু এমন ভাবে নয় যাতে এক অক্ষের আরক্ষী ওই রাজ্যের সরকারের সম্মতি ব্যতিরেকে অন্যত্র ক্ষমতা ও ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়; কোনও রাজ্যের (আরক্ষা) বাহিনীর সদস্যরা ক্ষমতা ও ক্ষেত্রাধিকার সেই রাজ্যের বহির্ভূত কোনও রেলপথ ক্ষেত্রে প্রসারিত করা।

৬৮। সংসদে এবং রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচন এবং নির্বাচন আয়োগ কর্তৃক ওইরূপ নির্বাচনসমূহের তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা এবং নিয়ন্ত্রণ।

**সমিতির অভিমত এই যে, সংসদ কর্তৃক বিধিদ্বারা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বলে ঘোষিত প্রাচীন ও ঐতিহাসিক স্মারক স্থানগুলিই কেবল এই লিখনে উল্লেখ করা উচিত, এবং যে কোনও ও প্রতিটি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক স্মারক স্থান উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

৬৯। রাষ্ট্রপতির উপলভ্য, ভাতাসমূহ এবং অনুমত অনুপস্থিতি সংক্রান্ত অধিকার-সমূহ; সংঘের মন্ত্রীবর্গ, রাজ্যপরিষদের সভাপতি ও উপ-সভাপতি এবং লোকসভার অধ্যক্ষ ও উপাধক্ষ্যের বেতন ও ভাতাসমূহ; সংসদের সদস্যদের বেতন, ভাতা এবং বিশেষ অধিকারসমূহ; ভারতের মহাধ্যক্ষের বেতন, ভাতা, ও চাকরির শর্তসমূহ।

৭০। সংসদের সমিতিসমূহের সমক্ষে সাক্ষদান এবং অভিলেখ উপস্থাপনের জন্য ব্যক্তিদের হাজিরার বাধ্যকরণ।

৭১। এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে প্রব্রজন।

৭২। আন্তঃরাজ্য নিরোধন (Quarantine)

৭৩। দ্বিতীয় সূচির ৩৩ নং লিখনের বিধান সাপেক্ষে আন্তঃরাজ্য ব্যবসা ও বাণিজ্য।

৭৪। বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, সেচ, নৌবাহ, এবং জল-বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজনার্থে আন্তঃরাজ্য জলপথের উন্নয়ন।

৭৫। রাজ্য ক্ষেত্রাধীন জলভাগের বাহিরে মৎস ও মৎস ক্ষেত্রসমূহ।

৭৬। সংঘের এজেন্সি কর্তৃক লবনের উৎপাদন ও বন্টন; অন্যান্য এজেন্সি কর্তৃক উৎপাদন ও বন্টনের প্রনিয়ন্ত্রণ ও নিয়ন্ত্রণ।

৭৭। সংঘকে প্রভাবিতকারী ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের কোনও অংশে চরম জরুরিকালীন অবস্থার ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিধান।

৭৮। ভারত সরকার বা অন্য কোনও রাজ্যের সরকার কর্তৃক সংগঠিত লটারি-সমূহ।

*৭৯। সংভার-বিনিময় কেন্দ্র (Stock Exchange) এবং ভাবী পণ্য বাজার এবং তাতে সংব্যবহারের (transaction) উপর মুদ্রাঙ্ক শুল্ক বাদে অন্যান্য কর-সমূহ।

৮০। হুন্ডি, চেক, প্রত্যর্থপত্র, বহন পত্র (Bill of lading), আকল পত্র (letter of credit), বীমাপত্র, শেয়ার হস্তান্তর, ঋণপত্র (debenture) প্রক্সি এবং প্রাপ্তি সম্পর্কিত মুদ্রাঙ্ক শুল্কের হার।

---

*সংবিধানের বিত্তীয় বিধানসমূহ সম্পর্কে বিশেষ সমিতির সুপারিশ পালন করার জন্য এই লিখনটি সন্নিবেশিত হয়েছে।

৮১। কৃষিভূমি ব্যতীত সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত শুল্কসমূহ।

৮২। কৃষিভূমি ব্যতীত অন্য সম্পত্তি সম্পর্কে উত্তরাধিকার সম্পর্কিত শুল্ক।

৮৩। রেলপথে, সমুদ্রপথে বা বায়ুপথে বাহিত দ্রব্যের উপর বা যাত্রীর উপর সীমা করসমূহ, রেলপথে যাত্রী ভাড়া ও মালের মাশুলের উপর করসমূহ।

৮৪। কৃষি আয় ব্যতীত আয়ের উপর করসমূহ।

৮৫। রপ্তানি শুল্ক সহ বহির্শুল্ক।

*৮৬। (ক) মানুষের ভোগের জন্য সুরাসার পানীয়,

(খ) আফিম, ভারতীয় গাঁজা এবং অন্যান্য নিদ্রাসৃষ্টিকারী ভেষজ ও নিদ্রাসৃষ্টিকারী সামগ্রী বাদে; কিন্তু ঔষধীয় ও প্রসাধন সামগ্রী, যাতে সুরাসার বা এই প্রবিষ্টির (eutry) (খ) উপ-প্যারাগ্রাফের অন্তর্ভুক্ত কোনও পদার্থ থাকে, তা সমেত, তামাক ও ভারতে নির্মিত বা উৎপন্ন অন্য দ্রব্যসমূহের উপর অন্তর্শুল্ক।

৮৭। নিগম কর।

৮৮। ব্যক্তি ও কোম্পানিসমূহের কৃষিভূমি ব্যতীত, পরিসম্পদের মূলধন মূল্যের উপর করসমূহ, কোম্পানির মূলধনের উপর করসমূহ।

৮৯। এই সূচিভুক্ত যে কোনও বিষয় সম্পর্কে বিধি সমূহের পরিপন্থী অপরাধগুলি।

৯০। কোনও আদালতে গৃহীত দেয়কসমূহ বাদে, এই সূচিভুক্ত যে কোনও বিষয় সম্পর্কিত দেয়কগুলি।

৯১। সূচি ২ বা সূচি ৩-এ বর্ণিত হয়নি, এমন কোনও বিষয়, তার সঙ্গে এমন কোনও কর যা ওই সূচি দুটির কোনওটিতে উল্লিখিত হয় নি।

---

*সমিতির অভিমত এই যে, সুরাসার সমন্বিত ঔষধীয় ও প্রসাধন সামগ্রীর অথবা এই প্রবিষ্টিতে (খ) উপ-প্যারাগ্রাফে অন্তর্ভুক্ত কোনও পদার্থের উপর অন্তর্শুল্ককে এই প্রবিষ্টিতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত সংঘ কর্তৃক আরোপিত শুল্ক হিসাবে, কারণ সমিতি মনে করে যে, ভেষজ বিদ্যা সংক্রান্ত শিল্পের বিকাশের জন্য সকল রাজ্যে ওই সব পণ্য দ্রব্য সম্বন্ধে সমহারে অন্তর্শুল্ক নির্দিষ্ট করা উচিত। বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন হারে উদ্‌গ্রহণ বিদেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্যদ্রব্যের অনুকূলে প্রভেদ এনে দিতে পারে যা ভারতীয় প্রস্তুতকারকদের স্বার্থের পক্ষে হানিকারক হবে, যা ঔষধ সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান সমিতি ১৯৩১-এ তাদের প্রতিবেদনে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

সূচি ২ : রাজ্যসূচি

১। জন শৃঙ্খলা (কিন্তু অসামরিক শক্তির সাহায্যার্থে কোনও নৌ, স্থল বা বিমান বাহিনীর ব্যবহার ছাড়া); জন শৃঙ্খলা সুস্থিত রাখার সঙ্গে সম্পর্কিত কারণগুলির জন্য নিবৃত্তিমূলক আটক; ওইরূপ আটকের অধীন ব্যক্তিবর্গ।

২। ন্যায় বিচারের পরিচালন; সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় বাদে সকল আদালতের গঠন ও সংগঠন, এবং তাতে গৃহীত আদেয়কসমূহ।

৩। সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় বাদে সকল আদালতের ক্ষেত্রাধিকার ও ক্ষমতাসমূহ, এই সূচির বিষয়সমূহের যে কোনওটি সম্পর্কে; ভাড়া ও রাজস্ব আদালতসমূহের প্রক্রিয়া।

৪। রেলপথ ও গ্রাম আরক্ষী সহ, আরক্ষী।

৫। কারাগার, সংশোধনাগার, অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের রাখার প্রতিষ্ঠান এবং অনুরূপ অন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ, এবং তাতে আটক ব্যক্তিবর্গ; কারাগারে এবং অন্য প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যবহারের জন্য অপর রাজ্যগুলির সঙ্গে বন্দোবস্ত।

৬। রাজ্যের সরকারি ঋণ।

৭। রাজ্য সরকারি কৃত্যসমূহ এবং রাজ্য সরকারি কৃত্যক আয়োগ।

৮। রাজ্য সরকারের দখলে অথবা বর্তিত কারখানা, ভূমি ও ভবনাদি।

*৯। **রাজ্যের প্রয়োজনার্থে গ্রহণ অথবা দখল করা সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের নীতিসমূহের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত তৃতীয় সূচির বিধানসমূহের শর্তসাপেক্ষে** সংঘের প্রয়োজন ছাড়া রাজ্যের প্রয়োজনে ভূমির বাধ্যতামূলক গ্রহণ।

১০। রাজ্য কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত অথবা বিত্তপোষিত (financed) গ্রন্থাগার, যাদুঘর এবং অন্য অনুরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহ।

১১। রাজ্যের রাজ্যপাল এবং রাজ্যের বিধানমণ্ডলের/রাজ্যের রাজ্যপালের **নিয়োগের জন্য নামসূচি গঠনের জন্য নির্বাচনসমূহ; এবং ওইরূপ নির্বাচন, নির্বাচন আয়োগ কর্তৃক তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা এবং নিয়ন্ত্রণ।

---

*দ্রষ্টব্য এক নং সূচির (সংঘসূচি) ৩২ নং প্রবিষ্টি।

**যদি ১৩১ নং অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় বিকল্পটি গৃহীত হয় তবে এই প্রবিষ্টিতে "রাজ্যের রাজ্যপালের জন্য" শব্দগুলির পরিবর্তে "রাজ্যের জন্য রাজ্যপালের নিযুক্তির উদ্দেশে নামসূচি গঠন করার জন্য" শব্দগুলি ব্যবহৃত করতে হবে।

১২। রাজ্যের রাজ্যপালের উপলভ্য, ভাতাসমূহ, এবং অনুমত অনুপস্থিতি সংক্রান্ত আধিকারসমূহ, রাজ্যের মন্ত্রীদের, বিধানসভার অধ্যক্ষ এবং উপাধক্ষ্যের এবং যদি বিধানপরিষদ থাকে, তবে তার সভাপতি ও উপ-সভাপতিদের বেতন ও ভাতা সমূহ; রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সদস্যদের বেতন ভাতাদি ও বিশেষ অধিকারসমূহ।

১৩। রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সমিতি সমূহের সমক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার বা দলিলাদি পেশ করার জন্য ব্যক্তিদের হাজিরার বাধ্যতা।

১৪। স্থানীয় শাসন, অর্থাৎ পৌর নিগম, ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট, জেলাপর্ষদ, খনি-বসতি প্রাধিকারসমূহ, এবং স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বা গ্রাম শাসনের জন্য অন্য স্থানীয় প্রাধকারিসমূহের সঙ্গে বন্দোবস্ত।

১৫। জনস্বাস্থ্য এবং অনাময় ব্যবস্থা হাসপাতাল ও ঔষধালয়, জন্ম ও মৃত্যুর পঞ্জীকরণ।

১৬। ভারত সীমানা বহির্ভূত স্থানসমূহে তীর্থযাত্রা ছাড়া, তীর্থযাত্রাসমূহ।

১৭। কবর দেওয়া ও কবর স্থান; শবদাহ ও শ্মশানসমূহ।

১৮। ১ নং সূচির ৪০ নং প্রবিষ্টিতে যেগুলি বিনির্দিষ্ট সেগুলি বাদে বিশ্ববিদ্যালয় সমেত শিক্ষা।

১৯। সমাযোজনসমূহ; অর্থাৎ সড়ক, সেতু, খেয়াপথ, ও অন্য সমাযোজন ব্যবস্থা যা ১ নং সূচিতে বিনির্দিষ্ট করা নেই; ক্ষুদ্র রেলপথসমূহ, ওইরূপ রেলপথ সম্বন্ধে ১ নং সূচির বিধানাবলীর শর্ত সাপেক্ষে; পৌর ট্রামপথ, রজ্জুপথ; ১ নং সূচি ও ৩ নং সূচিতে অন্তর্দেশিয় জলপথ সম্বন্ধে যে বিধানসমূহ আছে তার শর্তসাপেক্ষে ওইরূপ জলপথসমূহ ও তাতে যাতায়াত; গুরুত্বপূর্ণ বন্দরসমূহ সম্পর্কে ১ নং সূচিতে যে বিধানাবলী আছে তার সাপেক্ষে বন্দরসমূহ, যন্ত্রচালিত যান ভিন্ন অন্যান্য যানবাহন।

২০। ১ নং সূচির ৭৪ নং প্রবিষ্টির বিধানসমূহ সাপেক্ষে, জল, অর্থাৎ, জল সরবরাহ, সেচ ও খালসমূহ, জল-নিষ্কাশন ও বাঁধসমূহ, জল সঞ্চয় ও জলশক্তি।

২১। কৃষি শিক্ষা ও গবেষণা সহ কৃষি, মরক থেকে সংরক্ষণ উদ্ভিদ ব্যাধি নিবারণ।

২২। পশু-বংশের উন্নতিসাধন, এবং পশু-ব্যাধির নিবারণ; পশু চিকিৎসক প্রশিক্ষণ ও পেশাগত কর্ম।

২৩। খোঁয়াড়সমূহ এবং গবাদিপশুর অনধিকার প্রবেশ নিবারণ।

২৪। ভূমি, অর্থাৎ, ভূমিতে বা ভূমির উপর অধিকার ভূস্বামী ও প্রজার সম্পর্ক সহ প্রজাস্বত্ব এবং খাজনা আদায়; কৃষি ভূমির হস্তান্তরকরণ ও পরকীকরণ, ভূমির উন্নতিবিধান ও কৃষি ঋণ; উপনিবেশন।

২৫। প্রতিপাল্যাধিকরণ, দায়বদ্ধ ও ক্রোকযুক্ত ভূসম্পত্তি।

২৬। গুপ্তধন।

২৭। বনসমূহ।

২৮। সংঘের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রনিয়ন্ত্রণ এবং উন্নতিসাধন সম্পর্কিত ১ নং সূচির বিধানসমূহের শর্তসাপেক্ষে খনি, তৈলক্ষেত্র এবং খনিজ দ্রব্যের উন্নতিসাধনের প্রনিয়ন্ত্রণ।

২৯। মীন ক্ষেত্র।

৩০। বন্য পাখি ও বন্য পশুদের সংরক্ষণ।

৩১। গ্যাস ও গ্যাস কর্মশালা।

৩২। রাজ্যের অন্তর্গত ব্যবসা ও বাণিজ্য; বাজারসমূহ এবং জেলাসমূহ।

৩৩। এই সংবিধানের ২৪০ নং অনুচ্ছেদের বিধানসমূহের প্রয়োজনার্থে অন্য রাজ্যসমূহের সঙ্গে ব্যবসা, বাণিজ্য এবং লেনদেনের প্রনিয়ন্ত্রণ।

৩৪। মহাজনী কারবার এবং মহাজন; কৃষি-ঋনিতা থেকে ত্রাণ।

৩৫। পান্থশালা ও পান্থশালায় রক্ষক।

৩৬। পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন, সরবরাহ ও বন্টন।

৩৭। সংঘের নিয়ন্ত্রনাধীন কিছু কিছু শিল্পের উন্নতিবিধান সম্পর্কিত ১ নং সূচির বিধানসমূহের শর্তসাপেক্ষে শিল্পোন্নয়ন।

৩৮। খাদ্য দ্রব্য ও অন্যান্য পণ্য দ্রব্যে ভেজাল মিশ্রণ।

৩৯। মান স্থাপন বাদে ওজন ও মাপ।

৪০। মাদক পানীয় এবং নিদ্রাজনক ঔষধ, অর্থাৎ মাদক পানীয়, আফিম এবং অন্যান্য নিদ্রাজনক ঔষধের উৎপাদন, প্রস্তুতকরণ, দখল, পরিবহণ, ক্রয় এবং বিক্রয়,

কিন্তু আফিমের ব্যাপারে ১ নং সূচির বিধান সমূহ এবং বিষ ও বিপজনক ঔষধাদি সম্পর্কে ৩ নং সূচির বিধানসমূহের শর্ত সাপেক্ষে।

৪১। দরিদ্রদের জন্য ত্রান; বেকারি।

৪২। ১ নং সূচিতে বিনির্দিষ্ট নিগমসমূহ বাদে অন্য নিগমসমূহের অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিগমবন্ধন, প্রনিয়ন্ত্রণ, ও সমাপন; অ-নিগমবদ্ধ ব্যবসায়িক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, ধর্মীয় ও অন্যান্য সমিতি ও পরিমেল (association); সমবায় সমিতি সমূহ।

৪৩। দানসমূহ এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলি, দাতব্য ও ধর্মীয় উৎপার্জন (endowment) এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ।

৪৪। নাট্যশালা, নাট্যাভিনয় এবং চলচ্চিত্র, কিন্তু প্রদর্শনের জন্য চলচ্চিত্র লেপক ফিল্মের অনুমোদন বাদে।

৪৫। পণক্রিয়া ও জুয়াখেলা।

৪৬। ভূমি রাজস্ব, রাজস্বের নির্ধারণ ও সংগ্রহ সমেত, ভূমি সংক্রান্ত অভিলেখ রক্ষা করা, রাজস্বের প্রয়োজন এবং স্বত্বের অভিলেখের সমীক্ষা।

৪৭। মুদ্রাঙ্ক শুল্ক সম্পর্কিত ১ নং সূচির বিধানসমূহে বিনির্দিষ্ট দলিলাদি বাদে দলিলসমূহের মুদ্রাঙ্ক শুল্কের হার।

৪৮। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কৃষি ভূমি সম্পর্কে শুল্কসমূহ।

৪৯। কৃষি ভূমি সম্পর্কিত সম্পদ শুল্ক।

৫০। সড়কপথে বা অন্তর্দেশিয় জলপথে বাহিত দ্রব্যাদি ও যাত্রীগণের উপর কর।

৫১। কৃষি আয়ের উপর করসমূহ।

৫২। রাজ্যে নির্মিত বা উৎপাদিত নিম্নলিখিত দ্রব্যসমূহের উপর অন্তর্শুল্ক এবং ভারতের রাজ্য ক্ষেত্রে অন্যত্র নির্মিত বা উৎপাদিত অনুরূপ দ্রব্যাদির উপর একই হারে প্রতিশুল্ক—

(ক) মানুষের ভোগের জন্য সুরাসার পানীয়;

(খ) আফিম, ভারতীয় গাঁজা এবং অন্যান্য নিদ্রাজনক ভেষজ এবং নিদ্রাজনক পদার্থ, কিন্তু নিদ্রাজনক নয়* এমন ভেষজসমূহ;

কিন্তু ঔষধীয় বা প্রসাধন সামগ্রী, যাতে সুরাসার বা এই প্রবিষ্টির (খ) নং উপ-প্যারাগ্রাফে অন্তর্ভুক্ত কোনও পদার্থ থাকে, তা বাদে।

৫৩। ভূমি ও ভবনাদির উপর করসমূহ।

৫৪। খনিজ দ্রব্য উন্নয়ন সম্পর্কে সংসদ কর্তৃক বিধি দ্বারা আরোপিত যে কোনও সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে খনিজ দ্রব্য অধিকারসমূহের উপর কর।

৫৫। প্রতিশীর্ষ (Capitation) কর।

৫৬। বৃত্তি, ব্যবসা, পেশা ও চাকরিসমূহের উপর কর।

৫৭। পশু ও নৌকাসমূহের উপর কর।

**৫৮। বিক্রয়, ব্যবসায় নিয়োজিত অর্থ অথবা পণ্য দ্রব্য ক্রয়ের উপর করসমূহ, রাজ্যের মধ্যে বিক্রয়, ব্যবসায় নিয়োজিত অর্থ অথবা ক্রয়ের উপর করযোগ্য পণ্য দ্রব্যের রাজ্যের মধ্যে ব্যবহার অথবা ভোগের উপর তৎপরিবর্তে করসমূহ সমেত।

৫৯। ট্রামগাড়ি সমেত, সড়কে ব্যবহার উপযোগী যা সমূহের উপর কর, ওই যানসমূহ যন্ত্রচালিত হোক বা না হোক।

৬০। বিদ্যুতের উপভোগ ও বিক্রয়ের উপর কর।

৬১। কোনও স্থানীয় ক্ষেত্রে, যেখানে ভোবা, ব্যবহার বা বিক্রয়ের জন্য, দ্রব্যাদির প্রদেশের উপর কর।

৬২। প্রমোদ, বিনোদন, পনক্রিয়া ও জুয়াখেলার উপর কর সহ, বিলাস সামগ্রীর উপর কর।

৬৩। পথ কর।

৬৪। এই সূচির যে কোনও বিষয়ের প্রয়োজনে অনুসন্ধান এবং পরিসংখ্যান।

৬৫। এই সূচিভুক্ত যে কোনও বিষয় সম্পর্কিত বিধির পরিপন্থী অপরাধসমূহ।

---

*দ্রষ্টব্য, ১নং সূচির। (সংঘ সূচি) ৮৬ নং প্রবিষ্টির পাদ টীকা।

**এই প্রবিষ্টিটি সংবিধানের বিত্তীয় বিধানবলী সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ সমিতির সুপারিশ অনুসরণে সংশোধন করা হয়েছে।

৬৬। এই সূচিভুক্ত যে কোনও বিষয় সম্পর্কে দেয়ক (Fees), কিন্তু আদালতে গৃহীত দেয়কসমূহ বাদে।

সূচি ৩ : যুগ্মসূচি

১। এই সংবিধানের প্রারম্ভে ভারতীয় দন্ড সংহিতার অন্তর্গত যাবতীয় বিষয় সমেত ফৌজদারি বিধি, কিন্তু ১ নং ও ২ নং সূচিতে বিনির্দিষ্ট যে কোনও বিষয় সম্পর্কে বিধির পরিপন্থী অপরাধসমূহ ব্যতীত এবং অসামরিক শক্তির সাহায্যার্থে নৌ, স্থল বা বিমান বাহিনীর বা সংঘের কোনও সশস্ত্র বাহিনীর ব্যবহার ব্যতীত।

২। এই সংবিধানের প্রারম্ভে ফৌজদারি প্রক্রিয়া সংহিতার অন্তর্গত যাবতীয় বিষয় সমেত ফৌজদারি প্রক্রিয়া।

৩। বন্দী এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরিত-করণ।

৪। এই সংবিধানের প্রারম্ভে দেওয়ানি প্রক্রিয়া সংহিতার অন্তর্গত যাবতীয় বিষয় এবং তামাদি বিধিসহ দেওয়ানি প্রক্রিয়া; প্রথম তফসিলের ১ অথবা ২ নং খন্ডে সাময়িক ভাবে বিনির্দিষ্ট রাজ্যে, ওই রাজ্যের বাহিরে উদ্ভূত ভূমি রাজস্বের বকেয়া সহ অন্যান্য সরকারি অভিযাচন এবং উক্তরূপে আদায়যোগ্য অর্থাঙ্ক সম্পর্কিত দাবি-সমূহের আদায়।

৫। সাক্ষ্য ও শপথ, বিধি, সরকারি কার্য এবং অভিলেখ ও বিচারক কার্যবাহের স্বীকৃতি।

৬। বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ, শিশু ও নাবালকগণ; দত্তক গ্রহণ।

*৭। ইচ্ছাপত্র, অকৃত-ইচ্ছাপত্রতা (Intestacy), এবং উত্তরাধিকার; **যৌথ পরিবার এবং বাটোয়ারা; নিজেদের ব্যক্তিগত বিধি সাপেক্ষে, এই সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে বিচারক কার্যবাহে যুক্ত পক্ষগণ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়।**

৮। কৃষি ভূমি ব্যতীত অন্য সম্পত্তির হস্তান্তরকরণ; দলিল ও লেখ্য সমূহের নিবন্ধীকরণ।

৯। ন্যাস (Trust) ও ন্যাসপাল।

---

*সমিতির অভিমত এই যে, যদি একই ধরনের ব্যক্তিগত বিধি রাখতে হয়, যেমন, হিন্দুদের জন্য, সারা ভারতব্যাপী, তবে বর্তমানে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয়কে সমবর্তীসূচিতে রাখা উচিত। এরই ফলে এই প্রবিষ্টির সম্প্রসারণ।

১০। অংশীদারত্ব, এজেন্সি, বহন সংক্রান্ত সংবিদা, এবং অন্যান্য বিশেষ ধরনের সংবিদা সহ, সংবিদাসমূহ; কিন্তু কৃষি ভূমি সংক্রান্ত সংবিদাসমূহ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

১১। সালিশি।

১২। ঋণশোধে অক্ষমতা এবং দেউলিয়াত্ব।

১৩। মহাপরিপালক এবং ন্যাসপাল।

১৪। বিচারিক মুদ্রাঙ্ক দ্বারা সংগৃহীত শুল্ক ও দেয়কসমূহ বাদে, অন্যান্য মুদ্রাঙ্ক শুল্ক, কিন্তু মুদ্রাঙ্ক শুল্কগুলির হার ব্যতিরেকে।

১৫। নালিশযোগ্য অপরাধ, দ্বিতীয় সূচিতে বিনির্দিষ্ট বিষয়গুলির কোনও একটি সম্পর্কে বিধিসমূহে যেগুলি অন্তর্ভুক্ত সেগুলি বাদে।

১৬। এই সূচিভুক্ত যে কোনও বিষয় সম্পর্কে, উচ্চতম ন্যায়ালয় ব্যতীত অন্য যাবতীয় আদালতের ক্ষেত্রাধিকার ও ক্ষমতাবলী।

১৭। বিধি, চিকিৎসা ও অন্যান্য বৃত্তিসমূহ।

১৮। সংবাদপত্র, পুস্তক এবং ছাপাখানা।

১৯। উন্মাদগ্রস্ত ও মানসিক বৈকল্যযুক্ত ব্যক্তিবর্গের গ্রহণের বা চিকিৎসার স্থান-সমূহ সমেত উন্মাদ ও মানসিক বৈকল্য।

২০। বিষসমূহ এবং বিপজ্জনক ভেষজসমূহ।

২১। যন্ত্রচালিত যানসমূহ।

২২। বয়লার (Boiler)।

২৩। পশুক্লেশ নিবারণ।

২৪। ভবঘুরেমি, যাযাবর ও প্রব্রজনশীল জনজাতিসমূহ।

২৫। কারখানাসমূহ।

২৬। শ্রমের শর্তসমূহ, ভবিষ্যনিধি, নিয়োজকের দায়িতা, কর্মীদের ক্ষতিপূরণ, অশক্ততা জনিত নিবৃত্তি-বেতন এবং বার্ধক্য নিবৃত্তি-বেতন সমেত শ্রমিক কল্যাণ।

২৭। বেকারত্ব এবং সামাজিক বীমা।

২৮। কর্মী সংঘ (Trade Union), শিল্প-সম্বন্ধী ও শ্রম-সম্বন্ধী বিরোধসমূহ।

২৯। মনুষ্য, পশু বা উদ্ভিদকে আক্রমণ করে এমন সংক্রামক বা সাংসর্গিক ব্যাধি বা মারক সমূহের এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে প্রসার নিবারণ।

৩০। বিদ্যুৎ।

৩১। জাতীয় জলপথ সম্পর্কে ১ নং সূচির বিধানসমূহ সাপেক্ষে, অন্তর্দেশীয় জলপথসমূহে যন্ত্রচালিত জলযান সম্পর্কিত নৌ-বহন ও নৌ-চালন এবং ওইরূপ জলপথসমূহে পথ নিয়ম এবং অন্তর্দেশীয় জলপথে যাত্রী ও দ্রব্যাদি বহন।

৩২। প্রদর্শনের জন্য চলচ্চিত্রক্ষেপক ফিল্মসমূহের অনুমোদন।

৩৩। সংঘের প্রাধিকারাধীন নিবর্তনমূলক আটকের অধীন ব্যক্তিগণ।

৩৪। অর্থনীতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা।

*৩৫। সংঘ বা রাজ্যের প্রয়োজনে অর্জিত ও অধিগৃহীত সম্পত্তির জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের নীতিসমূহ।

৩৬। এই সূচিতে যে কোনও বিষয়ের প্রয়োজনে অনুসন্ধান এবং পরিসংখ্যান।

৩৭। কোনও আদালতে গৃহীত দেয়কসমূহ বাদে, এই সূচিভুক্ত যে কোনও বিষয় সম্পর্কিত দেয়কসমূহ।

□ □ □

*দ্রষ্টব্য, ১ নং সূচির। (সংঘ সূচি) ৪৩ নং প্রবিষ্টির পাদ টীকা।

অষ্টম তফসিল

[৩০৩(১) (দশম) অনুচ্ছেদ]

তফসিলি জনজাতসমূহ

অংশ I

মাদ্রাজ

১। বাগাদা	—	
২। ভোট্টাডাগণ	—	বোড়ো ভোট্টাডা, মুরিয়া ভোট্টাডা এবং সানেয় ভোট্টাডা।
৩। ভূমিয়াগণ	—	ভূরি ভূমিয়া এবং বোড়ো ভূমিয়া
৪। বিসয়	—	বরাঙ্গি জোডিয়া, বেন্নাগি ডাড়ুভা, ফ্রাঙ্গি, হোল্লার, ঝোরিয়া, কোল্লাই, কোণ্ডে, পারাঙ্গা, পেঙ্গা, জোডিয়া, সোড়ো জোডিয়া এবং টাকোরা
৫। ধাক্কাদা	—	
৬। ডোমগণ	—	আন্ধিয়া ডোম, আউদিনিয়া ডোম, চনাল ডোম, মিরগানি ডোম, ওড়িয়া ডোম, গোনাকা ডোম, টেলেগা এবং উম্মিয়া
৭। গদব-গণ	—	বোডা গদব, সেরলাম গদব, ফ্রাঞ্জি গদব, জোদিয়া গদব, ও লাবো গদব, পাঙ্গি গদব এবং পারাঙ্গা গদব
৮। ঘাসিগণ	—	বোড়া ঘাসি এবং সান ঘাসি
৯। গোণ্ডি	—	মোদিয়া গোণ্ড এবং রাজো গোণ্ড
১০। গৌদুসগণ	—	বাটো, ভিরথিয়া, দুধোকৌরিয়া, হাটো, ডাটাকো এবং জোরিয়া।
১১। কোশলিয়া গৌদুসগণ	—	বোসো থোরিয়া গৌদুস, চিত্তি গৌদুস, দাঙ্গাইয়াথ গৌদুস, দোদ্দু কোমারিয়া, দুদু কামারো, লাডিয়া গৌদুস এবং পুল্লো সোধিয়া গৌদুসগণ

১২। মাগাথা গৌদুস — বারনিয়া গৌদু, বুড়ুমাগাথা, ডোঙ্গায়েথ গৌদু, লাডিয়া গৌদু, পুন্না মাগাথা এবং সানা মাগাথা

১৩। সিরিথি গৌদুসগণ

১৪। হোলভা

১৫। জাডাগাস

১৬। জাটাগাস

১৭। কামাবাস

১৮। খাট্টিস-খাট্টি — কোমারো এবং লোহারা

১৯। কোদু

২০। কোন্মার

২১। কোণ্ডা ধোবাস

২২। কোণ্ডা কাপুল

২৩। কোণ্ডা রেড্ডি

২৪। কোন্ধগণ — দেশায়া কোন্ধ, ডোঙ্গরিয়া কোন্ধ, কুট্টিয়া কোন্ধ, টিকিরিয়া কোন্ধ, এবং ইয়োনিতি কোন্ধ

২৫। কোটিয়া — বারটিকা, বেন্থো ওড়িয়া, ধুলিয়া অথবা দুলিয়া, হোলভা পাইকো, পুটিয়া, সানরোনা এবং সিধো পাইকো

২৬। কোইয়া অথবা গৌদ প্রজাসহ — রাশা কোইয়ার রাজা, লিঙ্গাদনারি ও তার কোইয়া সোধারাস্য এবং কোট্টু কোইয়া

২৭। মাদিগাগণ।

২৮। মালাগণ অথবা মালা এজেন্সি অথবা বাল্মীকি গণ।

২৯। মালিগণ — কোরচিয়া মালি, পাইকো মালি এবং গেড্ডা মালি

৩০। মাজনে

৩১। মান্না ধোরা

৩২। মুখা ধোরা — নুকা ধোরা

৩৩। মুলি অথবা মুলিয়া

৩৪। মুরিয়া

৩৫। ওযুলাস অথবা মেট্টা কোমসালি

৩৬। ওমানাইতো

৩৭ পাইগারাপু

৩৮। পালাসি

৩৯। পাল্লি

৪০। পেনতিয়া

৪১। পোরজাস — বোড়ো, বোন্দা, দারভা, দিদুয়া, জোডিয়া, মুন্দিলি, গেঙ্গু, পাইডি এবং সালিয়া

৪২। রেড্ডি ধোরা

৪৩। বেল্লি অথবা সাচান্দি

৪৪। রোনা

৪৫। শবরগণ — কাছু শবর, খুত্তো শবর এবং মালিয়া শবর।

৪৬। লাক্ষাদ্বীপ, মিনিবয় এবং আমিনদিভি দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীগণ

অংশ II

বোম্বাই

১। বারদা

২। বাভাচা

৩। ভিল

৪। চোধরা

৫। ধাঙ্কা

৬। ধোদিয়া

৭। দুবিয়া

৮। গামিত অথবা গামতা

৯। গোন্দ

১০। কাঠোদি অথবা কাতকারি

১১। কোঙ্কানা

১২। কোলি মহাদেব

১৩। মাভচি

১৪। নাইকদা অথবা নায়েক

১৫। পারধি, আদাভচিনাচের অথবা ফানসে পারাধি সমেত

১৬। পাতেলিয়া

১৭। গোমলা

১৮। পৌয়ারা

১৯। রাথওয়া

২০। তাদাভি ভিল

২১। ঠাকুর

২২। ভালভাই

২৩। ভারলি

২৪। বাসবা

অংশ III

পশ্চিমবঙ্গ

১। বোতিয়া

২। চাকমা

৩। কুকি

৪। লেপচা

৫। মুণ্ডা

৬। সাঘ

৭। স্রো (সাব)

৮। ওরাওঁ

৯। সাঁওতাল

১০। টিগেরা

১১। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত অন্য কোনও জনজাতি

অংশ IV

যুক্তপ্রদেশ

১। ভুইনিয়া

২। বাইসওয়ার

৩। বাইগা

৪। গোন্দ

৫। খারওয়ার

৬। কোল

৭। ওঝা

৮। যুক্তপ্রদেশ সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত অন্য কোনও জনজাতি

অংশ V

পূর্ব পঞ্জব

কাংড়া জেলার স্পিতি ও লাহুলে তিব্বতীগণ।

অংশ VI

বিহার

১। নিম্নলিখিত যে কোনও জনজাতির অন্তর্ভুক্ত বিহার রাজ্যে বসবাসকারী—

১। অসুর

২। বানজার

৩। বাথুদি

৪। বেন্টকর

৫। বিনাঝিয়া

৬। বিরহোর

৭। বিরাজিয়া

৮। চেরো

৯। চিক বারিক

১০। গাদারা

১১। ঘাটওয়ার

১২। গোন্দ

১৩। গোরাটি

১৪। হো

১৫। জুয়াঙ্গ

১৬। কারমালি

১৭। খারিয়া

১৮। খারওয়ার

১৯। খেতাউরি

২০। খোন্দ

২১। কিসান

২২। কোলি

২৩। কোরা

২৪। কোরওয়া

২৫। মাহ্‌লি

২৬। মাল পাহারিয়া

২৭। মুণ্ডা

২৮। ওরাওঁ

২৯। পারহিয়া

৩০। সাঁওতাল

৩১। সাউরিয়া পাহাড়িয়া

৩২। শবর

৩৩। থারু

২। নিম্নলিখিত জেলা অথবা থানার যে কোনও একটির অধিবাসী, অর্থাৎ, রাঁচী, সিংভূম, হাজারিবাগ এবং সাঁওতাল পরগণার জেলাসমূহ, এবং মানভূম জেলার আরসা, বলরামপুর, ঝালদা, জয়পুর বাঘ মুণ্ডি, চাণ্ডিল, ইছাগড়, বারহাভূম, পটামদা বান্দুয়ান এবং মানবাজার পুলিশ থানা,

নিম্নলিখিত জনজাতিসমূহের অন্তর্গত কোনও একটি ঃ—

১। বাউরি

২। ভোগতা

৩। ভুইয়া

৪। ঘাসি

৫। পান

৬। রাজওয়ার

৭। তুরি

৩। মানভূম জেলার নিম্নলিখিত পুলিশ থানার যে কোনও একটিতে অথবা ধানবাদ মহকুমার, অর্থাৎ, পুরুলিয়া, হুরা, পঞ্চা, রঘুনাথপুর, সান্‌তুরী, নিতুরিয়া, পারা, চাস, চন্দনকিয়ারি এবং কাশীপুর, ভূমিজ জনজাতির অন্তর্ভুক্ত।

অংশ VII

মধ্যপ্রদেশ

১। গোন্দ

২। কাওয়ার

৩। মারিয়া

৪। মুরিয়া

৫। হালবা

৬। প্রধান

৭। ওরাওঁ

৮। বিঞ্জওয়ার

৯। অন্ধ

১০। ভারিয়া-ভূমিয়া

১১। কোলি

১২। ভাত্রা

১৩। বাইগা

১৪। কোলাম

১৫। ভিল

১৬। ভুঁইহার

১৭। ধানওয়ার

১৮। ভাইনা

১৯। পারজা

২০। কামব

২১। ভুঞ্জিয়া

২২। নাগারচি

২৩। ওঝা

২৪। কোরকু

২৫। কোল

২৬। নাগাসিয়া

২৭। সাওরা

২৮। কোরওয়া

২৯। মাঝওয়ার

৩০। খরিয়া

৩১। সাউন্তা

৩২। কোন্দ

৩৩। নিহাল

৩৪। বিরহুল (বা বিরহোর)

৩৫। রাউতিয়া

৩৬। পাণ্ডো

অংশ VIII

অসম

নিম্নলিখিত জনজাতি ও সম্প্রদায় ঃ—

১। কাচারি

২। বোরো বা বোরা-কাচারি

৩। রাভা

৪। মিরি

৫। লালুঙ্গ

৬। মিকির

৭। গারো

৮। হাজোনফি

৯। দিওরি

১০। আবোর

১১। মিশমি

১২। দাফিয়া

১৩। সিংফো

১৪। খাম্পতি

১৫। যে কোনও নাগা বা কুকি জনজাতি

১৬। আসাম সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত অন্য যে কোনও জনজাতি বা সম্প্রদায়

অংশ IX

ওড়িশা

এক। ওড়িশা রাজ্যের যে কোনও আধিবাসী, নিম্নলিখিত যে কোনও জনজাতির অন্তর্ভুক্ত ঃ—

১। বাগাতা

২। বানজারি

৩। চেঞ্চু

৪। গাদাবা

৫। গোন্দ

৬। জাতাপু

৭। খোন্দ (কোন্দ)

৮। কোন্দা-ডোরা

৯। কোইয়া

১০। পারোজা

১১। সাওরা (শবর)

১২। ওরাওঁ

১৩। সাঁওতাল

১৪। খরিয়া

১৫। মুণ্ডা

১৬। বনজারা

১৭। বিনাঝিয়া

১৮। কিসান

১৯। কোলি

২০। কোরা

দুই। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রের যে কোনও একটির অধিবাসী, অর্থাৎ কোরাপুট এবং খোন্দমাল জেলা এবং গঞ্জাম এজেন্সি, নিম্নলিখিত জনজাতির যে কোনও একটির অন্তর্ভুক্ত ঃ—

১। ডোম বা ডোম্বো

২। পান বা পানো

তিন। সম্বলপুর জেলার অধিবাসী, নিম্নলিখিত জনজাতিসমূহের যে কোনও একটির অন্তর্ভুক্ত ঃ—

১। বাউরি

২। ভুইয়া

৩। ভূমিজ

৪। খাসি

৫। তুরি

৬। পান বা পানো

□ □ □

পরিশিষ্ট

খসড়া রচনা সমিতির সদস্য শ্রী আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার কর্তৃক গণপরিষদে উপস্থাপিত পৃথক মন্তব্যসমূহ

সংসদ এবং একক গুলির মধ্যে বিধানিক ক্ষমতা বন্টন সম্পর্কে অথবা যখন প্রাদেশিক (রাজ্য) সূচি ভুক্ত কোনও বিষয় জাতীয় গুরুত্ব হয়ে ওঠে বা অনুমিত হয় ও সেই বিষয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সংসদ ক্ষমতা গ্রহণ করে তখন সেই ব্যাপার সম্পর্কে নীতিগত ভাবে আমার ও আমার সহকর্মীদের কোনও পার্থক্য নেই একথা উল্লেখ করার সময় উক্ত বিষয়সমূহ অর্থাৎ ২১৭, ২২৩ (১) এবং ২২৬ নং অনুচ্ছেদের সঙ্গে সম্বন্ধাবদ্ধ অনুচ্ছেদসমূহ সম্পর্কে গণ পরিষদের বিবেচনার জন্য আমি একটি পৃথক মন্তব্য পেশ করতে চাই।

বিধানিক ক্ষমতাসমূহের বন্টন—২১৭ এবং ২২৩ (১) নং অনুচ্ছেদগুলি।

২। বিধানিক ক্ষমতাসমূহের বন্টনের প্রশ্নটির নিষ্পত্তি গণপরিষদ করেছে এবং এটা স্থিরীকৃত হয়ে গেছে যে অবশিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রে বর্তাবে। অতএব, প্রশ্ন একটাই যে অনুচ্ছেদগুলিকে কিভাবে রচনা করা হবে যাতে তা এই ভাবটিকে কার্যকর করা যায়। আমার সহকর্মীরা ভারত শাসন আইনের ১০০ নং ধারার পরিকল্পটি এবং অবশিষ্ট ক্ষমতার জন্য এক পৃথক অনুচ্ছেদ এবং তৎসহ সংঘের জন্য বরাদ্দ করা বিষয়সমূহের সূচিতে একটি দফা হিসাবেও অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমার পরিকল্পনার বক্তব্যটি হল এই যে, যেহেতু সহমত হওয়া গেছে যে, অবশিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রের (সংঘের সংসদ) উপর বর্তাবে, সংঘসূচিতে প্রগণিত বিবিধ দফাগুলি কেন্দ্রের উপর বর্তিত সাধারণ অবশিষ্ট ক্ষমতারই নিছক বিশদীকরণ। অতএব সঠিক পরিকল্পনাটির কাজ হল সর্বাগ্রে রাজ্যসমূহ অথবা প্রদেশিক এককগুলির ক্ষমতাসমূহের নির্ভুল বর্ণনা করা, তারপর সমবর্তী ক্ষমতা স্থির করা এবং সবশেষে কেন্দ্র অথবা সংঘের সংসদের ক্ষমতার আলোচনা করা ও সেই সঙ্গে সাধারণ ক্ষমতার উদাহরণের দ্বারা কেন্দ্রের উপর বর্তিত ক্ষমতাসমূহের বিস্তৃত সূচি রচনা করা। ভারত শাসন আইনের ১০০ নং ধারায় গৃহীত পরিকল্পনাটি এই ঘটনার দ্বারা কিছুটা পরিমাণে দায়ী থেকেছে এই কারণে যে, সেই সময়ে অবশিষ্ট ক্ষমতার স্থিতিস্থান সম্বন্ধে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ঐকমত্য ছিলনা, এবং কোনও একটি বিশেষ স্থানে যে-

সব ক্ষেত্রে সূচিগুলির কোনও একটিরও অন্তর্ভুক্ত নয় সেখানে অবশিষ্ট ক্ষমতা কোন বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রয়োগ করা হবে তা নির্ধারিত করার ভার বড়লাটের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে। বর্তমানে তেমন কোনও সমস্যার সম্মুখীন আমাদের হতে হচ্ছে না। ভারত শাসন আইনের বিধানসমূহের অধীনে এর যা গুরুত্ব ছিল, তার তুলনায় কেন্দ্রীয়সূচির প্রতিটি আলাদা আলাদা দফার অর্থ এবং অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের পক্ষে প্রচারের গুরুত্ব অনেক কমে গেছে।

১০০ নং ধারার প্রতিটি প্রকরণে "তৎসত্ত্বেও" শব্দটির বারবার ব্যবহার আদালত সমূহে দীর্ঘায়ত ও অপ্রয়োজনীয় সওয়াল জবাবের বিষয় হয়ে উঠেছে।

যেহেতু, খসড়া সংবিধান অনুযায়ী বন্টনের পরিকল্পটি রাজ্যগুলির মধ্যে ঐকমত্যের বিষয় ও যার বিহিত করা হয়েছে ২২৪ এবং ২২৫ নং অনুচ্ছেদের দ্বারা, সেহেতু তৃতীয় খণ্ডের রাজ্যগুলির সংঘের পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবার কারণে কোনও জটিলতার উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

পরন্তু, যেভাবে অনুচ্ছেদগুলি রচিত হয়েছে তাতে এই মর্মে কোনও বিধান নেই যে, বিধান প্রণয়নের ক্ষমতার সঙ্গে বিধানিক প্রাধিকারের ফলপ্রদ প্রয়োগের পক্ষে অপরিহার্য কোনও বিধানসমূহ প্রণয়ন করার ক্ষমতাটি জড়িত। ওইরূপ কিছু বিধানাবলী অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার সংবিধানে বিদ্যমান আছে, **দ্রষ্টব্য** অস্ট্রেলিয়া সংবিধানের ৫১ নং ধারা এবং আমেরিকার সংবিধানের ১ নং অনুচ্ছেদের ৮ নং ধারার ১৮ নং উপধারা।.

অতএব আমি খসড়ার ২১৭ এবং ২২৩ (১) নং অনুচ্ছেদগুলির পরিবর্ত হিসাবে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটির বিষয়ে গণপরিষদকে বিচার বিবেচনা করার প্রস্তাব দিতে চাই।

"(১) প্রথম অংশের, প্রথম তফসিল ভুক্ত রাজ্যসমূহের বিধানমণ্ডলের অনন্য অধিকার থাকবে ১ নং সূচিতে (প্রাদেশিক বিধানিক সূচির অনুরূপ) বিনির্দিষ্ট বিষয়-সমূহের শ্রেণীগুলির মধ্যে পড়ে এমন বিষয়গুলি সম্পর্কে রাজ্যের অথবা রাজ্যের কোনও অংশের জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করার।"

"(২) প্রথম অংশের প্রথম তফসিল ভুক্ত রাজ্যগুলির যে কোনও একটির বিধান- মণ্ডলের ১নং প্রকরণের অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহ ছাড়াও অধিকার থাকবে ২ নং সূচিতে বিনির্দিষ্ট বিষয় সমূহের শ্রেণী গুলির মধ্যে পড়ে এমন বিষয়গুলির

সম্পর্কে রাজ্যের অথবা তার কোনও অংশের জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করার, অবশ্য এই শর্তে যে, সংঘের সমগ্র এলাকার বা তার কোনও অংশের মধ্যে অভিন্ন বিষয় সমূহ সম্পর্কে সংঘের সংসদেরও ক্ষমতা থাকবে বিধি প্রণয়ন করার, এবং রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কোনও আইন যতক্ষণ পর্যন্ত এবং যতদূর পর্যন্ত না তা সংঘের সংসদের কোনও আইনের বিরোধী হচ্ছে ততক্ষণ ও ততটা পর্যন্ত রাজ্যের মধ্যে এবং রাজ্যের জন্য তা ফলপ্রদ হবে।"

"(৩) পূর্বোক্ত উপধারা কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতাসমূহ ছাড়াও ১ নং সূচিতে প্রগণিত বিষয়গুলির শ্রেণীসমূহের মধ্যে পড়ে না এমন সকল বিষয় সম্পর্কে সংঘের তার কোনও অংশের সৎ প্রশাসন ও শান্তি শৃঙ্খলার জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করতে পারে সংঘের সংসদ, এবং পূর্বে উল্লিখিত বিষয়ের ব্যাপকতা সম্পর্কে কোনও হানি না ঘটিয়ে এবং বিশেষ ভাবে সংঘের সংসদের অনন্য ক্ষমতা থাকবে ৩নং সূচিতে প্রগণিত বিষয়সমূহের শ্রেণীগুলির মধ্যে পড়ে এমন সকল বিষয় সম্পর্কে বিধি-সমূহ প্রণয়ন করার।"

"(৪) (ক) ২য় খণ্ডের ১ নং তফসিলভুক্ত রাজ্যগুলির সৎ প্রশাসন এবং শান্তি শৃঙ্খলার জন্য সংঘের সংসদের ক্ষমতা থাকবে বিধিসমূহ প্রণয়ন করার।

(খ) (ক) উপধারা অনুযায়ী সংসদের সাধারণ ক্ষমতাসমূহের শর্তসাপেক্ষে, ২য় খণ্ড, ১ নং তফসিলভুক্ত রাজ্যগুলির বিধানমণ্ডলের বিধি প্রণয়ন করার ক্ষমতা থাকবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির শ্রেণীসমূহের মধ্যে পড়ে এমন বিষয়গুলি সম্পর্কে ঃ

অবশ্য এইশর্তে যে, ওইরূপ একক কর্তৃক পাশ করা কোনও বিধি যতক্ষণ পর্যন্ত বা এবং যতদূর পর্যন্ত না তা সংঘের সংসদের কোনও বিধির প্রতিকূল হচ্ছে।

(এই ব্যাপারে প্রদেশগুলির মুখ্য মহাধ্যক্ষদের তদর্থক সমিতির সুপারিশগুলি যদি গৃহীত হয়, তবে এই বিধানটির প্রয়োজন)।

"(৫) কোনও বিশিষ্ট বিধানমণ্ডলে কার্যকরভাবে প্রয়োগের পক্ষে অপরিহার্য ক্ষমতার প্রয়োগে বিধানিক প্রাধিকারের ন্যস্ত সকল বিষয়সমূহ পর্যন্ত সংঘের সংসদ অথবা রাজ্যের বিধানমণ্ডলের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা সম্প্রসারিত হবে।"

"(৬) যে ক্ষেত্রে কোনও বিধি প্রথমসূচি অথবা (দ্বিতীয়সূচি)তে প্রগণিত বিষয়সমূহের যে কোনও একটি সম্পর্কে যে কোনও প্রচলিত বিধি অথবা সংঘের সংসদের কোনও বিধির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হয় সে ক্ষেত্রে সংসদের বিধিটি অথবা যথাস্থলে রাজ্যের বিধিটির প্রাধান্য থাকবে এবং রাজ্যের বিধিটির যতদূর পর্যন্ত বিরুদ্ধার্থক হবে ততদূর পর্যন্ত বাতিল হবে।"

(এটি অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার বিধানাবলী অনুযায়ী। প্রতিটি ধারা বা প্রতিটি প্রকরণের পরীক্ষায় প্রবৃত্ত না হয়ে, আদালত সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে যে সামগ্রিক রূপে গৃহীত কোনও আইন অন্য বিধির বিরুদ্ধার্থক)।

যদি এটা প্রয়োজন মনে হয় যে, ২৩১(২) নং অনুচ্ছেদের ধারা অনুসারে সমবর্তীসূচির বিষয়গুলি সম্পর্কিত বিধিসমূহে বিশেষ বিধান প্রতিস্থাপিত করা যেতে পারে। যদিও আমার বিবেচনায় কেন্দ্রীয় বিধানমণ্ডলের বাতিল করার ক্ষমতার প্রেক্ষিতে ওইরূপ বিধানের প্রয়োজন নাও পড়তে পারে।

২২৬ এবং ২২৮ নং অনুচ্ছেদ

৩। ২২৬ নং অনুচ্ছেদের অন্তর্নিহিত এই নীতিটিকে আমি মেনে নিই যে, যদি প্রাদেশিকসূচির কোনও বিষয় জাতীয় গুরুত্বের রূপ গ্রহণ করে অথবা এই অনুচ্ছেদের ভাষায় জাতীয় স্বার্থের অন্যতম হয়ে ওঠে, তবে প্রাদেশিক ক্ষেত্রে জোর করে হস্তক্ষেপ করা (যদি এই শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করা হয়) এবং প্রাদেশিকসূচির কোনও বিষয় সম্পর্কে বিধি প্রণয়নের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী থাকে। কিন্তু ওইরূপ ক্ষমতা গ্রহণ করার মূল ভিত্তিটি হল এই যে, ওই বিষয়টিকে আর কেবলমাত্র কোনও বিশিষ্ট রাজ্যের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বলে গ্রহণ করা যাবে না, বরং তা জাতীয় ব্যাপ্তি গ্রহণ করেছে বলে গণ্য করা হবে।

এই পরিপ্রেক্ষিত গুলি যদি সঠিক হয়, তবে রাজ্যের পক্ষে ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখার কোনও যৌক্তিকতা নেই। সংঘ কর্তৃক ক্ষমতা গ্রহণের উদ্দেশ্যটি যেটা প্রাদেশিক অথবা রাজ্য ক্ষমতা তাকে সমবর্তী ক্ষমতায় রূপান্তরিত করার জন্য সংবিধানে পরিবর্তনের সাহায্য নেওয়া ব্যতিরেকে কোনও সরল অথবা সহজ পদ্ধতিতে হয় না। এই নীতিটিকে ২২৮ নং অনুচ্ছেদে দৃষ্টিসীমার মধ্যে রাখা হয় নি, যে অনুচ্ছেদটিতে এই ব্যবস্থা করা আছে যে প্রদেশটি ওই বিশেষ বিষয়টি সম্পর্কে

তার বিধানিক ক্ষমতা অব্যাহত রাখবে। একটি প্রাদেশিক ক্ষমতাকে সমবর্তী ক্ষমতায় রূপান্তরিত করণকে কেন্দ্র কর্তৃক হস্তক্ষেপের জন্য একটা মূল্য দিতে হবে এবং হয়ত শেষপর্যন্ত স্বয়ং সংবিধানেরই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে আঘাত হানতে পারে। অতএব তাই আমি নিম্নলিখিত শব্দসমূহ প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করবো—

"অথবা জাতীয় স্বার্থে বাঞ্ছনীয় .... প্রস্তাব" শব্দগুলির পরিবর্তে ঃ

"এই কারণের ভিত্তিতে যে, রাজ্যসূচিতে প্রগণিত যে কোনও বিষয় জাতীয় গুরুত্ব অর্জন করেছে" এবং "ওইরূপ বিষয় সম্পর্কে সংসদের উচিত বিধিসমূহ প্রণয়ন করা" শব্দগুলি যুক্ত করা হোক "সংসদের পক্ষে এটা বৈধ হবে ইত্যাদি" শব্দগুলির আগে।

২২৮ নং অনুচ্ছেদে "২২৬ এবং ২২৭ নং অনুচ্ছেদের কোনও কিছুই" শব্দগুলির পরিবর্তে প্রাতিস্থাপিত হোক "২২৭ নং অনুচ্ছেদের কোনও কিছুই" শব্দগুলি।

আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী

২১৮ নং অনুচ্ছেদ অপ্রয়োজনীয়, কারণ এতে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের আলোচনা আছে যা ১ নং সূচির একটি দফা।

উচ্চ ন্যায়ালয়ের আলোচনা আছে ২২১ নং অনুচ্ছেদে। ক্ষেত্রাধিকার সম্পর্কে কোনও বিশেষ ব্যবস্থা করা নিরর্থক কারণ উচ্চ ন্যায়ালয় সহ সকল আদালতের ক্ষেত্রাধিকার ৩ নং সূচিতে প্রদত্ত দফাগুলির মধ্যে ক্ষেত্রাধিকার এবং প্রাপ্ত বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু বিধানিক ক্ষমতার বন্টন সম্পর্কিত অনুচ্ছেদগুলি বিশেষভাবে সূচিগুলিকে উল্লেখ করে, তাই সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় সম্পর্কিত পৃথক অনুচ্ছেদ বাহুল্য এবং অপ্রয়োজনীয়।

আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী

আদেশানুসারে
এইচ. ভি. আর আয়েঙ্গার
সচিব

Eighth Schedule

[Articles 344(1) and 351]

Languages

1. Assamese
2. Bengali.
3. Gujarati.
4. Hindi.
5. Kannada
6. Kashmiri
7. Malayalam
8. Marathi.
9. Oriya
10. Punjabi.
11. Sanskrit.
12. Tamil.
13. Telugu.
14. Urdu.

Jawaharlal Nehru

B. Pattabhi Sitaramayya

Facsimile of signature page Nos. 222 and 223 of the Constitution of India from the calligraphic edition published by the Survey of India Offices at Dehra Dun.

আম্বেদকর রচনা-সম্ভার : ষড়বিংশতি খণ্ড

অনুবাদে

- **দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়** : প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক ; ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন সার্ভিসের সদস্য ; ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের পদস্থ আধিকারিক ; বর্তমানে কলকাতা দূরদর্শনের বার্তা-সম্পাদক।

- **অতীন্দ্রমোহন ঘোষ** : কলকাতা উচ্চ-ন্যায়ালয়ের সঙ্গে যুক্ত প্রধান অনুবাদক এবং অবসরপ্রাপ্ত পদস্থ আধিকারিক ; প্রাবন্ধিক, অনুবাদক এবং আইনজীবী।

অনুমোদনে

- **আশিস সান্যাল** : কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক। ইংরেজি ও বাংলায় ষাটের বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন। জাতীয় কবির সম্মানে সম্মানিত। বহু পুরস্কার পেয়েছেন এবং ভ্রমণ করেছেন বহু দেশ।

নির্ঘণ্ট